সূর্য্যমুখী

কবিতা

কথিকা—লিপিকা· গীতিকা· সমাপ্তিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামেশ্বর দে
চন্দননগর

সুষমাসুধার কবিতাগুলি গত তিন বৎসরের
মধ্যে লেখা। ইতি নববর্ষ ১৩৪৩

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
৫৮৭।৩৫

উপহার

এই বইখানি

....কে

উপহার দিলাম।

ইতি—

তারিখ........

স্থান............

SRI AUROBINDO

My aim in writing or in encouraging others to write is not personal glory but to arrive at the expression of spiritual truth and experience of all kinds in poetry.

শ্রীঅরবিন্দ :

আমি লিখি বা অন্ত কাউকে লিখতে উৎসাহ দেই—কোনো ব্যক্তিগত মহিমার আকাঙ্ক্ষায় নয় : আমার লক্ষ্য—শুধু কাব্যে সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সত্য ও উপলব্ধিকে ফুটিয়ে তোলা।

ভূমিকা

সূর্যমুখীতে তিন শ্রেণীর কবিতা রইল তিন ভাগে। প্রথম ভাগে : কথিকা। দ্বিতীয় ভাগে : লিপিকা। তৃতীয় ভাগে : গীতিকা। গীতিকা বলতে লিরিক বুঝতে হবে। সমাপিকায়—পত্রাবলী।

গীতিকায় "ঋষি ও কবি" কবিতাটির মূল রস অংশত ড্রামাটিক—"মন-সুন্দর" কবিতাটিরও। কারণ এ-দুটি কবিতায় লিরিক রঙের সঙ্গে মিশেছে বিশেষ ক'রেই নাটকীয় ঢং। লিরিকে ব্যক্তিগত হৃদয় চায় আত্মপ্রকাশ—আবেগে। ড্রামার মূল উৎসারণ আবেগ বৈ কি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকে নানা পরস্পর-বিরোধী উপাদানের সমন্বয়। ড্রামার একটা প্রধান উপাদানই যে ঘাত প্রতিঘাত : ভাবের সঙ্গে ভাবের, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার। "কবি ও ঋষি"তে সঙ্ঘাত—ভাবের সঙ্গে ভাবের, দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির, আত্মজীবনীর সঙ্গে আত্মজীবনীর। তাই বলছি এ কবিতাটি হ'ল আংশিক ভাবে ড্রামাটিক। বাকিটুকু লিরিক। কিন্তু এর মূল রসটি নাটধর্মী—বিশেষ ক'রে আরও এইজন্যে যে, কবির দৃষ্টিভঙ্গিও যেমন আমি এঁকেছি আমার সমগ্র হৃদয়ের আবেগ ও সমগ্র সত্তার প্রাণশক্তি দিয়ে, তেমনি ঋষির বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিও এঁকেছি এ-বিরোধী দৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা পেয়ে। কবির দৃষ্টিভঙ্গি জিতিয়ে রাখা দেখিয়েছি—সত্য, কিন্তু ঋষির বক্তব্যকে দুর্বল ক'রে নয়। তা করলে সেটা শুধু যে ড্রামাটিক হ'ত না তাই নয়—হ'ত অন্যায়, অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের "গোরা"-জাতীয় তর্কাতর্কিতে আমার মন সায় দেয় : প্রতি পক্ষই যখন নিজের কথা বলছে চরম ক'রেই বলছে—এক পক্ষকে ইচ্ছা ক'রে পঙ্গু

ক'রে অপর পক্ষকে বলীয়ান্ করা হয় নি। নাটকের এই-যে অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি—এ আমার ভালো লাগে। গলসওয়র্দির ভাষায়—প্রতি চরিত্রের কাছে কল্পনার আত্মসমর্পণ।

কিন্তু তাই ব'লে "কবি ও ঋষি" নিছক নাট্যকাব্য নয়। সুতরাং আমি নিরপেক্ষ ভাবে উভয়ের বক্তব্যকে সমান ক'রে ফুটিয়ে দেখাতে চাই নি যে, যুদ্ধে উভয় পক্ষই র'য়ে গেল অপরাজিত। আমি দেখাতে চেয়েছি ঋজু ভাবেই ও আন্তরিক ভঙ্গিতেই যে, সব কথা বলা শেষ হ'য়ে গেলেও মানতে হবে: কবির দৃষ্টি অসম্পূর্ণ—তাঁর মধ্যে ঋষিত্ব ফোটে নি ব'লে: দেখাতে চেয়েছি যে, কবি তাঁর বাক্‌প্রতিভা দিয়ে ঋষির দিব্য চেতনার দিশাই পেতে পারেন না—তাঁর ছন্দ-জাদুর সহায়তায় ঋষির সত্য-উপলব্ধির বা পূর্ণ সার্থকতার কাছেও আসতে পারেন না। এক কথায় আমি দেখাতে চেয়েছি—সত্যেরই খাতিরে, তর্কের নয়—যে, কবির সাধনা ঋষির সাধনার নাগাল পেতেই পারে না:

সত্য-সাধন কাব্য-সাধন ততদূর দোঁহে রসের ব্রতে
যতদূর ঐ ছায়াপথ-আঁখি বিলাসী পাপিয়া চঞ্চু হ'তে।

কিন্তু এ-কথা দেখাতে চেয়ে আমি কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণই করি নি। মানে, কোনো বিশেষ কবিই আমার লক্ষ্য নয়—সাধারণ কবির—প্রতি কবির—আধারের অসম্পূর্ণতাই আমার লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে কবিদের চারিত্রিক অসারতা ও অশুদ্ধির প্রতিও কটাক্ষ করেছি যোগীর স্বার্থপরতা সম্বন্ধে কবির কটাক্ষেরই উত্তরে—কিন্তু সে-ও—নৈর্ব্যক্তিক ড্রামাটিক ভাবে। অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বইজন কবির মধ্যে যে মানবিক নটভঙ্গি, অসারল্য, আত্মপ্রসাদ-বর্গীয় অসারতা আছে তাদেরকেই করেছি আমি নিশানা: কোনো ব্যক্তিগত কবিকে নয়। প্রতি কবি যতদিন না পূর্ণ যোগী ও ঋষি হন—অর্থাৎ

ভূমিকা

মানবলোককে ছাড়িয়ে যতদিন না দৈবী চেতনায় উত্তীর্ণ হন—ততদিন তাঁর মধ্যে নানান্ অসম্পূর্ণতা তো থাকবেই—তা ছাড়া কাব্যপ্রসাদ-বর্গীয় আত্মপ্রসাদও থাকবেই—যেহেতু এ আত্মাদর, এ আত্মপ্রসাদ বিশেষ ক'রেই মানবিক। এ কথা বহু কবি ও কাব্যভক্তই প্রায় ভুলে গিয়ে থাকেন। তাই তাঁরা কবিকে 'ব্রহ্মদর্শী', 'অধ্যাত্ম-জগতের দিশারী', 'ভাগবত পথের নায়ক' প্রভৃতি অসম্ভব শিরোপা দিয়ে যোগিঋষিদের সংস্কার ও সাধনার লক্ষণ সম্বন্ধে কমবেশি অন্ধ হ'য়ে পড়েন। পড়েন, কেন না বস্তুত যোগসাধনা ও কাব্যসাধনার মধ্যে তফাৎ আকাশ-জমিন। ঋষি বা যোগী যে রাজ্যের বাসিন্দা, সে রাজ্যের আলোর অতি পলাতক দু-একটি চূর্ণচ্ছটা মাত্র অনার্ষ কবিদের ছোট্ট কাব্যবাতায়নে ঢেউ তোলে। কারণ যোগিঋষির সাধনা মূলত অতীন্দ্রিয়লক্ষ্য, অনার্ষ কবির সাধনা—মূলত ইন্দ্রিয়চারী। আমি এ-কথা বলছি না অবশ্য যে, অতীন্দ্রিয় জগতের আলো বাণী অনার্ষ কবির কাব্যকেও রঞ্জিত করে না। করে বৈ কি। বাক্ অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতীক—সিম্বল—ব'লেই তার যা-কিছু অধ্যাত্ম-মূল্য। কিন্তু বচন যতই কেন না প্রকাশ করুক অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম-তত্ত্ব তার নাগালের বাইরে থেকে যাবেই চিরদিন।

এ-কথায় কোনো কবিরই আহত হবার কারণ নেই—যদি তিনি সত্যই উপলব্ধি ক'রে থাকেন যে, প্রকাশপথে পরম অনুভূতির অতি অল্পই ফোটে, ফুটতে পারে। এই কথাই মনস্বী যোগ-সাধক কৃষ্ণপ্রেম (Ronald Nixon) তাঁর একটি পত্রে আমাকে সেদিন লিখেছিলেন আলমোরায় তাঁর নির্জন সাধনাশ্রম থেকে: "The more one goes on along this path the more one feels the limitations not only of speech but of thought. The mind is too heavy, too coarse. It will not respond

or respond but imperfectly to the subtle vibrations that come from above."

এ-কথা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির গোড়াকার কথা—স্বতঃসিদ্ধবৎ। আধুনিক জগতে প্রকাশের—"expression"-এর—জয়জয়কার। এর মূল্যও অপ্রতিবাদ্য: প্রকাশকে তার যথাযথ স্থান দিলে কোনো বিতণ্ডাও আসে না। কিন্তু হ'লে হবে কি, বহু কবি ও কবি-পূজারী বচনীয় সৌন্দর্য্যে অতিবিহ্বল হ'য়ে ভুলে যান যে, বচনে অনির্ব্বচনীয় মহিমার অতি সামান্যই ধরা পড়ে। বচন-পসারী হ'য়ে হ'য়ে শেষটায় উচ্চতম সত্যকেও তাঁরা বাচনিক প্রকাশের নিকষেই যাচাই করতে যান। সেদিন একজন তরুণ বিলাতফেরতের লেখা পড়ছিলাম: তিনি সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন—এমন কোনো অনুভূতি আছে কি না যা সত্যই অনির্ব্বচনীয়! পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ে: "ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট কোনোদিন হ'ন নি কোনোদিনও হবেন না—কেন না মুখের কথায় তাঁকে কেউ কোনোদিন প্রকাশ করতে পারে নি—পারবে না।" ("কথিকা"—২১ পৃষ্ঠা) কিন্তু কাব্যোচ্ছ্বাসীরা এ-কথা প্রায়ই ভুলে যান। তাই আমার এক কবিবন্ধু কিছুদিন আগে আমাকে তিরস্কার ক'রে লিখেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসর্ব্বস্ব জগতের বাইরে রূপাতীত কোনো ব্রহ্ম নেই। আশ্চর্য্য লাগে এ-ধরণের রূপনিঃশেষ ব্রহ্মের থিওরি শুনে, এ-ধরণের অনধিকার-চর্চ্চা শুনে। মজা এই যে, যদি কোনো জন্মবধির ছন্দ বিচার করতে যায় কবিবন্ধু নিশ্চয় রুখে উঠবেন: "এ বিড়ম্বনা কেন বাপু?"—কিন্তু যদি কোনো নিতান্ত সাধারণ অভাবুক মানুষও যোগের বিন্দু-বিসর্গও না জেনে যোগ বা বৈরাগ্যসাধনা বা তপশ্চর্য্যা বা সমাধি বা তুরীয় চেতনার রসমূল্য সম্বন্ধে আত্মপ্রসন্ন ছন্দে টিটকিরি দেন, তাহ'লে কবিনামারা

হাততালি দিয়ে বলবেন : "তা বটেই তো, তা বটেই তো।" এঁদের হাতে যে ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে—তথাকথিত রসবোধ ও কবিদৃষ্টি। এই সহজাত কবচকুণ্ডলের প্রসাদে অপরাজেয় হ'য়েই আমার আর এক বিজ্ঞ বিলাতফেরত বন্ধু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে আমাকে লিখেছিলেন : যোগি-ঋষিরা হ'লেন 'রসকানা', কেন না রস—ও হ'ল শুধু কবিরই একচেটে সম্পত্তি। অর্থাৎ কি না, যিনি মাত্র কথার ধ্বনিসম্পদ ও প্রয়োগচাতুরী বোঝেন তিনিই জানেন রস কাকে বলে—ব্রহ্মজ্ঞ জানেন বড় জোর ব্রহ্মকে। পরমহংসদেবের অনুপম রসাল গল্প মনে পড়ে : "সামাধ্যায়ী বক্তৃতা করছিল : ব্রহ্ম নীরস, তাঁকে আমাদের প্রেম দিয়ে সরস ক'রে নিতে হবে। বেচারি! ব্রহ্ম কী বস্তু কখনো দেখে নি যে। সেই একজন বলেছিল না মামার এক গোয়াল ঘোড়া আছে?—বুঝতে হবে ঘোড়া কী বস্তু আনাড়িটা দেখে নি।" ("কথিকা"— ১৩ পৃষ্ঠা)

এ-ধরণের কথার পিছনে শুধু যে রস সম্বন্ধে অজ্ঞতা রয়েছে তাই নয়, রয়েছে অজ্ঞতা-প্রতিষ্ঠিত অভ্রংলিহ অহমিকা—যে স্বল্পদর্শী ব'লেই কবিদের সামান্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকেই মনে করে ব্রহ্মের শেষ কথা। বিশেষ ক'রে হাল আমলেই এসেছে এ-ধরণের কাব্যসর্ব্বস্ব দৃষ্টিবিভ্রম। কবি শিল্পী এঁরা সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের একটি চূর্ণরশ্মি নিয়েই আসর জমান—বেশ কথা। এর জন্যে তাঁদের কাছে রূপ-পূজারী মাত্রেই কৃতজ্ঞও থাকবেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার দাবিতে মাত্রাজ্ঞান—sense of proportion-কে তো জলাঞ্জলি দেওয়া চলে না। বলা তো চলে না যে, ঋষির চেতনা কবি-শিল্পীর চেতনার বহু নিম্নে। এ-সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ কারণ দর্শিয়েছেন বড় সুন্দর :

"Dilip, It is quite natural for the poets to vaunt their *métier* as the highest and themselves as the top of creation and for the intellectuals to run down the

Yogi and the Rishi who claim to reach a higher than intellectual consciousness. Moreover, the poet who lives still in the mind and is not yet a spiritual seer-poet represents to the human intellect the highest point of mental seership where the imagination tries to figure and embody in words what can really be grasped only by spiritual experience. It is therefore natural for these intellectuals to exalt him as the real seer and prophet. There is always, of course, behind that the modern or European mentality which confuses the vital with the soul and the mind with spirituality. The poet imaging mental or physical beauty is for them something more spiritual than the seer or the God-lover experiencing the eternal Peace or the ineffable Ecstasy. The Rishi or Yogi can drink of a deeper draught of Beauty and Delight than the imagination of the poet at its highest can conceive, but what does your friend with his narrow idea of the *rasakânâ* Rishi know of these things? 'Rasô vai sah'—The Divine is Delight. And it is not only the unseen Beauty that he can see but the visible and the tangible also has for him a face of the All-beautiful which the mind cannot discover. It does not matter, really, what they say—but if a counter-blast had to be—"

কিন্তু এই প্রতিবাদ—counterblast-এর—প্রয়োজন আছে মনে করি ব'লেই এ-ভূমিকার অবতারণা। কবিদের জানা মন্দ কি যে, কাব্য-অরসিক বণিকের পক্ষে কাব্য সম্বন্ধে কথা বলা যেমন অনধিকার-চর্চ্চা, যোগ-অনভিজ্ঞ কবির পক্ষে যোগ সম্বন্ধে কথা বলা হুবহু তেম্‌নিই অনধিকার-চর্চ্চা। কারণ যোগের আনন্দ রস সার্থকতা প্রভৃতির মর্ম্মজ্ঞ হওয়ার যে-সাধনা, সে হ'ল এক সম্পূর্ণ

ভূমিকা

স্বতন্ত্র "চেতনা"র সাধনা—যে-চেতনার সঙ্গে তুলনায় কবির কাব্য-চেতনা অনেক নিম্নস্তরের চেতনা। নিম্নস্তরের, কেন না আর্টের সাধনা খাস আধ্যাত্মিক সাধনাই নয়। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন "অনামী"-তে কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা ক'রে, সায় দিয়ে তার এই কথায় যে, যোগের সাধনা আর্টের সাধনার বহু ঊর্দ্ধে, কাব্যমিনারের তুলনায় যোগ হ'ল হিমালয়··· (অনামী ২৮৮, ২৯০ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণপ্রেমের বক্তব্য দ্রষ্টব্য)। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "Art, poetry, music are not Yoga, not in themselves things spiritual any more than philosophy is a thing spiritual or science. There lurks here another curious incapacity of the modern intellect—its inability to distinguish between mind and spirit, its readiness to mistake mental, moral and æsthetic idealisms for spirituality and their inferior degrees as spiritual values. It is mere truth that the mental intuitions of the metaphysician or the poet for the most part fall far short of a concrete spiritual experience: they are distant flashes, shadowy reflections, not rays from the centre of Light."

এ-কথা সত্য যে, কবির চেতনায় ঊর্দ্ধলোকের সত্যরশ্মির ঢেউ এসে লাগতে পারে এবং বড় কবির কাব্যে এ-ঊর্দ্ধ-আভাষের কিছু ফুটে ওঠে। কিন্তু তা ব'লে এ-কথা বলা চলে না যে, ছান্দসিক সাধনার ফলে যৌগিক চেতনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। তবে কবি যোগী হ'লে সে আলাদা কথা। তখন তিনি নানান্ যোগলব্ধ অনুভব অভিজ্ঞতা উপলব্ধিকে কাব্যে নানাভাবে ফলিয়ে তুলতে পারেন এবং প্রকাশভঙ্গি উজ্জ্বল হ'লে সে-কাব্যের অধ্যাত্মমূল্যও হবে রসসার্থক। কিন্তু এজন্যে চাই সত্যিকার যোগসাধনা—কবির

রূপসর্ব্বস্ব খণ্ড-সাধনা নয়। কারণ বীণাপাণির পাঞ্জা যোগের রসজগতের ছাড়পত্র নয়—সমগ্র চেতনার রূপান্তরের ছাড়পত্রই হ'ল যোগসিদ্ধি। বীণাপাণি এ-সিদ্ধির ইঙ্গিত দিতে পারেন মাত্র—চাবি না।

পারেন না, কেন না সমগ্র অখণ্ড চেতনার রূপান্তরের সাধনাই হ'ল সত্যিকার যোগসাধনা—অধ্যাত্মসাধনা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে বলা চলে যে, শুধু যোগ-সাধনার ফলেই শব্দকে সে-ভাবে প্রয়োগ করতে পারা যায় যে-প্রয়োগে অধ্যাত্মজগতের কিছু ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। পাশ্চাত্যে সম্প্রতি যোগী কবি 'এ-ই' এই সাধনা কিছু পরিমাণে করেছিলেন ও আপন কাব্যপ্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছিলেন এই দিব্যচেতনার রূপায়নে। তাঁর বিখ্যাত Candle of Vision ও Song and its Fountain-এ তিনি কিছু আভাষ দিয়েছেন প্রকৃত যৌগিক দর্শন-স্পর্শন কী ভাবে কাব্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পারে। তিনি জানতেন—নিজে যোগসাধনা করেছিলেন ব'লেই—কাকে বলে মর্ত্ত্য কল্পনা ও কাকে বলে দিব্য কল্পনা। তাই তিনি লিখেছেন: "When I meditate I feel in the images and thoughts which throng about me the reflections of personality, but there are also windows in the soul through which can be seen images created not by human but by the divine imagination. I have tried according to my capacity to report about the divine order and to discriminate between that which was self-begotten fantasy and that which came from a higher sphere."

কিন্তু এ-জহুরিপনার সহজবোধ আসতে পারে কেবল যোগসাধনা থেকে। কাব্য যত সুন্দরই হোক না কেন—তার সাধনায় মিলতেই পারে না সে শাব্দ-প্রতিভা যা শুধু ঋষিকবির আত্মাবহ। কিন্তু

ভূমিকা

হ'লে হবে কি, যোগসাধনা না ক'রে ঔপনিষদিক মন্ত্রাদির মর্ম্ম গ্রহণ করতে অনেকেই বহু চেষ্টা করেন দেখা যায়। এ-প্রয়াস পণ্ডশ্রম। কারণ মন্ত্র যে-সত্যের প্রতীক সে-সত্যকে প্রত্যক্ষ না করলে মন্ত্রের যথার্থ অর্থ বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। কাব্য-বুদ্ধি দিয়ে, শাব্দ-চেতনা দিয়ে এ-সত্যের যে-ধারণা করা যায় তা শুধু-যে অপল্কা তাই নয়—প্রায় বেচারি রামকে উলটোই বুঝোয়। এইজন্যেই ভারতে যাঁরা যথার্থ যোগী, যথার্থ সাধক, তাঁরা আপ্তবাক্যের মর্ম্মজ্ঞ হবার জন্যেও হাত পেতেছেন অপরোক্ষ উপলব্ধিরই কাছে। এ-উপলব্ধি না থাকলে বুদ্ধিগড়া ধারণা বন্ধ্যা বৈ কি। এ-কথাটি কৃষ্ণপ্রেম বড় বিশদ ক'রে লিখেছেন তাঁর একটি চিঠিতে : "All these concepts (যৌগিক পরিভাষা সম্বন্ধে) are so many suits of clothes. Unless we can reach up to the Reality and fill them they only serve for endless debate. What did the Rishis *mean* by saying He is 'nirâkâr'? What did Buddha *mean* by saying *'anâtman'*? What did the Vaishnavas *mean* by saying 'He is *chidghana'*? . . . . Without experience 'formless' is an empty abstraction, cold like all such and shot through with falsity and unreality that pervades all our purely intellectual concepts. We must use them but they only gain significance when the Life of realisation flows into them. In reality they are neither *cold* nor *abstract*. It is our process of acquiring and using them that makes them so. We abstract by a process of negation and then wonder that the result is cold and negative. Our whole process remains in the purely intellectual level. When we say that Krishna is *nirâkâr* we have only said what He is *not*. But our positive statements are equally delusive. When we say that He is *ânandamaya* we equally miss the reality

because most men do not know what *'ânanda'* truly is. They only know 'pleasure' and try to understand *ânanda* in terms of pleasure."

অপ্রাসঙ্গিক ?—না: আমি এ থেকে দেখাতে চাইছি যে, কবি যতদিন যৌগিক চেতনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে অক্ষম থাকেন যতদিন সত্য যোগসাধনায় না ব্রতী হ'ন ততদিন তিনি হাজার রূপগত সৌন্দর্য্যে আমাদের মনকে মুগ্ধ করুন না কেন, তাঁর কবিতা বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-জগতের সত্যকে কিছুতে প্রকাশ করতে পারবে না। তাই কবি যতক্ষণ নিছক কবি ততক্ষণ তিনি হাজার বড় কবি হ'লেও অধ্যাত্ম-জগতের দিশারি হ'তেই পারেন না—যদিও আজকালকার কাব্যপূজারীরা অনেকেই ভাবেন ও বলেন: "পারেন।" কিন্তু বলা নিষ্ফল—তর্কের-জন্যেই-তর্ক। যুগে যুগে অধ্যাত্ম-সাধনা হ'য়ে এসেছে চেতনার রূপান্তরেরই সাধনা: কবিদের সাধনার লক্ষ্যই আলাদা। কাজেই এ-সমীকরণের সম্ভাবনা কোথায় ? অবশ্য কবিরা যোগী ঋষিদের চেতনাকে বিচার করতে না ছুটলে কোনো আপত্তিই ছিল না। কিন্তু অনেক কবিই স্বাধিকার-প্রমত্ত হ'য়ে চড়াও হ'য়ে এই অধ্যাত্ম সত্যের বিচারাসনই দখল ক'রে বসতে চান: এদেশেও, ওদেশেও। তাই তো এ-প্রতিবাদ: ব্যক্তিগত প্রতিবাদ নয়—অ-ঋষি অ-যোগী কবিদের অনধিকার চেষ্টার প্রতিবাদ মাত্র। (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক চিন্তাশীল সন্ন্যাসী শিষ্য আমাকে বলেছিলেন ঠিক কথা যে, কবিরা যোগকে বরাবর আক্রমণ ক'রে এসেছেন—এর প্রতিবাদ করা দরকার।)

শেষত, ছন্দ সম্বন্ধে কিছু ব'লেই এ-ভূমিকার সমাপ্তি টানব। ছন্দ নিয়ে আগে আমি মহা-উৎসাহে অনেক বাগ্বিতণ্ডা ক'রে ঠকেছি। কিন্তু ফলে শিখেছি—যে-কথা রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন:

ভূমিকা

"এ নিয়ে কারো সঙ্গে মতের মিল করতে যাওয়া ভুল…কবিমাত্রেরই মতো তোমারও বলবার অধিকার আছে যে, তোমার আদর্শই শ্রদ্ধেয়।…আপনার পথ আপনিই বের করো—সে-পথ অন্যের মনোরম না হ'লেও।" তাই আমি বলব বচসা এড়িয়ে আমার যা মনে হয়—নিজের কাব্য ছন্দের আদর্শ সম্বন্ধে—তাতে অপরের সায় পাই বা না পাই। তবে ছন্দের টেকনিকে যাঁদের ঔৎসুক্য নেই তাঁরা যেন এ সব বাদ দিয়ে যান।

অথ প্রথম, বাংলা ছন্দের প্রবহমানতা সম্বন্ধে।

সবাই জানেন যৌগিক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে প্রবহমানতার প্রবর্ত্তন করেন ওজস্বী কবি মধুসূদন—অমিত্রাক্ষরে। পরে স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রবহমানতার প্রবর্ত্তন করেন সবপ্রথম প্রতিভাবান্ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ "পলাতকা"য় প্রবহমান স্বরবৃত্তের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু সেটা ভুল। "পলাতকা" প্রকাশ হয় ১৩২৩ সালে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবহমান স্বরবৃত্তে কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে তাঁর বিখ্যাত "আলেখ্য" কবিতা-পুস্তকে। একটু উদাহরণ দেই তাঁর "মাতৃহারা" কবিতা থেকে :

"কে দিল তোর মাথায় বালিশ ? কে দিল তোর চাদর গায়ে ?
কে পাড়াল ঘুম ?
ওরে আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো ! ওরে আমার বৃন্তচ্যুত
ভূলুণ্ঠিত মন্দার-কুসুম।"

(আলেখ্য ২৪ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যৌগিকে ও স্বরবৃত্তে প্রবহমানতা এলেও মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা তেমন ভাবে আনেন নি কেউই—অদ্যাবধি। রবীন্দ্রনাথের "সাগরিকা" কবিতায় সামান্য প্রবহমানতার ইঙ্গিত আছে বটে—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবহমান স্বরবৃত্ত বা মধুসূদনের প্রবহমান যৌগিক

ছন্দের সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে কেন সাগরিকাকে প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের সন্তোষজনক নমুনা হিসেবে গণ্য করা চলে না। এ-বিশ্লেষণ করা অনাবশ্যক—যে-কেউ একটু অনুধাবন ক'রে দেখবেন এ-সত্য তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে, মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা এখন পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যে পূরো আমল পায় নি।

আমি মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা আনার প্রয়াস পেয়েছি উভয় শ্রেণীরই ছন্দে : মাত্রাবৃত্ত মুক্তক*-জাতীয় ছন্দে ও সাধারণ মাত্রাবৃত্তে। মাত্রাবৃত্ত মুক্তক হ'ল—"বিদায়ে আগমনী" কবিতাটি। (এ-ছন্দে আরও কবিতা পরে প্রকাশ্য) বাকি চল্‌তি মাত্রাবৃত্ত।

আমার সব চল্‌তি মাত্রাবৃত্তেই-যে প্রবহমানতা এনেছি তা বলি না : কিন্তু অনেক চল্‌তি মাত্রাবৃত্তেই এ-ভঙ্গি আনার প্রয়াস পেয়েছি এটা অনেকেরই চোখে পড়বে আশা করি। কারণ আমার নানা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই প্রবহমানতার প্রবাহ আমি কানে শুনি ও সেইভাবেই প'ড়ে থাকি। আমার আজকাল আরও বিশেষ ক'রে মনে হয় যে, পংক্তিপ্রান্তে যতি থাকলেও মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা আসতে পারে—অর্থাৎ ছন্দে যতি এলেও ভাব তার স্বের টেনে চলতে পারে ও এর ফলে কাব্যরসে এক নতুন বৈচিত্র্য আসে। আমার "শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসর্গ" "বরণরীতি" "ঋষি ও কবি" এমন কি নানা লঘুগুরু ছন্দের কবিতায়ও এই ধরণের প্রবহমানতার আমদানি করেছি। আমি নিজে এ-সব স্বচ্ছন্দে পড়তে পারি তবে এ-প্রবহমানতা মাত্রাবৃত্তে ঈষৎ অপরিচিত ব'লে অনেকের প্রথম দিকে হয়ত বাধবে। কিন্তু একটু অভ্যাস হ'য়ে গেলেই এ-ছন্দের বৈচিত্র্য কল্লোল ও শক্তি সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠবে ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

---

* রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দ বা ফ্রান্সিস টমসনের The Hound of Heaven-এর ছন্দকেই অদ্বিতীয় ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র "মুক্তক" নাম দিয়েছেন।

ভূ মি কা

এ-ধরণের প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো কবিতায় আমার চোখে পড়ে সবপ্রথম। যথা তাঁর "হিমালয়" কবিতায়:

তোমার ঘুমের এমনি মহিমা ! তোমার কাছেতে শয়ন—>
কি উপবেশন করিলে—অমনি ঢুলে আসে দুই নয়ন।

—মন্দ্র ও ত্রিবেণী

এখানে "শয়ন"-এর পরে তিনমাত্রার যতি আছে—কিন্তু প্রথম লাইনের ভাব স্বের টেনে চলেছে "করিলে" পর্য্যন্ত। একে প্রবহমান ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। অথবা রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'-য় 'ক্ষণিক' কবিতাটিতে:

প্রতি পলকের নানা দেনা পাওনায়
চল্‌তি মেঘের রঙ্‌ বুলাইয়া যায়—>
জীবনের স্রোতে ; চল তরঙ্গ-তলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে —>
শিল্পের মায়া···

তীর-চিহ্নিত স্থলে ৪ মাত্রার ছন্দযতি থাকা সত্ত্বেও এসেছে প্রবহমানতা। তবে এ-ধরণের প্রবহমানতা রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্তে খুব বেশি আনেন নি। কিন্তু এই ধরণের প্রবহমানতার খুব বেশি প্রচলন আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি ব'লে খুব বেশিই করেছি এর প্রবর্ত্তন। যথা, "কবি ও ঋষি" কবিতায় প্রথম পাতায়ই:

কান পেতে আজো শুনিতে শেখ নি, তাই তাঁর কলকিঙ্কিণীরে—>
শুনিতে পাও না,—প্রতি মর্ম্মরে শুধুই শোনে বিসর্জ্জনীরে।

এখানে "কিঙ্কিণীরে"-র পরে একমাত্রার যতি থাকা সত্ত্বেও ভাবের ছন্দ "পাও না" অবধি ব'য়ে এসে তবে থেমেছে। কিম্বা ঐ কবিতায়ই:

আমি শুনি কবি, প্রতি বল্লরী-নর্ম্মে ছায়ার মর্ম্মলীনা—>
দৈবী রাগিণী শুধায়: "পেয়েছ?"—"কই?" বলি' হয় নীরব বীণা।

দৃষ্টান্ত বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমার আজকালকার বহু মাত্রাবৃত্ত কবিতায়ই এই প্রবহমানতার দোলা খুব বেশিই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে—এমন কি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তেও এ-প্রবহমানতা আমার কানে ভালোই লাগে ও আমার বিশ্বাস যে, যেখানে ছন্দের যতি সেখানে ভাবের যতি না ফেললে নানাবিধ বিচিত্র ও সুন্দর কাব্যরস ফুটে উঠতে পারে। তবে প্রথম প্রথম অনেকের কানে মাত্রাবৃত্তে এ-ধরণের যতিবিলোপ হয়ত খারাপ ঠেকবে। তার চারা নেই, মানুষের কর্ম্মেই অধিকার আছে—কর্ম্মের ফলাফল কী হবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করবে সে কেমন ক'রে?

অথ দ্বিতীয় প্রসঙ্গ: আমার ইংরাজি কয়েকটি কবিতা নিয়ে। আমার বক্তব্য এই যে, বিদেশী ভাষায় ভালো গদ্য পদ্য সৃষ্টি করা সম্ভব। এ কথা সত্য যে, এযাবৎ বাঙালী কবির ইংরাজি কাব্যের তেমন আদর হয় নি। কিন্তু ভবিষ্যতে হবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে নানা দৃষ্টান্ত সম্প্রতি দেখে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে-কথা বিখ্যাত সমালোচক এডমাণ্ড গস্ বলেছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে: যে, ভারতীয়রা যদি ইংরাজি কাব্যে ভারতীয় আমেজ আনতে পারেন তবে ইংরাজি কাব্যে একটা নতুন সুষমা আসবেই। তবে এখন হয়ত ইংরাজরা ভারতীয়দের কবিতাকে নেকনজরে দেখতে রাজিই হবেন না। শ্রীঅরবিন্দকে এ-কথা লেখায় তিনি আমাদের লিখেছিলেন: "But the mind of the future will be more international than it is now. In that case the expression of various temperaments in English poetry will have a chance . . . . The English tongue is the most wide-spread: if it can be used for the highest

spiritual expression that is worth trying." তাঁর এই উৎসাহদান ও ছন্দশিক্ষার বলেই ইংরাজিতে কবিতা লিখতে আমি ব্রতী হয়েছি।

অথ তৃতীয় প্রসঙ্গ : ছন্দের যতিভঙ্গ ওরফে অস্থানে-খণ্ডন সম্বন্ধে। সংক্ষেপেই বলতে হবে—কেন না এ-বিষয়ে বলবার এত কথা আছে যে একটা ছোটখাটো বই লেখা যায় সহজেই।

আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দের আসল বিচার হ'ল স্থূল নয়—সূক্ষ্ম, আর স্থূল ছেড়ে এই সূক্ষ্মের কোঠায় এলেই দেখা যায় যে, ছন্দে যতিভঙ্গের প্রয়োগ-নৈপুণ্য অর্জ্জন করলে যতিভঙ্গ ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়েও একান্ত কাম্য হ'য়ে ওঠে। (অবশ্য তার মানে নয় যে, সর্ব্বত্রই যতিভঙ্গ করা চলবে: মাত্রাজ্ঞান—sense of proportion—থাকা চাই বৈ কি।) এ-কথা অনেক কবিও এখন জানেন না আমাদের দেশে। একজন কবিনামা আমাকে লিখেছিলেন যে প্রায় সব বড় কবিই যতিভঙ্গ ক'রে থাকেন এ-কথা অপ্রতিবাদ্য হ'লেও সেগুলো অনুকরণীয় নয়—কেন না চ্যুতি চ্যুতিই।

এ হ'ল বৈয়াকরণিকের কথা, আর্টিষ্টের নয়। কারণ বহু ছন্দের যতিভঙ্গেই ছন্দের সুষমা ও বৈচিত্র্য যে বাড়ে এ-কথা ছন্দ নিয়ে যাঁরাই হাতেকলমে কিছু করেছেন তাঁরাই জানেন, অর্থাৎ জানেন যে, প্রয়োগকৌশল অর্জ্জন করলে যতিভঙ্গে সমৃদ্ধি, গৌরব ও গতিশক্তিতে ছন্দ উজ্জ্বলতরই হ'য়ে ওঠে। অজস্র উদাহরণ দিয়েছি এ-বিষয়ে নানা মাসিকীতে নানা বচসায়, তর্কে। কাজেই সে-সবের পুনরুক্তি করব না আর রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, কাজি নজরুল, করুণানিধান, নিশিকান্ত প্রভৃতি কবির কাব্য থেকে। কেবল দু-একটা কথা বলতেই হবে এ-সম্পর্কে।

একজন সমালোচক লিখলেন যে, যতিভঙ্গ ওরফে অস্থানে-খণ্ডনের

অপরাধে আমার "মিটত না পি | পাসা" বা "অসীমে উচ্ | ছসি' লুটায়"-এ ছন্দপতন হয়েছে। ব'লে আমাকে লক্ষ্য ক'রে ছন্দো-মঞ্জরীর শক্তিশেল-বিধান হানলেন যে, কবিতায় কোনোরকম যতিভঙ্গ বা অস্থানে-খণ্ডন করা উচিত নয়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে এ-সব বৈয়াকরণিক বিধান কোনো সংস্কৃত কবিই কার্য্যত মানেন না। অগুন্তি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-কথা প্রমাণ করতে পারি, কিন্তু বাহুল্যভয়ে শুধু জয়দেব থেকে দু-চারটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব—কেন না (১) জয়দেব সংস্কৃত বড় কবিদের মধ্যে আধুনিকতম; (২) ছন্দশিরোমণিদের অন্যতম। প্রথমে তাঁর বিখ্যাত চতুর্মাত্রিক জাতিছন্দই নেওয়া যাক না :

ললিত ল ‖ বঙ্গ ল ‖ তা পরি | শীলন | কোমল | মলয় স ‖ মীরে

এখানে ‖ চিহ্নিত স্থানে অস্থানে-খণ্ডন বা যতিভঙ্গ হয়েছে, | চিহ্নিত স্থানে যতি স্বাভাবিক।

তাঁর বিখ্যাত পঞ্চমাত্রিক :

স্মরগরল | খণ্ডনং | মম শিরসি | মণ্ডনং | দেহি পদ | পল্লব······তে

অথবা বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী-তে ছন্দ সরলই আছে বটে যতি এ-সব স্থলে শব্দশেষে পড়েছে ব'লে; কিন্তু

প্রিয়ে চা ‖ রু শীলে | মুঞ্চময়ি | মানমনি ‖ দানম্

এখানে চা, নি যতি ভঙ্গ করেছে। (আমার সমালোচক বলেন এ-চরণটিতে 'চারুশীলে'-কে পাঁচ ধরতেই হবে!! এতে আমি এতই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম যে প্রবোধচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি; তাতে তিনি বলেন যে 'চারুশীলে' পাঁচ মাত্রা নয়, সাতই ধরতে হবে।) তথা :

অহহ কল ‖ য়ামি বল ‖ য়াদি মণি | ভূষণং
হরিবিরহ | দহন বহ ‖ নেন বহু | দূষণং

‖ স্থলে অস্থানে-খণ্ডন বা যতিভঙ্গ কী সুন্দর—দ্রষ্টব্য।

ভূ মি কা

অথ জয়দেবীয় সপ্তমাত্রিক :

মামিয়ং চলি ॥ তা বিলোক্য বৃ ॥ তং বধূ নিচ ॥ য়েন

এখানে তিনটিতেই যতিভঙ্গে কী চমৎকার (সাঙ্গীতিক পরিভাষায়) আড়ির ছন্দ এসেছে সেটা অনুধাবনীয়। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবি থেকেও যতিভঙ্গের দৃষ্টান্ত দিতে পারি—এমন কি স্বয়ং ছন্দোমঞ্জরীরই সূত্র থেকেও : যথা চতুর্মাত্রিক তোটকে (৭০ সূত্রে) :

যমুনা | তটম ॥ চ্যুত কে ॥ লি কলা ॥...

কিম্বা পঞ্চমাত্রিক ভুজঙ্গ প্রয়াত (৬৯ সূত্র) :

স্বমেতং | হৃদং জী ॥ বনং লিম্ ॥ পমানঃ | ময়া ক্লে ॥ শিতং কা ॥ লিয়েত্থং···বা ভারতচন্দ্রের মহারু ॥ দ্র বেশে | মহাদে ॥ ব সাজে।

সংস্কৃত কবিরা সবাই জানতেন যে, ছন্দের সরল বিধানগুলিকে লঙ্ঘন ক'রে কান বিচিত্রতর ছন্দরসেরই সন্ধান পায় : সুতরাং প্রয়োগনৈপুণ্য জানলে যতিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ায় মনোজ্ঞ বঙ্কিমগতি ছন্দশিল্প—ছন্দচ্যুতি নয়।

বস্তুত যতিভঙ্গে এই আড়ির বঙ্কিমগতি আসে ব'লেই এর এত আদর সঙ্গীতের তানেও, কবিতার ছন্দেও, নৃত্যের বোলেও। তবে ছন্দের কান একটু তৈরি না হ'লে যতিভঙ্গ করতে যাওয়ায় বিপদ আছে বৈ কি। আর তাই তো এ-সব নিয়ম বেঁধে-দেওয়া—প্রথম-শিক্ষার্থীদের জন্যে—নিয়ম আয়ত্ত হ'য়ে গেলে নিয়ম ভাঙা চলবে না এ-হেন অনুল্লঙ্ঘনীয় চিরন্তন বিধি কোনো বিধানীই দেন না শিল্পকলায়। কারণ নিয়মভঙ্গ-যে সব বড় প্রয়োগকৌশলীরাই করেছেন —করছেন—এবং করবেন এ-ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রফেটও হ'তে হয় না।

সিদ্ধান্ত : এ-নিয়মভাঙা—যতিভঙ্গ—নিন্দনীয় নয় : অনুকরণীয়। "বীথিকা"য় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁর "আধুনিকা" নামে

চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত কবিতায় এ-রকম যতিভঙ্গ অজস্র করেছেন—কবিতাটির এই আড়ের গতি প্রতি ছন্দ-বিলাসীরই অনুধাবনীয় :

করুণায় | ব'লে থাকো, | "আহা মন্ ¦ দ বা কী!
খুঁটে বের | করো না তো | কোনো ছন্ ¦ দ ফাঁকি।

এ জনমে | সে কথা জা ‖ নার সম্ ‖ ভাবনা

আলোতে ব ¦ তাসে আর | গন্ধে } পত্র, বীথিকা
আপন পা ¦ খা নাড়ার | ছন্দে }

আমার "অসীমে উচ্ ‖ চ্ছুসি লুটায়" চরণে উচ্-এ পূর্ব্বোক্ত সমালোচক মহাশয় যতিভঙ্গের দোষ দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমাত্রিকের বেলায়ও শী-তে যতিভঙ্গকেও (বনবাণী ১২৮ পৃষ্ঠা) কি দোষ দেবেন নিয়মের খাতিরে ?—

নীরব নিশী ‖ থিনীর বুকে | নিখিল ধ্বনি | ধ্বনিয়া

অথবা তাঁর ষাণ্মাত্রিক (বীথিকা ১৬০ পৃষ্ঠা)

উদার আকাশে | আমার মুক্তি | দেখি
মন তব কাঁদি ‖ ছে কি ?

স্বরবৃত্তেও আছে রবীন্দ্রনাথের এরূপ যতিভঙ্গের বহু সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত :

মুক্তি কি পণ্ ‖ ডিতের হাতে যুক্তি রাশির | বিকিকিনি ?
(বনবাণী ৫১ পৃষ্ঠা)

আমি রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম বই দুটি থেকেই এই কয়টি দৃষ্টান্ত দিলাম—কেন না নইলে কেউ কেউ বলতে পারতেন এ-রকম যতিভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ করতেন তাঁর কাঁচা বয়সে—তাঁর পাকা হাতে এ-ধরণের ভুল আর হয় না। (পূর্ব্বোক্ত সমালোচক ব'লেওছিলেন এ-কথা যে, এ-ধরণের যতিভঙ্গ-দোষ রবীন্দ্রনাথ এখন "সংশোধনেরই পক্ষপাতী।" এ-উক্তিকে খুবই সহজে অপ্রমাণ করা যায়।)

এ-কথাগুলি এত ক'রে বললাম এইজন্যে যে, এ-ধরণের যতিভঙ্গ আমিও ইচ্ছা ক'রেই যথেষ্ট করেছি, কবি নিশিকান্ত

ভূমিকা

(যাঁর ম'ত আশ্চর্য্য নিপুণ ছন্দের কান ও সত্য উজ্জ্বল কবিত্ব খুব কমই দেখা যায়) আরও বেশি করেছেন ও নতুন নতুন ভঙ্গিতে করছেন প্রত্যহই। অতীত যুগের ছান্দসিক সরলপন্থী সব নিয়ম কানুনই যে এখনো বরাবর মেনে চলতে হবে এ আমরা বিশ্বাস করি না। আশা করি কোনো সত্য কবিই করেন না—এ-যুগে ?

আশা করি : কারণ, ছন্দের প্রগতির ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, কান তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে সরল ঋজু নিয়ম কানুন বিধিবিধানগুলির ভাঙচুর ঘটে—তাতে ক'রে ছন্দের সৌকর্য্যবৃদ্ধিই হয় ব'লে। ইংরাজি ছন্দের সম্বন্ধেও এই কথা। উদাহরণত ধরা যেতে পারে : এক সময়ে ইংরাজি আয়াম্বিক ছন্দে মডুলেশন—অর্থাৎ মিশ্রণ—বড় একটা চলতই না, তাতে আয়াম্বিকের সরল গতি ব্যাহত হবে এই ভয়ে। কিন্তু আজকালকার আয়াম্বিকে ট্রকে, আনাপেস্ত, পিরিক, আম্‌ফিব্রাখ, স্পণ্ডি প্রভৃতির কতরকম মডুলেশন যে আনা হয় কে না জানেন ? বাংলা ছন্দেও হরেক রকম নিয়মভাঙাই নিত্য চলছে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে—চলতে বাধ্য, যে-নিয়মভাঙার একটা মস্ত কথাই হবে যতিভঙ্গ ওরফে অস্থানে-খণ্ডন। অপটু বা অনভ্যস্ত কান যদি সুপ্রযুক্ত যতিভঙ্গে দুঃখ পায় তবে তাকেই শিখতে হবে অভ্যস্ত হ'তে—ছন্দ বরাবরই আগের যুগের সরল ভঙ্গি মেনে চলুক এমনতর বায়না নিলে শুনব কেন ? এ-কথা ভুললে চলবে কেন যে, এ-কাল সে-কাল নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথও ছন্দের যে-সব বিধি মেনে চ'লেন সে-সবও ভাঙা হয়েছে ও হচ্ছে নিত্যই : দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম আরও অনেকেই ভেঙেছেন, পরেও অনেকেই ভাঙবেন—যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেও মাইকেলী হেমচন্দ্রী বিহারীলালী বহু রীতি বিধান ভেঙেছেন। এ-সব বলতে গেলে স্বতঃসিদ্ধের মতন শোনায়—কিন্তু করতে গেলে

দেখি রৈ রৈ আপত্তি ওঠে। ওঠা অন্যায়—অনেক ক্ষেত্রেই—এইটুকুই এ-ভূমিকায় আমার মন্তব্য। প্রসঙ্গত, একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেই যতিভঙ্গের : আমার সবশেষের "অর্দ্ধ-নারীশ্বর" কবিতায় (৩৬৪ পৃঃ) আমি লিখেছি

নীরস বেণুও | হয় বাঁশি পা || ষাণ উলসে | সঞ্চলি'

এখানে পা-তে যতিভঙ্গ অতি স্পষ্ট। এটা খুব সহজেই সংশোধন করা যেত লিখে :

নীরস বেণুও | হয় বাঁশরী | পাষাণ ওঠে | সঞ্চলি'

কিন্তু প্রথমটাতে ছন্দের যে মনোজ্ঞ আড় পাই দ্বিতীয়টাতে তা পাই না। সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতায়ই এ-রকম যতিভঙ্গের সুন্দর আড় আছে। অতএব সিদ্ধান্ত : এ-ধরণের যতিভঙ্গ ঠিকম'ত করতে পারলে ছন্দের সৌন্দর্য্য বাড়বে বৈ কমবে না।

অথ চতুর্থ প্রসঙ্গ : প্রবহমান স্বরবৃত্ত ছন্দে যৌগিকভঙ্গি আনা সম্বন্ধে। এ-সম্পর্কে বহু কথা বলবার আছে কিন্তু ভূমিকা শনৈঃ শনৈঃ বড় হ'য়ে যাচ্ছে যে। তাই সংক্ষেপেই বলব—যথাসম্ভব।

কথাটা এই যে, স্বরবৃত্ত ছন্দের একটা মস্ত মুস্কিল এই যে, তাতে গম্ভীর রস গভীর কল্লোল ফোটে না—ওর প্রস্বন বা ঝোঁকগুলি বড় বেশি কাটা কাটা ব'লে। দ্বিজেন্দ্রলাল এটা বুঝে স্বরবৃত্ত ছন্দকে অনেকটা যৌগিক ছন্দের কদমে দেন রওনা ক'রে —যে-কথা চমৎকার ক'রে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রথম দেখান। কী কৌশলে দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ভঙ্গিতে অসামান্য সফলতা লাভ করেন তা বিশদ ক'রে লিখতে গেলে আরো বিশ-ত্রিশ পাতা লিখতে হবে। তাই সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলি যে, স্বরবৃত্তে যৌগিক ভঙ্গি আসে প্রধানত দুটি উপায়ে : (১) কোনো কোনো স্থলে শব্দপ্রান্তের যুগ্মধ্বনি দুই ধ'রে বিশ্লিষ্ট ক'রে প'ড়ে। "ত্রিবেণীর" বিখ্যাত

ভূ মি কা

যৌগিকভঙ্গিম স্বরবৃত্ত কবিতা "প্রবাসে"-তে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দুটি লাইনই নেওয়া যাক :

শান্ত এ কান্তার-প্রান্তে ক্লান্ত আমি বন্ধুগণ
কান্ত এই বৃক্ষতলে বসি আমি কিছুক্ষণ

এখানে 'তার' ও 'এই'—দুই-য়ের মর্য্যাদা পেল যৌগিক ছন্দে যেমন পায় (খাঁটি স্বরবৃত্তে হ'লে এরা অবশ্য একেরই মর্য্যাদা পেত)। (২) এ-ব্রাত্য কদমে অযুগ্মধ্বনিকে কুলীন স্বরবৃত্তের চেয়ে ঢের বেশি আনা হ'য়ে থাকে। তাতে হয় এই যে, সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের ঠাশবুনানি কমে ও ছন্দ একটু শ্লথগতি হয়। যথা (ঐ "প্রবাসে" কবিতাতেই) :

আবার বালক হব আমি, শুধু আমি এই চাই
শিশুর ম'ত ভালোবাসি, শিশুর ম'ত হাসি গাই।

এখানে অযুগ্ম ধ্বনির প্রাধান্য কত বেশি বলাই বাহুল্য। (দ্রষ্টব্য এখানেও 'এই' বিশ্লিষ্ট—যৌগিকভঙ্গিম।) আমার "অর্দ্ধ-নারীশ্বর" কবিতাটি (৩৬১ পৃঃ) এই ছন্দের কদমেই লেখা। এ-কবিতাটির মধ্যে যদি কিছু গাম্ভীর্য্য ফুটে থাকে তবে তার হেতু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবর্ত্তিত এই সুন্দর নিটোল যৌগিক ভঙ্গি। প্রবোধচন্দ্র আমাকে একবার দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন যে, স্বরবৃত্তের এমন সুন্দর অপূর্ব্ব যৌগিক ভঙ্গি এ-অবধি কবিদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু দুঃখ করা বৃথা : ছন্দ সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ লোকমত এখনো গ'ড়েই ওঠে নি যে—এমন কি ছন্দ নিয়ে বেশি চর্চ্চা করলেও অনেক কবি সস্তা ঠাট্টা তামাশা ক'রেই অহেতুক আত্মপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, যেহেতু আগের যুগের কবিরা ছন্দ সম্বন্ধে এত শত বিশ্লেষণ, গবেষণ করেন নি, সেহেতু পরের যুগেই বা·········ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যেন্দ্রনাথের

তিরোধানের জন্যে দুঃখ হয় বৈ কি। কারণ ছন্দের এ-নব প্রগতির যুগে তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভা ও মুক্ত মনের কাছ থেকে কত নব নির্দ্দেশ যে পেতাম—!... সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে নিপুণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র রয়েছেন, কিন্তু আক্ষেপের কথা এই যে, ছন্দের টেকনিকাল গবেষণা সম্বন্ধে খুব কম লোকই ঔৎসুক্য বোধ করেন আমাদের দেশে। তবে নব আন্দোলন অনেক সময়েই প্রথমটায় অনাদৃত হ'য়ে থাকে—তাই এবার প্রস্বনী ছন্দ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা ব'লেই ইতি করি—এ-সব আক্ষেপ রেখে।

প্রস্বনী ছন্দ আমিই প্রথম আবিষ্কার করি কয়েক বছর আগে একদিন হঠাৎ—সুইনবার্নের ছন্দ নিয়ে গবেষণা করতে করতে—যে-সময়ে ইংরাজি ছন্দ চর্চ্চা করতে করতে আমার এক এক দিন এমন কি রাতও যেত কাবার হ'য়ে। সে অনেক কথা—থাক গে: যা বলছিলাম।

কবি নিশিকান্তকে আমার এ-আবিষ্কার দেখাতে তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন ও তাঁর অসামান্য শ্রুতি-বৈদগ্ধ্যে আমাকে চমৎকৃত ক'রে দেন নিত্য নতুন প্রস্বনী ছন্দ আবিষ্কার ক'রে। (সে-সব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।) সে সময়ে আমরা বড় আনন্দে কাটিয়েছি অনেকদিন।

যাহোক, আমরা এ-ছন্দ নিয়ে গবেষণা ক'রে আবিষ্কার করলাম যে, সত্যেন্দ্রনাথ স্বরমাত্রিক ছন্দে ট্রোকে, আয়াম্বিক, আনাপেষ্ট, ডাক্টিল আবিষ্কার ক'রে প্রস্বনী ছন্দের সূচনা ক'রে গেলেও স্বরমাত্রিকতাকে কিছুতেই প্রস্বনী ছন্দের অভিজ্ঞান বলা যায় না। কেন না প্রস্বনী ছন্দ বলতে আমরা বুঝছি বিশেষ ক'রে সেই সব ছন্দকে যাদের সৌন্দর্য্য খুব বেশিরকম নির্ভর করে প্রস্বনের বা ঝোঁকেরই উপর। এই প্রস্বনের আইডিয়া পাই আমি ইংরাজি stress বা long syllable থেকে। আমার মনে হ'ল সত্যেন্দ্রনাথ

ঠিকই ধরেছিলেন যে, ইংরাজি নানা ছন্দের stressed বা long syllable-কে বাংলা ছন্দে তর্জ্জমা করা যায় যুগ্মধ্বনি দিয়ে, unstressed বা short syllable-কে তর্জ্জমা করা যায় অযুগ্মধ্বনি দিয়ে। কারণ যুগ্মধ্বনির ওপর যে স্বতই একটা ঝোঁক পড়ে সেটা ছন্দজ্ঞ মাত্রেই জানেন। কেবল, তিনি নানারকম পর্ব্বভাগ করেন নি ও প্রস্বন বা ঝোঁক দেন নি ইংরাজির মতন ক'রে। এই ঝোঁক দিয়ে ও নানা রকম পর্ব্ব আনলেই প্রস্বনী ছন্দে গ'ড়ে ওঠে। বিবিধ নমুনা দিয়ে এ-কথাটা বিশদ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার সময়াভাবও বটে—স্থানও এ নয়। তাই আপাতত সূর্য্যমুখীর তিনটি প্রস্বনী ছন্দের কবিতাকে পর পর বিশ্লেষণ ক'রেই বোঝাই—প্রস্বনী ছন্দ বলতে আমরা ঠিক কী বোঝাতে চাইছি। ইংরাজি প্রসডির চিহ্ন ব্যবহার ক'রেই সুরু করি। সবাই জানেন : (—) চিহ্ন ইংরাজিতে stressed বা long syllable-এর পরিচিতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং (‿) চিহ্ন unstressed বা short syllable-এর।

প্রথমে ৩৩২ পৃষ্ঠায় 'উদার' কবিতাটি নেওয়া যাক : আমার অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ এ-তিনটি কবিতার ইংরাজী প্রতিরূপ যা লিখে দিয়েছেন নিচে দিলাম প্রত্যেকটির।

— ‿ —	— — ‿ ‿	— ‿ —
বন্ ধ হীন্	অম্ বর্ ত ব	চাই ম হান্
Flew my thought	self-lost in the	vasts of God

এখানে (—) চিহ্নিত স্থানে প্রস্বন বা ঝোঁক দিয়ে পড়তে হবে যেমন ইংরাজিটাতে পড়া হচ্ছে। (‿) চিহ্নিত স্থান অপ্রস্বনিত। এর প্রথম ও শেষ পর্ব্বকে ইংরাজি ছন্দে বলে cretic (long short long) দ্বিতীয় পর্ব্ব হ'ল spondee (long long); তৃতীয় পর্ব্ব—pyrrhic (short short); যদি

বন্ হীন্, অম্, বর্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনির 'পরে তাল দেওয়া যায় তবে এ-ছন্দটির পরিষ্কার প্রস্বন কদম মিলবে।

দ্বিতীয় প্রস্বনী কবিতাটি 'যুগান্তর' (৩৩৮ পৃঃ) :

সু ধা | রত্ ন | চি র | স্বপ্ ন চাই শং কর্
In a | fla ming | as of | spa ces curved like spires

এখানে প্রথম, তৃতীয় পর্ব্ব—pyrrhic ; দ্বিতীয়, চতুর্থ—trochee (long short) ; পঞ্চম—molossus (long long long) : এখানেও রত্, স্বপ্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনির 'পরে ঝোঁক বা প্রস্বন দিলে এ-ছন্দের রূপটি ধরা যাবে।

তৃতীয় প্রস্বনী কবিতাটি 'সংলোক্য' (৩৩৮ পৃঃ)। এ হ'ল চতুঃস্বর পর্ব্ব। এ ছন্দের নাম হল third paeon (short short long short) :

এ লো আজ্ কে চু পে বিশ্ শ রূ পে নিশ্ শ মা ঝা রে
In the fire of the Im mor tal in the sur ges of the sea

এখানে যুগ্মধ্বনির প্রস্বন বা ঝোঁক পড়ছে প্রতি পর্ব্বের তৃতীয় syllable-এর 'পরে। ইংরাজি ছন্দে অস্থানে-খণ্ডন বা পর্ব্বভাগ সহজেই পড়ে কথার মাঝে। (যথা শেক্ষপীয়রের আয়াম্বিকে বিখ্যাত চরণ :

The mul || ti tu || dinous seas | in car || nadine

|| চিহ্নিত স্থানে) তেমনি প্রস্বনী ছন্দে (লঘুগুরু ছন্দের ম'তই) অস্থানে-খণ্ডন বা যতিভঙ্গ খুবই বেশি হ'তে পারে যতিভঙ্গের প্রয়োগশিল্প আয়ত্ত হ'লে। এ-কবিতাটিতে (৩৩৮ পৃঃ) অস্থানে-খণ্ডন খুব বেশি দ্রষ্টব্য হবে। শ্রীঅরবিন্দ আমার অনুরোধে এ-ছন্দের ইংরাজি প্রতিরূপ যেটি লিখে দিয়েছেন সেটি এত অপূর্ব্ব কবিতা যে সবটুকুই উদ্ধৃত না ক'রে পারলাম না।

ভূমিকা

In the fire of | the Immortal, | in the surges | of His sea
Shall my spirit | and my body | be refashioned | and made free,
And my heart shall | be exalted | like a cup of | His delight
In white glory | of the Mother | held aloft un || to the Light, |
And Life's music | shall be moulded | and the passion | of its steps,
A sonata | of the ecsta||sy that billows | and outsweeps |
From the finite | to the Infi||nite when Nature | is recast |
In the liber||ty and splendour | and the rapture | of His vast. |

এখানেও বাংলা পারিভাষিকে অস্থানে-খণ্ডন (ওরফে শব্দের মধ্যে পর্ব্বভাগ) যথেষ্ট রয়েছে, দ্রষ্টব্য। যথা : un · to, ecsta || sy, Infi | nite প্রভৃতি || চিহ্নিত স্থানে। তেমনি বাংলা paeon-এর শেষ চরণেও—অন্য চরণেও যথেষ্ট :—

◡ ◡ – ◡ ◡ ◡ – ◡ | ◡ ◡ – ◡ | ◡ ◡
দি লে বন্ ধ নে অ নন্ ত | অথবা মো রা সই তে | পা রি

– ◡ | ◡ ◡ – ◡ |
কই আ || রো বি শুদ্ ধি | … ইত্যাদি।

৮২ পৃষ্ঠায় First Paeon ছন্দের একটি প্রস্বনী কবিতা দেওয়া হ'ল। এটির বিশ্লেষণ সোজা। পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে প্রথম ধ্বনিটিকে যুগ্ম ক'রে বাকি তিনটিকে অযুগ্ম করলেই এ-ছন্দ মেলে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত

এই লভিনু | সঙ্গ তব | সুন্দর হে | সুন্দর !—
পুণ্য হ'ল | অঙ্গ মম | ধন্য হ'ল | অন্তর

এই দুটি চরণ নিখুঁত First Paeon (— ◡ ◡ ◡) তবে সচরাচর সমস্ত কবিতায় এ-প্রস্বন বজায় রাখা হয় না, তাই প্রস্বনী-ছন্দও বজায় থাকে না।

সূর্য্যমুখী

সূর্য্যমুখীতে বিশ্ববিশ্রুত কবি ৺ এ-ই'র (A. E. ওরফে George Russell) কবিতাদি অনুবাদের অনুমতি পেয়েছিলাম—সে-মহাপ্রাণ যোগিকবির কাছে তাঁর জীবদ্দশায়ই। এ অনুমতির অনুমোদন করার জন্যে তাঁর প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লরেন্সের রচনা অনুবাদ করতে অনুমতি দেওয়ার জন্যে তেমনি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেকার কোম্পানিকে। বন্ধুবর শ্রীরামেশ্বর দে সূর্য্যমুখীর মুদ্রণে অশেষ সহায়তা করেছেন, এবং আমার আশ্রমবাসী তরুণ চিত্রী বন্ধু শ্রীমান্ সঞ্জীবন তাঁর নিপুণ হাতে এর প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিয়েছেন।

বহুদূর থেকে এতবড় বই ছাপানো : অনেক ত্রুটি না থেকেই পারে না। তবে ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী অনেক সহৃদয় পাঠকপাঠিকা আমার 'অনামী'-কে আদর করেছিলেন ব'লে ভরসা হয় যে 'সূর্য্যমুখী'-কেও তাঁরা অনাদর করবেন না। কারণ সূর্য্যমুখীর কবিতা গভীরতর ভক্তির আবেগে লেখা। সমাপ্তিতে কামনা প্রার্থনা এই যে, বাংলাদেশে দী—বাবুর মতন ভক্ত পাঠক যাঁরা আছেন সূর্য্যমুখী যেন তাঁদের হাতে পৌছোয় সব আগে। তাঁদের আমি চিনিও না—আর সমালোচনা-মুখরও তো তাঁরা ন'ন যে চিনে নেব পরে। কেবল এইটুকু আমি জানি যে, সূর্য্যমুখীর লেখক যখন শুধান :

"কার কাছে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান ?"—

তখন "আমার কবিতা ও গান" উত্তর দেয় অকুণ্ঠে :

"দী—বাবুর মতন ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতীদের।"

দী—বাবু ঐতিহাসিক চরিত্র—কাল্পনিক নয়। অথ প্রমাণ ভূমিকার 'পুনশ্চ' পৃষ্ঠায়।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি
নববর্ষ, ১৩৪৩

ইতি—
দিলীপকুমার

পুনশ্চ

পরম কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন হ'ল তোমাকে কিছু লিখিনি। হঠাৎ আজ সকালে কেন যে লেখার ইচ্ছে এত প্রবল হ'য়ে উঠল তাই ভাবচি। বোধ হয়—পুরের সেই দী—বাবুর আন্তরিক কথাগুলো। দিন তিনেক আগে সেখান থেকে ফিরেছি, সেখানে ছিল সাহিত্য-সম্মিলনী। মঞ্চের উপর যখন সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়া চলছিল তখন নেপথ্যে চলছিল তোমার 'অনামী'-র সমালোচনা। সেখানে বিরুদ্ধ অভিমতই ছিল বেশি। তার মধ্যে একটি ভদ্রলোক হঠাৎ স্বীকাব ক'রে বসলেন যে, তিনি 'অনামী' চারবার আদ্যোপান্ত পড়েছেন এবং আরও চারবার পড়বার ইচ্ছা রাখেন। তখন—

"বলেন কী দী—বাবু? আপনি যে—পুরের বিশিষ্ট রত্ন—প্রচণ্ড তার্কিক—উকীল—এ আপনার কী দুর্ব্বলতা?"

"দী—বাবু, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েচে?"

"দী—বাবু, আপনি যে দেখি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়!" ইত্যাদি।

অবশ্য আমি চুপ ক'রেই ছিলাম—নীরব সাক্ষীর মতো। এক সময়ে এই দী—বাবু আমাকে একলা পেয়ে বললেন: "শরৎবাবু, সব বই পৃথিবীর সকলের জন্যে নয়। আমি বৈষ্ণব—ভগবানে বিশ্বাস করি। দিলীপবাবু যে-ভাবের প্রেরণায় কবিতাগুলি লিখেছেন সংসারে তার তুলনা কম। যখনই সময় পাই মুগ্ধ হ'য়ে কবিতাগুলি পড়ি, কী যে ভালো লাগে—পরকে বোঝাতে পারি নে!"

শুনে মনে মনে ভাবলাম—মণ্টু, এর চেয়ে অকপট সত্যিকার সমালোচনা কি আছে? যে-তারে তুমি ঝঙ্কার দিয়েছ তাঁর বুকের মধ্যেকার অনুরূপ ভাবটি গুনগুনিয়ে বেজে উঠেছে। কিন্তু যাদের বাজলো না তারা কারো চার-চারবার পড়বার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করবে না তো করবে কী?……ইতি।

তোমার নিত্য-শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	৩	কোথায়	কোথা
১৯	৬	সুদূরা !—	সুদূরা !"—
৩২	১৪	যে গভীর	সে-গভীর
৯২	১১	রবে	র'বে
৯৯	১৩	অকল্প	অচল
১০০	১৮	ভক্তি	শরণ-
১০২	১২	কবিতা	বারতা
১০৬	১২	খুজে	খুঁজে
১১৫	১৩	প্রেমে,	সাধে,
১১৯	১৫	কহো	বলো
১১৯	১৭	সৌধে	সৌধ
১২১	১	অজ্ঞাতবাস।	অজ্ঞাতবাস !
১২১	২৩	বারেকেও	বারেকও
১৩১	১	মূলে	মূলে:
১৩৯	১৮	নিশ্বাস	নিশাস
১৬৭	১৬	খঞ্জনের-	খঞ্জন-
১৬৭	২৪	মুখরতা ঘর্ঘর ছাপি'	মুখরতা ছাপি'
২০৬	২০	দক্ষিণে দীপ্তা	দখিণে দীপ্তা
২২৭	২৩	all pieces	all like pieces
২৪১	২২	প্রদোষ-উষা	প্রদোষ উষা
২৬২	২৮	b a b	a b a b
৩১৫	১২	কুঝাটি'	কুঝাটি
৩১৬	৫	সিন্ধুচ্ছ্বাসে	সিন্ধূচ্ছ্বাসে
৩৫৭	১৫	সত্যের	সত্যেরে

সূচীপত্র

গন্ধিতা :

মন্দ্রিতা :

বন্দিতা :

গুরুর প্রতি শিষ্য :

অবতারের প্রতি জীব :

সমাপ্তিকা :

উৎসর্গ

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়—

দিব কী তোমারে প্রতিদানে বদান্য!—যার কাছে আলো পেয়েছি?
যার সুরে শৈশব হ'তে এ-কণ্ঠে বন্দনা-রাগ সেধেছি?
তুমি অন্তর্যামী, জানো না কি—তব মঞ্জুল "কথা-অমৃতে"
মোর উঠিত ঝঙ্ক' কৈশোরে কত বসন্ত—আশা-নিভৃতে?
তব পুণ্য কথার সাথে বন্ধুতা না হ'লে বাল্য-অঙ্কে
হ'ত শূন্য জীবন ধন্য কি মোর—বরেণ্য দেব-সঙ্গে?
হেন দেবী শ্রীমাতার করুণাছন্দ-বসন্তেও কি অন্তর
নীল মন্দার-মধু-তাল শিঞ্জিত? কারে বলে প্রেম—সুন্দর
প্রেমী, তোমারি আত্মদান-আদর্শে চিনিলাম মোহ-পাথারে:
নমো নম—জীবনের প্রথম দিশারী, উষাদূত নিশা-আঁধারে!

পরে যৌবনে নাথ, তব অহেতুক শরণোচ্ছল গরিমা
মোর উন্মনা প্রাণ-দিগন্তে তব ফুটালো তারকা-মহিমা।
আমি জন্ম হ'তেই চির-অশান্ত, তোমারই গন্ধ বিছালো
মোর চঞ্চল হৃদে অকম্প ভাতি—ধূমল আলেয়া নিভালো।
পরে ঝঞ্ঝা-ভ্রান্তি বার বার মোরে পথহারা যবে করেছে,—
রাত্তি- অম্বুধি-ফেনে তোমার জ্যোতিঃস্তম্ভই বাতি ধরেছে।

উৎসর্গ

মায়া- শঙ্কায় হই কামনা-কৃপণ, তাই তো ভুলেও শিখি না :
ভীতি- সঞ্চয়ে নিতি সম্পদই শুধু হারাই—তাই তো লিখি না।
দান- অঙ্গীকার এ-হৃদয়রক্তে ; তুমি দিলে দান-দীক্ষা :
"শুধু আপনা-বিলানো শরণ-সাধনে মিলে প্রেম"—দিলে শিক্ষা।

তুমি শিখালে মধুপ : মধু-হ'তে-মধু কারে বলে মরু-জীবনে।
তুমি গাহিলে স্বপনী : বিরহে মিলন ভায় কোন্ বঁধু-স্বপনে।
তুমি বুঝালে পূজারী : কী আরতি হৃৎকমলে কমলাকান্তে
আনে ডাকিয়া—সে-কোন্ আগন্ত প্রেম-নিবেদনে।—উদ্‌ভ্রান্তে
তুমি দেখালে : দ্যুলোক কোন্ পন্থায় নামে আনন্দে ভূলোকে।
তুমি শুনালে : কী সুরে কঙ্কর হয় অম্বর নীল-পুলকে।
তুমি জানো কুসুমেশ : কতবার কাঁটা করেছে মোরে পরীক্ষা,—
তবু শত প্রলোভন-দোলায়ও করেছি তব শুভ্রতা-ভিক্ষা।
ধূলি- শেজেও দেখেছি শিখর-স্বপন—তোমারই মৌলি-মন্ত্রে :
রণি' বৃন্দ বেসুর-গঞ্জনে তব ঝঙ্কার হৃদি-তন্ত্রে।

জানো : চমক-বিদেশে পড়েছিনু গ্লানি-কনক-কেন্দ্রে—স্বার্থ
যেথা ঘোষে পৌরুষ সবে, রটে রণ-মদিরায় পরমার্থ ;
যেথা দুর্ব্বল-প্রাণ-ইন্ধনে সবে রচে পিঙ্গল শয্যা,—
ধন- মন্দির বীরেশেরও বন্দিত, লালসায় নাহি লজ্জা ;
যেথা প্রাণের সুষমা-সৃজন-শক্তি লুব্ধতা-তালে ডঙ্কি'
মাতে জনে জনে—ভোগ-কৃষ্ণায় যোগ-শুক্লার রঙে অঙ্কি' ;—
সেথা জিনি' প্রাণ তা'রা পারে নি যে মোর অন্তরতমে বাঁধিতে—
প্রিয়, সে-ও তব বরে ; অক্ষত—ঘরে এসেছিনু—শুধু সাধিতে
আঁখি শিখেছিল বলি' তব ধ্রুবতারা, তব বাণী শুনি' দিনরাত
শ্রুতি হয়েছিল বলি' সুরেলা, রসনা লভেছিল বলি' তব স্বাদ।

উৎসর্গ

তুমি জানো কবি : মোর এ নহে কাব্য বিনায়ে উপমাসক্তি ;
জানো : শ্রী-"কথামৃত" কেমনে জাগাত প্রবাসেও অনুরক্তি।
জানো : তুমি আর তব দীপ্র শিষ্য—"বিবেকের বীর-অবতার"
মোরে অনুপ্রাণিতে সঞ্চারি' কী নিরন্ত শক্তি-সম্ভার!
বিনা সে-প্রসাদ মোর শত মায়া-ডোর পারিতাম কভু নাশিতে?
মোর দিব্যাঞ্জন দিয়েছিলে তুমি নেত্রে, উদাসী বাঁশিতে
তব করেছিলে মোরে মৌন-বিবাগী : হেন দিন কভু যায় নি—
মন যে-দিন ও-রূপ চায় নি ধেয়াতে, ও-নাম জপিয়া পায় নি
এক অবর্ণ্য সুধা-সান্ত্বনা : কতদি—ন হে বন্ধু, দিশারী,
তব বিগ্রহ ধ্যানে বিদ্রোহী চিত হয়েছে অশ্রু-পূজারী!

কত সভ্য সুজন—রস-বিদগ্ধ—আজো বলে : "তুমি অন্ধ,
প্রেম সঙ্গীত তব বাষ্প-রঙ্গ!" হায় রে বুদ্ধি-সন্ধ।
যারা বিনা সাধনেই চক্ষুষ্মান্—বদ্ধ মানস-বাঁধনে—
চায় তারাই বসিতে মানস-অতীত-লোকের বিচার-আসনে!
এই ছায়া-পঙ্কিল মায়া-মঞ্জিলে তোমারে ক'জন জেনেছে?—
কত কন্দরলীন প্রাণ তব ভায় দীপঙ্করায় চিনেছে!
তব অলোক-আলোক-অঙ্গুলির সে-ব্যোম-ইঙ্গিত-প্রসাদে
তব আঁধার বিপুল নমি' আমি কূল পেয়েছি পাথার-প্রমাদে।
আজ দেব-উত্তম-উত্তমার যে লভিষ্ণু চরণ-স্বর্গ,—
তারও সঙ্কেত তুমি দিয়েছিলে গুরু, লও কৃতজ্ঞ অর্ঘ্য।

লও নতি : তব বাণী-বরে যে প্রথম শিখি : "নশ্বর জীবনে
"পলে নীল বন্দরও ধূ ধূ মরু হয়—নীলকান্তের বিহনে;
"হয় বন্ধ্যা শক্তি-লহরী—যদি না শক্তিধর-তরঙ্গে
"নারি মিলাতে ছিন্ন আত্মশক্তি; মোহন বচন-ভঙ্গে

উ ৎ স র্গ

"কভু মিলে না বচন-অতীতে ; রঙীন শিল্পের ছায়া-কলাপী
"শুধু ক্ষণিক পেখমি' যায় থেমে—হৃদি রহে হায় মায়া-প্রলাপী !'
তুমি শুনালে : বিন্দু সিন্ধুযোগেই লভে সে-দীপ্র সত্তা।
বলে নিষ্ঠা কাহারে—দেখালে তোমার সাধনা অপ্রমত্তা।
মোর স্বপ্নাদর্শে বিপ্লব তুমি সাধিলে সত্যকান্ত !
রবি ! কত পান্থের তিমিরপন্থে আনিলে যুগ-নিশান্ত !

ছিল পশ্চিমে যবে চাহি' সবে ধূমকেতু-জ্বালা দিশা-লক্ষ্য :
তুমি পূর্ব্বে উড়ালে করুণা-অরুণ-কেতন জাগায়ে বক্ষে—
হারা প্রেম-আশ্বাস। নহে সে শাস্ত্র-মুখর বিদ্যা মনীষায়,
নহে বাগ্মিতাবলে কর্ম্মের ধূমে প্রচার-প্রবল প্রতিভায় :
তব সহজ সরল প্রেমে ভগীরথ, নামালে গঙ্গা-ধারাসার ;
দিলে সরায়ে পাষাণ—হৃদি-নির্ঝর-পথ রুধিয়া যে অনিবার
আনে প্রেম-বিদ্রোহ, ক্ষেম-বিমুখতা—আত্ম-আদর বরণে ;
তুমি শিখালে—আলোরে ব্যাকুল ছন্দে চাহিলেই মিলে মিলনে।
যবে তর্ক-চমকে গর্ব্ব-গমকে সাধিত সবাই বেসুরা :
তুমি কত জনে দিলে সুর-সন্ধান—রণি' প্রীতি লীলা-নূপুরা !

যবে বুকে বুকে উচ্ছ্বসিত শূন্য ভোগের তৃষা অতৃপ্ত
তুমি দুর্ভোগ-ভোগ-আলেয়া নিভালে—জ্বালি' যোগশিখা দীপ্ত :
যার উদ্ভাসে মুখ লুকাল সরমে মোহিনী কুহেলি কান্তি
হেরি' 'অহং'-লাঞ্ছী প্রণতি তোমার—সর্ব্বংসহা শান্তি।
ওগো অনিন্দ্য জ্যোতিরিন্দ্র, উদিয়া দেখালে—নিশাদিগন্তে
কোথা প্রোজ্জ্বল উষা পথ চেয়ে রয় সাড়া দিতে হাসিছন্দে—
শুধু যাচিলেই হিয়া অশ্রু-আকুল ; দেখালে—শরণসাধনে
যোগি- ঋষি-অনুভব আজো পাওয়া যায় : ধ্রুবসুর বাজে শ্রবণে—

উৎসর্গ

যদি ধ্বনিশ্রী তরে পাতি কান ; ফুটে দিব্য-দৃষ্টি অরুণা—
যদি আঁখি ত্র্যম্বক-অঞ্জন চায় : দীনতায় মিলে করুণা।

যবে বুদ্ধি-আঁধায় গোলোকধাঁধায় সরল আরতি-সরণী
হায় হারায়েছিলাম আমরা—প্রবীণ !—সংশয়-ঝড়ে তরণী-
বুকে ভেঙেছিল হাল, ছিঁড়েছিল পাল, ঢেকেছিল মেঘে অম্বর :
তুমি এলে কাণ্ডারী হ'য়ে দেবদূত, বরাভয়ে দীপি' অন্তর !
তব স্মরণীয় ভাবে বরণীয় স্মৃতি উঠিল ঝলকি' সহসা :
জিনি' তুফানশঙ্কা সবিতাশঙ্খে স্মরি' আত্মীয়-ভরসা
গুণী, বাঁধিলে বিধবা মরমতন্ত্রী বল্লভ-সুরে নিমেষে :
ভাতি' চঞ্চল হৃদে নিথর নিষ্ঠা-নীলিমা বিধুর বিদেশে !

কে গো মন্ত্র-নাবিক ! ডঙ্কিলে আসি' প্রিয়-হ'তে-প্রিয় আহ্বান :
"আয়, বাসন্তিকা যে দিবে বন্ধ্যারে মন্দাকিনীর বরদান !"
কে গো স্বপ্নসভার রত্নপ্রদীপ, নেমেছিলে নাট-নটনে :
কোন্ আশা-হ'তে-আশা সফলিতে আশাপূর্ণার রাস-ঝুলনে !
শুধু, এবার আসো নি অমিতাভরূপে বিভূতি-আয়ুধ-রঙ্গে,
হ'য়ে আমাদেরি একজনা, দীন-সাথী—এলে নন্দনভঙ্গে :
প্রতি কঙ্কর কাঁটা রূপান্তরিতে শ্যামলিমা-ঝোরা ঝরিয়া,
দিতে সঙ্গ, সেবার সুযোগ—রোগের যন্ত্রণা নিলে বরিয়া,
পরে শিখাতে—করাল যাতনও কেমনে হাসিমুখে বহে প্রণয়ী :
ওগো প্রেমের অতিথি, প্রেমের পসারী, প্রেমসুখে দুখবিজয়ী !

ওগো বাগ্বাদিনীর দুলাল, তোমার বাণী কত প্রাণ দুলালো !
তব পল্লী-ভাষায় বেদ-বেদান্ত-কথা কত মন ভুলালো !
তুমি হে নিরক্ষর ! কত পণ্ডিতে শিশু-প্রেম-ভাবে কাঁদালে !
কত ভক্তে ভাসালে ভক্তি-প্লাবনে, জ্ঞানীরে আলোকে মাতালে !

উৎসর্গ

কত বাগ্মি-দর্প করিলে খর্ব্ব বুঝায়ে—যাহার সারথি
নিজে বিশ্বজননী—তার রসনার রথসঙ্গিনী—ভারতী।
তাই হে রত্নাকর, তোমার উপমা-মণি ঢেউয়ে ঢেউয়ে খচিল—
সেই দ্যুতি-হিন্দোলে থমকিয়া কত বাঙ্ময় সুধী মজিল !
ছাড়ি' বিদ্যা-দম্ভ-নিনাদী-শঙ্খ মৌনিল তারা লজ্জায় :
তব প্রজ্ঞা-কিরীট লাঞ্ছিল যত অজ্ঞান-সাজসজ্জায়।

হেন লজ্জিত মাঝে একজনা—আমি—এসেছি অঙ্গীকারিতে :
তুমি উষরে কেমনে দিলে ফুল, তাই এসেছি চরণে ডালিতে
মোর "সূর্য্যমুখী"রে হে মোর উষার-প্রথম-সূর্য্য জীবনে !
যদি ম্লানদল হয় উপহার—তবু ধন্য করিয়ো গ্রহণে
মোর মহৎ প্রেমের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য : কবিতায় কী বা বলা যায় ?
তবু এ-দুরাশা জাগে নিঃস্ববন্ধু : লবে—যাহা কিছু দিব পায় :
জেনে— পূজিলে যাঁহারে তুমি—তাঁরই গান আমিও ছন্দে গেঁথেছি ;
আমি যত ছোট হই—এ-যোগসূত্রে তব সাথে মোরে বেঁধেছি।
তাই তব নিধি পানে ধায় হৃদি-নদী—নহে শিল্পের হরষে :
শুধু কষিবে বলি' এ-অভিসার তব সিন্ধু-প্রেমের নিকষে।

মহালয়া ১৩৪২ দিলীপ

কণিকা

FABLES

THE SYNTHESIS OF YOGA

Nor would a successive practice of each of them in turn be easy in the short span of our human life and with our limited energies. . . . Sometimes, indeed, Hathayoga and Rajayoga are thus successively practised. And in a recent example, in the life of Sri Ramakrishna Paramhamsa, we see a colossal spiritual capacity first driving straight to the Divine realisation, taking, as it were, the kingdom of heaven by violence and then seizing upon one yogic method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of intuitive knowledge. . . .

SRI AUROBINDO

সূর্য্যমুখী

দুর্গম যোগপথ—একে একে প্রতি সরণীতে পাওয়া নীলিমা—
নহে তো সহজ : স্বল্পায়ু জীব—শক্তি যে তার ক্ষুণ্ণ-সীমা !
শুধু তুমি প্রতি পথের অন্ত্য বারতা চাহিলে অকুতোভয়ে—
প্রতি পথে চলি'—হে অমিতবলী, নিত্যলোকের দিগ্বিজয়ে।
প্রতি সাধনার মর্ম্ম-পীযূষ পিয়িলে নিঙাড়ি', আনিলে বশে
স্বর্গের সাম্রাজ্য—তোমার নিঃসীম প্রেম-দুঃসাহসে !
তব সহজাত বিদ্যুৎগতি আত্মা-আভায় লভিলে তুমি
প্রতি পন্থার অন্তরদিশা—ধন্য তোমার জন্মভূমি
স্পর্দ্ধী প্রেমিক ওগো !—প্রেম যার দিল হানা দেবদেবের দ্বারে
স্বত-উচ্ছল প্রজ্ঞা-লীলায় দিকে দিকে নাশি' অন্ধকারে।

শ্রীঅরবিন্দ

সূর্য্যমুখী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,

উপমা-শিল্পে দোসর যাহার নাই,
নিভে না আলোক "শ্রীকথামৃতে" যার,
সে-তোমার সুধা-নন্দিতা কথিকাই
এনেছি—ছন্দে গাঁথি'—দিতে উপহার।
আলাপে তোমার উঠুক আমার বাজি'
ছোট বাঁশিখানি : গঙ্গার পূজা হয়
গঙ্গাজলেই—তাই তব কথা-সাজি
তব চরণেরই যাচে আজি আশ্রয়।

কৃপাধন্য—**দিলীপ**

সংস্কার

(দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

হ'ল সে মুসলমান
      প্রাণ তার রাখতে,
জাত কুল খান খান :
      হয় হায় ভাগতে।

মোল্লায় বলল :
      "বল্ তুই : 'আল্লা'।"
যত বলে—চলল
      খোদা সাথে পাল্লা

মা-কালীর নামটার,—
      শেখ যায় মারতে :
"ক্ষমা ধর্ম্মাবতার,
      মন চায় সাধতে

আল্লারি গুণগান :
      শুধু জগদম্বা
কণ্ঠায় দেন টান
      ফল হয়—রম্ভা !

ক্ষুদ্রের দর্প

(দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

বিধু কয় : "সাগরে
আমিই তো মাপিব,
ছিনু তার জঠরে—
মথি' ফের জানিব।"

ভানু কয় : "না রে না
বেয়ে মোরি তাপদল
মেঘে মোর সে চেনা
আমি তার পাব তল।"

লবণের পুতলা
হেসে বলে : "কী জ্বালা!
মোরি রসে উছলি'
রয় যে সে—খা, পালা—

"আমি তারে এখনি
মেপে দিব বলিয়া—"
দিল ডুব যেমনি
গেল—টুপ—গলিয়া!

অজ্ঞের বিজ্ঞতা

(ত্রিমাত্রিক ছন্দ)

"ব্রহ্ম শুষ্ক—জানে না
বর্ণ হায় !
সুর-ঝঙ্কার গানে না
ভুলেও গায় !

"মোরাই প্রেমের নলিন-
নিছনি-রসে
করি তাঁরে নিতি নবীন
প্রাণ-পরশে।"

—"সে কি আচার্য্য ! না জানি'
সুধা-স্বরূপে
কালো রঙে চলো বাখানি'
আলো-মধুপে !!

"শিশু বলেছিল নাচিয়া :
(হায় কপাল !)
'মামার গোয়াল ভরিয়া
ঘোড়ার পাল !' "

বচন সম্বল

(ত্রিমাত্রিক ছন্দ)

"তপন আপনা যেমন
বিলায় সবে,
পরের তরে এ-জীবন
দিতেই হবে—"

—"ওগো আচার্য্য ! মহীতে
তুমি কি তাঁর
পেয়েছ আদেশ—বহিতে
জীবের ভার ?"

—"আদেশ মানি না : ভুবন
দীপক-রাগে
পর-কল্যাণে কিরণ
ঝরাতে ডাকে—"

—"হায়, সম্বলি' বচন
কিরণ ঝরে ?—
জোনাকি আঁধারই যেমন
দেখায়ে মরে !"

প্রকাশভেদ

(চতুর্মাত্রিক ছন্দ)

" 'প্রতি জীবে হরি ?' গুরু, তবে আর
কী ভয় ?" শিষ্য কহে : "বরিয়া
অশঙ্ক নির্ভর—এ-পাথার
প্রেমের ভেলায় যাব তরিয়া।"

"ক্ষেপা হাতী !" সবে কহে : "ওই—ওই
পালা পালা"—উধাও সুমতিরা ;
শিষ্য তরজে : "নির্ভর কই
তোর—ওরে হিয়া ভীতি-অধীরা !"

মাহুত হাঁকিল : "ওগো সন্ত,
স'রে যাও—ক্ষেপা হাতী !"—হাসিল
শ্রীমন্ত অভয়···দুরন্ত
করি-করে দৈবাৎ বাঁচিল।

" 'প্রতি জীবে হরি'—" সে-বিষণ্ণ
শ্বসিল : "তুমিই গুরু কুজিলে !"
গুরু পুছে : "মাহুতও শরণ্য
শ্রীহরি—তাই বা কেন ভুলিলে ?"

ফোঁস

(চতুর্মাত্রিক ছন্দ)

গুরু কয় : "হিংসারে ত্যজি', সাপ,
ধন্য হ'—সাধি' ক্ষেম ভক্তি।"
শ্রীহরি-করুণারসে মজি' তাপ
ঘুচে তার—জয় প্রেম-শক্তি !

দুষ্টের দল তারে পথে হায়
উল্লাসে কত কশা হানে যে···
নতমুখে দূরে স'রে স'রে যায় :
হিংসারে ভুলেও না মানে সে।

মূর্ছিতে সেবি' আনি' চেতনে
গুরু পুছে : "এ কী দশা ভাই তোর ?"
কহে সে : "কিছু না—কশাবেদনে—
তাহে প্রভু কণা-ক্ষোভও নাই মোর—

"শুধু ভাবি : অহিংসা সেবিলাম—
তবু কেন হয় হেন সহিতে ?"
গুরু হাসে : "হিংসা নিষেধিলাম :
মানা তো করি নি 'ফোঁস' করিতে !"

ভাবগ্রাহী

(চতুর্মাত্রিক ছন্দ)

"কোথায় যাস্ ? ওদিকে যে ভাগবত
  সে-গুরুটা করবে রে কীর্ত্তন।"
—"তাই মন দিয়ে শোনা মোর মত।"
  —"যাস্ নে যাস্ নে—ওরে, কথা শোন্ :

"সার ভবে নর্ত্তকী ; মজাতে
  রঙ্গিনী গাইবে যে আসরে !"—
ধীর তবু যায় হরি-সভাতে :
  লম্পট—গণিকার বাসরে।

ধীর ভাবে : "পুণ্য নীরস হায়,
  বন্ধুই সার মজা লুটল !"
লম্পট অনুতাপে উছসায় :
  "সখারি হৃদয়ে প্রেম ফুটল !"

যমদূত অন্তিমে সুধীরে
  নিয়ে যায় পাতালের পাবকে :
দেবদূত লম্পটে অচিরে
  উত্তরে অলকার আলোকে।

কৃচ্ছ্র ও ভক্তি

(চতুর্মাত্রিক ছন্দ)

"হে নারদ, কবে হরি দিবে বর—
শুধায়ো তাহারে গোলোকে···
কত যে করেছি তপ দুশ্চর—"
যোগি-স্বর রুদ্ধ—শোকে।

"পাবে জন্মিলে আরো একবার—
বলিলেন," নারদ কহে।
"অকরুণ!" শ্বসে যোগী : "মোর আব
এ-কঠোর তপ না সহে!"

"হে ঋষি," ভক্ত পুছে : "মরমে
মিলিবেন কবে বল্লভ?"
ফিরি' কহে ঋষি : "কোটি জনমে—
বলিলেন।"—নাচে বৈষ্ণব :

"ধন্য! করুণা দুর্লভ তাঁর—
পাব শুধু কোটি জনমেই!!"
উদিলেন হরি : "প্রিয়! করুণার
পেয়েছ পরশ আজিকেই।"

কে তন্ময়?

(চতুর্ম্মাত্রিক ছন্দ)

"কোথা তুমি মায়াহাসিনি !
      মন মোর হরি' নিঠুরা,
হ'লে কোন্ ছায়াবাসিনী—
      বহুবল্লভা—সুদূরা !—

উন্মনা প্রলাপি' চলে …
      কড় কড় জীমূত স্বনে…
করকায় বীথিকা-তলে
      তনু কার বাধে চরণে !—

জ্ঞান তবু নাই তার হায়,
      গর্জ্জিয়া উঠিল যোগী :
"হরি-ধ্যান-মগ্নের কায়
      পদাঘাত ?—গণিকা-ভোগি !"

কহে ভোগী : "গণিকা জপি'
      জ্ঞান মোর হয় প্রভু লয় :
তুমি হরি-ধ্যানগরবী—
      সুখসম্বিৎ তবু রয় !!"

কে জ্ঞানী?

(পঞ্চমাত্রিক ছন্দ)

গণেশ সাথে কার্ত্তিকের হয়
কলহ কত—সে তো সবারই জানা :
গুণের সাথে রূপের কবে রয়
মিতালি ?—সব তাতেই করে "না না।"

তর্ক বাড়ে···গৌরী কহে তবে :
"ভুবন আগে আসিবে ঘুরি' যেই
বরণ-মালা আমার তারই হবে
রটিবে ভবে : শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে—সে-ই।"

কুমার হাসে : "হস্তী-দাদা হায়
মূষিকী হ'য়ে ময়ূরী সাথে পারে ?"
হাল্‌কা শিখী উল্কা সম ধায়···
লম্বোদর বিজয়া চারিধারে

পরিক্রমি' নমিয়া ডাকে : "মাতা !"···
ক্লান্ত-সাঁঝে শক্তিধর ফিরে ;
সিদ্ধিদাতা হাসিল : "মালা, দাদা,
পায় যে চেনে ভুবন-জননীরে।"

জ্ঞানমৌন

(পঞ্চমাত্রিক ছন্দ)

বরষ বিশ পড়িয়া গুরুপাশে
নিখিল বেদ—দু ভাই ফিরে ঘরে :
সবাই নিতি তাদের কাছে আসে
বিদ্যাসুধাসৌরভেরি তরে।

কহিল পিতা : "বাখানি' কহ দোঁহে
শিখেছ কত—ব্রহ্ম বলে কারে ?"
জ্যেষ্ঠ হেসে তারস্বরে কহে :
"রটিল শ্রুতি অতীন্দ্রিয় তারে,—

"অব্রণ, অনন্ত, নির্জ্জর,
স্বয়ংপ্রভ, বিভূতি-উদ্ভব—"
আরো সে কত শ্লোকের নির্ঝর !···
কহিল মাতা কনিষ্ঠেরে : "তব

বারতা বলো।" প্রণমি' বাক্‌হীন
রহে সে ; তারে পরায়ে হেম-হার
জনক কহে : "তুমিই জ্ঞানাসীন—
জেনেছ—তিনি সব-বচন-পার।"

পুরুষ ও প্রকৃতি

(ষাণ্মাত্রিক ছন্দ)

"কি গিন্নি ?"—"আর গিন্নি ! দিল না
গয়নার বিশু ফন্দি-যে !"
"ব্যস্ত কী ?"—"মরি শান্ত ঠুঁটোটি !
আমি না করলে করত কে ?"

"আহা চটো কেন ?"—"চটব না ? খেটে
খেটে—আছে কি সে গতরটি ?"
"দিব্যি দেহ তো"—"আহা তাই তো গো
যাতে মরি—রাখো খবরটি ?

"তবু খেটে খেটে ওগো অকম্মা—"
"অকম্মাও না থাকলে গো—"
"চ—ঙ্ ! জানা আছে। বোঝো কিছু খেকে ?
ঘটেও বুদ্ধি থাকলে তো !"

* *
*

"মা ! স্যাকরা"—"বিশু ! বাঁচালি ! শোনো গো,
ভরি পিছু ঘোলো ধরব কী ?—
"কই রে কর্তা ? বিশু ! বাবা ! ডাক্।
ছোট্—সে নইলে করব কী ?"

"যাদৃশী ভাবনা যস্য—"

(মাত্রাত্রিক ছন্দ)

"আমি অতি দীন হীন পাষণ্ড
দহি কামনারই ক্রন্দনে,
কীটস্থ কীটও মোর চেয়ে বড়,
রমি তমসারই বন্ধনে ;

"প্রতি পদে আমি করি পাপ, করি
নিজেরে পরে প্রবঞ্চনা,
নহে মোর তরে ওগো অনিন্দ্য,
তোমার পুণ্য বন্দনা।"

কহিল দাদুরী : "রে দীন, বিনয়
ও তোর ছদ্ম গর্ব্ব হায়,
মজে জীব যার পাপ-চিন্তায়
তারই সারূপ্য মর্ম্ম পায়।

শুনিবি ? ছিলাম ময়ূরী, একদা
ভখিয়া ভেকে জঠর পুরি'
পাপ অনুতাপে তারে ভেবে ভেবে
আজি দেখ আমি—দর্দ্দুরী।"

"ত্বয়া হৃষীকেশ—"

(সপ্তমাত্রিক ছন্দ)

"তুমিই হৃষীকেশ, হৃদয়ে র'জি' তারে
চালাও যেমনি—সে তেমনি চলে :
সকলি তব লীলা—গোবধও মোরে দিয়ে
করালে মৃগয়ায় মায়ার ছলে।"

ভাবিত হৃষীকেশ বিপ্ররূপ ধরি'
মিষ্টতম স্বরে শুধায় : "রাজা,
রাজ্য রচিল কে?"—"আমিই," নৃপ কহে।
—"চোর পাপিষ্ঠেরে কে দেয় সাজা?"

"কে আর আমি ছাড়া?" হাসিল ভূপ।—"আহা,
কে মর্ম্মরে ঐ নির্ম্মে বেদী?"—
"সে—আমি।"—"মগধের কন্যা?"—"তাঁহারেও
জিনিনু আমি ভীম লক্ষ্যভেদি'।"

"চণ্ডে কে শাসিল?"—"আমারি কীর্ত্তি যে!—
শোনোনি?"—"শুনেছি গো," শ্রীহরি বলে :
"কীর্ত্তি সবই তব—কেবল গোবধের
অকীর্ত্তিই হৃষীকেশের গলে!!"

শতাব্দ-সাধনা

(সপ্তমাত্রিক ছন্দ)

যে যেথা ছিল—লুটে সাধুর পায়, বহি'
অর্ঘ্য-সম্ভার—রত্নমণি :
না জানি সন্ন্যাসী দেখাবে কবে কোন্
সিদ্ধি দুর্লভা—রোমাঞ্চনী !

ভক্ত ভেটি' কহে কৃতাঞ্জলি : "নাথ,
বর্ষ শতাধিক তপের ফলে
কী দেববাঞ্ছিত পেলে প্রেমের বর—
বিলাতে এলে যারে ?"—তাপস বলে :

"প্রেম কি ? দেখ্ মূঢ়, বিভূতি অদ্ভুত !"—
লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা :
পদব্রজে মুনি স্রোতস্বিনী পার !!
—জয়ধ্বনি' সবে মত্তপারা।

ভক্ত এককড়ি মূল্যে খেয়া করি'
তটিনী তরি' কহে : "প্রভু, প্রণাম !
ধন্য তুমি হে—শতাব্দ-সাধনায়
লভিলে—এককড়ি যাহার দাম।"

উটের জুড়ি

(অষ্টমাত্রিক ছন্দ)

ব্যঙ্গ-প্রবীণ কহে : "সেদিন উটেরে এক
কী করিতে দেখিলাম—জানো কি প্রভু ?
কুঞ্জ মধুর কত—মঞ্জরী ফলফুল
রঞ্জিত-সম্ভার—অভাগা তবু

কাঁটাঘাসই চর্ব্বণ করে হায়,—দরদর
যদিও তাহার মুখে রক্ত ঝরে—
তবু খাবে কাঁটাঘাস—উটের মতন বোকা
সংসারে—" যোগী পুছে মধুর স্বরে :

"ধর্ম্মে পেয়েছ সুখ ?"—"পাই নি ? জীবনে মুনি,
শান্তি পরম মিলে ধর্ম্মে শুধু ;
গত সে-সুখের দিন"—"কেন—সংসারে ?"—"আর
বোলো না—সে মায়া-রাঙা শ্মশান ধূ-ধূ :

"বিধবা তিনটি মেয়ে, ফাঁসি গেল ছেলে, প্রিয়া
আঁকোটা নৃদিল দল মরণ-অমায়"—
—"তবু ফের উলু দিয়ে ন'টির কে হ'ল পিতা ?—
বোকা উট ?"—"চলি আজ"—প্রবীণ পলায়।

যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া—

(নবমাত্রিক ছন্দ)

"টগবগ অন্ন আমি ফুটছি যে দিবস-যামী
আপ্‌নারি শক্তিতেজে,
করুণায়
চিরদিনই এম্‌নি ক'রে আপ্‌নারে ফুটোই ওরে,
তাই সবে রইল বেঁচে
বসুধায়।"

—"ধন্য হে অন্নকণা, শুধু প্রভু মোরে বলো না :
ফুঁসছে কে হাঁড়ির নিচে—
উজ্জ্বল ?"—
—"শুনি—ওকে আগুন বলে : ফুঁসতেই বোকাটা জ্বলে,
ওর শুধু বড়াই মিছে
সম্বল—

"তাই, আহা, ফুঁসতে ওকে দেই নিচে।"—"তবে যে লোকে
বলে ওর শক্তি আছে
রাঁধবার ?"
—"দূর্ দূর্ শুনিস কেন ? রোজ রোজই ভিখারী হেন
চায় ওটা রবির কাছে
তাপ ধার—

সূর্য্যমুখী

"কে—হঠাৎ ওটাকে দিল নিভিয়ে রে! এ কী এ! ছিল
কণা মোর তবে কি ওরি
ধাক্কায় ?
যেই ওটা নিভল—গেল কোথা মোর ফুটুনি ?—এল
কথাও যে জড়িয়ে—মরি
ঠাণ্ডায়—!"

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন—

(নবমাত্রিক ছন্দ)

"কেটা তুই ? ভেড়ার পালে বাঘ হ'য়ে মেড়ার তালে
চলছিস ? নাম কি তোর
বলবি ?"
—"আমি প্রভু ভেড়ারি ছানা, নাম মোর নয় ত জানা,
জানি শুধু জীবনভোর—"
—"ছলবি

"কারে তুই মূর্খমতি ? হবি তুই ভেড়াই যদি
ডাক তার কণ্ঠে কেন
বাজে না ?"
—"সেটা প্রভু কপালদোষে, ঘাস আমি চিবোই ক'ষে
রস তার আহা-হা, যেন—"
—"সাজে না

"ধিক্ তোর মুখে এ-কথা ! ঘাস খেয়ে তৃপ্ত সদা !!
বুদ্ধিও মেড়ার মত
হ'ল তাই !
এই দেখ্ নদীর জলে ছায়া তোর পষ্ট ফলে :
তবু তুই ভেড়ুয়া-ব্রত ?
লাজ নাই ?

সূর্য্যমুখী

"চেয়ে দেখ্ আমার পানে : বুঝলি কি ছায়ার মানে ?—
বাঘা তুই, ন'স তো ভেড়া,
উছলায়
মুখে তোর রূপ আমারি বুকে মোর রক্তধারই
কেটে ঘেসো বুদ্ধি-বেড়া
চ'লে আয়।"

লিপিকা

EPISTLES

সূর্য্যমুখী

কবিতায় গদ্যভঙ্গি অনেক কথা বলা সম্ভব হয় না ভাষারীতির জন্যও বটে, ভঙ্গির অনভ্যাসের জন্যও বটে। তবে ইংরাজী ফ্রী ভার্স-এর কিছু গদ্যভঙ্গি বাংলা ছন্দোবন্ধে আনা যায় মনে হয় প্রবহমান ছন্দে। এ দুটি প্রবহমানী কবিতায় সেই চেষ্টাই করেছি।

গদ্যছন্দে কবিত্ব আসে, কিন্তু কাব্যের সেই পুঞ্জশক্তি —অনিবার্য্যতা (inevitability) থাকে না —যাকে কবি ব্রিজেস্ বলেছেন "the power of concentrating all the far-reaching resources of language on one point."

ইংরাজী ফ্রী ভার্স প্রথম চেষ্টা করে—পদ্যের এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা ও অনিবার্য্যতার কিছু রস গদ্যে কবিতার মূর্ত্তিতে আনতে। কিছু যে আনেনি তা নয়, তবে মোটের ওপর তাতে হৃদয় যে গভীর তৃপ্তির কাছাকাছিও কিছু পায় না—যা মিলতে পারে শুধু ছন্দে।

কিন্তু বাংলা ছন্দে এখনো অনেক চিন্তা অনেক ভাব তেমন উজ্জ্বল হ'য়ে ফোটে না—সে-সব চিন্তা—যে-সব ভাব ইংরাজি ছন্দে ফোটে। সে-ধরণের কিছু চিন্তাকে এ লিপিকায় কাব্যরূপে দেবার চেষ্টা করেছি—সাধ্যমত।

মাত্রাবৃত্ত প্রবহমানে নিচের লাইনগুলি ডান দিকে ঘেঁষে ছাপা হ'ল সে-সবের প্রবহমানতাকে বেশি ক'রে দেখাতে।

আত্মপ্রণয়

শ্রীঅরবিন্দেষু

গাধা এক চলল ভেসে নিরুদ্দেশে
প্লাবনের দারুণ ফেরে ;
কেঁদে সে ডুক্‌রে ওঠে : "বান-দাপটে
সকলই ডুবল যে রে !"

তটে এক জ্ঞানী বলে : "গাধা হ'লে
এমনই যুক্তি শিখে !
ডুবিলে তুই এ-ধরায় কী আসে যায় ?
র'বে সব তেম্‌নি টিঁকে।"

তার্কিক গাধা ভনে : "হায় কেমনে
প্রভু এ- যুক্তি মানি ?—
যদি হায়, আমিই তলাই বাকি সবাই
কেমনে টিঁকবে জানি ?"

জ্ঞানী কয় : "আমি জানি, তাই বাখানি
ভরসার তত্ত্ব তোরে।"
কয় অবুঝ : "এ-তত্ত্বে হায়, কী আসে যায়
যদি যায় গাধাই ম'রে ?"

* * *

সূর্য্যমুখী

হ'ল মন তর্ক প্রলাপ শুনে খারাপ
কোথায় বা এর মুণ্ডু মাথা ?
এতদিন ছিলাম ভেবে : জ্ঞানীই দেবে
তর্ক-শ্যামে মিলিয়ে রাধা—
যার নাম যুক্তি, বিনা সে—শুনি না
মুক্তি-বাঁশি—শুধুই আঁধা !
গর্দ্দভ নাম ছিল যার তার কাছে হার
মানল জ্ঞানী ! বিষম ধাঁধা !!
চিন্তায় দিশেহারা ! কূলকিনারা
কই ?—যেথা যাই ফাঁদ যে পাতা !
পড়েছি কী ফ্যাসাদেই ! ভাবতে গেলেই
লাল হয় নীল, কালো—সাদা !!
জ্ঞানী কয় : "দূর, তা কি হয় ! গাধারই জয়
রটবে যদি—তা'লে দাদা,
গাধা সে কেন হ'ল ?" গুরু ! খোলো
ব্যাসকূটের এই গ্রন্থি-বাধা।
ভাবতে ভাবতে—হঠাৎ বুদ্ধি চড়াৎ
ক'রে উঠেই পুছল যা—তা
বলব ? (কই গোপনেই) প্রশ্নটা এই ?—
জ্ঞানীও কি হয় তর্কে গাধা ?

ইতি—জিজ্ঞাসু দিলীপ

* * *

Dilip,

Your wise but not overwise ass has put a question that cannot be answered in two lines. Let me say, however, in defence of the much-maligned ass that he is a very clever and practical animal and the malignant imputation of stupidity to him shows only human stupidity at its worst. It is because the ass does not do what man wants him to do, even under blows, that he is taxed with stupidity. But really the ass behaves like that first because he has a sense of humour and likes to provoke the two-legged beast into irrational antics, and, secondly, because he finds that what man wants of him is quite a ridiculous and bothersome nuisance which ought not to be demanded of any self-respecting donkey. Also the ass is a philosopher. When he hee-haws, it is out of a supreme contempt for the world in general and for the human imbecile in particular. I have no doubt that in the asinine language "man" has the same significance as "ass" in ours. (These deep and original considerations are however by the way—merely meant to hint to you that your balancing between a wise man and the wise ass is not so alarming a symptom after all.)

SRI AUROBINDO

সূর্য্যমুখী

দিলীপেষু

তোমার ঐ জ্ঞানী গাধা (বিষম জ্ঞানী নয়—তবু) যে প্রশ্ন-লেঠা
তুলেছে— হায় সে-ফ্যাসাদ নয় ক বড় কেও-কেটা।
শুধু তার পক্ষে হ'য়ে বলব : মোটেই নয় বেচারীর বুদ্ধি মোটা,
কেমনে কাজ গুছোতে হয়—জানে বেশ ; দারুণ খোঁটা
তবু তায় দেয় কেন নর "গাধা" ব'লে ?—নিজেই বোকা বলে সেটা :
যে-হেতু মেরেও হাসিল কর্‌তে নারে—চায় সে যেটা।

আসলে দুই কারণে কিন্তু গাধার হ'ল এমন রীতি-আচার :
প্রথম, সে সাঁচ্চা রসিক—চায় খুঁচোতে—যাতে ধাতার
দ্বিপদী জন্তুটি এই ঘোর অদ্ভুত সঙের মতন করে ব্যাভার ;
দ্বিতীয়, মানুষ তারে করতে বলে যে-কাজ—সেটার
সে না পায় খুঁজে মাথা-মুণ্ডু, লাগে দিক্, মান তার মুখ করে ভার—
ভেবে : "এ- কাজ করা কি উচিত কোনো ভদ্র গাধার ?"

অপিচ, গাধা—দেখ—বাস্তবিকই ফিলসফার চরাচরে :
যখনি ডাক ছেড়ে সে চেঁচায়—তার উদাত্ত স্বরে
প্রচারে শুধু সে তার অতল কৃপা বিশ্ব ও মনুষ্য 'পরে ;
কেন না, নেই ক আমার তিল সংশয় এ-অন্তরে
যে—"মানুষ" শব্দে গাধার গর্দ্দভীয় ভাষ্যে ঝরে
সেই বাস "গাধা" হাঁকে যে-বাস মোদের হাস্যে ক্ষরে।
(অথ, এই মৌলিক ও গভীর গবেষণাৎ-দেখছ—প্রসঙ্গত:—
যে, তোমার এই বিচারে গাধা-প্রেমে নেইকো তেমন ভয় অসঙ্গত ?)

ইতি—শ্রীঅরবিন্দ

স্বীকৃতি

"শ্রীমা"-শ্রীচরণেষু—

যত মাধুরীর বিছালে মায়া মা মায়াবিনী, নীল-নিখিল নর্ম্মে—
তোমারি চরণে দিতে অঞ্জলি বরিব সবারে গহন মর্ম্মে।
যত রং-দোলা হে রঙ্গময়ী, সৃজিলে তোমার অখিল লাস্যে—
তুলিব সে-দোলে ফলায়ে সকলই ইন্দ্রধনুর অশ্রু-হাস্যে।
যত কাঞ্চন-কান্তি বিছায় শান্তি ধরায় লাবণি-ছন্দে :
সে-রণনে যত কুরূপ কুবাস দূরিব মা সুরধুনী-সুগন্ধে।
যত শিঞ্জনে তুমি কিঙ্কিলে তোমার চরণ-রাগিণী মন্দ্রি' :
সব তালই মোর নটী হিয়া-নিধি সাধিবে—তোমার নীলে নিমন্ত্রি'।
যত ধ্বনি বোল রূপ রেখা তুমি লহরিলে—সবই উছলে মুক্তি :
যাচিব না তাই আত্মমগন নিস্পন্দন সুখসুষুপ্তি।

জীবনের দোটানার দুখ-দহে জাগে অন্তরে তারকা-তৃষ্ণা ;
তুফান-তরাসে বলি : "এ-পাথারে গরজে শুধুই ঝঞ্ঝা কৃষ্ণা।"
সে-খণে তোমার নীলমণি-স্মৃতি নেভে হায় হৃদাকাশে মুহূর্ত্তে :
নির্ম্মণি ফণী-জ্বালা-দাহে নারি অঙ্গীকারিতে অমৃত-উর্দ্ধে।
তবুও তোমারি অবিস্মরণী হেম হাসি হিয়া-নির্বসন্তে
মুঞ্জরে প্রেম-কুসুম-মুকুল—উষরে অঝোর লহর-ছন্দে।
তবু ভুলি, রহি' বহি বাথি' কহি : "চাহি না বিধুর বন্ধ্যা বিশ্ব" :
দান-ঈশ্বরী তুমি যে, পাসরি' দানে মজি—হই তাই তো নিঃস্ব।
যত বৈভব বিলায়েছ মাগো, অলখ কাঁপনে ভূলোক-বক্ষে—
সবে আজি নিরখিব সর্ব্বাণী, তব শিব-শিখা জ্বালিয়া চক্ষে।

সূর্য্যমুখী

ইন্দ্রিয়-বাতি জ্বালাও—দেখাতে অতীন্দ্রিয়ের রতি-বিভঙ্গে :
অঙ্গের মৃগনাভি-পরিমল-আভাষে বিছাও চির-অনঙ্গে।
সে-সৌরভে মা ঝলকিয়া তোলো চেতনে তৃতীয় নয়ন-দীপ্তি :
যে-ইন্দ্রজালে কাঁটা-অঙ্কুরে হেরি গোলাপের সুষমা-সিদ্ধি।
মন্থর প্রাণ-স্রোতে ধায় নব ধূমকেতু-বেগ নূপুর নৃত্যে :
ফলে ম্লায়মান অশ্রুমুকুরে পুলকস্মিত আলোক চিত্তে।
আরতি-বিরহী মনোমন্দিরে ভারতী মা, তব বাণীর মন্ত্র
নিষ্ফল তৃষা-শাখে ঝঙ্কারি' তোলে বিপুলের আশা অতন্দ্র।
যত তরঙ্গ স্পন্দিলে তুমি অলক্ষ্য হ'তে লক্ষ রঙ্গে :
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার চলিব মা ভেসে নিরালে তোমার অঢেল সঙ্গে।

শুধু, নিরালেও র'ব না একেলা : লভি' জনতার পরশ-শান্তি,
তারি বসন্তে লাজুক প্রতিভা দীপিবে তোমার অমিত কান্তি।
সে আবীর-ভায় বধূ-আভা যত দেবে উলু তালি—বাজায়ে শঙ্খ,
হবে সে-পুণ্য সম্ভাষণে মা ধন্য আমার বিধবা অঙ্গ।
সে-মিলন-রাগে মুরলিবে তুমি তখন তোমার মুরজ মন্দ্র,
অন্ধ তুফানে বন্দর-দিশা দেবে তব রবি তারকা চন্দ্র।
প্রতি উদাসীন মরুকল্লোল হবে তব রূপ-ফুল্ল সিন্ধু :
নাচিবে নীহারে নীল নীহারিকা—অনন্ত শিখা 'চ্ছলিবে বিন্দু।
যে-ধরায় হেন পরম সম্ভাবনার বুনিলে মন্ত্রগুপ্তি
সেথায় জন্ম দিলে, তাই তো মা সব ব্যথালেশ লভিল লুপ্তি।

ধূলিধাম তাই তীর্থ হ'ল—সে ধরে বলি' তব চরণ পদ্ম :
খরতাপে তাই আনন্দ তব রচে মন্দার ছায়ার সদ্ম।
যত লীলা তুমি লীলাও : নর্ম্মে বরিব সবে মা নিখিল কর্ম্মে
তব ইঙ্গিত-বায় হিয়া মেলি'—তোমার শরণ-সাধন ধর্ম্মে॥

বিবাগী

O Beauty !—that dost leave all beauty pain !
Thou Unpossessed !—that mak'st possession vain !

FRANCIS THOMSON

চিরস্থন্দর ! ও-মাধুরী পাশে সব মাধুরীই হানে যে ব্যথা !
চিরদুর্লভ ! ও-মিলন পাশে সব মিলনেই নিষ্ফলতা !

ফ্রান্সিস টম্‌সন

সূর্য্যমুখী

The unattainable beauty,
The thought of which was pain,
That flickered in eyes and on lips
And vanished again;
That fugitive beauty
Thou shalt attain.

A. E.

যেই সুষমা ধরায়
ছিল চির-অধরা,
যার চিন্তাও হায়
ছিল ব্যথা-পসরা,
কাঁপি' আঁখি-অধরে
প'লে মিলাত প'রে —
পা'বে সে-পলাতকায়
মধু মিলন-স্বরা।

এ. ই.

বিদায়ে আবাহন

[পত্র—কোনো ভর্ৎসনাকারী বন্ধুর পত্রের উত্তরে]

(প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

বন্ধু,
ওগো বন্ধু !
চাও তুমি এই বসুন্ধরায় ফেন-তরঙ্গ সৃজন ?
নহিলে—ব্যর্থ সিন্ধু ?
ঘোষিলে তাই কি জীমূতমন্দ্রে : বিদায় নহে তো শোভন ?
লীলা পরিহরি' যে করে বরণ
ধরা-বৈরাগী নিঃস্বার্থী জীবন,—
চাহে না যে-জন ফেনিল মিলন
ভুবনে—বিলাস-বীজনে,—
প্রাণ-তরঙ্গ-মুকুরে যে আর
চায় না ফলিতে তার বাসনার
সুখ-নবেন্দু হিরণে,—
ভাবি' তার কথা হায়,
অশ্রু তোমার উছলি' ঝরিতে চায় ?

শুধালে তাই কি : আধুনিকী মন বৈরাগে কভু নাচে ?
শৃঙ্খলই যে আনন্দ-লহরে কিঙ্কিণি হ'য়ে বাজে !

সূর্য্যমুখী

কবি যে কহিল উচ্ছ্বসিয়া :
অগণ্য পাশ-বন্ধন-মাঝে উল্লসিয়া—
নিরন্তর সে রাখে মৃন্ময় দীপে সুগন্ধী আরতি জ্বালি' ;
ভরে সে প্রমোদ-মন্দিরে নিতি কুসুমানন্দ-অর্ঘ্য-ডালি ;
রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার
স্থাণু সম জপি' পুঞ্জ আঁধার
কে রহিতে চায় বসুধায় ?
কাব্যভৃঙ্গ গুঞ্জরে এই বাণী চিরদিন কবিতায়।
যুগে যুগে ভোগ-কবি-ছন্দিত এ-হেন অশোক আলো
মর্ম্মে আমার নর্ম্ম-আসার ঢালিয়া—দলিয়া কালো—
কেন ফোটালো না ফুল-ফাল্গুনী মধু-সুরধুনী মলয়ায়—সুখ-বরদায়
অন্তর মোর মানে না কি হায় :
কবির গাঁথা বসন্ত-মালায়
বিথারে ছন্দ-রাঙা কামনায়
চির-গন্ধিত রতি-রঞ্জিত বার্ত্তা ?
ব্যোমপন্থিনী আশা মোর পিপাসার্ত্তা
কোন্ নিভন্ত হেমন্ত পানে করে অগস্ত্য-যাত্রা ?

অগ্নিতূর্য্যে ধ্বনিলে : "যে-জন
এমন ভুবনে মেলিয়া নয়ন
চাহে না জীবন-তৃপ্তি ,—
মুকুতা-অশ্রু হীরক-হাস্যে
কন-কিঙ্কিণি ললিত লাস্যে
উচ্ছলি' যে না উঠিল—নিভায়ে জীবনের রং-দীপ্তি ;—

বিদায়ে আবাহন

বন্ধুর যার নাই প্রয়োজন,
বল্লভা দিলে উলু-চন্দন
সে-মালা-ভূষণ ফিরায়ে দেয় যে-উদাসপথের পান্থ ;—
পদে পদে সে যে লক্ষ্য হারায়—বৈরাগে বিভ্রান্ত !
কত বান্ধবী-বিদ্যুল্লতা-দৃষ্টি—
মুকুল-মেলনী মধুকটাক্ষ-বৃষ্টি—
মোহিনী লহরী-সৃষ্টি—
পরিহরি' সব শূন্যপানে যে ধায়,
ব্যর্থ-বিহারী সে যে হায় : মায়া-বিম্ব চুমিতে চায় !"

শুধালে : উছাসী বাহু বিথারিয়া
কোন্ ছায়া প্রেম-বন্ধে বাঁধিয়া
কায়া-সম্পদে করি অকারণ অপমান ?—
সব চেয়ে ক্ষোভ জাগে তব : আজি নীরব আমার প্রীতি-গান !-
যে-সুরে শিশিরে নিমন্ত্রিনু বসন্ত,—
দলিনু কেমনে তারও নূপুরিকা-ছন্দ ?
কী বাণী বরিনু—হেন প্রাণদোল-চির-বিমুখতা মাঝে ?
পুছিলে : লীলায় সান্দ্র রূপের
গীতিগুঞ্জিত স্নেহ-সিঞ্চিত বর্ণ-সুরের
পরপারে কোন্ গম্ভীরানন
রূপ-রবাস্ত-রাজে ?
মনে হয় তব সেই স্বপনীর কথা :
আশা ছিল যার আকাশ-কুসুম-নিচয়-চয়ন-রতা ;

সূর্য্যমুখী

যার প্রাণে অনুদিন
বাজাত অ-ধরা বীণ :
"সৃজিল ধরা যে-সুন্দর শিব
জ্বালি' শাখে শাখে প্রসূন-প্রদীপ
মোহন মায়ায়—তারে দে বিদায়,
তবে হিয়া তোর হবে মায়াতীত-ব্রতা।"

তুমি শুনি' বলো : হায় !
মায়া-পারে কোন্ মৃগতৃষ্ণিকা বিবাগী বরিতে চায় ?
প্রাণনন্দন হ'তে উন্মূলি' আপনারে নিজহাতে
কোন্ সে-অন্তরীক্ষে বুনিবে বৈদেশী পারিজাতে ?
ছিন্ন করিয়া বীণার তন্ত্রী ঝঙ্কব কোন্ মুক্তি অন্ধকারে ?
জাগরোজ্জ্বল তরণী আমার
ভিড়াব আজি সে-কোন্ তন্দ্রার
নিরঙা নিঢেউ নির্ব্বাণ-তট-পারে ?
আমি যে ভ্রান্ত, হায় !
তাই—কাঁদো তুমি—অ-ভূমি অ-পারে হিয়া মোর ছাড়া চায় !
ধূ ধূ নির্ধূ ঊষর ব্যাপ্তি !—
তুমি তো চাও না হেন সমাপ্তি,
তবু আমি কেন চাই ?
পারো না বুঝিতে তুমি সে-হেঁয়ালি ভাই !
তাই তো রটিলে : "সে-অতীন্দ্রিয়ে পুঞ্জিত—হাহাকার !"
তাই বুঝি তুমি ধ্বনিলে উচ্ছ্বসিয়া :
"শুধু ধূপছায়া-পথে পায় দিশা পরিব্রাজক হিয়া ;

বিদায়ে আবাহন

বিলাস-লক্ষ্য জীবন যে চায়
নব নব ভোগবাণী-মহিমায়
সুখ দুখ ফুলে গাঁথি' মালা—শুধু ধন্য জনম তার।"

সখা, পড়ে মনে : আমারও কাননে
ধ্বনিত কামনা হেন বঞ্চনা-মধুপ-গুঞ্জরণে···
ছিল হেন দিন—যবে আশা-বীণ
বাজায়ে আমিও চলিতাম কল-কল্পনা-রাঙা বনে,
শুধু রহি' রহি' সেদিনে
যেন কোন্ এক চিরপলাতক অফুট আকৃতি গহীনে
শুধাত আমারে বারে বারে বারে: "কবে চিনি ল'বে অচিনে?
কবে—কবে তব কামনা-রঙীন অভিযান দীন
থামায়ে তোমার অতল অপার
হৃদিকল্লোল শুনিবে শয়নে স্বপনে?
সুন্দর-ভ্রমে আরো কতদিন শুনিবে শ্রীহীন আত্ম-প্রণয়-কূজনে?"

অমল স্বপনখানি মোর তাই হ'ল বাস্তবদীর্ণ;
মালাকর হানি' আঘাত করিল মালাডোরখানি ছিন্ন;
ঝটিকায় কত আশার কুসুম হ'ল হায় ধূলি-কীর্ণ;
চাহিল আমারে জীবন তখন নব হোলিদোলে ভোলাতে,
তবু বিধ্বনি' কীর্ত্তি-কলাপী সঙ্গীত আমি চলিতাম প্রাণদোলাতে,
শুধু, হায়—কেন জানি না—আমার মনে হ'ত বারে বারে :
হেন প্রতিষ্ঠা-সৈকত ছাড়ি' দিতে হবে পাড়ি
কুহেলি-পাথারে আবছায়া অভিসারে।

সূর্য্যমুখী

মনে হ'ত : বাসনার অফুরাণ
উর্ম্মিলীলার কতই তো গান গেয়েছি!
কত কথা-ভঙ্গিম কুহরণে মেতেছি, মুখরে আদরে বরিতে চেয়েছি!
এখনো কি হায় হয় নি সময়—আসেনি এখনো দিন?—
যার করুণায় জনম ধরায় শুধিব কবে সে-ঋণ?
যারে মোহ-ব্রতে শিশুকাল হ'তে সেবিনু—আজি যে ফুরাল সময় তার,
সঙ্গ-পিয়ালা হ'ল কি নিরালা তাই?—চাহে সেথা ঝরিতে নবীন ধার?
তাই কি লভিল কল-কোলাহল মৌনের মাঝে শান্তি?
মনে হ'ত থেকে থেকে—যেন মোর
ফুল ঝ'রে যায় মিলন-মালায়
পরকাশি' শুধু রসহীন ডোর,
প্রতিমার ভূষা, মায়া-মঞ্জুষা, জাগরে স্বপন-ভ্রান্তি!

মনে হ'ত—মোরে ডাকে প্রতি বাঁকে গূঢ়-স্বর সুর-সুন্দর···
অদিগন্ত এ-অম্বুধি-পারে—যেথা রাজে আশা-বন্দর···
তারি ডাকে যেন শ্রবণ পাতিয়া
নিহিত-নিষ্ঠা-নীলিমা দীপিয়া
পরম পন্থে সরল রেখায় চলিতে হবে যে শরণ জপি'···
বিদায়ে শুনিয়া নব আগমনী বিরহে নবীন বাসর স্বপি'···
তৃণ-তরু-ফুল-অঙ্গুলি মোরে দেখাত সে একই পথ···
শকতির প্রতি দোল যেন হ'তে চাহিত ভকতি-রথ···
কণ্ঠ স্বরিতে চাহিত যেন সে-মূর্চ্ছনা-স্বর-গ্রাম···
বিবর্ণ ধূলি তারই রঙে দুলি' হ'ত রঙ্গ অভিরাম···

বিদায়ে আবাহন

মরু মন হ'তে চাহিত শ্যামল,
পরাণ-ফল্গু হ'ত সমুছল,
ফাটিত যেথায় মধুরা মোহিনী মন্দাকিনী···
তারি ছন্দনে কাঁপি' শৃঙ্খল চাহিত বাজিতে রিণিকিঝিনি···
নিরানন্দের নিম্ন নিনাদ ধেয়াই' অরব লোকে
রূপান্তরিতে চাহিত যেন শ্রীকান্ত ঊর্দ্ধ-ভোগে।
শঙ্কা জাগিত শুধু—অন্তঃশীলা :
মনে হ'ত : যেন কে মিলায়ে যায়···
উচ্ছ্বসিতাম তাহার ছায়ায়
যদি প্রাণ হ'তে প্রার্থে বিদায়
ধ্বনি-রূপময়ী লীলা !

আজি হাসি পায় স্মরি' সেই ত্রাস—
কেটে গেছে যবে সংসার-পাশ,
গুরুর কৃপায় যবে এ-আঁধায়
তারকা-বিভায় কাণ্ডারী দিল দেখা দিশাহারা জীবনে,
বেদনা পুলক হ'ল সে-আলোকে,
ত্বরিত-চরণ অলকা ঝলকে
নিরাশা ফুটিল আশা-তারা-রঙে গগনে—
সে চুম্কিভায় ফুটে শুভ প্রেম অপরূপ হেম-খধূপে,
নামরূপে সে যে স্থূলগনে ফুটে অরূপে···
অস্ত-শিশিরে যেমন অরুণী ফুটে ফাল্গুনি-ভরসা-অগ্রদূত···
সেই দিশারীর নিশান্ত থির
যাচিনু পরাণে আলোছায়া-তীর-পারে···

সূর্য্যমুখী

কখনো মন্দা কখনো তূর্ণ ছন্দে…
হরষে কখনো—কখনো বা নিরানন্দে…
কভু ফিরে চাই…কভু পাই ঠাঁই…কভু পূরে মনোরথ…
শুধু আজ জানি—হারাব না আর পথ—
অমরা-দীপালি হ'ল যবে মর-চেতনে দীপ্যমান্,
জীবন-আঁধার-পটে ফলে যবে দুরাশা বিবস্বান্ :
নামিল দেবতা বিছায়ে বারতা গুরুমুখে ধরাতলে।
শুনি' তুমি বলো—করি' হায় হায় :
অন্ধ উছাসে দেবতা কোথায় ?
ভক্তির নামে গণ্ডিরে শুধু পূজি আমি কুতূহলে !
নহি উচ্ছ্বাসী আমি,
অন্ধ—তুমিই আত্মগরবী,
নিঃসম্বল—চলিছ সরবী
ক্ষণ পুঁজিটুকু ল'য়ে পেপমিয়া তেমনি দিবসযামী ;
তাই পাও নাই রেণুরেশ যার—তারেই নিন্দি' কহ :
মাথা নত করি' হেন সম্পদী হ'তে সম্মত নহ।
আপনারে ওগো বিত্তগরবী, গণি' বিজ্ঞানদৃপ্ত—তুমি যে তৃপ্ত,
নহো তুমি ধ্রুব-সন্ধানী, শুধু বৃথা-অভিমানী—তারকা-স্বপন-রিক্ত।

তব মানবতা-উচ্ছ্বাসে সদা জানো কি আমি কী শুনি ? কোন্ সুরধুনী ?—
বামন-স্বপন আত্মপূজন
যার উদ্বেল কলমূর্চ্ছন
গাহিতাম আমি নিমেষও না থামি'
প্রশংসা-পাদ-প্রদীপ-দীপ্ত বাসনা-রঙ্গমঞ্চে…

বিদায়ে আবাহন

গমক-ঠমক লভে যেথা তালি—জিজ্ঞাসা সবে গল্পে···
পরে দিঠিফুল ফুটিল কেমনে অন্ধ আঁখি-মালঞ্চে—
শুনিতে বন্ধু, চাহো কি সে-ইতিহাস ?
শোনো তবে কোন্ নবারুণ-সম্ভাষ
আশা-স্বর-গ্রামে কণ্ঠ আমার আজি ঝঙ্কতে চায়
নব মিলনের উৎসব-তালে
অলকা-তিলক পরি' মরভালে
প্রসাদে যাহার উছলি' আমার
লুপ্ত-স্বপন হৃদয়-গগন নবীন তপনে ভায়।

কখনো কি মনে শুধাও নি সখা জীবনে :
জনমি ধরায় কেন ?—কেন হায় বিরহ ঘনায় মিলনে ?
ফুল ঝ'রে যায় কেন বসুধায় ক্ষণিক বিকাশে বিপিনে ?
সব পরিচয় কেন মনে হয় বৃথা—না চিনিলে অচিনে ?
সাঁঝে শশাঙ্ক-ঝঙ্কার মাঝে
রহি' রহি' কেন অন্তরে বাজে
উদাস মধুব অসহ বিধুর
বেদনা—কি এক পেয়ে-হারানোর বেদনা ?···
ব্যথায় কভু কি পুছে না তোমার চেতনা :
কারে এ-জীবনে হয় নাই চাওয়া যেন ?—
যার তৃষ্ণায় মনে জাগে সদা—"কেন ?—"
রঙ্গ-উছাস তরণী-বিলাস মনে হয় বৃথা বাওয়া···
সুরমাঝে লাগে বেসুর—ব্যর্থ মনে হয় গান গাওয়া···

সূর্য্যমুখী

জাগে নাই মনে প্রশ্ন তোমার :
 জলধনু সম নেভে বার বার
  কেন জীবনের সুন্দরতম লগ্ন ?
কেন বা পঙ্ক পাতালের টানে
 হারায় তাহার ধূলি-অভিযানে
  কলঙ্কহীন ক্ষণ-পঙ্কজ-স্বপ্ন ?
আফোটা কলিরে কেন পতঙ্গ গরাসে ?
চরণ শুধায়—যবে সে বাড়ায় প্রতিপদ : "হায়,
 কেন দিশাহারা সম চলি কোন্ তিয়াষে ?"
বান্ধব আর বান্ধবী-মালা
 প্রমোদোৎসব-সৌরভ-ঢালা ?—হায় !
দেখ নি কি কভু—চাহি' নভোপানে
 শত বীচিমালা আনন্দতানে গায়,—
শুধু ক্ষণতরে উচ্ছাস-শিহরে
 মাটিশেজ ছাড়ি' গগনে বিহরে
  ফেনিল স্বপন যেন বা তাদের,—
   পর খণে মূরছায় !
ফিরে আর বার ডাকে অম্বর :
 ধায় ঢেউ—মেলি' বাহু সুন্দর
  কহি' : "নহি মোরা জলকণা, র'ব চিরদিন ভানুকান্তা",—
অমনি সে-খণে সহসা ফেনায়
 ভেঙে পড়ে, নভ ডাকে : "আয় আয় !"
  নীলকজ্জলা তবু থাকে হায় ধরণী-চরণ-প্রান্তা।
জীবনকুঞ্জে মিতালির নীড় এমনিই চির-ভঙ্গুর···
চাই নন্দন-শান্তি যেথায়—ব্যথা হানে মরু বন্ধুর !

বিদায়ে আবাহন

সখ্য-মিলন যেন রাঙা মায়া-ইন্দু :
ছুঁই ছুঁই করি যবে পূর্ণিমা—নামে পলে অমাসিন্ধু !···
অঞ্জলিবারি সম প্রীতি-ঝারি ক্ষণ-সিঞ্চিয়া হয় শেষ···
হৃদয় স্বপ্ন-অঞ্জন যাচে : নয়নে তাহার মুছে লেশ !
দিতে যাই প্রীতি যবে—তার গীতি হয় লীন—কোথা পরম-সুধা ?
বঞ্চিত হারা-স্বপন-শিয়রে পুছে অতৃপ্ত মিলন-ক্ষুধা :
"শুক্লা কেন গো কৃষ্ণায় যায় অস্ত ?   সে-কোন্ তৃষ্ণায় হায়.
        কোটি ভুজ মেলি' মর্ম্মরি' তরু
                ডাকে নীলিমায় উছাসি' ?
কেন ঝটিকায় বীথিকা-কুলায় বিহঙ্গ থামে তরাসি' ?—
সুনীল গগনে কড় কড় স্বনে দম্ভোলি ডাকে সহসা—
বিদ্যুজ্জ্বালা হানে মেঘবালা গুন্ঠি' তারকা-ভরসা ?"

বাজে নি কি কভু তোমার বুকের উছল বীণা
(আধ আলো-ছায়া-কম্পনে রাগমর্ম্মলীনা—
ঝঙ্কারিল যে-রাগিণী—
কত কবি ঋষি কত না ছন্দ জপি' সুরমণি-তারিণী) :

"এ হেন নিথর লগ্নে
কায়া মম হ'ত রঞ্জিত কোন্ অকায়ার মায়া-স্বপ্নে :
সেই খণে মোর তনু-মুখরতা ভুলিতাম আমি পলকে ;—
পুণ্য মৌন প্রশান্তি-জ্যোতি-ঝলকে
ঢালি' হিয়াকোষে দুরাশা-বরষা
কে যেন আমারে কহিত সহসা :

সূর্য্যমুখী

বাহিরে যত না রূপ রেখা রঙ ভাতিল—
তব অন্তর-সম্পদে তা'রা লীলা-মূর্চ্ছনা সাধিল···
জাগরের যত ধূলি-ধূসরিমা
যত ক্ষোভ যত গ্লানি রূপ-সীমা
তোমারে করিতে পারে না তো অকৃতার্থ :
স্বপনের কায়া তব নহে ছায়া, তাতে সে-ই পরমার্থ।

হেন ঝঙ্কার কভু কি তোমারে যায় নাই করি' উদাসী ?
হয় নাই হেন মনে : মোরা যেন যাপি দিন চির-প্রবাসী !
কভু জাগে নাই মনে তাই ?—
যত মায়া-শিখী ছায়া-ঝিকিমিকি—
সোনার হরিণ ডাকে অনুদিন
যাহে মোরা নিতি শিহরাই—
তারা যে বিভল করে—সে কেবল
মন্দ্রিতে ঘন-চিরচন্দন-বন্দনা-ভাতি জীবনে—
নিসঙ্গ মাঝে মিলাতে মোহন অনঙ্গ-সাথী-বরণে ?

---

* Oft in these moments such a holy calm
Would overspread my soul, that bodily eyes
Were utterly forgotten, and what I saw
Appeared as something in myself : a dream
A prospect in the mind.

—*The Prelude*, WORDSWORTH

বিদায়ে আবাহন

শ্রবণের পথে বাহিরের সুর পশি' তব গূঢ় মরমে
শ্রবণ-অতীত নিবিড় গমকে বাজে নি কি গীতি পরমে ?
হেন অশ্রুত সুর কি বন্ধু গায় না অনুক্ষণ :
"ক্ষুধা-তুরঙ্গ করে যত বিচরণ—
সুধা-কুরঙ্গ হয় পলে—যবে করি প্রেমে আবাহন ?
হয় নাই মনে—মিলে আমাদেরই ধূসর উষর জীবনে
পরম পরশ-পাথর—যাহার শরণে
দেহ মৃন্ময় হয় চিন্ময়
বালুকা পাষাণে নির্ম্মিত হয় মর্ম্মর গেহ পলকে,
কুসুম-অতীত-কণা চুমি' ফুল আবর্জ্জনেও ঝলকে ?
তাই যুগে যুগে রঙের পসারী হ'য়ে অরঙের তিয়াষী
আলোছায়া-নীড় পরিহরি' হয় নিছায়া-দীপ্তি-তুরাশী।
তারই উদ্দেশে ধায় দেশে দেশে নিখিল অলখ-বিরহী—
ত্যজি' নিকেতন প্রিয়-পরিজন
বিলাস-হর্ম্ম্য প্রণয়-বীজন
বরে যারা দাহ-তুখমরু সুখ না সহি'—
হয় নাই মনে কভু কি তোমার—কোনোদিন—
হেন মহা-প্রাণ—যারা অধ্রুব লাগিয়া
সুলভ ধ্রুবের আরাম-বিতান ছাড়িয়া
নি-স্পষ্ট মরুভূ-পাথারের পারে
ছুটিল অলখ দিশা-অভিসারে
নহে তারা কভু ভ্রান্ত ?
চঞ্চলোর্ম্মি-বাসনা-তুফানে
তাদেরই দীপালি থির ভানুতানে
দেখায় সরণী শান্ত ?

সূর্য্যমুখী

আমরা বাসনা-দীর্ণ:
ঝড় হ'তে ঝড়ে হারাই নোঙর—আশ্রয়-শাখা-ছিন্ন···
তাই তুফানের বিপথে স্বপনী এঁকে যায় পদচিহ্ন।
সে-ডাকই হিয়া-শরণ্য—
তারই সুরাসাবে মরু হাসে ফুলে—নহিলে ধরা অরণ্য

যে হেন শরণ যাচে—সে কি পথ হারাবে চলিতে চলিতে?
হেন সঙ্কেত-পন্থে যে ধায়—পারে তারে মায়া ছলিতে?
কী দুরভিসার জপিয়া—
নিগূঢ় পিপাসা বহিয়া—
নিঝরিণী হয় উধাও—সুদূর বারিধি-বাঁশরী শুনিয়া
না রহি' শৈল-কারা-কন্দরে পাষাণে জীবন বুনিয়া
মানস-বিচার জপিয়া চাতক তটিনী-বিরাগী হয় কি?
নীরদ-দিশারী বুকে যার বুনে নারাশা—তাহার ভয় কি?
জীবনের চির-পাণ্ডু জাগর
নৈরাশে রচি' দুরাশা-বাসর
বিরহে নিয়ত মিলন স্বপে,
ধূলি-লাঞ্ছিত মানব-চেতন
যাচে গুরুবরে নীলিমা-কেতন
তাই সে তাঁহার চরণ জপে।
নহে সে-মন্ত্র মিথ্যা—যাহার বলে
যুগে যুগে বুকে বুকে ওজস্বী তপঃশক্তি জ্বলে···
যে-স্ফুলিঙ্গ পরশি' পরাণ হয় হোমশিখা পলকে,
নিভানো প্রদীপে অচপল-ভায় ঊর্দ্ধ-আরতি ঝলকে।

বিদায়ে আবাহন

দেব-দেবত্ব নয় মরীচিকা, স্বপ্ন তো নয় স্বপ্ন,
কুহেলিকা-বুকে করে প্রতীক্ষা কোজাগর নিশি-লগ্ন ;
নিহিত শ্রবণে নিগূঢ় স্বননে
কালে কালে বাজে পঙ্ক-গহনে
নলিনী-নূপুর গন্ধ-বিধুর ছন্দে শ্যামলানন্দে :
বন্দনা ধায় সে-মকরন্দ আহরণে—জপি' চিরবসন্ত—
কাটিয়া ঊষর কায়া-পঞ্জর-বন্ধে।
কুসুম-কম্প্র-পরাগ পরশি'
অকুসুম ওঠে কুসুমে উছসি'—
গহন অন্তরে,
ভস্মেরও মাঝে বিরাজে অনল-
বিভূতি—তাই তো প্রাণ বিহ্বল—
দীপন-মন্তরে।
ভস্ম-নিরাশা, বন্ধু, সত্য নয়,
নিশ্চিতি আছে আছে ধরাতলে :
তাই শ্মশানের বুকেও উথলে
নবীন জনম-অঙ্কুর-বরাভয়।
তারি নেপথ্য-বরে
মরদেহ হয় দেবমন্দির, বেণুতে বাঁশরী স্বরে,
মত্তত'-রোল ক্ষণ-স্ফূরৎ
ঢেকে যায়—ঝুরে মহান মূরৎ
শান্তি—যাহার কান্তির পাশে
সকল প্রাপ্তি ম্লান হ'য়ে আসে
প্রসাদে যাহার মরুভূ অপার
নীলে নীল হয় সে-ও,

সূ র্য্য মু খী

তাই তো অসীমা আঁকে সীমা-ভালে
মহিমা-তিলক,—নিতি নব তালে
হাসি ও অশ্রু দ্বৈত-নূপুরে
ছন্দি' মলয় হেমন্ত-পুরে
বিরহ-উছাসে মিলন বিভাসে
অরঙে রঙীন গেহ।

প্রাণবনে রূপ-রেখা-স্বনে দুলে হিল্লোলি' প্রতি তৃণ যে-মুরলী-লহরে—
হরিত হরষে নৃত্য-কুঞ্জে বাসরে—
তারেই বন্ধু, চেয়েছি যে আমি—তাই আজি যত কিছু
হারায়েছি বলি' তুমি কাঁদো—আর ছুটিব না তার পিছু।
পূরিবে আমার আশাপথ-চাওয়া—জানি আমি গূঢ় মর্ম্মে,
নীলধ্বনিত মুরজ মোহিবে মন মোর নাট-নর্ম্মে।
উঠিব শিহরি' হেরি' সে-স্বপন অরুণা,
সে-দিঠির বরে ফল্গু-বিরহে 'চ্ছলিবে মিলন-যমুনা,
ডাক দেবে প্রেমে সে-কল্লোলিনী বাজায়ে তাহার ঢেউ-কিঙ্কিণি:
"এসো এসো মোর ত্রিবেণী-সঙ্গমে—
ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান ত্রিধারায় মিলিতে মিলন-মধু-মোহানায়
বরিয়া নিখিল স্থাবরে জঙ্গমে।"

মানি যে, আজিও রহি' রহি' ঝরে তপ্ত অশ্রু হায়,—
ঘন কালিমার মেঘ রহি' রহি' ঢাকে আশা-নীলিমায়।
শুধু আমি আর উঠি না উছসি'—ছেড়েছি যা তারই লাগি',
উষারই তরে যে জাগি নিশা—হ'য়ে বল্লভ-বৈরাগী।

বি দা য়ে আ বা হ ন

আলেয়া-পিয়াসে দেই নি বিদায়
ধ্রুবসম্পদ-মিলন-মেলায়,
জীবনে যা কিছু পেয়েছি,—
কৃতজ্ঞে সবই মেনেছি—আদরে মেনেছি—কেবল চেয়েছি :
প্রতি বিন্দুর ভোগে সিন্ধুর যোগে পূর্ণিমা-কান্তি—
যারে বিনা জলে চন্দনলেপে দামিনী-দাহ-অশান্তি ;—
যারে না লখিলে ফুটে না লোচন : ডোরে হয় মালা-ভ্রান্তি ;
যারে না চুমিলে জানে না অধর—কারে বলে প্রেমচুম্বন ;—
যার রেণু-রেশ-পরশে বিধুর বক্ষে উপছে সান্ত্বন ;—
তারে লভি' আমি লভিব নিখিল নূতন করি' ;
তারই বরষায় তুলিব পাষাণ হরিতে ভরি' ;
সবার মাঝারে নিরখিব তারই মোহন শরণ-সুষমা-ভাতি ;
তারি অঞ্জন পরিয়া বেদনমাঝেও হেরিব অহনা-সাথী ;
রোমে রোমে মোর নাচিবে অঝোর লহরে দুরাশা-দীপনা ক্ষুধা ;
প্রতি দান-কণা চুমি' তার প্রাণ গাহিবে : "কী অফুরন্ত সুধা !"

আজ চাই ছুঁতে সকল-ধ্বনির-উৎস অরব-রাজে
ইন্দ্রিয়-মেলা-প্রতিধ্বনির মাঝে ;
প্রতি দীপিকায় আজি হিয়া চায় চিরশিখা-রঙ্গিনী,
দিয়েছি বিদায় তাই তো চমক ঠমকের কিঙ্কিণি ;—
শুধু নয় তাহা—লীলারে হেলিতে :
চাই আমি আরো—অখিলে বরিতে,
তাই মোর প্রতি তনু-অণু নতি
করে এ-ভুবনদোলায়—শিহর-মেলায় ;

সূর্য্যমুখী

প্রাণ মোর করে গতি-বন্দন,
মন মোর বরে ভাব-নন্দন
হিয়া কহে রাঙি' প্রেম-চন্দন :
"প্রণয়ে দুলিব
অভয়ে—ছলিব
বিরহে বাহিয়া
মিলন—যখন
প্রতি তৃণে তার
বিছাবে বিহার
লুকাবে কোথা সে
গোপন হৃদয়-
রতন ?"

বসন্ত-ব্রতী

(প্রশ্ন)

মোদেরে ছাড়িয়া তুমি যাও নাই, প্রিয়,
হেমন্তের ঝরা পত্র যায় যথা স্বীয়
পুরাণো শাখারে ছাড়ি' শ্যামকান্তিহীন
পাণ্ডু প্রেতরূপে হ'তে ধূলায় বিলীন।

গিয়েছ কি নবতর বসন্ত-সন্ধানে,
শীতের পরশে যথা মলয়ের পানে
কোকিল আনন্দে ধায় ব্যগ্র পক্ষ মেলি'—
বিবর্ণ ধূসর ধরা বহুদূরে ফেলি ?

ইতি—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

বসন্ত-পতি

(উত্তর)

উচ্ছল শুভেচ্ছাখানি সজল কল্পনে
প্রবাসী বৈরাগী-বুকে আশার জল্পনে
ভাষার মর্ম্মরে, প্রিয়, ছন্দি' গীতিস্থর
গুঞ্জরিল স্মৃতিকুঞ্জে তোমার নূপুর।

হৈমন্তী বিরহ যাচে বাসন্তী বল্লভে···
ছায় শীত···প্রীতি-পিক-তরঙ্গ নীরবে·
মধু-মলয়েশ্বরে তাই খুঁজি—যাঁর
বরে প্রীতি-নদী হয় প্রেম-পারাবার।

ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বিস্মৃতা ?

(লঘুগুরু ছন্দ)

দিলীপ !

বন্ধো, তেরা বিদেশমে—ক্যা
নহি কাগল ? নহি দাম ?
লীখনহারা মিলতা নহি ?—য়া
ভুলে হমারা নাম ?
অব
ক্যোঁ হঠ লেকে
মৌন ধরো—স্বর-শ্যাম ?

—রাহানা

চিহ্নিতা !

(লঘুগুরু ছন্দ)

রাহানা !

বান্ধবি, অজহী ভেজত পতিয়াঁ :
কৈসে বিসরূঁ নাম ?—
কৃষ্ণভজনসে জিসকী রতিয়াঁ
বীত জাত অবিরাম !
সুন :
কীর্ত্তন তেরা
সঘন গাউঁ দিনযাম।

—দিলীপ

(অনুবাদ)

দিলীপ !

বন্ধু, নেই ও-বিদেশে কি
কাগজ ?—দিলে দাম
দেয় না কেহ লিখে ?—অথবা
ভুলেছ মোর নাম ?
কেন
নহিলে আজি
সহসা ধরো মৌন, স্বর-শ্যাম ?

—রাহানা

রাহানা !

লো বান্ধবি, এই যে চিঠি !
কেমনে ভুলি নাম ?—
কৃষ্ণ ভজি' যাহার রাতি
পোহায়—অবিরাম !
জানো ?
গাইছি তব
রচিত গানই সঘনে দিনযাম।

—দিলীপ

সমর্পণ

It is not the human defects of the Guru that can stand in the way when there is the psychic opening confidence and surrender. The Guru is the channel or the representative or the manifestation of the Divine, according to the measure of his personality or his attainment : but whatever he is, it is to the Divine that one opens in opening to him.

SRI AUROBINDO

গুরু ! দীপ্ত তোমার মূর্তিপটে দেবাদিদেব নিতি
দেখা দেন যে ভূলোক-তটে—এম্‌নি দ্যুলোক-ঢেউয়ের রীতি !
যবে গুরু, তোমার পানে
আমি পরম আত্মদানে
দেই আপ্‌নারে ফুলাঞ্জলি—সে-ফুল যে লভে প্রীতি
চির- ফুলবিধানীর : তুমি তাঁরই মিলাও পরিচিতি।

Master !

"Alas I have nothing to offer
Since poor is the life I live . . . .
Is there aught that these hands dare offer
To the One that has all to give?"

HARINDRANATH

গুরু !

কী বা আছে মোর নিবেদিতে যাহা পারি তোমারে ?
জীবন আমার নিঃসম্বল—জানো তো তুমি :
কেমনে সাহসী হবে কর মোর সঁপিতে তারে
আছে যার সবই—সব দানেরই যে জন্মভূমি ?

হারীন্দ্রনাথ

অনুরতি *

(প্রবহমান স্বরবৃত্ত ছন্দ)

গুরু ! প্রতিপদেই প্রশ্ন করি ফুল ফোটাবার বেলা···
করি' নিত্য অবহেলা
তোমার আদেশ—আপনারই খেয়াল-ইঙ্গিতে সদাই
যেন লক্ষ্যহারা ধাই !···
আমি তোমার প্রেম-ডাকে
সাড়া দেই না······চিত্তশাখে
আজও তাই জাগে না কুসুম-কাঁপন কিশলয়ের মেলা···
তা'রা জানে—সে-নির্মাল্য নিয়ে করতে যে চাই খেলা !

গুরু ! কামনা-তট রং-বিলাসী, রই তারে তাই ধ'রে—
পুছি' : "অকম্প নির্ভরে
তোমার প্রেম-সায়রে কেমনে দেই পাড়ি ? হায়, আমার
কোথায় পাথেয়-সম্ভার ?"
অমল তোমার তরঙ্গিমা···
তার নেই তো রসের সীমা !···
তবু অল্প মধু'র তরেই তরীর মন যে কেমন করে !···
বাঁধে আপ্‌নারে তাই সুখ্‌-শপথী অতৃপ্তি-নোঙরে !···

"অনুরতি"—Loyalty-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছি। এ-ছন্দের ভঙ্গি যৌগিক—দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্কে।

সূর্য্যমুখী

তুমি কতই প্রেমে চাইলে হিয়া ছাইতে গানে গানে…
তোমার অমৃত-সন্ধানে :
আমি অচিন সে-রাগ গাইতে ডরি' রইনু বরি' আমার
চির- রিক্ত বীণাবাহার…
তোমার মূর্চ্ছনা তাই এসে
ফিরে গেল নিরুদ্দেশে…
আমি হাত বাড়িয়ে না পেয়ে তায় অন্ধ অভিমানে
হায়, রইনু জপি' আত্মপ্রণয়-ঝঙ্কারই পরাণে।

গুরু! আজও তো কই শপথ ক'রে বলতে নাহি পারি :
"তোমার রূপ-মাঝে নেহারি
অমর ঐন্দ্রজালিক কান্তি—আমার মিলন কল্পতরু!
ফুলে যার মরিল মরু,"—
গেয়ে হেন সুলভ গান
তোমায় চাই না দিতে মান…
আমি চাই যে—হ'তে দুর্লভেরই পরম অভিসারী…
আমার সত্য-চাওয়াই হোক্ তারকা—তরণী-কাণ্ডারী।

এতই সহজ কি হায় সত্য? তারও রয় যে বহু স্তর…
আজ সহায় যাহার বর—
কাল হয় বাধা সে-ই…দূরবীক্ষণ হয় মোহ-অঞ্জন…
তাই পান্থশালায় মন
গণে লক্ষ্য সম হায়!…
তায় লক্ষ্য ঢেকে যায়…
আমার মন যে সত্যে মুরছে—প্রাণ হয় তাহে নির্জ্জর…
দেয় মুক্তি যে আজ—কাল বন্ধন হয় সে বিষঙ্কর।

বাঁধন কাটে কেবল চাওয়ার সনে তোমার পরশনে···
তাই আঁধার-দলনে
তুমি জ্বালবে আশার ভানু—জানি···রাঙিয়ে সে-লগন
দেবে তৃতীয় নয়ন···
যেথা আজ নেভানো বাতি—
সেথা মিলবে উষা-সাথী···
তার দীপ্র জ্যোতি দেখিয়ে দেবে—লুকিয়ে ছিল মনে
কোথায় অলক্ষণা অহমিকার ইসারা—ছলনে।

গুরু ! জানো তুমি—নয় মিছে মোর চাওয়া ঐ-চরণ···
এ নয় ভাব-বিলসন···
জানো— তোমার মলয়-মন্দাকিনীর অশ্রুত কল্লোল
মর্ম্ম- ভেলায় দিল দোল···
এখন তোমার ধূপ-আরতি
আমার হবেই যে সারথী···
তোমার ডাক শুনেছে যখন আমার রথ—জানি তখন :
গতি জাগবে নীরব চক্রে—হ'তে তোমারই বাহন।

এ নয় কান্ত কথা শুধুই গুরু !—এই তো সাধন-রীতি···
তুমি দীপলে তাঁরই প্রীতি···
তোমাব আশীর্ব্বাদে তিনিই হাসেন—সেই ঝলকে লখি :
নিটোল প্রণতি হয় সখী—
দিতে ভক্তি-মালা গলে
তাই তো বৈজয়ন্তী জ্বলে
আমার কণ্ঠে—যার সুগন্ধে জাগে তোমার বাঁশি-স্মৃতি···
বিভল হই চুমি' সে-হারিয়ে-পাওয়া অচিন-পরিচিতি !

সূর্য্যমুখী

গুরু !	তুমি জানো কেমন ক'রে ধীরে···অতি ধীরে
আমার	ঝাপসা নয়ন-তীরে
তোমার	দৈববাণীর ঢেউ লাগে—যায় তিমির-জাঙাল টুটে—
ঝরা	কমল আবার ফুটে ··
তুমিই	জানো—কেমন ক'রে
তুলে	হয় নিতে—হাত ধ'রে
আমি	শ্রবণ পেতে শুনি শুধু তোমার মুরলীরে
সে-ডাক	শুনল যে—সে যায় কভু আর বেসুর হাটে ফিরে ?—
সে-হাট—	যেথায় ক্লিন্ন ধূম-ধ্বনি সত্য ঢেকে রয়,
যেথায়	তোমার বাঁশি-জয়
কোনও	কণ্ঠ না চায় গাইতে—যেথায় আজ যাহারে মন
ভাবে	প্রিয়—চিরন্তন—
কাল	প্রিয়তরের ডাকে
না চায়	ছাড়তে,—পথের বাঁকে
রাঙা	অতীত মায়া বুনে' জাগায় অনাগতের ভয়,
তাই	বলতে নারে—মনের সত্য মন-সাথে হোক লয়।
তুমি	প্রিয়তর—প্রিয়তমের রূপে বিজয়-রোলে
যবে	প্রেমের চতুর্দ্দোলে
এলে	কুটীরে মোর—অন্তরতির কৃতজ্ঞ দীপালি
ও-পায়	দিব না কি জ্বালি' ?
আমার	তুচ্ছ তনু-মন
তোমার	অ-স্বপ্ন মিলন
লভি'	গাইবে না কি—তারা-ও লয় ধূলায় প্রেমে কোলে ?
হেরি'	উষার সোণায় পাতায় পাতায় মাণিক ওঠে ফ'লে ?

অ স্থ র তি

মর গর্ব্বও যে তোমার বরে গায় অমরার গান :
তাই শূন্য অভিমান
আজ পুণ্য হ'ল কুঙ্কুমি'—মোর অন্তর-মন্দিরে,
তুমি উদাত্ত মঞ্জীরে
তারে ডাক দিয়েছ বলি'
অমায় ডঙ্কিল বিজলী···
পেল সিন্ধু-রবে বিন্দু আপন অনন্ত সন্ধান···
করে মর্ত্ত্য জলও তপনবরে গগন-অভিযান।

শুধু, লক্ষ জলকণা সে-ডাক শুনতে তো না চায়,
রমে পাতাল-তলে হায়!
যদি কিরণ-ভূমিকম্পে কভু পশে অনিল-অণু
কেঁদে বলে সলিল-তনু :
"রবির স্পর্শে যদি আজ
পরি মেঘ-অতনু-সাজ
র'বে কোথায় তরলিমা?" গুরু, তোমার করুণায়
আমার কেটেছে সেই শঙ্কা—হিয়া তাই নমে তোমায়।

তুমি হে বরাভয় অতিথি, আজ এলে ভয়ের দ্বারে
সেধে ডাক'লে বারে বারে
যারা শুনতে ও-ডাক পাতে না কান, মাটির মুক্তি তরে
এলে গগন-রুচি প'রে
চায় তাই নমিতে মন
গুরু তোমার শ্রীচরণ,
তোমায় দেবার তরে নয় তো প্রণাম—শুধু বরণহারে
আমি চাই সঁপিতে পায় তোমারি আজ যে আপনারে।

সূর্য্যমুখী

আমি ঐ চরণে নত হ'য়ে নমি আপন মাঝে
আমার দেবত্বে, যে রাজে
চির- গুপ্ত হ'য়ে—তোমার আশীষ-বরেই খুঁজে পায়
সে যে সুপ্ত আপনায় ;
এ তো নয় ক বেচাকেনা
পারি শুধতে কি সে-দেনা
যার ঋণের ভারই নীলাম্বরে তোলে—বাঁশি বাজে
সেই ঋণ-স্মরণের দীপক-রাগেই—শুনি' বেসুর লাজে

আজি অসীম উদার মুক্তি-বিহার-
রং নিখিলে জ্বলে,
চির তন্দ্রা-অলস আরাম-নীরস
ডুবল রসাতলে।
ফুটে প্রাণের শাখে তোমার ডাকে
অনুরতির জয় :
মোর দীন এ-আধার চাও—সে তোমার,—
আর কারো তো নয় ॥

গীতিকা

LYRIC

সূর্য্যমুখী

Lord, if I chant of Thee day after day,
Ah nay ! hour after hour, it is because
Mine eyes have glimpsed Thy glory
And slowly stepped out of life's piteous story ;
I sing no more the pleasures of the clay
Since all the being hath become a pause
On a high peak
From where Thou strivest through my voice to speak.

Those who grow tired of Thee would surely tire
Of these, my songs that ever chant of Thee ;
I know not how to fashion
Songs of the lesser love, the lesser passion,
Now that my heart hath borne the living Fire
Of a high passionless Love which sets me free
To roam at will
From star to star, Beloved, from hill to hill.

HARINDRANATH

সূর্য্যমুখী

নাথ, কেন আমি তব নামমন্ত্র প্রার্থি ঝঙ্কারিতে
দিনে দিনে পলে পলে ?—সে কেবল তব মহিমার
নয়নে পেয়েছি বলি' চকিত সন্ধান,—
জীবনের লাঞ্ছনার অন্ধকূপ হ'তে ধীরে ত্রাণ
লভেছি বলিয়া।—আর পঙ্ক-রঙ্গ চাহি না ছন্দিতে :
শব্দহারা তনুমনপ্রাণ মোর বিথারে অপার
তুঙ্গ শৈল-শিখর-চূড়ায়—
যেথা হ'তে কণ্ঠে মোর কথা কও তুমিই ভাষায় !

তোমারে বন্দিতে যারা শ্রান্তি মানে, হবে ক্লান্ত হবে
মোর গানে—যে তোমারই সঙ্কীর্ত্তন করে দিনযামী :
আমি তো জানি না—হয় কেমনে গাঁথিতে
স্বপ্নসুখী প্রেমগাথা ! স্বল্পোচ্ছ্বাসে পারে কি মাতিতে
সে-অন্তর—একবার জ্বলেছে যেথায় মহোৎসবে
বীতোচ্ছ্বাস প্রণয়ের দীপ্র বহ্নি—যার বরে আমি
মুক্তপক্ষ করি বিচরণ
নক্ষত্রে নক্ষত্রে প্রিয়, পর্ব্বতে পর্ব্বতে—অনুক্ষণ !

হারীন্দ্রনাথ

সূর্য্যমুখী

কাব্য নয় ক ছন্দোবন্ধে
মিষ্ট শব্দের কথার হার :
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার
তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত
ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ,
উৎসারিত মহা প্রীতি,—
তাহাই কাব্য, তাহাই গান

নিদাঘ সন্ধ্যার মহান্ দৃশ্য
যাহার চক্ষে বর্ণসার,
কবি নয় সে—তাহার আত্মা
শুধুই পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সে-ই—যে সে-সৌন্দর্য্যে
দেখে একটা মহাপ্রাণ,
কবি সে-ই—যে দেখে বিশ্ব
গভীর অর্থে কম্পমান।

দ্বিজেন্দ্রলাল

মেঘ ও রৌদ্র

Faith, true Faith . . .
It asks no questions since its lips are sealed
Upon a hush through which shall be revealed
The eternal Beauty. Like a steady flame
It burns above the narrow praise and blame
Of life's dim whisperers, untouched, undwindled,
Being self-luminous and aye self-kindled . . .

HARINDRANATH

অকৈতব নিষ্কল প্রত্যয়···
কোনো প্রশ্ন নাহি করে, নৈঃশব্দ্যের প্রসাদে যে তার
শান্তিমৌন অধরোষ্ঠ—চিরন্তনী সুষমা-সম্ভার
যে-প্রশান্তি পথে হবে স্বপ্রকাশ। কয় যারা কথা
জীবনের নিন্দা-স্তুতি অন্ধকূপে চুপি-চুপি সদা—
তাদের পরিধি-স্পর্শ-পারে বহু ঊর্ধ্বে—চিরঞ্জয়
বিনিষ্কম্প বহ্নি-শিখা সম জ্বলে অম্লান প্রত্যয়—
আপনি দীপিয়া আপনারে···

হারীন্দ্রনাথ

সূর্য্যমুখী

What shall they have, the wise who stay
By the familiar ways . . . .
Who shun the infinite desire,
And never make the sacrifice
By which the soul is changed to fire? . . . .
All roads are safe to thee this night
If thou dost walk by thine own light.

A. E.

কী পাবে তাহারা—সেই সাবধানী জ্ঞানিদল—চলে
যারা শুধু চেনা পথে ?—অসীমা-অভীপ্সা-পরিমলে
যাহারা ফিরায় মুখ ? যারা কভু আত্মোৎসর্গ হায়
ভুলিয়াও নাহি করে—বরে যার বহ্নিদীপ্তি-ভায়
লভে আত্মা রূপান্তর ?...
এ-নিশীথে প্রতি পথ বন্ধু হবে তব সুনিভৃতে—
চলো যদি হে সন্ধানী, অন্তরের আলোক-ইঙ্গিতে।

এ. ই.

বরুণ-রীতি

কহিল মেঘ : বরদ আমি জলদ, তাই কহি :
পিপাসা তোর রহিস কেন বহি' ?
বারেক শুধু পরাণ-তলে চাতকসম ডাকি'
বরষ-তরে উরধ-বৈরাগী—

কহিল ধরা : চাতক মোর নহে তো প্রাণতল,
কেমনে জলভরসা নিরমল
স্বপিব—যবে মেদুর তব মাধুরী জানি মায়া ?—
চুমিতে যাই—মিলায় ধূমকায়া !

কহিল মেঘ : মরমে তোর নিঝর বহায়ে
রেখেছি, মুখ-পাষাণ সরায়ে
অন্ধ, দেখ্—উৎসারি' সে নির্ঝরের রাগে
আমারই ঝরঝরে আমারে ডাকে।

কহিল ধরা : কেন বা মোর গোপন মরমে
লুকায় হেন নিঝর সরমে ?
কেমনে বরি সুনির্ঝরে—যখন চারিপাশে
নিরাশা-মরু পিপাসা পরকাশে ?

কহিল মেঘ : মরু-নিরাশা মরুরই কাছে থাক্,
তৃষারে তোর দিশারী জেনে রাখ্ :
সে-সঙ্কেতে আপনা হেরি' বল্ তো—কারে চা'স্ ?—
ফটিক-জল অথবা হা-হুতাশ ?

সূর্য্যমুখী

কহিল ধরা : প্রিয়ংবদ ! তিয়াষ ছাপি' মোর
কঙ্করিত-কুহেলি ঘনঘোর
দেয় যে হানা : যেমনই তব ফটিক-জল-ভাতি
জাগায় বুকে আশা—অমনই বাতি
নিভিয়া যায় সে-কুয়াশায়···চকিতে দিশা ভুলি···
কী-অভিমানে উঠি যে ফুলি' ফুলি' !···
সরল সুরে চাহিতে নারি···পাতিতে যাই হাত···
অমনই কে যে নিবারে দিনরাত
লক্ষ বৃথা বচনজাল বুনিয়া লহমায় !···
সরলা ছাড়ি' মন্ত্রি' জটিলায়
তীব্র মোর তৃষ্ণা পূজে নীরসে কেমনে-যে
বুঝিতে নারি !—নিরাশা ঘন বেজে
উঠে অখিলে ! তাই তো লবণাম্বু মোর হায়,
শ্রীহীন স্বাদে পথ না খুঁজি' পায়···
কল্লোলিত দীরঘ-শ্বাসে বেলায় কুটে মাথা—
তাহারে গণি' মুক্তি-বরদাতা।
তাই তো মোর মন্থি' হৃদি নিঠুর নর লোল
রুধিররণে—হিংসা-উতরোল—
আমারই স্নেহশস্য ল'য়ে বিষাণ-তাণ্ডব
ঘোষিছে—রটি' দানব-উৎসব।

পীড়িত-প্রাণে কে কহে : "শুধু মানসাতীত জ্যোতি
নামিলে প্রেম হবে নিখিলপতি।"—
অমনই কানে কে কহে : "হায়, আকাশ-কুসুমে
ফলে কি ফল লাঞ্ছিত ভূমে ?"

ব র ণ - রী তি

অন্তরে কে তবুও কহে :   "ভরসা রাখো ধরা !
সরল ডাকে মিলিবে দুখহরা ।"—
ডাকিতে যাই—কোথা সে-স্বর ?···মিলায় ছায়া-হেন··
দ্বন্দ্ব আসে ফিরে···জানিনা কেন !···
সর্ত্ত রুষে···তর্ক ফুঁসে···শূন্য রহে বুক···
তবুও তায় কী যে আলেয়া-সুখ—

কহিল মেঘ :   জানিরে রে জানি সে-মায়া-আলেয়ায়···
লক্ষ শতবার প্রদোষছায়
কহিল ভানু মোরে :   উদিবে রজনী-অবসানে
তড়িত-তালে হরিত গানে গানে···
ঘোষিল :   "ভয় নাই, র'বে না কালো রাতিয়া তোর
আলো-বিধুরা—নভোজীবনভোর ;
"প্রভাতে আমি আসিব ফিরে—বিলাতে মোর স্নেহ
ছানিয়া সোনা দীপি' ও-ছায়া-দেহ :
"সিঁথায় তোর সিঁদুর-রাগ উঠিবে জ্ব'লে জ্ব'লে···
হাসিবে হীরা কপোলে কুতূহলে···
"শ্রবণে তোর দুলিবে দুল···কণ্ঠে মণিমালা···
হিরণ করে কিরণ-জবা-ডালা···
"বেড়িয়া কটি মোতিমেখলা কাঁপিবে থরথরি'···
স্তনের চূড়ে মুকুতা-শতনরী···
"চরণে তোর নিক্কণিবে নীলার কিঙ্কিণি···
সে-খণে তুই গাহিবি :   'চিনি চিনি
'তোমারে বঁধু, তোমারই তরে বিরহ-বিভাবরী
যাপিত ধরা—তোমারই ভাতি স্মরি'

সূ র্য্য মু খী

'দীপালি-দোলে···ধূসর যত দুরাশা-পরাভব
তোমারই নামাবলীর গৌরব
'জপিয়া বুক বাঁধিত···ব্যোম অম্বুনিধি তরি'
রহিত তব অঙ্গীকার স্মরি'···
'স্বপনহারা খেয়ারা যত তোমারে বরি' মাঝি,
চাহিত হ'তে মিলন-তরী-রাজি···
'তোমারই বরে সলিল-অণু রচিল মোর তনু···
তোমারই বরে রাঙিল রামধনু
'আঙিয়া মোর বাঁকিয়া হেন·· তোমারই ক্ষেম-বরে
নিদাঘে নামি মাটির প্রেমাধরে।'"
দ্যুমণি মোরে প্রবঞ্চনা করে নি, শোন্ ধরা!
দেখেছি নিতি : ফুটেছে প্রাণহরা
দীপ্তি তার—যখনই তারে চেয়েছি আমি নত
নিরভিমানে—পালি' নবাশা-ব্রত।
প্রতি দিবসই রাঙানু শাড়ী নিঙাড়ি' সে-নিছনি···
উল্লসিনু নৃত্য বিলসনি'···
ময়ূখে তার অযুতবার গাহিল বোবা অমা···
তবুও নতি হ'ল না প্রিয়তমা···
তবু তপন-অন্তে ছেয়ে আসিল অবসাদ···
ধাঁধিল কোটি ভ্রান্তি পরমাদ···
আকাশ-তারা-জল-স্থল কহিল সবে কানে :
"অকূলে আর যামিনী-অবসানে
অংশুমালী ঝঙ্কবে না সুচির হবে তমী ;"
সে-জল্পনে চলিনু বিভ্রমি'···
প্রতীচি যে-ই উছসি' ডাকে—পূরবে বাঁধ টুটে :
তবু কি আলো-দ্রোহীর শির লুটে?

ব র ণ - রী তি

কহিল ধরা :   এমন কেন হয় এ-চরাচরে
নলিন-দ্যুতি মলিন হিমে ঝরে ?
কেমনে বহি জীবন—যদি কুহেলি যতবার—
ভ্রূভঙ্গিবে—মানিবে হোলি হার ?

কহিল মেঘ :   প্রশ্ন হেন লক্ষ্যহারা বায়
উদাসিল যে মোরেও কত হায় !
কেবল তাহে পুঞ্জিল এ-বক্ষে নৈরাশ—
যতদিন না টুটিয়া মোহপাশ
মারুত-মায়া-সখিতা ত্যজি' সবিতা-শরণে
প্রার্থিনু অনন্ত-বরণে।
কিন্তু যে-ই যাচিনু :   হ'ল নিগড়—মঞ্জীর,
রোদন-বেলা হ'ল—রাগিণী-তীর !
সেদিন হ'তে অশ্রুমতী নদী না রচি আর,
ডুবিলে রবি—দিগ্বলয়-পার
অলখ তার প্রেমের ছটা স্বর্ণি' রাখে প্রাণ ;
স্তব্ধ—যত তিমির-অভিযান।
সেদিন হ'তে প্রতি উতলা পবন আর মোরে
স্নিগ্ধ-পথ-ভ্রষ্ট নাহি করে।
জ্যোতির্ময় সঙ্গ-স্মৃতি জড়ায়ে মোরে রয়,
প্রতি বেদনে উছলে বরাভয়।
সেদিন হ'তে বরষা-ব্রতে টানিয়া মাটি-রস
মাটিরে দেই স্তন্য অনলস···
অপরাজেয় এ-পয়োধর যে-ক্ষীরে ভরানু
দয়িত-বরে,—সে-ধারা ঝরানু

সূর্য্যমুখী

তাদের 'পরে যারা অমল অম্বু-পিয়াসী
রহিতে নারে পঙ্ক-বিলাসী।
অবিশ্বাসী প্রশ্নচূড়া সেদিন হ'তে মম
বিঁধেনা তনু অমার-কাঁটা সম।

কহিল ধরা: অমার-কাঁটা বাধে যে প্রেমপথে,—
এড়ায়ে চলো কোন্ সে-যাদুরথে?

কহিল মেঘ: দৃষ্টিরথ দিল যে দিনমণি,
সে-যান-বরে কাঁটা না বাধা গণি;
দিব্য আঁখি ফুটি' সে-রথে রূপান্তরিল
ইন্দ্রিয়ের জগৎ, বাজিল
ধূলি-জাগরে স্বপনাতীত বাসর-মুরলী
কৃষ্ণা-বুকে পূর্ণিমা ঝলি'।
ছিনু জাগিয়া শঙ্কি'—বিনা বন্ধু—শয়নে
প্রতীক্ষিয়া পরম লগনে
ডঙ্কে যার রেণুকাধরে নামিবে প্রণয়ে
অলকাপতি-অধর অভয়ে।

ভাবিয়াছিনু গল্প-ছবি-কল্পনে রবি
মিথ্যা আঁকে—কবিতা-গরবী;
জানিত কে যে, সিদ্ধি যবে স্বপ্নেরে ফুটায়
কাব্য তার দিশাও নাহি পায়?
কেমনে পাবে? ভাষা-পসারী কবির চেতনা
ধরিবে হায়, অ-ভাষা-মেলনা?

ব র ণ - রী তি

প্রকাশ শুধু প্রতীকে ছায়া আঁকে আভাষ-ভায়,
মিলন শুধু জানে সে-মহিমায় !

তবু বড় বিচিত্র, ধরা !—প্রেমের ছন্দে
বিন্দু মাঝে সিন্ধু নন্দে !
অণুর বুকে মহান্ ধরে ! স্বপন—জাগরণে !—
রহস সেই বর্ণিব কেমনে ?
বাহিরে তুই হেরিস্ মোর বাষ্প-আরতি :
মরমে জ্বলে অমৃত-সারথি ।
চরণে মোর খসিল বেড়ী-বন্ধ—জিনিনু
গরব যবে, যেদিন বুঝিনু :
প্রেমের চির-দুরভিসারে কাটে না সংশয়
প্রমাণে কভু—সাক্ষ্যে নয়—নয় ।
যত না কেন ধ্রুবতা লাগি' ভাবিস ভাবিনি !—
বিচার শুধু বরিলে—দামিনী
নিভিবে যে-ই—ঘনাবে কালো, ঘেরিবে ফিরে আঁধা,
তর্ক-পথে হয় না সুর-সাধা ।
সাধিতে যদি চা'স সে-সুর—বরণমালা তোর
শরণে গাঁথি' ডাক্ সে-চিতচোর ।

কামজিৎ *

(প্রস্বনী ছন্দ)

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে দাও নি তুমি বিশ্বময়
তায় ছড়ায়ে সন্ন্যাসী হে !—স্বপ্ন-কবি রচ্‌ল গান।
কল্পনা-প্রফুল্ল ফলে আল্পনারই শিল্প-জয় :
বিহ্বলতা তাই ছানি' সে স্বল্প-সুরে বুন্‌ল তান।

বীর্য্য তব সূর্য্যরূপী, তূর্য্য তব শঙ্কাহীন,
বিম্বরাগে কান্তাধরে চুম্বনেরই রঙ্গ না
নিক্কণিতে চায়, পিনাকী ! টঙ্কারে তোমার স্বাধীন
মন্দ্র ঘোষে—তাই তোমারে মুক্ত করে বন্দনা।

রুদ্র-রবি ! ক্ষুদ্র বুকে চাও নি বীণা ঝঙ্কতে
পদ্মস্তূপ-নর্ম্মমধু মর্ম্মরিণী পল্লবে :
চাও নি হে বীরেন্দ্র, মোহ-পুষ্পধনু ছন্দিতে
নির্ঝরিণী-তৃষ্ণাধারে—জ্যোৎস্না-সখী-বল্লভে।

বিশ্ব যার মন্ত্র-মায়া-মুগ্ধ—উলু-উল্লাসী
পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে জিন্‌লে তারে সন্ন্যাসী।

পন্ চ শ রে দগ্ ধ ক'রে কর্ লে এ কী
Who shall put a | bridle in a mourner's lips to |

সন্ ন্যা সী
chasten them ?

(First Paeon — ⏑ ⏑ ⏑) ......Swinburne

---

* রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে" কবিতাটির আমি অত্যন্ত অনুরাগী। কল্পনা ও কাব্য হিসেবে ও-কবিতাটি অতুলনীয়। আমি এ-কবিতায় শুধু অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছি। এটি তাই ও-কবিতাটির প্রতিবাদ নয়—আদৌ।

কবি-কলাপী

Ich wurde der Dichter müde, der alten und der neuen :
 Oberflächliche sind sie mir Alle und seichte Meere.

Sie sind mir auch nicht reinlich genug : sie trüben
 Alle ihre Gewässer, dasz es tief scheine . . . .

Sie lernten vom Meere auch noch seine Eitelkeit :
 ist nicht das Meere der Pfau der Pfauen? . . . .

NIETZSCHE

ক্লান্তিকর যত কবি…কি প্রাচীন, কি নবীন…চঞ্চল…অস্থির…
চূর্ণ-ঊর্ম্মি-বহিরাভা চেতনা তাদের…নহে গহীন-গম্ভীর……

জানে না কবির দল—নহে তারা নির্ম্মলিন স্ফটিকের প্রায় :
বাণী-ঢেউ আবিলায় তারা…"কী গভীর সিন্ধু !"—তাই সবে গায়।

কবি "সিন্ধু" বটে !—সমুচ্ছলি' সিন্ধু-অভিমান-মন্দ্র কলধ্বনি' !
নহে কি পেখমী সিন্ধু—নটরঙ্গে চিরদিন শিখি-চূড়ামণি ?

নীটশে

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন ॥

(শ্রীকৃষ্ণ—অর্জ্জুনকে—গীতা)

তাপসেরও চেয়ে যোগী বরেণ্য, জ্ঞানীর চেয়েও বন্দনীয়,
কর্ম্মীরও চেয়ে যোগী মহীয়ান্ : তাই যোগী হও—পার্থ, প্রিয় !

কল্পনা ও বাস্তব

কহে কবি : "হায়, নিয়তির এ কী পরিহাস !
যাচিলে নীলিমা—মিলে শুধু ধূলি-উচ্ছ্বাস !

"চাই শুক্লিমা : পাই কৃষ্ণার ক্লান্তি !
জপি' রূপকায়া—লভি ধূপছায়া-ভ্রান্তি !

"প্রার্থে নয়ন—রহিতে অলকা-লক্ষ্য :
আলেয়া-মিলন মাগে অশান্ত বক্ষ !

"অন্তর চায়—বন্দিতে প্রেম-মন্দির :
মন-প্রাণ ধায়—রণিতে ঈর্ষা-মঞ্জীর !

"অধর উছসে—চুমিতে অমিয়া তৃপ্তি :
কণ্ঠে জড়াই—মায়াবিনী মালা-দীপ্তি ।

"বাঁধা করতলে—বহুবাঞ্ছিত স্বর্গ :
চরণ বিদলে—দিতে রসাতলে অর্ঘ্য ।"

কবি ! দুরাশার বৃথা পঙ্কজ স্বপ্ন :
বিধবা বাসনা রহিলে—পঙ্ক-লগ্ন ।

কবি ও ঋষি

কবি

আমি আনন্দে রসি রক্তিম—নিদাঘে-নিটোল ফলের মত !
প্রতিপদে উঠি ঝঙ্কয়া : স্মরি' দান-সিন্ধুর করুণা কত !
মোর সঙ্কুল অন্তরতলে প্রতিপদে ফলে তাঁহারি আলো,
প্রতি তৃণে হেরি তাঁরি রঞ্জনা—তাইতো সবুজে বেসেছি ভালো।

অন্বেষু

ধন্য হে কবি, ধন্য তোমার প্রেরণা, ধন্য দৃষ্টি তব !
আমি হায় খুঁজি প্রতিপদে, আর ভাবি—কতদিন নি-রবি র'ব ?
হৃদি-দর্পণে আমার নিয়ত বিম্বে যে কত পুঞ্জ গ্লানি···
প্রতি ফুলঝরা মাঝে শুনি আমি সে-বল্লভেরি বিরহ-বাণী।

কবি

অন্ধ যে তুমি, তাইতো দেখেও দেখ না, শুনেও শোনো না কানে
সে-মিলন-রোল—যার তরে ছায় তৃষ্ণা তোমার চাতক-প্রাণে।
কান পেতে আজও শুনিতে শেখ নি, তাই তাঁর কল-কিঙ্কিণিরে
শুনিতে পাওনা—প্রতি মর্ম্মরে শুধুই শোনো বিসর্জ্জনীরে।
ফুলের মরণে তাই নাহি হের নব-মঞ্জরী-মঞ্জরণে,
নীল-পরিণয়ে তাই আজো তব হৃদি পাণ্ডুর বিয়োগ ভনে।
আমি শুনি প্রতি নিরায়ু প্রসূনে চিরায়ু সঞ্জীবনেরি গীতি,
অন্তর-বীণা-তন্ত্রী-রণনে শুনি আমি তাঁরি ছন্দ নিতি।

সূর্য্যমুখী

অন্বেষু

কার অন্তরে বাজে না সে-বীণা? শুধু সে-কাঁপনে কাহারে শোনো?
প্রতি ঢেউ এসে ভাঙে তটভূমে—তাহে কী নবীন সৃজন বোনো?
কলিকা ফুটিলে কহ: "কত কৃপা!" ঝরিলেও সুরে রাঙিয়া ওঠো!
যত গাও কবি, তবুও বিরহ—বিরহ: তাই তো কাব্যে ফোটো!
পাওনি তাঁহারে তাই আপনারে ভুলাও ছিন্ন ছন্দ-দলে,
পেলে তাঁর স্বাদ—দেখিতে: এ-হেন খেলানায় হৃদি নাহি উথলে।
পাওনি—তাই তো স্বরি' মূর্চ্ছনা যাচ সান্ত্বনা—মহোৎসাহে:
মিলনে যে রয় স্বয়ংপূর্ণ—সে কভু বিরহ-রঙ্গ গাহে?

কবি

বিরহ আমার কাছে যে তাঁহারি মিলন-পূর্ব্বরাগ হে দুখী,
প্রতি যন্ত্রণে শুনি' তাই তাঁর আশীষ-মন্ত্র আমি যে সুখী।
সন্ধ্যা-উদাসে হেরি তাই আমি—নব প্রত্যূষ-অগ্রদূতী,
প্রদোষে নিরখি প্রাগূষা গোপন—ভবিষ্যতের আলো-আকৃতি।
শাখামৃগে হেরি শাখা-সম্মতি—নহে সে-আনন দগ্ধ কালো,
সরীসৃপেও হেরি তাঁরি গতি, দাদুরী-স্বরেও—মেঘের আলো।
শ্রীহীনের মাঝে যে-হীনতা হেরি' আঁখি তব রয় অতর্পিত—
সেথাও যে মোর দিব্য নয়ন হেরে সুন্দরে চিরনিহিত।
বিরস বেসুর উতরোল-মাঝে শুনি তাঁরি সুর-পদধ্বনি,
ধূসরিমা-মাঝে হেরি সে-রঙীন শ্যামলেরই নীলকান্তমণি।

অন্বেষু

ধন্য হে কবি বাক্‌-প্রসন্ন, স্বপ্নেও যার তন্দ্রা নাহি!
বিনা পাল বিনা দাঁড় উছাসের বায়ুভরে চলে যে তরী বাহি'!

কবি ও ঋষি

ধন্য—যাহার জীবনের প্রতি রোমে জাগে শুধু সত্য রাঙা ;
ব্যর্থ কখনো গণে না যে মনে আশার আলেয়া—গড়া ও ভাঙা।
ধন্য তোমার পূর্ব্বজন্ম-পুণ্য-সুকৃতি—যার প্রসাদে
শ্রীহীনের বুকে হের নিতি হেন সুন্দরারতি সোহাগে সাধে।
শাখামৃগে সখা আমি তো দেখি না শাখাসম্মতি রূপবিলাসী,
কুরূপ শ্বাপদ-হুঙ্কারে রূপ-স্বপ্নভঙ্গ ভালো না বাসি।
অস্তে যে-জন হেরে নবারুণ—মন মোর তারে প্রশ্ন করে :
"সূর্য্য-বিহনে সন্ধ্যা-বিলাসে জ্যোতি-আশী প্রাণ কেমনে ভরে?"
আমি আজও কবি, শিখিনি মরণ-চিতায় হেরিতে পুণ্য বাতি :
বিনা বল্লভ-অধর আমি তো পাইনা তাহারে—চুমন-সাথী।

সিন্ধু যখন বৈরাগী-সুরে কল্লোলি' ধায় নিরুদ্দেশে—
আমি শুনি—তার দীর্ঘশ্বাসে ব্যর্থ-ব্রতেই ক্রন্দিছে সে—
কহি : "মিলিল না আজো অভিসারে চিরবাঞ্ছিতে,—তাইতো আমি
আকাশের পানে বৃন্দ ফেনিল বাহু মেলি' ধাই দিবসযামী।
নীল অম্বর লেপে যদি হায় চোখে মোর নীল কজ্জলেরে :
ক্ষণ-মেঘজালে মুছে সে-কাজল—লভি নাই বলি' বল্লভেরে।
গর্ভে আমার নক্র করাল কত যে—পাষাণ কত—কালিমা
রহে সুগোপন—তারি তর্জ্জনে গ্লানির আমার নাই-যে সীমা।"

আমি শুনি কবি, প্রতি বল্লরী-নর্ম্মে ছায়ার মর্ম্মলীনা
দৈবী রাগিণী শুধায় : "পেয়েছ?" "কই?"—বলি' হয় নীরব বীণা।
আমি দেখি : এই জীবন-ব্যঙ্গনাটে মণি হয় ধূলিকা—সে-ও ;
দেখি : যত কেন জ্বালি দীপমালা—"সে" বিহনে রয় আঁধার গেহ।
স্বপ্ন আমার কল্পনালোকে কান্তের যেই প্রতিমা গড়ে
কুরূপ হানিলে বাণ সেথা—লুটি আমিও যে সে-কলঙ্কী-শরে।

সূর্য্যমুখী

দূষি না তোমারে হে অনিন্দ্য, তব সনে নাহি মোর কলহ কোনো ;
শুধু আমি যেথা বিচ্ছেদ শুনি—কেমনে যে তুমি বাসর বোনো !!

জন্ম-ভক্ত আমি তব—তবু বিস্ময়ে হিয়া চমকি' ওঠে :
যেথা আমি হেরি শ্মশান—রটিছ তুমি : কোটি হেম-কুসুম ফোটে !!
যেথা আমি হেরি বিষণ্ণা জবা, তুমি ঘোষো : "শত সূর্য্যমুখী
ফুটিল—ফুটিল—ঐ—ঐ !" হায়, শূন্য-কূজনে-ধন্যসুখী !!
আজ যারে বিনা হিয়া আঁধিয়ার—কাল পেতে তারে তর কি সহে ?
নলিনী-তৃষিত নিরঙ অধর বিনা সে-পরাগ লালিমা বহে ?
দিবস আমার যায়···কেটে যায়···মরুভূমে মরীচিকা-উপম···
প্রার্থি জলদে : "করো সার্থক হৃদি-হ্রদ মোর হে নির্ম্মম !"
জানি আমি : হ্রদ-অতলে বিরাজে রস-সমৃদ্ধি পূর্ণ-ব্রতা,
তুমি কবি, স্মরি' সেকথা তোমার কাব্যে লভিলে সার্থকতা।
শুধু, মোর হৃদি পথ চেয়ে রয় : ঝরিবে বরষা কবে আসারে—
ভরিয়া পিয়াসী অন্তর—সেই বহুবাঞ্ছিত অমৃতধারে।
আজ এতটুকু, কাল এতটুকু, পরদিন আরও উঞ্ছকণা
আহরিয়া আঁকো ভিক্ষুক-কবি, রাজ্যেশ্বর-আলিম্পনা !
যুগযুগান্ত ইন্দ্রধনুর স্ফুরিমায় রচি' শূন্য লীলা !
শূন্য বেলায় ফলাও নিযুত মণিদোলা—পীত লোহিত নীলা !
কল্পনা মোরও ছিল, জানো কবি ? জানিত সে মন রঞ্জিতেও,
প্রিয়ের আসার আশায় কথার দেয়ালিতে দীপি' স্বপন-গেহ।
স্বপ্ন মোরেও দিত সান্ত্বনা একদিন—যবে আমি গরবী
ললিত লুলিত ছন্দে গন্ধে আঁকিতাম মায়া-মিলন-ছবি।
সে-রাঙা-ছন্দ-ডালা আজো নহে বন্ধ্যা, তাই তো রচি কবিতা—
সত্য বিহনে যে আজো অলীক-বাসরাশা জপি' উচ্ছ্বসিতা।

ক বি ও ঋ ষি

দীর্ঘ জীবন দীর্ঘ সরণী·· তিলে তিলে হয় আশা অবহ···
অন্তর-মাঝে লক্ষ বিরোধে জমে বোঝা শুধু দুর্বিষহ···
সে-সবার চাপ হ'তে নিষ্কৃতি চায় প্রাণ—তাই ছন্দে মাতি :
শুধু কবি, জানি : এ কত মিথ্যা—কাব্যেরে করা জীবন-সাথী।
সাথী শুধু একজনা—যারে বিনা পোহায় না রাতি, তাই তো কবি,
কবিতা-কাঁপন বিনায়ে নিরালো রজনীতে আজো কল্পি রবি।
শুধু, মুখে বলি—রবি, অন্তরে জানি সে—আলেয়া মূর্চ্ছাহতা,
ছিন্নসূত্রে কথা গেঁথে চায় বিরহিণী হ'তে মাল্য-ব্রতা!
পবন-সমিধে হৃদি-হুতাশন-উপজীব্যেরে খুঁজিয়া মরা ?
বাস্তব-হিম না মানিলেই কি রটে বসন্ত বসুন্ধরা ?

কবি

একদিনে তুমি চাহো হে বিরাগী, যাহার মিলন-মন্ত্র তরে
পাষাণী পাষাণও যুগ-ধৈরযে ক্রম-আরোহিণী সাধনা বরে।
তাই দেখ তুমি আপন বিরহ বিম্বিত সে-চলোর্ম্মি মাঝে,
দেখ না যে, কত লুকাচুরি-ছায় সে-গোপন চায় আসিতে কাছে।
কবিতারে তাই কহ মায়াবিনী, মোর কাছে মায়া নয় সে কভু,
নহে সে লক্ষ্য—মানি, লক্ষ্যের কেতন উড়ায় পন্থে তবু।
প্রতি খণ্ডের মাঝে আমি—কবি—হেরি অখণ্ডে—সত্য কহি,
তাই আমি গাঁথি কবিতা-মালিকা, কহি না : এ-ছলে কথাই বহি।
সিন্ধু যখন ফেন-বাহু মেলে—অম্বর নামে,—দেখি যে আমি ;
কল্লোল জপি' ধায় যবে নদী—দেখি : প্রিয়া চায় লহরী-স্বামী।
তুমি যে চাও না শুনিতে—পায় না তাই তো সে স্বর ফুটিতে সখা,
মধুমাস-হোলি হেলিয়া সত্য বলি' গণি' চলো শুধু করকা।
কেন করো হেন? উষার উদয়ে "এলো সে"—বলি' তো পুলকে মাতো:

সূর্য্যমুখী

অন্তে তাহার নবীন-অভ্যুদয় জপি' বুক কেন না বাঁধো ?
শ্মশান-ধূমল হুতাশে কেন বা শিখা-তাণ্ডব শুধুই শোনো ?
তৃতীয় লোচন লভিতে চাহনা বলিয়া জীবনে মরণ ভণ' ।
পাওয়ার সোপান চাও একটানা লাভ হ'তে লাভে উত্তরণে :
না-পাওয়ার মাঝে তাইতো বিষাদ-পিঙ্গলে শোনো ব্যথিত মনে ।
পরাজয় বুকে বাজে তব, তুমি দাম্ভিক অতি, তাই না মানো—
প্রতি পরাভব দেখায় বিভব-পথ, অন্তরে এ-সবি জানো,
তবু যতটুকু চাও হে অধীর, এখনিই তারে না-পেলে—ক্ষোভে
কাঁদো : "পূর্ণের প্রীতি বিনা তব হৃদি-শাখা ফুলে নাহি তো শোভে ।"
আমি চাই সখা, নয়নে শ্রবণে ঘ্রাণে পরশনে বরণ করি'—

অন্বেষু

জানি জানি কবি, কথা—কথা—কথা—আজিও সে বাল-পুলক স্মরি—
যবে তনু মনে রণিত ফুল্ল অলকার গাথা হিল্লোলিনী—
যবে কবিতা ও গীতি-মূর্চ্ছনে হিয়া-রাধা হ'ত অভিসারিণী ;
খণ্ড-আবেগে সমগ্র বলি' জানিতাম—গণি' তারেই দিশা
জালি' কল্পনা-বিজলি, জপিয়া : কোন্ মূঢ় কহে তামসী—নিশা ?
না-পাওয়ার মাঝে শুনিয়া পাওয়ার গুঞ্জন, বিষে—পীযূষ-বাণী,
বিষাদে—হরষ, অশ্রুতে—হাসি,—আরও কত রাগ তুলি' বাখানি'—
কত···কত···কত···হে কবি, আমি যে শিল্পভক্ত বাল্য হ'তে,
জানি না কি : কবি-কলাপী কেমনে রঙ্গ পেখমে তিমির-পথে ?
তাই জানি, সখা, পাওয়ার ছন্দ কাব্যে ওঠে না গুঞ্জরিয়া,
যে পায়—ধন্য, যে না পায়—লভে কথায় শান্তি তাহার হিয়া ?
জানি আমি : বিভু-দয়া বিনা নাহি পায় তাঁরে কেহ শুধু রোদনে ;
জানি আমি : প্রতি তৃণ পতঙ্গ তাঁরই তরে রয় বেঁচে জীবনে ;

ক বি ও ঋ ষি

জানি আমি : হিয়া এড়ায়ে কাঁটায় কণ্টকাতীতে ফেরে ঢুঁড়িয়া ;
জানি : ধরালীলা শুধুই মিথ্যা নহে—হেথা আজো ওঠে দুলিয়া
সত্য-ঝলক প্রতি বাঁকে ; জানি : ঈর্ষারও বুকে প্রণয় রাজে,
জানি : নীরন্ধ্রতম তমিস্রা-আড়ালে অরুণ-চমক সাজে ;
জানি আমি : প্রতি রসাতলমুখী টানেরও কেন্দ্রে আকাশবাণী
ওঠে ঝঙ্কয়া ; জানি : পঙ্কজ দেয় পঙ্কেরে করুণা-পাণি ;
নহে এ-জগৎ হাহাকার,—হেথা বুকে বুকে আজও ভরসা জাগে ;
জানি : শুক্লার মন্ত্রে কেমনে কৃষ্ণায় ঢলে বিধু সোহাগে :

তবু কবি, বলে অন্তর মোর : এ-সকলি ছায়া-পুতুল সম,
স্বপনে নিমেষ-লব্ধ-রাজ্য—রাজকন্যার মালা-উপম।
আজ আছে, কাল—কই ? হেন বরে কাব্যাঞ্জলি উছসি' ওঠে :
শুধু হায়, চায় পূর্ণে যে—তার প্রাণে হেন বরে ফুল কি ফোটে ?
জীবন-বেলায় আলোছায়া মেশে, কবির তুলিকা উভয়ে যাচে,
সত্য-পিপাসু যাচে শুধু আলো—ছোটে না সে ঝিকিমিকির পাছে।
মিথ্যাপটেই সত্য ফলে যে পরিপ্রেক্ষিতে—তাই উভয়ে
বাঁধি' কবি উৎপ্রেক্ষা-উপমে গাঁথে মনোজ্ঞ মিলন-লয়ে।
মানি—সন্ধান-ব্যর্থতা-মাঝে হেন সুষমায় প্রবোধ রাজে :
মিথ্যা-লহরে যে ভাসে—সে কবি-চরণে নিয়ত প্রণমি' বাঁচে।
কবির মুরলী বাসি ভালো—শুধু চির-সঙ্কর জীবন-মাঝে—
যেথা মণিসাথে রাজে লোলফণী, অমৃতের সাথে গরল নাচে।
নিয়তির নাগপাশে-বাঁধা ধূলি-লুণ্ঠিতা আশা কবি-প্রসাদে
কালো সাথে আলো চুমি' চলে বরি'—আলো-দিশা সাথে ছায়া-প্রমাদে
কিন্তু, যে-জন নিয়তি-বাহন হ'তে নাহি চায় গরব-ভরে ;—
স্বপ্ন যাহার শুধু সুধা যাচে, বিষের সাথে না মিতালি করে ;—

সূর্য্যমুখী

অল্পের লাগি' অকূলেরে ছাড়ি' অশ্রুফুলে যে হাসির মালা
গাঁথিতে না চায়—অমলোৎপলে চাহে যে সাজাতে পূজার থালা ;—
আঁখি যার মাগে নিছায়া সত্য : যাচে যে নিখাদ স্বর্ণভূষা ;—
কুহেলির লেশও না চায় যে-জন ;—শুধু চায় যে অনন্ত উষা ,—
কণিকা-বালুকা-বাস্তবে যার মণিকা-খচিত স্বপ্ন কাঁদে ;—
সুখের আশায় কৃপণ শঙ্কা জপি' গৃহে নাহি মজে যে সাধে ;—
উপমা অলঙ্কার যে চাহে না ;—ছন্দন-দোলা-মোহন-তালে
যার চরণের কিঙ্কিণি নাহি কম্পিত হয় ;—যাহার ভালে
মর্ত্ত্যের ধনসম্পদ নাহি আঁকে দ্যুলোকের দীপ্র টীকা ;—
পুণ্য হবির আহুতি-বরে যে জ্বালিতে চায় অভীপ্সা-শিখা ;—

কেমনে সে, কবি, রবে হায়, তব কাব্যের স্বতোবিরোধ মাঝে ?
কবিতাময়ীর তুচ্ছ কাকলি কূজিবে কেমনে সে—কোন্ লাজে ?
নিম্ন-চেতনে যে-মালা তাহার কণ্ঠে শোভিত—মন্দারিণী—
ঊর্দ্ধ-চেতনে শোভে কি সে-মালা—কথা—কথা—কথা—ঝঙ্কারিণী !
না কবি, বিদায়। একদিন তুমি ছিলে বরেণ্য দিশারী সম :
ও-যাদুমন্ত্র ধ্বনিয়া যেদিন কহিতাম : "তব চরণে নমো।"
দিয়েছ জীবনে বহু দান—আজও কৃতজ্ঞে সে-রোমাঞ্চ স্মরি :
শুধু, সম্বল ফুরায়েছে তব—তাই তব দিশা আর না বরি।
আজি যে জেনেছি : তব শিহরণ পারে না সান্ত্বনিতে তাহারে—
কথাভঙ্গিম সোনার-হরিণ-পিছে যে উলসি' ছুটিতে নারে।
যে রহে জীবনে নেশার সেবক কাব্য তাহারই দেবতা চারু :
যে চাহে অনঘ সত্যে—সে নাহি চলে ঘোষি' রাঙা শিল্প-কারু।
সত্য-পিপাসু-প্রাণে কবি-বাতি জ্বলে না তো ধ্রুবতারকা-নিভ,
ক্ষণসুন্দরে যাচে না সে—যার আরাধ্য শুভ সত্য শিব।—

তার বুকে কবি, বিন্দু-মিথ্যা শেলসম বাজে—তাই সে কাঁদে :
সে নহে রোদন-বিলাসী হে কবি,—তোমারেই নটরঙ্গ বাঁধে।

কবি

মিথ্যা আমারো বুকে বাজে, নহে সত্যও মোর চির-অচেনা :
শুধু, তব সম, মিথ্যা-শিশিরে আমার স্বপনকলি ঝরে না।
মুখে কহ : প্রাণনন্দনে প্রতি সুন্দব ফুল তুমিও চাহো :
কাজে দেখি হায়—কণ্টক-ঝড়ে ক্রন্দন-তরী ব্যর্থ বাহো।
উচ্ছ্বাসী আমি নই,—গ্লানি পড়ে মোরও জাগ্রত নয়নে ধরা :
শুধু, দিঠি মোর নহে বৈরাগী—বসন্তেরই সে স্বয়ংবরা।
যত কিছু বিচ্ছিন্ন বিরাজে—বলি না আমিও পূর্ণতা সে :
প্রতি মালিন্য বিঁধে আমারেও—শুধু সে-ব্যথায় দীরঘ-শ্বাসে
সুন্দরারতি হেলি' লাঞ্ছি না গঞ্জনে মোর স্বপন-প্রিয়া ;
শ্রীহীনেরে নারি এড়াতে বলিয়া যাদু-তুলিকায় তারে আঁকিয়া
মঞ্জুলে চাহি রঞ্জিত করি' ভাতিতে কল্প-গগন পটে ;—
তাই বলি' উদ্‌ভ্রান্ত গ্লানিও কান্ত লহরে কবির তটে
নির্ম্মল সাথে প্রতিযোগিতায় উর্ম্মিল ঢেউয়ে নাহি উথলে
শুধু, মন তার দ্বৈতের ধূপছায়া উভয়েরই পুলকে দোলে।

শুধু তাই নয় : সে লাঞ্ছিতেরও মাঝে দেখে এক সুরসুষমা ;
বাস্তবী যারে মসী দেখে, কবি-কল্পনা দেখে : চিত্তরমা।
নিম্নচেতনা নহে সে, মহেশ আপন অঞ্জনেরই প্রলেপে
ফুটাল তাহার দিব্যদৃষ্টি—শিল্পী বৃথাই সেবে ?
মৌন-দেউলে বাগ্বাদিনীরে বন্দি' সে পেল ছন্দ-বাণী,
তাই মৌনের স্তবে সে উছল—মুখর কাব্যে যুক্তপাণি

সূর্য্যমুখী

কথা রং সুর গন্ধ রাগিণী—আয়ুধ তাহার সৃজন-পথে,
তা বলি' সে নহে মায়াবী-বর্ণ-বণিক্ তাহার রঙীন ব্রতে :
সীমাসম্পুটে অসীমে ধেয়ায়, রূপ-রাসে তোলে অরূপে ফলি',
কৃষ্ণার পটে শুক্লবসনা চাঁদিমারে তোলে সে ঝলমলি'।
সবার উপরে, প্রেমরসে কবি অপ্রেমে চায় শুদ্ধি দিতে,
তাই দুর্গত-দুর্গতি ছাপি' অক্ষতে চায় হৃদে বরিতে।
তাই রণপথে মৈত্রী গাহে সে, রেখাপথে তোলে ফুটায়ে ভাবে,
দ্বৈতে সে দেয় অর্ঘ্য—সত্য, তা বলি' সে তার ব্রত না যাপে
দ্বৈতেরেই একান্ত বলিয়া মেনে নিতে তার ছায়া ও ধুপে ;
সুন্দর তার পথ-দিশা, চায় মুখর মন্ত্রে সে নিশ্চুপে।

শুধু, কবি নহে হিম যোগী-সথা দুঃখপন্থী সুখবিরাগী :
বন্ধন-মরমেই শুনে কবি মুক্তি-নর্ম্ম যামিনী জাগি'।
অমলিনা তার প্রেম-মঞ্জুষা—যেথা সে সঞ্চে সঙ্গোপনে
নির্ম্মল-কায়া স্বপ্নচেতনা—বিতরিতে তারে বিশ্বজনে।
যোগী ইন্দ্রিয়দ্বার রুধি' হায়, হেন প্রেমপথই রুদ্ধ করে :
কবি তাই জীবনের পথে তার পুণ্য প্রেমের বর্ত্তি ধরে।
আপনামগ্ন মৌনব্রতী যোগী : কবি একা প্রেম পূজারী ;
যোগীর সত্য—আত্মকেন্দ্র : কবির প্রেম—এ-বিশ্বচারী।
কবি তাই ঋষি—প্রেমতপস্বী, উদার সত্য-বণিক্—ধ্যানী,
দ্রষ্টা সে—তাই বিশ্বে লয় সে বিশ্বাতীতেরে আদরে মানি'।
শর্ব্বরী জাগি' করে কবি নিতি মুক্তি-অরুণই ধেয়ান প্রেমে :
সেই ধ্যানে তার হৃদে আসে সুর-ঈশ্বরী রূপ-রাজ্ঞী নেমে।—
তাঁরই বরে কবি মুখরতা মাঝে হারায় না সুর-মৌনতারে,
অপ্রেম ধূধূ মরুভূমি কবি করে উর্ব্বর প্রেম-আসারে।

ক বি ও ঋ ষি

কঙ্করেও সে তাই দেখে নিতি গোলাপেরই ব্রত ছদ্মবেশে,
অম্বুধিবুকে—অম্বর-প্রীতি, ছায়াদোলে—কায়া লক্ষ রেশে।
কবির প্রেম যে তুঙ্গ অবাধ সিন্ধু-বিপুল নীল-মাধুরী,
তিল-অশুদ্ধি নাই তার প্রেমে, প্রণয়ে রচে সে স্বপনা-পুরী।
জীবন-তুফানে কবি অকম্প আলোস্তম্ভ দীপে বিভাসি',
ধূম্র-আকাশে তারা সে মায়াবী, অর্ব্বুদ রং-মশালে নাশি'
তিমির-কুহেলি করে প্রমূর্ত্ত কায়াঝঙ্কার ছায়ার তালে ;
সুষমা-যে তার দীক্ষামন্ত্র : প্রকাশে তাই সে রচে আড়ালে।
বসন্ত তার উছলে অধরে, আনন্দ তার চক্ষে ফোটে,
নির্ম্মল প্রেম ঢেউ তোলে শুধু কবির কাব্য-বংশীবটে।
মূঢ় যোগীসম কন্দরে পশি' অতীন্দ্রিয়েরে কবি না যাচে,
ইন্দ্রিয়ে যে-অতীন্দ্রিয় ঝলে পায় তারে কবি লীলারই মাঝে।
বল্লভ নাই ধূ ধূ প্রান্তরে কান্তারে, আছে ছদ্মবেশে
ফুল্ল কুঞ্জে বল্লরী-দোলে, শ্যাম পল্লবে—যেথায় মেশে
হাস্যের সাথে অশ্রু, যেথায় বিয়োগের সাথে বাসর রাঙে,
কবি শোনে নব সৃজন তখনও—যখন প্রলয় আলয় ভাঙে।
তাই সে হেরে না মহামারীতেও শুধু হাহাকারী ভয়ঙ্করে :
রুদ্রের তাণ্ডব-মাঝেও সে দক্ষিণ-মুখ-প্রসাদ বরে।
হায় সখা, বৃথা করো অর্চ্চনা যোগীর তুহিন-মরু তমসা,
নমস্য শুধু কবি—বাণী যার সর্ব্ব-বিরোধ-সমঞ্জসা।
তাই সবে কহে : "সাধু কবি !—পূজে জনতারাজে যে জন-মাঝারে।"
এ-দেবতা ছাড়ি' ছায়া-গহ্বরে খুঁজে যোগী হায় কী মূঢ়তারে ?
কবিব চেতনা যোগী ঋষি তপী নাহি জানে, তাই তারে সকলে
নয়ন-উন্মীলক বলি' নমে, রসদিশা শুধু সে-ই উজলে।
সে-মধুগন্ধে আসে জনে জনে দিতে তার গলে বরণমালা :

সূর্য্যমুখী

রস-সম্পদে কবি ভুবনেশ—তাই তার বরে ভুবন আলা।
যাদুরসে তার ঢলে শশধর, রবিদাহ হয় স্নিগ্ধ সোনা,
নীহারিকা আসে কাছে, পাংশুও হৃদে তার আঁকে আলিম্পনা।
যোগী-ঋষি সাধে শুষ্ক সত্য, তাই তারা কবি-অনাত্মীয়,
সুষমার রস-সিঞ্চন বিনা সত্য কি হয় বন্দনীয় ?
ঋষি তাই নহে কবির লক্ষ্য,—ঋষি কবি হয় যে-স্থলগনে —
সে-খণেই তার চরমসিদ্ধি, ঋষিই পূজিবে কবি-স্বপনে।
শুষ্ক অরূপ সত্য-বোধন ? ধিক্, কবি সেথা নাহি বিহরে :
রস-উচ্ছলা অমরাবতী-যে লীলাভূমি তার—কাব্য-বরে।

অন্বেষু

হে আকৈশোর-বচন-পসারী ! কে না জানে—জানো কথা কেমনে
প্রয়োগ করিতে হয় রঙে ঢঙে, তাই স্তবে তোমা বিশ্বজনে।
তাই বলিতেছ : দ্বৈতের ছলে অদ্বৈতই পূজিতে চাহো,
দুর্গত-মাঝে উন্নতে হের, তুফানে মলয়-ক্ষেপণী বাহো।
হে প্রমোদারামা, ক্ষুন্নদৃষ্টি ! বাসনামুগ্ধে শোনাও তুমি
আপাতমধুর নেশার নূপুর—সে-তালে মেতে সে ও-পদ চুমি'
রটে তাই : "কবি—দ্রষ্টা, বিবোধ-সমঞ্জসা-যে কবিতা-রাণী !"
নতি-রাজস্বে তুমি' তারে দাও রাজ-বরাভয় ভোগ বাখানি'।
আত্মপ্রণয় কে না বাসে ভালো—রূপ-রাসে মন কার না মাতে ?
তাই জনে জনে ঘোষিল : "কবির রূপবাণী-বরে নিশি প্রভাতে।"
রূপ-তর্পণে দেব-আবাহনে হৃদি যবে নাহি স্বাদে অমিয়—
কথা-সান্ত্বনা দাও তারে : "ঝলে ইন্দ্রিয়পথে অতীন্দ্রিয় !!"

কৃষ্ণার বুকে শুক্লা ফুটায়ে তুমি চাও তারে সুষমা-সাথী !

ক বি ও ঋ ষি

উষা-হাসি-ফুলে গাঁথি' মালা গাও : "এসো লো মোহিনী কুহেলিরাতি !"
ওঠা-পড়া তব পথের-পাথেয়, তাহে তব নাটমঞ্চ গড়ো,
রাজধানী দেয় রাজস মূল্য ধনে মানে—তাই প্রবোধে ভরো
প্রাণ-অঞ্জলি তার ; মোহ আর চঞ্চল রতি-উত্তেজনে
শিহরিয়া তোলো নাগরিকে—তব ঝিকিমিকি-জলধনু-নটনে।
মৌনের গুণগানে তাই তো গো এত ঘটা !—চল-লহর-রাগে
ব্যোমে কহো : "এসো, যৌতুক দিব কাব্য-ফেনিল ক্ষণসোহাগে !!"
অসীমা অরেখা অরূপা তোমারে শঙ্কিত করে নিথর-মাঝে
তাই নিশিদিন ওগো বাঙ্ময়, কম্পনেই ও-পরাণ নাচে।
তাই নীরবের প্রকাশ-ঝলকে হেন সমারোহ হে উৎসাহী !
বচন-অতীতে অলীক উপমে বিলায়ে গর্ব্ব !—সরমও নাহি !
রূপদাম ! মানি।—দক্ষিণা চাও ? তাহে তব সাথে নাই কলহ ;
শুধু পুছি : তুমি কেমনে সত্য-সাধনী-কীর্ত্তি দর্পে বহ ?
স্বভাব-লাজুক কে কহে তোমারে ?—পেলব যে শুধু বচন-ঢঙে—
ব্রীড়াভরে চায় আত্ম-প্রচার অশেষ শঙ্খে—ক্ষণায়ু রঙে :
মুখে কহ : "নহি কৃচ্ছ্রপন্থী সন্ন্যাসী—প্রাণলীলাবিরাগী,
হায় প্রতারণা—আরাম যার উপাস্য—সে কহে : যামিনী জাগি'
তামসের মাঝে উষসীরে ডাকে ! অহমিকা-ধূমে শরণারতি !-
বদ্ধ কুলায় মুক্তাম্বর ! পিঞ্জর মাঝে ত্বিষাম্পতি !
পল্বল-বুকে কলকল্লোল ! স্বার্থ-দেউলে মহেশ্বরী !
কাব্যকুয়াশা জপি' অস্তিমে কবি কহে : "রবি কুহেলি", মরি !
শর্ব্বরীপাতে মুক্তি-অরুণই করো ধ্যান—কবি কেমনে কহ ?
মুক্তি সে নহে : পথ চেয়ে রও : কখন কাটিবে জনবিরহ—
যবে প্রতি কানে কুহরিবে প্রাতে : মৌনিমা কেন থরনূপুরা !—
শুনিয়া যে-বাণী কাঁদিবে ভক্ত "কবি-নীরবতা কী মধুসুরা !"

৭

সূর্য্যমুখী

হেন কবি—আশা-জীবনে যাহার রূপশৃঙ্গারই রাসঝুলনা—
সে করে বিচার : যোগী ছাড়ি' লীলা, করে বৃথা বৈরাগ-সাধনা !

কল্পনা ! হায়, আরাম-দুর্গে যাহার ভাবালু-পতাকা উড়ে
সে করে নিন্দা—ভ্রান্ত তাপসে 'গুহাবাসী' বলি' ! কাব্যসুরে
প্রচারে : দয়িত কোথা রাজে, কোথা নাই—না দেখিয়া তাঁহারে কভু !
হাসি' রটে : তাঁর তরে বৈরাগী হ'লে পা'ন দুখ মিলন-প্রভু !!
হায় কবি, তুমি কেমনে জানিবে কী সে দুর্ব্বার তৃষ্ণা ল'য়ে
ফুল্লকুঞ্জ পরিহরি' যোগী কন্দরে পশে—কার বিরহে ?
সর্ব্ব-রমণ হে ফুলশয়নী, শিথিল-শিথানি, কপোত-সুখী !
কল্পিতে চাও : কী আলোয় ভরে ধ্যানীর আত্মা মৌনমুখী !!
কেমনে বুঝিবে—প্রিয়পরিজন হয় তার কাছে তুচ্ছ কেন ?—
ছন্দকাকলি-মঞ্জীর ত্যজি, কেন হয় ঋষি শান্ত হেন ?
এতটুকু দুখে হাহাকারে যেই—করিবে সে অনুমান কেমনে ?
কী সে ডাক—যার তরে প্রিয়তম দেহও যোগী নগণ্য গণে !
তাই কবি, বড় বিস্ময় জাগে—যবে কহ : "তুমি প্রেমপূজারী" ! —
কথা-অঞ্জনে নিলে চিনি', প্রেমে—সুলভপন্থী, বিলাস-চারী !
কবির মুখর প্রেম সে যে শুধু আত্মপ্রণয়—জানো না কবি !
দিগ্‌ভ্রান্ত যে তুমি—তাই পূজ' প্রেমভানে নিজ ছন্দ-ছবি।
না হ'লে কি কলরোল-বিধূননে আত্মপ্রসাদে উচ্ছ্বসিয়া
কহিতে যে, তব প্রেমে নাই তিল-অশুদ্ধি—হেন দুন্দুভিয়া ?
সামান্য মোরা, তবু জানি : প্রেমে পদে পদে হায় পূর্ণতারই
শঙ্খমন্ত্র উঠে না ঝঙ্ক', প্রেমিক দেখে যে প্রেমের-ঝারি
লক্ষ রন্ধ্রে ভরা তার, দেখে : প্রেম-নিবেদনে কত যে বাধা !
প্রেমের শিখর না আরোহি' কারো প্রেমস্বর কভু হয় কি সাধা !

ক বি ও ঋ ষি

সামান্য মোরা, তবু জানি : যবে আসে এতটুকু তাহার আলো—
হয় না তো মনে : পূর্ণ প্রণয় ; মনে হয় : আরো বাসিতে ভালো
শিখিব দয়িতে কবে ? যাচি: আরো আত্মদানেরি পূর্ণতারে—
যত দেই—প্রাণ ভরে কই ! চাই আপনারে আরো দিতে যে তারে !
যত দেই—তত দান-আকাঙ্ক্ষা বন্যার সম চিত্তে ফুলে,
প্রেমের আখর-পরিচয়ও যার হ'য়েছে—সে কভু ওঠে কি দুলে
প্রেমে তার ঘোষি' তুঙ্গ অবাধ ? সে-আলোসোপানে ওঠে সে যত—
তত দেখে : তার প্রেম ছায়া-ম্লান, স্বার্থ-দীর্ণ, বাসনাহত।
অপূর্ণতায় পূর্ণোচ্ছ্বাসে মাতে শুধু কবি দিবস-রাতি,
বলে সে সিন্ধু—মুখে আপনারে, মনে জানি' গোষ্পদেরই-সাথী।
তাই প্রেমকণা নামিলে সেথায় মাতামাতি করে তাহার হিয়া—
ভাবি' : হেন মহা-আন্দোলনে সে হ'ল নিধিসখা কল্লোলিয়া !

কবি, তুমি নও অকল্প আলো-স্তম্ভ, তারকা—ধূম্রাকাশে,
উধাওপুচ্ছ ধূমকেতু তুমি, কেমনে ভাতিবে অচল-ভাসে ?
শুদ্ধ প্রেমের কী জানিবে তুমি ? কতটুকু জানে শিল্পী তারে ?
হেরি' পলাতক মরীচি একটি—ভাবো : হেরিয়াছ সে-মহিমারে—
যার মহাজ্যোতিরাগ যুগে যুগে গাহে অবতার ঋষি ধেয়ানী !
বৃথা "প্রেম প্রেম" করিয়া ফুকারো—স্বরূপের তার কিছু না জানি'।
নিষ্কল আভা ফলে কভু কবি, ছায়াপিঙ্গল হৃদয়পটে ?
কবিতাদীপনে প্রেম চেনা ! হায়, যতদিন কণা-বাসনা রটে
রহে মর-প্রেম সে-কারাবন্দী, বিন্দু-সত্য সনে সে ফলে
সিন্ধু-মিথ্যা,—বাসনা-কুহকে তবুও "এইতো প্রেম"—সে বলে !!
কামনার শোভাযাত্রা কবি, না থমকিলে হৃদিমঞ্চে—দিশা
দেয় কি নিথর প্রেম-ধ্রুবতারা ! গণ্ডিতে মেটে গগন-তৃষা ?

সূর্য্যমুখী

মানস-তুলিকা দিয়ে আঁকো সাধে মনগড়া প্রেমে স্বেচ্ছা-ঢঙে !
মানসে, হায়রে, কতটুকু ছায়া পড়ে তার—জপি' যেই নিরঙে
রোমাঞ্চে কালো অম্বর আলো-শঙ্খে,—অব্ধি ঢেউ-উতলা,—
পাখীও পাখায় মুক্তির বাণী উদ্ভাসি' হয় নীলমেখলা !
যে-প্রেমের কনীনিকা চুমি' নীহারিকা-মন্দিরে দীপালি জ্বলে ;—
যে-প্রেমের ব্যোমকল্লোল শুনি' কোটি আদিত্য কিরণে ঢলে ,—
যে-প্রেমের বরে তামস-তুফানও জপে অন্তরে অহনামণি ;—
যার হিরণ্য-ঝলকে অস্তাচলও আঁকে নবারুণ-নিছনি ;—
যে-প্রেমাভা-ঋণে স্তিমিত ইন্দু রঞ্জিয়া ঝুরে চন্দ্রিকারে ;—
যার কল্যাণী-প্লাবনে মরুও মালা দেয় সুধা-উর্ব্বরারে ;
যে-প্রেমের নাম জপি' হেমন্ত-অন্তরে জাগে বাসন্তিকা ;—
যে-প্রেমে গৌরী ছাড়ি' চন্দ্রিকা যাচি' চন্দ্রিল—বহ্নি-টীকা
অপ্সরোলাঞ্ছন রূপে নারি' জিনিতে জিতেন্দ্রিয়ে—তাপসী
কামনা-পঙ্ক জলাঞ্জলিয়া হ'ল তপে স্মরহর-প্রেয়সী ;—
যে-প্রেমের নির্ভরে প্রহ্লাদ কুঞ্জর-পদতলে জপিল
বাঞ্ছিত বঁধু কৃষ্ণের নাম ; সাগরেও তারই স্মরণ নিল ;—
যে-প্রেমে অবোধ শিশু ধ্রুব ছাড়ি' রাজ-সম্পদ-মুকুট-হারে
পদ্মপলাশলোচন-চরণে মাগিল ভক্তি অশ্রুধারে ;—
যে-প্রেমের ডাকে রাজনন্দিনী মীরা ছাড়ি' সখা-সখী-স্বজনে
স্বামী পিতা মাতা ধন মান—হ'ল ব্রজ ভিখারিণী নতি-ভজনে ;
যে-প্রেমের ডাকে নিধিমন্থনে উঠিলে গরল বিশ্ব-ত্রাসী
অমৃত ইন্দু উচ্চৈঃশ্রবা ছাড়ি' তারে শিব পিয়িল হাসি' ;—
যে-প্রেমের ডাকে দ্বিচারিণী হ'ল অকলঙ্কিনী রাধিকা সতী
মুরলীপন্থে অচিন শ্যাম শ্রীকান্তে জানি' নিশান্ত-পতি ;
যে-প্রেমাঙ্কুশে ধন জন মান রাজসম্পদে হ'য়ে বিরাগী

কবি ও ঋষি

বিলাস-দুলাল হ'ল ভিক্ষুক, অমিতাভ সম্বোধি-বিবাগী ;
যে-প্রেমাঞ্জন পরিয়া নিমাই বল্লভ দেহ দেহ না গণি'
যমুনা ভাবি' নীলাম্বু গহীনে ঝাঁপ দিল—তনু বিসর্জ্জনি',—
যে-প্রেমের সাধে যুগে যুগে হয় ভগবান্ জীব-সারথি প্রেয় :
পঞ্জরে জ্বালি' দেবমন্দির—যুগ-অবতার শ্রীগুরু-দেহ ;—
তুমি তারে আজই নিয়েছ চিনিয়া জিনিয়া ছিনিয়া কাব্যশরে ?
হে বিভ্রান্ত ! বাসনাচুম্ব-রাঙা তব মৃন্ময় অধরে
চাহো : সে-আলোক-বিম্ব-ওষ্ঠ দিবে সঙ্গম ছন্দগুণে ?
বসন্তাতীত দিবে ধরা—তব ক্ষণিকা কাব্য-কুহু-ফাগুনে ?

কবে কথাপ্রেমে না রহি' তৃপ্ত—হেরিবে তার অপূর্ণতারে ?
মৌলি-মুগ্ধ ! রূপান্তরিবে কবে গো ছায়া-উপত্যকারে
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-আলোকে ?—বুঝিবে কবে যে, কাব্যকুহেলি-গ্লানি
পাদমূলে ঝিকিমিকিলে—কণ্ঠ লভে না অমলা-মাল্যখানি ?
হে প্রিয়ম্বদ ! বোঝো না—শুদ্ধ প্রেম হায়, এত সুলভ নহে' :
নির্ম্মলিনের কৃপায় কেবল মিলে—যবে তিল-গ্লানি না সহে।
শ্রীরাধাকণ্ঠে চিকণ হিরণ-হারও হয়েছিল মিলন-বাধা,
প্রেম কভু দেখা দেয়—যতদিন নিষ্কাম-সুর না হয় সাধা ?

মাটির কত যে পিছু-টান…হায় জন্মান্তর-পুঞ্জ কত
ছায়া-সংস্কার…দেবদ্রোহিতা…গ্রন্থি…তুফান তিমিরাহত…
প্রতিপদে যারে জেনেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদে উঠি উছলি'—
দেখি অলক্ষ্যে কবে সে-বিজিত ছলী হিমে নাশে প্রেমের কলি !·
রতিসম যদি মিথ্যারে করি লালন—দেখি : সে লহমা পরে
হিমাদ্রি-সম বন্ধুর কারা রচে—যেন কোন্ দানব-বরে !

সূর্য্যমুখী

অন্ধ আমি তো নই হে শিল্পি, তাই হেরি নিতি আপন মাঝে
পঙ্ক কালিমা—নাই পরিসীমা ; তাই আনন্দে হৃদি না নাচে :
যবে লখি পথে পলক-চপলা : সে ক্ষণ-ঝিলিকে কাহারও রাতি
কাটে কি ? হিয়া যে জপে প্রেম-উষা—যেথায় জ্বলে অনন্ত-ভাতি
নিরন্তরাল অদিগন্ত সে-দীপবসন্ত ঝলে না যবে :
নিমেষ-মলয়ে শিহরি' প্রেমের উঞ্ছবৃত্তি ?—ছন্দরবে ?
না কবি, এ-হেন বালক-বিলাস তোমারেই সাজে হে অভিনয়ী !
সত্যে যদি না লভি—তবু যেন রঙ্গ-কাব্যে মজি' না রহি ।
বলি আরবার : তব সনে মোর নাহিক' বন্ধু, কলহ কোনো
স্বল্পগণ্ডিপুরে তবু তুমি অল্প-আলাপী রূপে তো বোনো ।
যারা ধরাতলে দৈনন্দিন জীবনে শুধুই অন্ন জপে :
তাদের কিছু তো উদার-কবিতা শোনাও কান্ত ছন্দরবে ।

শুধু, তুমি নও ঋষি স্বধর্ম্মে—সত্যে যাহার অচলা মতি :
তাই যারে চাও তারে না-পেলেও বাজাও বাঁশরী লহরারতি ।
ঋষি ব্যোম যাচে ; না-পেলে—ছন্দে রূপগানে মেতে ওঠে না তবু,
কবি ঋষি নয়—তাই জানেও না—কাব্যে মিলে না সত্য কভু ।
কাব্যের রস ? তার ক্ষীণ-ধারে কতটুকু প্রভা ওঠে কুসুমি' ?
হে রস-মত্ত ! ঋষি যারে জানে রস-বরুণার করুণা চুমি'
তারি এককণা ছুঁতে ছুঁতে জেনো হও বিহ্বল রোমাঞ্চিত—
ছোট পল্বলে করীর সিনান করে তারে যথা আন্দোলিত ।
ক্ষুদ্র আধার ! এতটুকু দোলে হও সচকিত, সে-চমকেরে
মনে করো তুমি রসের তুফান ! তাই রটো : ঋষি যাচিয়া ফেরে
কবির তুচ্ছ কাব্যসিদ্ধি !! হায় সুরভীন ! রঙের রেণু
পিয়ি' কহ—এই রঙের সিন্ধু !—এরই নাম চিরশ্যামলবেণু !!

ক বি ও ঋ ষি

কল্পনা যার ঝিলিকে বিভল—ঋষি মজে তারই মহার্ণবে :
এ-টুকুও তুমি বোঝ না গরবী, ভ্রান্ত—রঙীন ভাষা-স্তবে ?
সত্যেরে কর খর্ব্ব তাইতো, ভাবি' তারে মরু-শুষ্ক, বৃথা :
জানো না—তাহারি অণু বিম্বিয়া কোটি অপ্সরা রূপস্মিতা !
রূপের নিকষে আনন্দ চাহো কষিতে না চাহি' সত্যে সাথী—
না জানিয়া—রূপ বিধৃত সত্যে—যেথায় সুষমা অছায়া-ভাতি।
তাই যেথা তুমি দেখ শুধু রূপ—ঋষি সেথা দেখে সত্য-রাসে,
সত্য-রসের পারাবার চুমি' তবে ঋষি ভালো রূপেরে বাসে।
সামান্যে তুমি কল্পনা করি' দেখ সুন্দর—যেথায় ঋষি
নিরখে সুন্দরেশ্বরে—তাঁরি সম্বিতে ডুবি' অহর্নিশি।
তুমি কি জানিবে হায় কবি : ঋষি ত্রিভুবনেশের অতিথি প্রিয়
তোমার কাঙাল রসনা যাঁহার ক্ষণ-রস-স্বাদে গণে অমিয়,—
ঋষি যেথা স্বাদে রেণুতে মহান্, তুমি সেথা মাতো রেণুরই রসে :
ঋষি যাঁরে লভে অনির্ব্বচনে—তুমি বরো তারে কথা-রভসে।
ঋষি যেথা দেখে অম্বর মিশে অম্বুধি সাথে—তুমি হে কবি,
দেখ শুধু দিগ্বলয়ের তালতমালী-বনের তন্বী ছবি,
ঋষি যেথা শোনে প্রেম-ধ্বনিরাজে—তুমি শোনো ছায়া-প্রতিধ্বনি
ঋষি যেথা হেরে অযুতসূর্য্য—তুমি হেরো জোনাকীর নিছনি।
যে-রসাধিপের পলাতকছটা চুমি' ব্যোম হ'ল নীলিমা—গানে :
সে-নীলোত্তম গাহনী ঋষির রসরূপবাণী কবি কী জানে ?
যে-রসের অণু-পরশে তোমার মুখর মানস—হে বাক্‌প্রিয় !
ঋষি যে তাহারই অতল-মৌন—তাই তো সে তব অনাত্মীয়।
তাই চাহ তার কবি-পরিণতি—গোষ্পদে রবি কৃপায় ফলে :
গোষ্পদ ঘোষে—সৌরজগৎ তারই পায়ে নমিতেই যে ঢলে !
সত্য-সাধন ছন্দ-সাধন ততদূরে দোঁহে রসের ব্রতে :

সূর্য্যমুখী

যতদূরে ঐ ছায়াপথ-আঁখি বিলাসী পাপিয়া-চঞ্চু হ'তে।
পরমতমের ক্ষণাভাষ দেয় কাব্যের মায়া-ইন্দ্রধনু :
শুধু, সে-আভাষ রহে ক্ষণাভাষ—অতনু সে-ভায় ধরে না তনু।
কল্পনা ? সে যে ক্ষণিক-বিলাস—শিশুমুখে আধ-অফুট-ভাষা :
বিরাম-বিতান রচে সে-লতায়—শুধু, নাই সেথা প্রেম-বিপাশা।
পূর্ণতা নহে লক্ষ্য তাহার, মিথ্যা তাহার উত্তরীয় :
না কাঁদিলে প্রতি তনু-অণু কভু দেখা দেয় কবি, পূর্ণ-প্রিয় ?

যে-দিন ভুবনে প্রতি ব্রততীর নটনে বক্ষ উঠিবে শ্বসি'
"পেল ব্রততীও সে-পরশ, শুধু মোরই মনে ছায় পুঞ্জমসী !"
যেদিন মলয়-বুলনে অঙ্গ শিহরি' বেদনে উঠিবে কহি' :
"মলয়ও পেল সে-শ্যামলের চুম, শুধু বঞ্চিত আমিই দহি !"
কহিবে যেদিন কোকিল-কূজনে না ধ্বনি' কুহু-প্রফুল্ল গাথা :
"স্বরিল কোকিলও সপ্তকে, শুধু মোরই কণ্ঠে সে হ'ল না সাধা !"
কহিবে যেদিন নিরখিয়া প্রতি কোরক-মরম-লাজুক-বিভা :
"তারি মখমলে রাঙে কলি, শুধু মোরই রাতি অরুণিল না দিবা !
সেদিন মিলিবে—যার আগমনী গাও কবি, আজ রঙ্গ-রেশে :
নহিলে "উছাস-কুসুম" ?—হায়, সে—"আকাশ-কুসুম" ছদ্মবেশে !

মিলন-পূর্ব্বে মুরলী-মধুপ ? সে-গুঞ্জ কবি, মায়ার-খেলা !
অকূলে যে কূল লভেনি—গায় কি বেলাপারবাণী তাহার ভেলা ?
বিরহের লোরে ফুলশেজ-উলু ? শিশুমুখে প্রিয়া-রতি-বারতা ?
সাধকের মুখে সিদ্ধি-বিভূতি ? ঊষরের মুখে সবুজ-কথা ?
কবি-কম্পনে ঋষিঝঙ্কার ? হায় কবি, হায় বিড়ম্বনা !—
নহে যে সত্যসন্ধানব্রতী—আঁকে যে রঙীন আলিম্পনা !!

সার্থকতা

THE RISHI

For thou art He, O King! Only the night
Is on thy soul
By thy own will. Remove it and recover
The serene whole
Thou art, indeed, then raise up man the lover
To God the goal.

SRI AUROBINDO

তুমিই রাজন্ "তিনি"—শুধু, রাত্রি গহনা ঘনায়
অন্তরে তোমার
আপন ইচ্ছায় তব। নাশি' তারে—পূর্ণছন্দে করো
পুনরধিকার
অখণ্ড প্রশান্তি নিজ; মানব-প্রেমীরে রূপান্তরো
ঈশ-লক্ষ্যে তার।

শ্রীঅরবিন্দ

সূর্য্যমুখী

There is a sudden door
Opened wide above :
Life looks for love no more
Since life itself grows love. . .

Somebody opens wide
Doors unopened yet :
Worlds and beings inside
The deep heart have met.

HARINDRANATH

চকিত দুয়ার খুলিল—উদার—
ঊর্দ্ধে আমার কে যেন নেমে !
জীবন প্রেমেরে খুঁজে না তো আর :
রূপান্তরিল জীবন—প্রেমে !...

যে দুয়ার কভু খুলে নাই--পলে
কে খুলে—পূর্ণ উদার স্বরে !
কত যে পরাণী অন্তরতলে
মিলিল কত যে ভুবন-পুরে !.....

হারীন্দ্রনাথ

চেতনার রূপান্তর

REVERIE

ভ্রান্তির অশান্ত দোলা :
উচ্ছ্বসিয়া মন্দতম বায়
এক পাক হ'তে প্রাণ অন্য পাকে নোঙর হারায় !···
গহন অন্তরে প্রেম-ইন্দীবর অনন্ত-পিয়াসী
উচ্ছলি' মেলিতে চায় তার হেমকান্তি অবিনাশী
স্বপ্নদল—সে-সরণী রহে আগুলায়ে উষাদ্রোহী
নীহার-নিশীথ···যায় না-ফুটিতে ঝরিয়া—বিরহী
লাজুক লালিমা যত, অস্ফুটে ময়ূখ-বিতান
না-জ্বলিতে নিভে যায়···শুধু বহে স্মৃতির পাষাণ
মন্থর মেঘের সঙ্ঘ।···হিয়াতটে সিন্ধূদ্বেল সুধা
উপছি' প্লাবিতে চায়···কোন্ বাঁধ বাঁধে ? পুঞ্জ ক্ষুধা
কাঁদে অতন্দ্রিত···যত আধ-আশা-মঞ্জরী অঙ্কুরে
নিত্য হয় নিরুন্মেষ হিম-ঋতু-নিরুত্তাপে···দূরে
বাঁশি ডাকে···ডাকে···গীতিকণ্ঠ চায় তারে প্রতিধ্বনি'
ছুটিতে দুরভিসারে—দীর্ঘশ্বাস উঠে শুধু রণি'
কী বিধুর বিষণ্ণ মর্ম্মরে !—তাই কুঞ্জে নাহি রাগে
অস্ফুভিন্ন নির্ঝর-কলিকা ধন্য-আলিম্পনা-ফাগে—
এক মোহ হ'তে করে আন মোহে আত্মসমর্পণ !
যারে চায় পায় না তো !—তবু মাগে পরশ-রতন
স্পর্শে যার ম্লান ভস্ম বৈদূর্য্যে লভিবে রূপান্তর ,
হেন মণি আছে ?—"আছে"—ভেসে আসে অ-ধরা উত্তর ;

সূর্য্যমুখী

সে-মণিমরীচিচ্ছটা পূত পলাতক লগ্নে জ্ব'লে
উঠে চিদাকাশে—পরে মূর্চ্ছাহত নামে অস্তাচলে !···
ধ্যান-রবি অবেলায় ডুবে যায় করি' অঙ্গীকার :
ঝরাবে শিহরস্মিত ধারা নবোদয়-পসরার
ভবিষ্যতে।···

কিন্তু মাগো, এই অস্ত-উদয়ের মাঝে
যে-পাণ্ডুর ব্যবধান অলঙ্ঘ্য অর্ণব সম রাজে,
কোন্ নীলনিষ্ঠাসেতু বাঁধি' তারে তরিবে পরাণ ?—
সহে ব্যথা, বাজে শুধু—এ-দুঃসহ দূরত্ব-বিধান !

ব্যবধান ?—লুপ্ত হোক্ প্রেমে ; এসো ঝঙ্ক' সেই-বাণী—
যে-বাণী শুনিয়া হয় ধূলিকণা কুসুম-কল্যাণী ;
যে-রূপের রেণু করি' পান যোগী হয় বনবাসী ;
মমতা-কুলায় ছাড়ি' সুখী হয় বৈরাগী—উদাসী ;
যে-ত্রিভঙ্গ-ঠাম হেরি' বারেক বৈষয়ী নাগরিক
হয় ব্রজবাসী ; বিলাসিনী হয় তীর্থের-পথিক ;
যে-অলখ দীপ্তি চুমি' ধূমবাষ্পে ঝুরে জলধনু ;
তুহিন-লাঞ্ছিত অপল্লব তনু উচ্ছলে অতনু ;
যে-নৃত্যহিল্লোলে জড় অণুবুকে নাচে সৌদামিনী
প্রেমানন্দে বাসর জাগায় রুণি' স্বাগত-কিঙ্কিণি ;
যে-মন্ত্র জপিয়া সন্ধ্যা তারা-রাতি জ্বালি' রবি লাগি'
বিরহ-শর্ব্বরী যাপে ; যে-গান্ধর্ব্বী কম্পনে বিবাগী
তন্ত্রী হয় বীণা, বেণু—বাঁশি, মর কণ্ঠ বরে যার
নন্দন-মন্দার-রাগ-ফুলে গাঁথে ছন্দ-সুর-হার ;
যে-বীজে সিঞ্চিয়া প্রাণরস পঙ্ক মঞ্জরে পঙ্কজ,—

চেতনার রূপান্তর

কালো-জল-বুকে বাজে আলোতালে নীলিমা-মুরজ ;
যে-গন্ধ লালন করি' মর্ম্মে মৃগ ছোঁরে মৃগনাভি ;
যে-স্ফটিক-ধারা স্মরি' বিধবা পিপাসা উঠে কাঁপি'
জলদ-বল্লভ-স্বপ্নে—ভুলে হিয়া বাস্তবের শত
আকাশ-কুসুম-ব্যথা, উষরতা দিগন্ত-বিতত ।

দাও সে-প্রতীক্ষা দীক্ষা—যার বরে বিকাশ-লীলায়
অন্তহীন বিমন্থনে নীহারিকা ফাটে তারকায়,
তারকা তপনে গলে, তপন প্রসবে গ্রহদল
বহ্নিবাষ্পলোল—পরে সেই জ্বালা হ'লে সুশীতল
জাগে স্নেহনেত্রা পৃথ্বী অনিলে-সলিলে-কলস্বরা…
ধীরে সে-নয়নতলে জাগে শ্যামলিমা চিত্তহরা
পরে যুগ-যুগান্তরে চলাচলে জাগে ধীরে…ধীরে
দেহ-প্রাণ-মন-দোলা—শেষ অঙ্কে আত্মার মন্দিরে
অসীমা মুরলী ধরে—প্রেমিকের আবাহনে তার
আলোক-নিঃশ্বাস ঢালি' মন্ত্রে রূপান্তর চেতনার ।

প্রতীক্ষা ? ধৈরয-মন্ত্র ? কাম্য মোর সেই দীক্ষাব্রত,
প্রতিপদে জীবনের সাধনায় হ'ব অবনত
বিলম্বে বিধান তব মানি' ; এ-প্রার্থনা : যেন মোর
অধীর আগ্রহ নাহি হয় ছদ্ম আসঙ্গের ডোর
সাধনা-গৌরব-গর্ব্ব সাথে মোরে বাঁধিতে মায়ায়—
চাহিয়াই না মিলিলে না যেন মা করি হায় হায় ।
দিন পিছু দিন যবে ব'য়ে যায় ঋতুহারা বনে—
জানি যেন : ফল্গু ফুল-মন্দাকিনী অলক্ষ্য সিঞ্চনে
তুলিছে কোমলি' মোর অহঙ্কার-কঙ্করিত প্রাণ—

সূর্য্যমুখী

দিগ্বিজয়-কিরীটের যাচে যেই ত্বরিত সন্ধান ;
শৈশব-প্রশ্রয়-মুগ্ধ বিলাসী বালক নাহি হোক্
অন্তর-তাপস মোর ; চাই যেন অলকা-আলোক—
নহে ক্ষণপ্রভানিন্দী দুদণ্ডের আঁখি-ধাঁধা ভাতি ;
উষালগ্ন লাগি' যেন শিখি উদ্‌যাপিতে ব্রত-রাতি ;
যা-কিছু আসিবে পথে—তোমারই বিধান বলি' ধরি
শিরে যেন ; চাওয়া-ছলে আত্মাদর কভু নাহি বরি ;
অনুযোগ অভিযোগ উষ্ণ অশ্রু স্বল্প-তৃপ্তি-ভরা
না যেন মা হয় মোর অর্চ্চনার নৈবেদ্য-পসরা।

শুধু, তাই বলি' যেন আনমনে দিবস না যাপি
স্বল্পতুষ্ট শ্লথ গতি গণি' শান্তিসম—মিষ্টালাপী
বঞ্চনা চাহিলে সখ্য—অভীপ্সা-অনলে যেন দহি
রঙীন জল্পনা তার, বিতৃষ্ণারে যেন মা না সহি
অটল সমতা গণি' ; চাই ধৈর্য্যদীক্ষা : তাই বলি'
ব্যাকুলতা-অন্তঃশিখা তামসে না লভে অন্তর্জলী !
প্রকৃতি প্রতীক্ষা করে যুগ যুগ বলিয়া—সাধনে
পরিতোষ-ছদ্মবেশী ক্লৈব্যে নাহি মজি ! প্রাণপণে
প্রতি তনু-অণু যেন প্রেমাহ্বানে ফলে মা তোমার
দম্ভোলি-বিস্ফার-বেগ—বিঘ্নবাধা করি' একাকার ;
শিখি আরাধিতে যেন ভকতির গোমুখী-প্লাবন
বালুগর্ভ জীবন-সরিতে···জানি : আছে প্রয়োজন
প্রশ্নহীন নির্ভরের, জানি : কাল পূর্ণ নাহি হ'লে
নাহি হয় মন্ত্রসিদ্ধি,—নটরঙ্গী ক্রন্দন-সম্বলে
নামে না গগনগঙ্গা—নিষ্ঠানীড়ে ভগীরথ সম

চেতনার রূপান্তর

সহস্রকিরণ জপি' আঁধার-অচল ক্রূরতম
উন্মূলিতে হয় প্রেমে ;—তাই বলি' যেন নিদ্রালস
উদয়-গোধূলি-রেশ নাহি গণি মধ্যাহ্ন-তপস্...
পলক-উদ্ভাসে যেন উল্লাসে না হই আত্মহারা
শ্যেন প্রজ্ঞা-দৌবারিক দেয় যেন সতর্ক পাহারা—
চাতুরীর ছায়াপাতও দেখায়ে মা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে :
কভু যেন অমাকণা লুকায়ে না রয় রমাবেশে ।

প্রেমলক্ষ্য বহুদূর...সত্য—পথে আছে পান্থশালা,
কিন্তু সে-ও ক্ষণকুঞ্জ ; এ-দুরভিসারে তারা-আলা
পথের পাথেয় হবে, সাথী হবে দিগন্ত অচিন,
আশ্রয়-বিতান হবে নীলাম্বর সীমান্ত-বিহীন ;
ঝরিবে না পুষ্পবৃষ্টি নভোবাণী প্রতিপদে হায়,
মনতোষ সত্য-সাক্ষ্য মিলিবে না প্রাণসাধনায় ;
জানি যেন : এ-সঙ্কট-যাত্রাপথে ঘনালে বাদল
নামিলে করকা—সেথা বাজিবে না মৃদঙ্গ মাদল
ঊর্দ্ধবাহু সঙ্কীর্ত্তনে...হ'তে হবে বহু মরুপার...
চেতনার-রূপান্তর-পথে হানা দিবে বহু মার...
বহু আত্মপ্রতারণা প্রলোভন...বহু মর্ম্মন্তুদ
যন্ত্রণার নিরুৎসাহ...আরও কত অরাতি অদ্ভুত
বলিষ্ঠ, কৌশলী...কত হিম ব্যঙ্গ অপ্রেম-বিলাসী
ভ্রূভঙ্গে গুন্ঠিবে নিত্য শ্যামলের প্রাণ-কাড়া বাঁশি !...

তবু মাগো জানি যেন : ব্যাকুলতা সর্ব্ববিঘ্নহরা,
তোর ডাকে সাড়া যদি দেয় মোর নিষ্ঠা অন্তঃস্বরা-

সূর্য্যমুখী

জানি যেন : হবে প্রতি অন্তরায়ও সাধন-সহায়
স্খলন সোপান হবে—কৃষ্ণা হেসে উঠিবে জ্যোৎস্নায় !

এ-জীবন নিধুবন নহে হায়,…তার প্রতি বাঁকে
ঝঙ্কৃত কদম্বতলে কম্পিত মুরলী নাহি ডাকে
হিয়া-রাধা অভিসারে…মুক্তিপন্থী-চরণে হেথায়
জড়ায় মা লক্ষ লাজ-আশঙ্কা-বেষ্টনী…মূরছায়
নক্ষত্র-কলাপী-পাখা রক্তাপ্লুত—ঝাপটি' পিঞ্জরে :
সেই চতুঃসীমা-মাঝে যেটুকু বিহার-রস ঝরে—
পিয়ি' গায় চিত্তপিক আত্মহারা কুহু-কুহু গান
যেন সে-কুহরে হায়, ঘোষে মানবতার সম্মান—
মুছে পিঞ্জরের গ্লানি !…ছন্দ-শিখী যতই ফুকারে
বাসনা-রঞ্জিত কেকা—মুমুক্ষুর নেত্রে ধারাসারে
বহে অশ্রু-নদী আত্মা-কারাগার স্মরি'—চিরন্তন
উদাত্ত অম্বর-স্বপ্ন শ্বসে অন্ধকূপে, সন্তরণ
যত করে লিপ্সাদহে তত কাঁদে বিধবা অধর…
রাজসভা—সে-ও ডুবে জলোচ্ছ্বাসে, তরঙ্গে বন্দর
মিলে যদি ক্ষণতরে—পরক্ষণে ফুঁসি' ফণাস্রোত
সাপটি' ছিনিয়া লয়…কম্পশিখা যুক্তির খদ্যোত
তারাদিশা ভাতিবে কেমনে ? ক্ষুব্ধ তুফান-পাথারে
কভু যদি মিলে ক্ষণবনদ্বীপ—কোথা সে-কান্তারে
লোকালয় ? শ্রান্ত দৃষ্টি অন্ধ-যষ্টি সম ল'য়ে চলে
নির্লক্ষ্য বিকল পান্থে, সে-অনুসন্ধানে নাহি জ্বলে
মশালের দৃপ্ত ভাতি—চলে প্রতি পদ গুণি' গুণি'
কৃষ্ণ কি সারথী হয়—শিষ্য যদি না হয় ফাল্গুনী ?

…

চেতনার রূপান্তর

তবু এই অ-ফাল্গুনী দীন আধারেও আচম্বিতে
ফাটে কভু বংশীধ্বনি মরুচরে বসন্ত দীপিতে !
যাদুকর-মন্ত্রে কভু বিনামেঘে বিজলি ঝলকে,
মূক হৃদি-গোষ্পদেও শঙ্খে কভু জাহ্নবী পলকে
সে-মাহেন্দ্র-লগ্নে—যবে চেতনার সাধো রূপান্তর
দাসত্বের ছাপ মুছি' মর্ত্ত্য ভালে—নিয়তি-কন্দর
লুপ্ত করো পদতলে করুণার ক্ষীরোদ-প্লাবনে :
বাহি' তরী চলি প্রেমে সরল-রেখায়, কাঁটাবনে
কল্লোলিনী কালিন্দী মা কাব্যময় করে বন্ধ্যাভূমি !···
নিমগ্ন চরণপ্রান্তে কোটি রক্তবেড়াজাল, চুমি'
শঙ্কাবলী-রেখায়িত ভাল গাও ওগো মন্দাকিনী :
"ব্যাকুল আহ্বানে তোর মোরে আজ নিয়েছিস্ জিনি',-
রাগিণী-নির্ঝরে তাই বিবাগী বিরাগ—মুগ্ধাম্বরে
হাসে প্রেম-রাকা—জল শিহরে তাহার হেম করে···
বন্ধুর উপলও শোন্ কুলুধ্বনি রচে কলোৎসবে ।"
ব্যাকুলতা-আবাহনে পুণ্যরবা নামে ক্ষুণ্ন ভবে ।

ব্যাকুলতা-ছন্দে ক্লান্ত অগ্রাগর-গতি প্রাণরীতি
প্রতিস্পর্দ্ধে ধূমকেতু ; ইন্দ্রজালে স্পন্দে কলগীতি
স্বরহারা কণ্ঠে ; জাগে পঙ্গু পায় সুমেরু উত্তরী
সহিষ্ণুতা ;—ভাঙাহাল ভেলা হয় নিস্তারিণী তরী ;
যোজন-ফলক-চিহ্ন রাখো যত দীর্ঘ ব্যবধানে—
প্রেম-তুরঙ্গমী তূর্ণ অতিক্রমে তোমারই বিধানে :
যবে ধায় প্রেমারোহী ব্যাকুলতা-পাথেয়ের সাথে
ধৈর্য্য ল'য়ে—তাই তব উভয় বরেই ধরি মাথে ।

৮

সূর্য্যমুখী

প্রশ্ন জাগে : ব্যাকুলতাভ্রমে মোরা বরি চঞ্চলতা,
তাই খরপ্রপাতে কি নেমে সে মা ভাঙে শুভব্রতা
সুন্দরবন্দনারতি ? তাই প্রেমলতা শান্তিসখী
গগন-শিথান চেয়ে' পায় ধূলি-শয্যা ? তাই লখি
তারকাশী স্বপ্নোৎপল নিম্নমুখী হ'তে অনুদিন ?—
কিন্তু, সুর যার মন্ত্র সে-ও কেন কাঁপে সুরহীন
অঙ্গুলি-পরশে ? কেন শিবনেত্রে প্রেমকান্তি হেরি'
বিবর্ণ অপ্রেম সহি ? বিচার-পসরা করি' ফেরি
বিরচি দম্ভের দুর্গ ? অন্নপূর্ণা-সত্রে রহে যার
জন্মস্বত্ব—সে কেমনে ধূলিস্তূপ-পাশে বার বার
পাতে হাত ? হায়, নিত্য সরল নির্ম্মল বাটে চায়
স্বপন চলিতে যার—কেন তার জাগরণ ধায়
কুটিল পঙ্কিল ঘাটে ? কুশাঙ্কুরে যবে ক্ষতধারে
ঝরে রক্ত—মহানন্দে কেমনে লালন করে তারে ?
অমরার ছায়াপথ-ইঙ্গিত তো ডাকিছে সদাই :
তারে হেলি' কেন—রসাতল-তটে আকুলিয়া ধাই—
কোন্ রত্ন-অন্বেষণে ? ধ্যান-অম্বুধির তলে নিতি
আরাধনা-শুক্তিবুকে প্রেমমুক্তা চাহে বর্ণ-গীতি
শুনাতে নিয়ত, শুধু ডুব দিলে পাই তারে বুকে :
চূর্ণ-তরঙ্গের দোলে তবু এ কী নির্নেত্র-কৌতুকে
গা-ভাসায়ে চলি ? মাগো, এ কী বিড়ম্বনা ? মনসাধে
স্বভাব-কুসুমোৎসবী কী গ্রহ-বৈগুণ্য পরমাদে
রোপে বিষবৃক্ষ ? দিব্য আঁখি অন্ধ রহে বা কেমনে ?—
উচ্ছ্বসিয়া বাহুপাশে বাঁধে যারে কম্প্র আলিঙ্গনে

চেতনার রূপান্তর

দেখে সে মোহিনী মায়া—তবু কেন ব্যাকুলি' শুধায় :
"এ-ভুজবন্ধনে ছিল এতদিন যে-চপলা—তায়
কোন্ মেঘ নিল হরি' ?"—যারে চুমি' লভেনি অধর
বাঞ্ছিত পরশ, সাধি' পায় নাই প্রার্থিত বাসর,
ক্ষণলীয়মান রাঙা আলো-অস্তে যাহার মিলনে
সঞ্চিয়াছে সিন্ধূচ্ছ্বাস বঞ্চিত এ-অন্তর-গহনে,
সে যদি মিলায়ে যায়—কেন প্রাণ তারে ফিরে চায় ?
কেন তার তরে কাঁদে—যারে সে পেয়েও নাহি পায় ?

আনন্দের অধোগতি বাসনার পরিখায় ভ্রমে…
প্রশান্তির অধোগতি উত্তেজনা-ঘূর্ণাচক্রে রমে
বাঞ্ছিত সম্পদ বেশে ; ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলনে
নটরঙ্গ-বিলসন যাচে নটী হিয়া, এ-জীবনে
তাই দুঃখে দেই কোল প্রেমে, চাই পুঞ্জ বেদনারে
গন্ধর্বেদিকায় স্থাপি' বন্দিতে রাঙিয়া স্তবধারে
বিবর্ণেরে কাব্য-অলক্তকে ; ফণী গণি' মণিসার
করি ফণা আলিঙ্গন—রুষিয়া সে দংশে বারবার
তবু সে জ্বালারে কহি : বসন্তের সুন্দর প্রবোধ !—
অশ্রুর রুদ্রাক্ষ জপি' আনন্দময়ীর ঋণশোধ !

সুধার সমুদ্র হ'তে কেন মা উৎসারে পঙ্কনদী
মরুমুখী ? লাবণ্যের জাহ্নবী পল্বল রচে ? যদি
ওঙ্কার-আকাশবাণী ক্ষণতরে না শুনি মা হায়
ব্রতহীন বিস্মরণে—কোথায় ভাসায়ে ল'য়ে যায়
কুহকের প্ররোচনা—কোন্ নির্ভরসা জলা পানে !

সূর্য্যমুখী

বারেক ভুলিলে সরলার মূরছনা—কেন কানে
জটিলার নিমন্ত্রণ হয় না এমন দুর্নিবার ?
বালার্ক-উদার রাজপথ ত্যজি' ধাই বেদনার
সর্পিল প্রদোষ-তটে ?   ডাকে···ডাকে অলকা-কিঙ্কিণি :
তবু কেন কান পাতি' শুনি পাতালের আলাপিনী ?
বারেক স্খলিলে পদ ফিরে আসা হয় সুকঠিন···
কে যেন ভাসায়ে ল'য়ে যায় বাত্যাচক্রে অনুদিন :
যেথায় ঘনায় মায়ামেঘ—যেথা আলো নিভে আসে—
সুন্দর কঙ্কাল হয়···মালা শুষ্ক ডোর পরকাশে !

বেদনার কন্দরেও তবু হেরি এ কী অপরূপ
লীলা তব !—মদসভা কভু বা বিচ্ছুরে পূজাধূপ !
পঙ্কিল পুষ্করও ফলে—তটিনীর চিরাত্মীয় সম—
নীলিমার নীলঝুরি রহিয়া রহিয়া—অনুপম
কলস্বনে—শ্লথ নদী প্রতিধ্বনে সাগর-কল্লোল
আচম্বিতে বন্যাগর্জ্জে—নীল-অভিসারে উতরোল !
বেদনা অসত্য, তবু যে-আদিম সত্য দিল তারে
গতি-পরমায়ু—তারে চিরতরে ভুলিতে না পারে ;
আঁধার নীরন্ধ্র হয় যবে—আর্ত্ত নিশীথিনী-বুকে
জ্ব'লে ওঠে পূর্ব্বমণি অকস্মাৎ নয়ন-সম্মুখে।

ব্যথা ঘোষে : শান্তির পথান্তে ভাতে মন্দির মোহন—
উড়ে যার স্বর্ণচূড়ে আনন্দের অম্লান কেতন ;
শুধু মিথ্যা-মন্ত্রণায় পরিহরি' সে-মন্দিরপথ
কুটিলতা তলে নামি—আরোহিয়া রসাতল-রথ

চে ত না র রূ পা ন্ত র

আবর্ত্তের পরে নিতি নব আবর্ত্তেরে কুণ্ডলিতে,
ছুটে সিংহনাদী প্রাণ নটনোর্ম্মি-উষ্ণীষ পরিতে—
আত্মরতি-শিরস্ত্রাণে ছত্রপতি কোহিনূর-মণি
খচিত ভাবিয়া ; তাই দেখিয়াও দেখে না—অশনি
কাছে আসে দিন দিন উদ্যত-দাহনা, ভুল তার
ভাঙে না চলার পথে, সংশয়েরই গাঁথে কণ্ঠহার
গ্রন্থি পরে গ্রন্থি বাঁধি', স্বভাব-সরল পথচারী
কুহেলি-কল্লোলে দিশা হারায়, উষসী-অভিসারী
পশ্চিমের পিছে ধায়—আপনার কামনা-মঞ্জীরে
নটরাজ-লাস্য শুনি' প্রমত্ততা যাচে ফিরে ফিরে :
আনন্দ-সহস্রদল-ফুলশয্যা বিসর্জ্জিয়া হিয়া
লালসা-পর্য্যঙ্ক মাগে—অস্থৈর্য্যেরে বৈকুণ্ঠ বলিয়া !

নিরালোক মধুচক্রে স্বর্গ খুঁজে কামনা-মধুপ ;
ভাঙে স্বর্গ পদে পদে···কাঁদে···মোহকবি কহে : "চুপ,
চাকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে মন্দার-বীজন এ-ভূতলে
বহে নিত্য—না-পাওয়ার মাঝে চির-শ্যামলিমা জ্বলে।"
ক্ষোভে নষ্টনীড় অলি কহে : "হায়, বুঝি না—কেমনে
মরু করে সবুজে লালন ! যারে সঞ্চিনু যতনে
লক্ষ ফুল-পরাগ ছানিয়া—বলো, হারালে তাহারে
কোন্ সে-ফটিকজলে মিটাব পিপাসা ? অ-ধরারে
ধরিতে জপিব কোন্ নিরাশ্রয়-মন্ত্র ? পাওয়া-মাঝে
ঈপ্সিতে না মিলে যদি—কেন না-পাওয়ার ব্যথা বাজে
চিরদিন ? পেয়েছিনু যেইটুকু মধুস্বাদ মোর
রসনায়—কেন সেই হারাধনই এ-জীবনভোর

সূর্য্য মুখী

চুঁড়ি প্রতি ঝরাফুলকোষে ? কেন এ-উদ্‌ভ্রান্ত কানে
মর্ম্মরে বৈদেহী স্বর : 'তোর মধু-বাসনা বিতানে
'নির্মোহ নক্ষত্র রাজে, মিথ্যা অভিমান-ভানু যদি
'নিভে একবার—তা'রা ধরিবে বর্ত্তিকা নিরবধি
'পথে তোর।—মর্ত্ত্য ফুলে কোথা বল্ শান্তি রে বিধুর ?
'সে-ক্ষীণসম্বল পরিমল তবু নিঙাড়ি' ভঙ্গুর
'মধুচক্র রচি' কেন দিস্ তারে শাশ্বতের দাম—
'মৃদুতম তৃণঘায় মূর্চ্ছে যে ধূলায়—অবিরাম
'টলে মৃদুতম বায়—যার চারিপাশে নিত্য ফুঁসে
'লক্ষ ঝঞ্ঝাফণা ? হায়, রঙ্গনেশা-চলোর্ম্মি-গণ্ডূষে
'মিটে ধ্রুবতারা-ক্ষুধা ? বৃথা তোর কুসুম-মৃগয়া,—
'অতন্দ্র আকুল গুঞ্জে বৃথা তুই প্রার্থিস্ মলয়া
'রে আতুর পুষ্পচোর ! কবে তোর চাকভাঙা বাণী
'ধ্বনিবে অন্তরে লুব্ধ ! মকরন্দ-উঞ্ছবৃত্তি-গ্লানি ?
'কবে শিখিবি রে তুই—নাহি মন্দ্রে মধুলালসায়
'চিরন্তন মধূৎসব ? মৃগতৃষ্ণা-পারে প্রেমচ্ছায়
'ঝরে চিরতৃষ্ণাহরা—যার চিরবসন্ত কানন
'প্রেমিক ভ্রমরবৃন্দে পাঠায় অসাঙ্গ নিমন্ত্রণ।
'কবে তোর রসনায় আহত-পুষ্পাশা অনাহত
'পুষ্পস্বাদ-দুরাশা জাগাবে ? কবে অরূপের ব্রত
'ধরিবি রূপের দ্বন্দ্বে ? ধিক্, মর্ত্ত্য প্রসূন-অধরে
'মধু কতটুকু ? কেন নাহি চা'স্ মন্দার-বাসরে
'তারামণি-চতুর্দ্দোল ?'

"কবি, বলো : শুন' নাই তুমি

হেন কায়াহীন স্বর? ছায়া-গন্ধে উঠে নি কুসুমি'
হেন বাণী হৃদে তব কভু?"

কবি কহে: "হায় অলি!
তারামণি-চতুর্দ্দোল কোন্ অন্তঃপুর সমুজ্জ্বলি'
বহে ত্রিভুবনে? ও সকলই বৃথা—কথা—কথা—কথা:
আমি শুধু চিনি হেথা রক্তরাঙা বেদনা সুব্রতা।
চেয়ে কে লভেছে কবে আকাশ-কুসুম ধরাতলে?
কাঁদিয়া কে ফিরায়েছে একটি লহরও নদীজলে?
সঞ্জীবনী-মন্ত্রে কবে মৃত পত্র হয়েছে হরিত?
বনস্থলী-অশ্রু কবে দাবানলে করেছে তর্পিত?
পিপীলিকা পাখা মেলি' স্বর্ণশিখা কোল দিতে ধায়—
বিশ্বাসে তাহার বহ্নি স্বর্ণধর্ম্মী হয় কি কৃপায়?
পক্ষ হায়, পতঙ্গেরে দেয় কি নীলিমা কোলে সঁপি'?
যে-পাখা গগনসখা সে-ই ডাকে মরণে উৎসবি'!
কহো বন্ধু, যাতনা-শোণিতাক্ষরে নহে কি লীলার
কল্প-কল্পান্তর ইতিহাস লিখা? অমৃত-আশার
লাঞ্ছনা-শ্মশানে রচে পঙ্ক-সৌধে গরবী বাস্তব:
সে-গৃহপ্রবেশে ধিক্—গাই তাই বেদনা-গৌরব।
বাহিরের এ-জগৎ ভাসে স্বপ্নভঙ্গ আঁখিনীরে,—
অন্তরে জগৎ এক রচি তাই কল্পনার তীরে
সে-বেলায় নব এক রাজ্য রচি নব ছন্দে সুরে
যাহার দুরভিসারে ব্যথারেও রসের নূপুরে
বাজায়ে শুনিতে চাই রূঢ় বাস্তবেরে পরিহরি':
ইন্দ্রিয়ের রক্তসাক্ষ্য কল্পনার অস্বীকারে তরি'।"

সূর্য্যমুখী

"কী বুঝাও স্বপ্ন কবি ?" দ্বিরেফ বিষাদ গুঞ্জে পুছে,
"বাস্তবের গর্ব্ব টীকা স্বপ্ন-অস্বীকারে কভু মুছে ?
নহে কি বাস্তব দুর্নিবার-দাহ—তীক্ষ্ণ-ধনুষ্পাণি ?
তাহার শাণিত শর এড়ায়ে কেমনে অভিমানী,
রহিবে একান্তে বসি' পেলব কল্পনা-কুঞ্জবনে ?
বলাকার সম বালুগর্ভে মুখ লুকায়ে কেমনে
বিমুখিবে শক্রশর ? মোহাঞ্জন চক্ষে লেপি' হায়,
তামস গগনপট রঞ্জিয়া তুলিবে চন্দ্রিকায় ?
বহু সাধনায় যদি দুঃখে কভু পাও ক্ষণিকের
রসাস্বাদ—জেনো তাহা সৌখীন খেলানা বালকের,
বাস্তবের অনুমতি-অবসরে সে-বিনোদ ছবি
ভোগ করো দণ্ড দুই—নহে নিজ সৃষ্টিরাগে, কবি !
যত না উচ্ছসি' ওঠো বেদন-বিলাসে, সত্য করি'
কহো তো সন্ধানী !—শূন্যে শূন্য বুক উঠে কভু ভরি' ?
অঙ্গারে নক্ষত্রভাতি ? তৈলদীপে তপন-তিয়াস ?
দেহাঙ্গ গুটায়ে কূর্ম্মসম—ভূমিকম্প-সর্ব্বনাশ
অগ্ন্যুৎপাত উড়াবে হাসিয়া ? প্রতি রন্ধ্র যে মোদের
বাস্তবের স্পন্দে-ভরা। ক্ষুধা-শিখা তার কি ব্যোমের
রাঙা শূন্যতায় তর্পে কভু ? নিত্য অভাব তাহার
আশা চাওয়া দাবিদাওয়া রূপ-নেশা অতৃপ্ত বিহার
কোটি মুখে মাগে তৃপ্তি, রাখিবে ভুলায়ে কয়দিন
বাষ্প-রঙ-সান্ত্বনায় ? হায় কবি, শুধু স্বপ্নবীণ
বাজায়ে মিটে কি তীব্র জাগরণ-তৃষা ? সংহরিয়া
প্রাণপণে আপনারে—বাস্তব-অঙ্কুশ বিস্মরিয়া

নিরালে অজ্ঞাতবাস। ইন্দ্রিয়ের আক্রমণপথ
অসংখ্য, তবু সে কাটে নব নব সুড়ঙ্গ অসৎ
যে-গুপ্ত-প্রণালী বাহি' নিরন্তর করে আনাগোনা
লক্ষ কায়াহীন রিপু—যাহাদের নিত্য জানাশোনা
অদৃশ্য অর্ব্বুদ শক্তি সনে—উগ্র পরাক্রম তার
শুধু ইন্দ্রধনু-রাগে ভাবোচ্ছ্বাসে মানে কভু হার?
তাদেরে স্পর্দ্ধিবে যদি—জয়ী হ'তে হবে বুকভাঙা
রুধির-দ্বৈরথে, বৃথা রচো কাব্যদ্বীপ স্বপ্নরাঙা।"

সত্য, কাব্যকুয়াশায় স্বপ্নকবি দেয় আলেয়ার
আলোস্তম্ভ-দাম! স্থাপি' কল্পনার বেদী 'পরে তার
ছায়ামূর্ত্তি—পূজে কায়ামূল্যে! চির-মরুমুখী ধারা
জলধি-অভিসারিণী গণি' আপনারে আত্মহারা
হয় গর্ব্বে! পুষ্পপুটে তাই লভে আশ্রয় হিমানী,
প্রেম-পরাঙ্মুখতারে গণে বীর্য্যসম অভিমানী
স্বাধীন বিদ্রোহী। হায়, স্বাধীন! চরণ যার সদা
অলক্ষ্য সঙ্কেতে চলে, মতি যার বাসনা-বিব্রতা
মজ্জমান তৃণসম ধায় তারই তরঙ্গের মুখে
তবু ভাবে চলেছে সে স্বেচ্ছারঙ্গী সার্থক কৌতুকে···
কুজ্ঝটিকা-ইঙ্গিতে সে ওঠে পড়ে হাসে কাঁদে গায়
নিত্য সে-দোলায় নিজ নক্ষত্রের ইসারা হারায়···
আজ যার প্রাণবীণা সুরশিল্পি-স্পর্শে উঠে দুলে
কাল সে তেমনি কাঁপে গরলের বেসুরা অঙ্গুলে···
ইন্দ্রিয়-সঙ্কীর্ণ-গণ্ডী বারেকেও যে লঙ্ঘিতে না পারে
সূত্রে হয় সর্পভ্রম, কাচে হীরা গণে—বারে বারে···

সূর্য্যমুখী

বন্ধ্যা সর্ত্ত রচি' অন্ধ রহে যে মা পুষ্পিত বন্দনে,
বুঝিতে না পারে—কেন হিমবায়ু সতত স্বননে
বসন্ত-বিধুর বক্ষে তার, জানে না যে—কেন সদা
সিন্ধুমন্ত্র জপি' তার প্রাণনদী রহে মরুব্রতা ;
দেখেও দেখে না হায় : মানি' নিজ স্বাধীন বিধান
মুক্তি-সূর্য্য-ভেরী হয় মৌন—শুনে তিমির-বিষাণ ;
উচ্ছ্রিয়া অম্বরদ্রোহী তোরণ যে হৃদে গুহা রচি'
তারকা-তপন-তন্ত্র ছাড়ি' সে-কন্দরে রহে মজি',
বেদনা অসহ হ'লে আঁধিয়ার আঁকে রাঙা রঙে
ঝরাফুলে স্তব রচে স্ফুরিত অধরে অশ্রু-ঢঙে ;
অনুপ্রাসে অলঙ্কারে গদগদ লেখে যে কবিতা
মতিভ্রমে প্রজ্ঞা কহি'—সন্ধ্যারে অরুণ-অন্তঃস্মিতা।

আপনারে বাসি ভালো—তাই যাহা চাই—হ'লে হীন,—
ঘোষি : তারই পঙ্কটিপে দীপে মানবতা নির্মলিন !

তবু আপনারে ঘোষি—'বাস্তবী' এ-জীবনে সদাই,
কহি : স্বপনের রঙ্গমঞ্চে নট হ'তে নাহি চাই ;
রটি' : মোর শ্যেন দৃষ্টি নিষ্করুণ, চাহে সে সত্যেরে ;
শুধু, যবে অন্তরের ক্ষুধাশান্তি নাহি হয়—ঘেরে
তিমির-তাণ্ডব—যবে আশা-নভে নিরাশা ঘনায়—
ইন্দ্রিয়ের সিন্ধুগর্জ্জে বুদ্ধিভেলা কূল নাহি পায়
আপনারি দোষে মাগো—যবে না প্রার্থিয়া দিব্যাঞ্জন
অন্ধ সঙ্কেতের অন্ধ খাতে তরী বাহি' অনুক্ষণ
দেখি হায় : আত্মরতি দিঙ্‌নির্ণয় শুধু টেনে আনে
ক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্ত্ত-কেন্দ্রে—তবু তো না ফিরি তোর পানে !

চেতনার রূপান্তর

লকলকি' বিদ্যুজ্জীহ্বা ফাটে যবে কড় কড় ধ্বনি
বারেক তোমারে ডাকি,—পরে পুন মোহজাল বুনি,
ঝঞ্ঝা বরি' নব যুক্তি সমর্থনে—অন্তর নির্দ্দেশ
কেন নাহি শুনি—যবে তটরেখা রহে নিরুদ্দেশ ?
চাহিলে যাহারে মিলে—শুধু কথা কথা কলধ্বনি'
কেন পায়ে ঠেলি ? যার আত্মা চির-স্বর্লোক-স্বপনী
তার দেহ-মন-প্রাণ কেন হয় অশুচি-বাহন
'বাস্তবতা'-প্ররোচনে ? বিচিত্র এ-অশান্তি-নটন !

অশান্তি যে চাই নিতি :
কামনার উদ্দাম ফেনায়
গাঁথি কত অনুরাগে আত্মপ্রণয়ের মালিকায় !···
সে-ফেনিল-মদোৎসবে পেলব সুন্দর পড়ে ঢাকা :
বাস্তবের পাশুপতে ভূমিতলে লুটে স্বপ্ন-পাখা !···

তবু এই বাস্তবেরই বাঁকে বাঁকে মুরলী-মন্ত্রণা
কে যেন কুহরে কানে !—মরুচরে অস্তাভ আল্পনা !
সুরসমারোহহীন সিকতায় কে যেন বিছায়
অনঙ্গ-সঙ্গীত-শঙ্খ-ঝিকিমিকি !···কে যেন বিলায়
কোলাহল-মর্ম্মে এক অকল্লোল গহীন বারতা !···
কিশলয় কহে যেন পাষাণের কানে কানে কথা !···
ধ্রুবতারা কে ফুটায় আপনি রাঙ্গিয়া রলরোলে !···
প্রশান্তির দিব্যাঞ্জনে নিরঞ্জন নেত্র উঠে জ্ব'লে :

সূর্য্যমুখী

অকস্মাৎ বিহঙ্গের বর্ণহীন পর্ণে অতুলন
অম্বরের ধূপছায়া-বিম্ব ফলে—অমল মোহন !
ভৃঙ্গ-গুঞ্জরণে শুনি আধভোলা বসন্ত-নূপুর !···
পল্লবের বৃন্তে হেরি শাখা-সাথে পাতার মধুর
বল্লভ চুম্বন !···হেরি প্রজাপতি-পাখনা-মেলায়
অচিন্ত্য স্বর্ণের পুণ্য প্রতিজ্ঞা এ-ধূসর ধরায় !···
কলাপীর বর্হে আঁকে কোন্ সে-জলদ প্রেমাক্ষর !···
মঞ্জরীর মঞ্জু ওষ্ঠে মেশে কার রঞ্জিত অধর !···
সরসীর কায়াপটে কাঁপে কার পলাতক ছায়া !···
ইন্দ্রধনু-সপ্তরঙে ঝুরে কার লক্ষরঙা মায়া !···

মায়া নয় : মায়াতীতা তুমি মা ঝরাও হাসিরাশি
রূপ নির্ঝরিণী-নৃত্যে অরূপায় বিশ্বে পরকাশি'
বিশ্বয়ে !   কভু হেন মনে হয় : সে-অরূপে বুঝি
ছুঁই—ছুঁই—ওই কোথা মিলায় সে—আর তারে খুঁজি'
মিলে না তো নিষ্করুণা !—দিক্-চক্রবালে যবনিকা
নামে হায় আচম্বিতে !—নিভে তব নিষ্কম্প দীপিকা—
যার প্রভা-স্পর্শমণি মর-চেতনার রূপান্তর
সাধে ঐন্দ্রজালী লাস্যে—মূরছিয়া পড়ে পৃথ্বী 'পর
নীলিমা বিস্মিত ভাল···দ্বন্দ্বাতীত চকিতে লুকায়
উদাসি' আভাষে—দ্বন্দ্ব ছত্রপতি হয় পুনরায়
কল্পনার কুবলয় বাস্তব-তুহিনে যায় ঝ'রে···
পশ্চিম রবিরে হরি' বসুধারে বিরহিণী করে।
অলকা বিদায় লয় ধূলিধূম্র কর্ম্মের আড়ালে
সোনার সম্বিৎ-পদ্ম ফুটে কই মানস-মৃণালে ?

চেতনার রূপান্তর

বহির্ম্মুখী চেতনার পিছুটানে হারাই সুদূর
নীলাকাশ—জাগরণ রহে চির-স্বপন-বিধুর !

এ কি শুধু পরিহাস—এই থেকে-থেকে-জ্ব'লে ওঠা
অধোমুখ তনুবৃন্তে অতনুর অরবিন্দ ফোটা ?
জন্ম-নিশ্চেতন-বুকে ক্ষণিকের সম্বিৎ-প্রভাতী ?
নিঃসীম তমিস্রাকাশে ক্ষণ-আয়ু ঝিকিমিকি-বাতি ?
রটিতে অকূল-ব্যথা কূল-বাঁশি শোনাও পাথারে ?
মণিমালা-ছদ্মবেশে আলেয়া চমকি' বারে বারে
ব্যঙ্গ-বাজ হানো আশা শিরে ? হিয়া রাখিতে তৃষিত
নিরম্বু নীরদে ভাসো ? স্ফুরৎ-স্ফুলিঙ্গে বিমোহিত
করো কি নীলিমানিভা,—কৃষ্ণতর করিতে নিশীথে ?
করাল শ্মশানে চিতা জ্বালিতে কি চাহো কুসুমিতে
ক্ষণলীয়মান কোটি প্রাণাঙ্কুর ? চাহো কি জননী,
মানবে দুর্ব্বল করি' গড়ি' পরে দিবস-রজনী
লাঞ্ছিতে তাহারে—তার মানবতা-গ্লানি দুন্দুভিয়া ?
অনাসৃষ্টি সুরে তব সৃষ্টিলীলা গাহিবে বলিয়া
দিলে স্বর বৃন্দ কণ্ঠে সাধায়ে বিলোম-অনুলোমে ?
বাঁধিতে মাটির ক্লিন্ন নাগপাশে—উদ্ভাসিলে ব্যোমে
বাসন্তিকা-ছন্দে রবি-শশী-গ্রহ-নক্ষত্র-বিমান ?
কল্পনার ছায়াপথ তরঙ্গিলে—শুধু অপমান
করিতে এ-অফুরাণ সৌন্দর্য্যের অভয়-সম্পদে ?
রোপিতে অসূর্য্যমূলে করালে কি স্নান সূর্য্য-হ্রদে ?
রচিলে মানবে হেন মানবতা-লক্ষ্যভেদী করি'—
অলভ্য দেবতা-দিশা দীপি' তারে তুলিতে জর্জ্জরি' ?

সূর্য্যমুখী

বামনতা অমৃত-পুত্রের নামাবলী হ'য়ে র'বে ?—
হেন বালপ্রশ্নে উঠে ত্রিভুবন হাসিয়া সরবে।

তার চেয়ে—কহে হিয়া—এই নহে সত্য কি সাধনে :
চেতনার যে-ক্ষণিক-রূপান্তর স্ফুরে প্রাণে মনে
তাহার চকিতাভাসে ফুটে এক দীপ্র বরাভয়-
সম্ভাবনা—নব বর্ণে ; শীত-ঋতু সম্পাতে মলয়
হারায় হিল্লোল—নব-আগমনী-শিহর-রভস :
সে শুধু জানে না বলি'—কোথা রাজে শ্যামল-পরশ ;
শমন-চরণে আজও জীবন মানিছে পরাজয়
নব মৃতসঞ্জীবনী-সিদ্ধি জিনি' শঙ্খিতে অভয় ;
ভস্মকণা জ্যোতিহীন মূরছে শ্মশানে – শুধু তার
বক্ষে যেই জলদর্চ্চি সুপ্ত রাজে তার খরধার
নবতন উদ্বোধনে জাগাতে ঘুমন্ত ম্লান পুরে ;
যাহা ক্ষণতরে ফলে চেতনার আরতি-মুকুরে—
তারই জয় গাহে শিল্পী দার্শনিক চারণ সাধক :
পাংশু মানবতা নহে মানবের ললাট-তিলক।

মানব-অতীত জ্যোতি আভাষে ভুলায় অবসাদ
শিখায়ে তাপিতে : তার বর্ত্তমান তামস-বিষাদ
শুধু অংশপথবার্ত্তা—দিনানুদৈনিক কর্ম্মপাকে
মনে হয় ফুল বুঝি ফুটিবে না আর আশাশাখে !
বাহিরের নিরালোক তুচ্ছতায় করি' বিচরণ
ভুলে হিয়া হায়—যে, সে দেবাতীত-দুরাশী-দর্পণ…
চলে ক্লান্ত বিস্মরণে…সহসা বিপুল সিন্ধু ডাকে…

পড়ে মনে—অমনি সে ধায় ধ্বংসি' ভ্রংশি' মোহপাকে
অর্ব্বুদোর্ম্মি-বাহু মেলি'—আকাঙ্ক্ষিয়া পরম মিলন :
মিলে যাহা ঘরছাড়া অভিসারে—তাহারই সাধন
করে চিত্রী—চিত্রে, কবি—ছন্দে, নট—তালে, গুণী—সুরে,
যোগী—তপস্যায়, কর্ম্মী—কর্ম্মে, প্রেমী—প্রেমের নূপুরে ;—
জীবনের নগণ্যতা পলকে বিলুপ্ত হয়—উঠে
চিরন্তনী স্বয়ংপ্রভা নিষ্প্রভে স্ফটিকসম ফুটে' !

বিপুল-মুরলী-পথে চেতনার স্বর্ণ আরোহণী
ডাকে···ডাকে···চিরদিন···যত পথ-বাধা মোহস্বনী
ইন্ধনের সম রাখে পথিকের পৌরুষ-পাবকে
জ্বালায়ে নিয়ত ; মোরা স্বর্গ-আশা পাসরি কুহকে—
অন্তরায়ে বিশ্ব তাই আহরিয়া আনে—নিরাশারে
সহায়-দীপালি-রূপে ভাতি' ; প্রতি পদে কৃপাধারে
আবর্জ্জনা বল্লরী পল্লবে রূপান্তরি' অলক্ষিতে
আশা-অধিষ্ঠাত্রী চায় মূর্চ্ছামৌনে সঙ্গীতে স্বরিতে।

সূচি-সূক্ষ্ম বাধা তাই শৈলসম বাজে সাধনায়
চেতনার ঊর্দ্ধযাত্রাপথে ; তাই হিয়া যত চায়
করিতে শোধন তার দেহমনপ্রাণ দিব্যালোকে
ততই জীমূতমন্দ্রে ত্রাসে মেঘ নূতন দুর্য্যোগে
নব নব মরুদৃশ্যে—নব নব প্রত্যবায়ে কত :
ব্রততী-বিনম্র সম গণিয়াছি যারে—সে উদ্ধত
শূলরূপ ধরে···যেথা স্রোত ছিল অব্যাহতগতি—
সহসা ফুলিয়া উঠে সংগ্রামের সঞ্চিত শকতি···

সূ র্য্য মু খী

—যেমন মলয়ও দ্রুতধাবমান পান্থবুকে বাজে—
কম্রমুখী দ্বন্দ্বদ্বিধা লহমায় ভল্লরূপে সাজে।
পিঙ্গল জীবনপথে স্বল্পাশী সম্বিৎ চলে ধীরে
পিঙ্গলে একান্ত মানি',—তাই যবে প্রখর মঞ্জীরে
প্রস্বনে সবিতা-মন্ত্র—স্পন্দে হিয়া দীপ্রতম তালে—
সে ক্ষণে যবনি টুটি' যত গ্লানি ছিল অন্তরালে
বাহিরায় বন্যাধারে,—ভাবে মন চমকিয়া : "হায়,
কোথা মুক্তিপতি ? ছায়া-গহ্বরের পানে প্রাণ ধায়
দুর্নিবার !—যেথা ছিল সংযমের বন্ধন শোভন—
সেথা আন্দোলিয়া উঠে পদে পদে আহত গর্জ্জন !
যেথা ছিল শালীনতা—ফাটে পদে পদে অহমিকা !
যেথা ছিল শান্ত সৌম্য গৃহদীপ—দোলে লোলশিখা
বাসনা-তুফান-মত্ত !—বিন্দুসম গুপ্ত মলিনতা
সিন্ধুসম ফুলে' ফুলে' ডাকে অতলের আবিলতা !
অভিমান কল্লোলিয়া উঠে পদে পদে অকারণে :
স্তব্ধ পরা সপ্তস্বরা···শুধু মুখরতা শৃঙ্গ স্বনে !

শুক্লাদ্বিতীয়ায় চাই সান্দ্র কোজাগর পূর্ণিমার
পূর্ণকান্তি—মোরা আত্মনির্ব্বাচিত ছন্দে বার বার
তোমার রাগিণী চাই শুনিতে মা,—নগদ বিদায়
চাই প্রতি পদে, তাই না মিলিলে অশ্রু উথলায়,
জিজ্ঞাসি : "যা ছিল মোর ধ্রুব ধন কে নিল গো হরি' ?"
অধ্রুবে সংশয় জাগে—অমৃতের প্রতীতি পাসরি।
ভুলি মা : অচিন বাধা আনে বহি' আত্মপরিচয়
হেন পরিচিতি হায় আত্মাদর-বাঞ্ছিত-যে নয়,—

তাই কহি : "কোথা সুধা ?   এ যে শুধু গরল-মন্থন !
এ-সংক্ষোভে কোথা স্বর্গ—কোথা চেতনার আরোহণ ?"

হায়, ভুলি : চেতনার আরোহণ নহে শিশুভাষ
আধ-আধ ভাঙা-ভাঙা—চাই সেথা নিষ্কম্প বিশ্বাস,
অগুন্ঠিত অন্তর্দৃষ্টি, ঊর্দ্ধাশার নিষ্ঠুর পাবন
অকুণ্ঠে সুন্দরকান্তি আত্মপ্রেমে করে যে দাহন—
যে-আত্মপ্রণয় চায় আপনারে বিমুগ্ধ রাখিতে
কল্পনা-কুসুম-গন্ধে—চাহে অনুদিন পাসরিতে
ফুলদল-অনাত্মীয় রূপ তার, সে যে ভালোবাসে
প্রাণপঙ্ক পঙ্কজ-বরণে আঁকি' আঁখিসভা-পাশে
আন্দোলিতে···বহু যত্নে গড়া সেই কল্পনা-মন্দির
তার দেহ-অঙ্গ সম !   তাই বাজে ব্যথা সুনিবিড়
সে-দেউলে একটিও নখচিহ্ন করিতে অঙ্কন ;
মিথ্যা-ধূপ-হিল্লোলিত মর্ম্মতোষ রম্য আবরণ
যাচে নিত্য—সে-আড়ালে রহিতে অক্ষত ;—সাধনায়
হেন মিথ্যা সনে করি' সন্ধি—কভু সত্য মিলে হায় !
রহি মোরা উন্মনা-যে আপনারই প্রসাদের লাগি',
শ্রীপদ-প্রসাদ তরে তাই হ'তে পারি না বৈরাগী,
কেটেও না কাটে তাই হৃদিগ্রন্থি, ঘুচে না সংশয়,
ঝ'রেও না ঝরে তোর করুণার স্নিগ্ধ বরাভয় !

সংশয় মা হোক্ দূর, চেতনায় যে-ক্ষণিক আলো
নামিলে তৃতীয় নেত্রে নেহারি নিখিল—তারে ঢালো
অবিচ্ছিন্ন ক্ষীরধারে—দশ দিশি দীপি', গাহি' জয়

সূর্য্যমুখী

মধ্যাহ্ন-ডমরু-রোলে চিত্তমাঝে জ্বালি' বরাভয়
কল্যাণ হিন্দোলে এসো নির্ব্বন্ধনী তালে, দাও বর
বিদ্যুল্লতা-বেগে মোর চেতনার হোক্ রূপান্তর
ফাল্গুনি-গাণ্ডীবে শুষ্ক বসুধায় জাহ্নবী যেমন
উৎসারিল—তেমনি মা স্বপনের-অতীত-স্বপন
উদিয়া ঊষর চিত্তে মূর্চ্ছাহত আশা-স্বরগ্রাম
ঊর্দ্ধায়িত করুক ও-কাঞ্চন-কম্পনে অবিশ্রাম।
শুধু, তারে প্রার্থি চিরতরে—ফাটে যাহা চপলার
চলচঞ্চলাভাষে—বার বার করি' অঙ্গীকার :
"উদিব অনন্ত সূর্য্যে—যবে তোর শুদ্ধা হবে মতি
একমুখী নিষ্ঠাবরে ধারণের সঞ্চিলে শকতি।"

এ-শকতি বিনা তোর দুর্নিরীক্ষ্য আলোক-বৈভব
সহে সে কেমনে বল্—তমিস্রায় যার চিরোৎসব—
স্বল্প যার প্রাণশ্বাস—যুক্তি যার পরম সারথি ?
জানি মা গোষ্পদ আমি—তবু র'ব নীলাম্বুধি-ব্রতী
তোরই ভরসার বরে,—কৃপা নামে নির্গুণে বলিয়া
তোর চাঁদ তরে তার শিশুহাত বাড়ায় এ-হিয়া।

তোমার দাক্ষিণ্যে আজি দাও সে-প্রত্যয় মা জননী,—
যে-প্রত্যয়ে ক্ষীণ ফল্গু লহমায় ধায় শঙ্খধ্বনি'
রবি-শশী-তারা-স্তোমে ; বরে যার পাণ্ডু অস্তাকাশে
সন্ধ্যামেঘ তা'র হারা-মণি প্রার্থে নবারুণ-পাশে ;
যে-প্রত্যয় বুকে ধরি' জড় ভ্রূণে শিহরে প্রতিভা ;
যে-প্রত্যয় মর্ম্মে জপি' অণু-বীজে ফাটে ফুল-বিভা ;

চেতনার রূপান্তর

যে-প্রত্যয় মূলে রোপি' বোবা শাখা মর্ম্মরে সমীরে ;—
শিখাও চাহিতে মোরে তারে—তব চরণ-মন্দিরে।

অপ্রত্যয় সে কি সহে সূর্য্য-সত্যে জন্মস্বত্ব যার ?
জোনাকী-কণিকা-দীপে মিটে কভু আলোতৃষ্ণা তা'র—
মনে যার, প্রাণে যার, শ্রবণে, অধরে, নেত্রপুটে
জ্যোতির্ম্ময়ী কল্লোলিনী নিমেষে নলিনী সম ফুটে ?
প্রতি দেহ-রেণু যার কাঁপে বৈদেহীর নিমন্ত্রণে—
মর্ম্মে যার মধুমাস জাগে তোর মুহূর্ত্ত শিঞ্জনে ?

তাই এ-মিনতি পদে : যদি মা তর্পণে হয় ত্রুটি—
মন্ত্রপাঠে—ভ্রান্তিভুল,—অসন্তোষ-কাঁটার ভ্রূকুটি
করে প্রাণনন্দন বন্ধুর ; যদি অবহেলি তোর
প্রেমের আহ্বান—দম্ভে ; আঁখিতটে যদি নেশাঘোর
ছুটিয়াও নাহি ছুটে ; মোহাঙ্কুর করিয়া বপন
মুক্তিফল না ফলিলে যদি করি উদ্দীপ্ত ভর্ৎসন
সুধা-মঞ্জরীরে তোর—যারে গেছি দলি' বার বার ;
জাগায়ে তুফান-গর্ব্ব মূঢ়তায়—প্রেমবর্ত্তিকার
লাজুক উচ্ছল ভাতি যদি মাগো নিভাই হেলায় ;
আত্মোৎসবী গর্ব্বারতি চাই যদি প্রেম-পূজাভায় ;
প্রতিপদে লাভক্ষতি-স্বপ্নচিন্তা চায় যদি মম
বণিক্ প্রত্যাশা—গণি' প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা পণ্য সম ;
সঙ্কটে তারিলে যদি তারা ব'লে তোরে নাহি মানি ;
করুণা-নিঃশ্বাসে বাঁচি' ক্ষোভে ঘোষে প্রাণ অভিমানী :
"প্রতি শ্বাসে চূর্ণিয়াছে একেকটি বক্ষের পঞ্জর ;"

সূর্য্যমুখী

অকৃতজ্ঞ এ-অন্তর পাসরি' মা বসন্ত সুন্দর
মনে রাখে ঘনঘটা ;—

ক্ষমি' স্থান দিস রাঙা পায়
দৃষ্টিহারা শিশু গণি' মোরে—যে কঙ্কর পানে ধায়
মর্ম্মর পালঙ্ক ছাড়ি'। যদি পিছে ফিরে ফিরে চাই,
তোর আশীর্ব্বাদ পেয়ে তবু তোরে ভুলে ভুলে যাই,—
জানিস—সে-শুধু মোর বাহিরের অক্ষমতা লাগি' :
মরম-মন্দিরে তোরই প্রতিমা অনিন্দ্যতমা জাগি'
বৈরাগী করেছে হৃদি।

নিত্য নব কামনায় বাঁধা
পড়ে এ-অতৃপ্ত আশা—নেত্রহারা ; তোর সুর সাধা
হ'য়েও না হয় কণ্ঠে—তাই আজও সুরহারা গান
সুরপাশে ফুটে, ধূলি মরকত পাশে পায় স্থান ;
প্রেমগন্ধী পারিজাতে বাসনার চঞ্চল শিশির
ভক্তি-মকরন্দ পাশে ভায় ; দীপ্র জ্ঞানের মিহির
মোহমেঘ সাথে রাজে ; তাই যবে যাচে এক আঁখি
নক্ষত্র-নিলয়—আন আঁখি রহে পৃথ্বী-অনুরাগী ;
যে-মুরলী কানে বাজে তাই তো মা বাজে না পরাণে,
সাম হয় শ্লোক সম, নদভ্রমে দহেরে বাখানে
বিবশ হৃদয়, দিব্য-অঞ্জন তেয়াগি'—পরে মসী
বিভ্রান্ত লোচন হায়, ব্যোম ছাড়ি' পিঞ্জরে উছসি'
উঠে নীলক্ষুধা পাখা, তবু তুই জানিস্ জননি :
যত অভিনয়, গ্লানি, অভিমান, যশোজয়ধ্বনি

চেতনার রূপান্তর

উদ্‌ভ্রান্ত করুক মোরে—তোর শ্রীচরণ মোর হিয়া
জেনেছে জীবনে সার : সে-গৌরবে আজি কমলিয়া
উঠুক বেদনা যত, কামনা কুঙ্কুমে ভরভরি'
ফুটুক পুণ্যাহে, খর অবিশ্বাসে নির্ভর-বাঁশরী
রণি' উভরায়—দে মা শৈবালেও প্রেমের প্রবালে
নবজন্ম—অমিত আদিত্য-টীকা আঁকি' মর্ত্ত্য ভালে
মুছিয়া কলঙ্ক—সেথা চেতনারে তোল্‌ দিব্য বরে
উদ্ভাসিয়া মানসের কল্পনা-অতীত রূপান্তরে।

TRANSCENDING

Know thyself, and that thou art mortal.
But know thyself, denying that thou art mortal :—
A thing of kisses and strife
A lit-up shaft of rain
A calling column of blood
A rose-tree bronzey with thorns
A mixture of yea and nay
A rainbow of love and hate
A wind that blows back and forth
A creature of conflict, like a cataract :
Know thyself in denial of all these things.

D. H. LAWRENCE

অক্ষণিক

চাহো নিজ পরিচয়, জানি'—তুমি নশ্বর, ওগো বিশ্বচারী !
চাহো নিজ পরিচয় গূঢ়—প্রতি ক্ষণরূপে তব অস্বীকারি' :
চুম্বন-মুগ্ধ, কলহ-পসারী, ঝলক-বৃষ্টি-ফলক-বিহারী,
  প্রাণ-আহ্বানী শোণিত-ডমরু, কাঁটাপিঙ্গল গোলাপবীথি,
আধ-সঙ্কোচ-আধ-সম্মতি প্রেম-দ্বেষ-দোলে রামধনু-রতি,
  পবন-রঙ্গী চলচঞ্চল—চির-আসা-যাওয়া যাহার রীতি,
দ্বন্দ্ববিলাসী ফেনিল-প্রপাত—এই শুধু তুমি, বিশ্বচারী ? -
নহে : চাহো নিজ পরিচিতি—প্রতি ক্ষণরূপে তব অস্বীকারি' ॥

আবেদন

All my soul has grown
Intensely heavy, sorrowful, alone,
As though it had a-sudden come across
A vision of incalculable loss
Through countless centuries of depths and heights
Wasted and the extinguished light of lights.

HARINDRANATH

অন্তর আমার
বিষণ্ণ, দোসরহারা, জড়িমা-আচ্ছন্ন, গুরুভার···
মনে হয়—হারায়েছি অমূল্য সম্পদ যেন হায়
অগণ্য শতাব্দী ধরি' তুঙ্গ-শৃঙ্গ-কন্দর-দোলায়····
মনে হয়—যেন সেই লক্ষ্যহীন অপচয়ে ঘোর
গেছে নিভে জীবনের সর্ব্বোত্তম দীপমণি মোর

হারীন্দ্রনাথ

সূর্য্যমুখী

O Miracle of the eternal pause!
Possess me wholly, body, mind and soul,
See, the entire being now withdraws
And gathers all the lights in its control.

HARINDRANATH

চিরন্তনী স্তব্ধতার হে ঐন্দ্রজালিক! অধিকার
করো মোর তনু মন অন্তর, হে সর্ব্বগ্রাসী শিখা!
দেখ, মোর পূর্ণ সত্তা আপনারে করে প্রত্যাহার—
প্রতি দীপ-স্বত্বে তার জ্বালাতে তোমার আরতিকা।

হারীন্দ্রনাথ

ব্যাকুলতা

নাথ, শিশুকাল হ'তে মুরলী তোমার বেজেছে যে কত ছন্দে—!
তব সঙ্গীত-তারা জ্বেলেছে সন্ধ্যা কুহেলিকা-নিরানন্দে— !
আমি দিকে দিকে কত তৃপ্তি খুঁজেছি হুলুধ্বনির সন্ধান :
শুধু বাঁশরী তোমার করেছে বন্ধ্যা সব বৈভব-সন্ধান !
বঁধু মানি—পথভুলে আশা-পাল তুলে কামনা-তরণী বেয়েছি :
শুধু তবু তোমারেই চেয়েছি শ্যামল, অন্তর-ব্রজে চেয়েছি ।

আজো পড়ে মনে : তব নাম-কীর্ত্তনে নামিয়াছে নদী নয়নে—
যবে ধ্রুব-চরিত্র প্রহ্লাদ-গাথা শুনেছি পুরাণে কথনে ;
শুনি' রাধার উছল আপনা-বিলানো প্রণয়-শরণ-কাহিনী
জানো কত মধু মিড়ে বাল-হৃদে মোর রণিল সে-রতি-রাগিণী :
প্রিয়, মানি—সাধনায় সেই ইঙ্গিত পারিনি যাচিতে শরণে :
তবু জপেছি তোমারি চরণ শ্যামল, বিরহে—মিলন-স্বপনে ।

সূর্য্যমুখী

পড়ে মনে—কৈশোরে একদিন ক্ষোভে ঘোষিনু : "চাহি না তোমারে ;"
মোর অমা-অভিমানে রটিনু : "তামসে মাতিব স্বেচ্ছা-বিহারে ;"
আজও পড়ে মনে—সেই মুহূর্ত্তে মোর পুঞ্জিল প্রাণে শূন্য,
মনে হ'ল বল্লভ—"তোমা বিনা বৃথা ধরম করম পুণ্য।"
আমি বুঝিনু সে-খণে : বলি না যতই—"তোমা বিনা পারি বাঁচিতে" :
মোর অন্তরবীণা চায় শুধু গুণী, তব ঝঙ্কারই সাধিতে।

দিন যায়···অবেলায় যৌবন-দিবা ম্লান হয় হৃদি-আকাশে······
যেথা বাসনা-ধাঁধায় দেখেছিনু রবি, নিরখিনু : রাহু বিলাসে······
ফিরে হারানো রাগিণী লাগি' তৃষা জাগে···কার তরে উঠি উছসি' !···
শুনি তারি স্বর : "বাজে সে-আলাপ-বাঁশি শুধু ও-অধর পরশি' !"
মোর বহির্মুখর মূর্চ্ছনা-মোহে চলেছিনু গান গাহিয়া :
তবু জানো তুমি—আমি ধরিতাম প্রাণ ও-মুরলীপথই চাহিয়া।

জানি— আলোকের ছলে চেয়েছিনু ভুলে তিমিরের অভিনন্দন,
কত বিকচ মিহির-কমলে পরানু বাসনা-শিশির-বন্ধন।
নীল নীরবতা তব দলিনু—আপন বন্দনা লাগি' সরবে······
হায়, চলিনু পুলকে পেখমি' মিথ্যা ধনজনযশোগরবে।
বঁধু, মানি—অম্বর-তৃষিত অধরে পঙ্কপাত্র ধরেছি :
তবু অন্তরতলে জানো শ্রীকান্ত, শুধু তোমারেই স্মরেছি।

পরে দিনু যবে ঝাঁপ—ভেবেছিনু পাব তোমার করুণা পলকে :
তুমি কোথা গেলে স'রে উদাসি' নয়ন—ক্ষণিক-বিজলি-ঝলকে !···
সেই বেদনায় আমি চাহিনু তোমারে জিনিতে আপন সাধনে,

ব্যাকুলতা

তব	অলকানন্দা বন্দী করিতে চাহিনু শক্তি-বাঁধনে।—
হার	মানি'—দিনু দোষ : "নিষ্ঠুর তুমি, মায়া তব সুর-গঙ্গা" :
তবু	বিদ্রোহ-বুকে চেয়েছি প্রণতি-আরতি—নূপুর-শঙ্খা।

আমি	ভেবেছিনু হায়—"তপন-তিয়াষ জাগিলে অস্ত-বক্ষে
দেয়	তৃষাই কালোরে আলো-সালোক্য, অলক্ষ্য ফুটে চক্ষে।"
আমি	ভেবেছিনু : "হয় অচিন ক্ষুধাই সুধা-পরিচয়-দিশারী,
যাচি'	মুক্তি—ভূলোক-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে না দ্যুলোক-বিহারী।"
আমি	ভেবেছিনু : "কৃপা-অঙ্কুর বুঝি নভোরাগে ফুলে উলসে
প্রেম-	অভিসারে"—আমি জপেছিনু—"কাটে ধূলি-বাধা ফুল-রভসে।"

তাই	ধন্য গণিনু আপনারে—যবে ডেকে নিলে তব বিপুলে
বাঁধি'	দিশাহারা মোর ভেলাখানি তব ভরসা-নোঙরে অকূলে···
তবু	অনল্প-স্বাদ লভিয়াও কেন বার বার ফিরে চাহিনু—
আজো	পারি না বুঝিতে—স্বল্প-সুখের গান তবু কেন গাহিনু ?
কেন	সরিৎ-লহরে দুলে মন—যবে প্রাণ চায় নিধি-দীক্ষা ?
যাচে	যে তব গগন সে-ও কেন চায় আগুন-মুষ্টিভিক্ষা !

ওই	গান গেয়ে চলে নটিনী তটিনী ললিত কাকলি-ছন্দে···
ওই	শাখে শাখে ডাকে কোকিল পাপিয়া তোমারই অঙ্গ-গন্ধে···
ওই	নীলিমা তোমারই কম্বু ধ্বনিছে অম্বু-নিশ্বাস-বিছনে···
তব	সুর-কায়া-ধ্যানে দূর ছায়াপথ হাসিছে হিরণ কিরণে···
তা'রা	তোমার প্রতিধ্বনি-মাতোয়ারা—ধ্বনি তাই আর চায় না···
লভে	কণাকামী তবু কণা : যে তোমারে চায়—সে কণাও পায় না !

সূর্য্যমুখী

ভবে ছোট সুখ দুখ হাসি অশ্রুর ফলফুল ল'য়ে কত না
করে মাতামাতি ধরণীর পুরবাসী—আবালপ্রবীণললনা :
সেই ভালো ; যে তোমার করুণা-কণিকা পেয়ে নাহি চায় তোমারে
চল- রঞ্জন ক্ষণ-শিঞ্জনে করে বন্দন তব লীলারে—
তার নাই গাঢ় দুখ, সে যে ছোট সুখ-কুঞ্জে আলসে গুঞ্জে :
শুধু, লীলা তরিয়া যে চায় লীলাময়ে—তারই বুকে মরু পুঞ্জে !

তুমি দিতেছ দীক্ষা ধীর প্রতীক্ষা-মন্ত্রে ?—তাহে তো দুখ নাই :
শুধু কেন সও—যবে অকূল ছাড়িয়া কূলপানে ফিরে ফিরে চাই ?
যবে জানো বল্লভ বাহিরের মোর আকাঙ্ক্ষা আশা কামনা
সবি মিথ্যা—করে এ-অন্তর-অলি শুধু তব মধু-যাচনা,—
যবে জানো বাহিরের স্বরূপে আমার কত বাজে নাথ লজ্জা,—
তুমি রুদ্রের তালে কেন না ছিন্ন করো এ-শূন্য সজ্জা ?

আমি চেয়েছি তোমারে, কবিতা শিল্প গীতি-আল্পনা চাহি নি :
তুমি ভিড়ালে অবান্তর সেই দ্বীপে—যার তরে তরী বাহি নি !
এ কি অপরাধ—যদি তৃষ্ণা-চাতক চায় নীলমেঘ-মিলনে ?
চায় নিটোল দানেশে যে-জন—ভুলাবে ভাঙা দানে তারে কেমনে ?
চির- সুধা-বৈরাগী যে-হৃদি-মধুপ অলখ পরাগ জপিয়া :
র'বে কোন পরাণে সে নির্মধু মধুচক্র-বিহারে মজিয়া ?

অকৃতার্থ

দিনে দিনে যাবে দিন এমনি কি ? হৃদি-বীণ
তোমার মুরলী-মিড়ে উঠিবে না রণি' ?
ধাইবে কি তরী মোর নির্লক্ষ্য—জীবনভোর
ঘূর্ণাবর্ত্তে দিশাহারা—বাহিয়া ক্ষেপণী ?
ঢেউ পরে ঢেউ ওই ভাঙে···ভাঙে···কোথা—কই
সূর্য্য-করতালি-মেলা—মূর্চ্ছনা-আলাপী—
রঙ্গভরা, কলস্বরা আনন্দ-আরক্তাধরা
কোথা আশা-মায়াবিনী—কল্পনা-কলাপী ?

জীবনের মধ্যভাগে তোমার আহ্বানরাগে
উঠেছিল রঞ্জি' মোর হৃদয়-বাসর···
স্বপ্নসুখ তটমেলা কামনা-কাকলি-খেলা
ছেড়ে এসেছিল—করি' চরণে নির্ভর···
ছিল কত সুখ-স্বপ্ন··· ছিল আশা—"প্রেম-রত্ন
অতলে ডুবিয়া নিত্য তুলিব সেঁচিয়া···
গাহন করিলে তব অগাধ সলিলে—নব
মুক্তামণি-আভা অঙ্গে উঠিবে জ্বলিয়া···"

সূর্য্যমুখী

ছিল আশা—"অন্ধকারে গাঁথিব শরণ-হারে
তোমারি বরণ-মালা"—কত সাধ হেন…
আঁধার নিবিড়তম হ'ল তবু কেন?—কম
স্বর কণ্ঠে ফুটিল না—কেন—কেন—কেন?
কত প্রশ্ন আসে ছেয়ে গোধূলির বেলা বেয়ে…
শাখী-শাখে বিহঙ্গেরা মৌন সবে আজ…
তরুদলে ফুল ঝরে… পল্লব ধূলায় মরে…
বল্লভ! তোমার বর বিনা বরসাজ
দিগ্বিজয়ী দেহে ম্লান… বিষাদ অশ্রান্ত-তান
বিছায় অন্তরতটে মন্থর কল্লোলে…
হৃদয় পিয়াসী হেন… তবুও লুকায়ে কেন?
তোমার সন্ধান বিনা হরিত-হিল্লোলে
জাগে না রোমাঞ্চ আর… নীলাম্বর অন্ধকার
বুকে ধ'রে চেয়ে রয়—কুজ্ঝটিকা-আঁখি…
ধূলি যে একান্ত ধূলি গগন-স্বপন ভুলি'
পাখা আছে; তবু নীলে ওড়ে কই পাখী?

তুমি কি জানো না কান্ত, তোমা বিনা হয় শ্রান্ত
যৌবন—প্রভাতে, বেণু স্বরে না বাঁশরী?
মিলনে চুম্বন নিভে— জানো না কি?—ধূপদীপে
জ্বলে না আরতি-আলো আবেগ লহরি'?
তুমি কি জানো না—প্রতি পলে তব প্রেমনতি
সূক্ষ্মগন্ধে অন্তরীক্ষ জাগায় পরাণে?
তব মকরন্দ বিনা বাসন্তী অশনি-লীনা
হয় নিত্য, পুষ্প লুটে শ্যামল বিতানে?

অকৃতার্থ

তুমি কি জানো না বন্ধু, হৃদি যাচি' সুধাসিন্ধু
তবু কালকূট পান করে কোন্ ছলে?
জানো না কি—কত রূপে আত্মরতি নাশে চুপে
শরণাগতির কলি? কী ব্যথায় দলে
পুণ্য সম্পদেরে হিয়া? কী বেদনে উদ্বেলিয়া
ভালোবাসে যারে প্রাণ তারেও না মানে?
নহ কি অন্তরযামী? তাই অন্তরালে স্বামী,
রহ হেন ছায়ামৌন—না শুনি' আহ্বানে?
জীবনের প্রতি পদে কত উষা-কোকনদে
তুহিন করকা কশা হানে অবেলায়!…
লক্ষ রঙে যে ফুটিত সে-আনন সুখস্মিত
পলকে বিষণ্ণ হয় আসন্ন মায়ায়!—
তবুও যে আশা জাগে বুকে বুকে হোলিরাগে—
থামিয়াও থামে না যে-অমৃত-ঝুলন—
সে কি বৃথা চলাচলে?— শুধু মিথ্যা দলে দলে
অনর্থ-চমূরে দিবে শক্তি-সিংহাসন?

প্রিয়তম! আর প্রাণে জাগিবে না গানে গানে—
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তুলি' মাতায়ে অবনী?
অন্ধকূপ-চিরপ্রলয় রটিল যে বিশ্বময়—!
এখনো কি আসিবে না—উদ্ভাসি' সরণী
তোমার বৈদূর্য্য-হাসে? জ্বালো ছায়া-চিত্তাকাশে
তোমার অকায়া-দীপ্তি, এসো—দেখা দাও:
যত কেন অপরাধ করে প্রাণ—দিনরাত
তবু যে তোমারে চায়—তাহারে ফুটাও

সূর্য্যমুখী

তোমার অপরাজেয় দীপমন্ত্রে, হে পাথেয়!
অনন্ত উর্ম্মিল-পথে ধ্রুবতারা হেন
এসো দলি' যুগান্তের অন্ধকার—নিশান্তের
অগ্রদৌত্যে, নীলিমাশা নাহি নিভে যেন
সংশয়-তুফান-রণে, এসো সুধা-স্বপ্ন-স্বনে
পঙ্কজ-প্রতীতি পঙ্কে তুলিতে ছন্দিয়া
পুষ্প-রাজদণ্ড ধরি' : দাও আজ্ঞা।—রূপান্তরি'
হবে সব কাঁটা—ফুল, বসন্ত বন্দিয়া······
তোমারি শরণ-সুরে··· তোমারি মধুনূপুরে
বহাও আনন্দ-ঢলে কালিন্দী—উচ্ছাসি'
নাচো প্রাণ-বৃন্দাবনে কল্পনা-কদম্ব-বনে
রাধা-বাঁশি-ইন্দ্রজালে তোলো পরকাশি'
মর্ম্মের নিষুপ্ত তলে যত দীপ্ত গীতি জ্বলে,
তব সুরে তোলো সুর,
তালে নব তাল,
হে বল্লভ, এসো আজি দিশারী সারথি সাজি'
অকৃতার্থে সার্থকিয়া
ঘুচাও আড়াল

অমৃত-প্রতীতি

এ-কবিতাটির ছন্দের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবার আছে : এতে যখন যে-ভাবে ছন্দের দোলা এসেছিল সেই ভাবেই লিখে গেছি। তাই অমিত্রাক্ষরের মধ্যেও মাত্রাবৃত্ত এসে গেছে ও অমিল যৌগিকে—অক্ষরবৃত্তে—সুরু হ'য়ে এ সমিল যৌগিকে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। এর প্রথম সাড়ে তিন পৃষ্ঠা "তুমি কি শুধুই" থেকে "নমো" অবধি বিশুদ্ধ চতুর্দ্দশপদী অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তবে এ-ছন্দ প্রবহমান ব'লে চতুর্দ্দশপদীটুকুকে যতিপ্রান্তিক ক'রেই লিখলাম—কারণ প্রবহমান চতুর্দ্দশপদীর লিপি-পদ্ধতি এই রকমই হওয়া উচিত। (তার পরে অষ্টাদশপদী অমিত্রাক্ষরকেও ঐভাবে লিখলেই ভালো হ'ত কিন্তু অষ্টাদশপদী বেশি কঠিন ছন্দ ব'লে এ-ব্যবস্থা আপাতত বাদ দিলাম—তাতে অনেকের পড়তে অসুবিধা হ'তে পারে ভেবে)। চতুর্দ্দশপদীকে এ-ভাবে লেখার সময় যেখানে যেখানে নিচের লাইন উপরের লাইনের থেকে ডান দিকে স'রে গেছে সেখানে সেখানে ছন্দ বিশেষ ক'রেই প্রবহমান বোঝাতে চেয়েছি—মুক্তক প্রবহমান—মাত্রাবৃত্তেও যেমন করেছি—'বিদায়ে আবাহন' লিপিকায়। শেষের দিকে কোথাও বা যতিতে যতিতে মিল দিয়েছি—এই রকমই মিল-ধ্বনি ছন্দে এসেছিল ব'লে। এ-দীর্ঘ কবিতাটি দুদিনেই আদ্যন্ত লিখেছিলাম—ভাবগুলি ছন্দের দোলায় অত্যন্ত দ্রুত এসেছিল ব'লে। কত দ্রুত বললে হয়ত মনে হবে—অতিরঞ্জিত। তবু এ-কথার উল্লেখ করলাম জানাতে যে, এত ত্বরিৎ-লিখনের ফলে হয়ত নানা ভাবপরিবর্ত্তনের দরুণ কোথাও কোথাও প্রথম দৃষ্টিতে কবিতাটিকে মনে হবে—যাকে ইংরাজিতে বলে : "Reverie" ; কিন্তু তা নয়, কবিতাটির মধ্যে একটি "স্থাপত্য-পরিকল্পনা" (architectonics) আছে। সেটির দিকে দৃষ্টি না রাখলে মনে হয় "ধ্রুব সুন্দরের" রস-প্রকৃতিটির ঠিক পরিচয় মিলবে না।

সূর্য্যমুখী

And finally it seems to me that even art is utterly dependent on philosophy: or if you prefer it, on a metaphysic. The metaphysic or philosophy may not be anywhere very accurately stated and may be quite unconscious, in the artist, yet it is a metaphysic that governs men at the time and it is by all men more or less comprehended, and lived. Men live and see according to some gradually developing and gradually withering vision. This vision exists also as a dynamic idea or metaphysics exists first as such. Then it is unfolded into life and art. Our vision, our belief, our metaphysic is wearing woefully thin, and the art is wearing absolutely threadbare. We have no future; neither for our hopes nor our aims nor our art. It has all gone grey and opaque.

We've got to rip the old veil of a vision across, and find what the heart really believes in, after all. . . .

D. H. LAWRENCE

শিল্প ?—সে-ও যে শুধুই গহনে দর্শন সনে মিলন যাচে :
স্ফুট কভু ভাব, অস্ফুট কভু—তবু তারই বরে শিল্পী বাঁচে।
তারই সঙ্কেতে যুগে যুগে সবে ধায় : শুধু, কেহ দেখিয়া চলে,
কেহ চলে তার গূঢ় ইঙ্গিতে—অন্ধের সম—অবনীতলে।
ধ্যান-ধ্রুবলোক কখনও প্রসারে, কভু সঙ্কোচে নিজ পরিধি :
তবু জীবনের প্রতি পাম্বরে নিয়ন্ত্রে তারই বিধান-বিধি।
স্পন্দিত ভাব-দর্শনে সেই মর্ম্মের ধ্যানই গাহে প্রভাতী,
জীবনে শিল্পে ফুটে—পরে। হায়, কোথা সেই ধ্যান—স্বপ্ন-সাথী ?
কোথায় অমৃত-প্রতীতি, চিন্তা ?—সবই যে পাংশু পুষ্টিহারা !
শিল্প মোদের তাই হেন ম্লান, কঙ্কালসার—কল্পনারা !
কোথা আমাদের অনাগত-যুগ-লক্ষ্য, দুরাশা, সুষমা ? কবে
হারায়েছে তারা বিকাশ-ভরসা জরাজর্জ্জর নিরুৎসবে !

দীর্ণ করি' এ-জীর্ণ গুণ্ঠ দেখিব ডুবিয়া ধ্যান-গহনে
কোন্ সুন্দরে ধ্রুব-প্রত্যয় রাজে অন্তর-সিংহাসনে।

ধ্রুব সুন্দর

তুমি কি শুধুই কথা—কথা হে সুন্দর ?
তোমার সৃষ্টির ক্ষুব্ধ পরিধির মাঝে
    বাস্তব-চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলি শরসম বাজিবে স্বপন-বক্ষে ?
ক্ষণিক মলয় জ্বালিবে বাড়ববহ্নিজ্বালা ?
দীপ্তিলেখা দণ্ড দুই মুগ্ধ করি' ধাঁধিয়া নয়ন মুছে যাবে চিরতরে ?
ধরিব যাহারে তৃষ্ণোদ্বেল বাহুবন্ধে—হবে সে শূন্যিমা ?
আরক্ত অধর হবে বিবর্ণ পাষাণ—চুম্বিব তাহারে যবে ?

কেন তবে প্রাণে কল্পনা-কল্লোল দিলে ?
বেণু হ'ল কেন বিপুল বাঁশরী—যার প্রতি রন্ধ্রে নাচে অম্বরের নীল নৃত্য ?
    আলাপিনী যার ভুলায় বিধুরে ধরণীর ধূলিধ্বনি,
ভুলায় বেসুর যত ক্ষণ-লীয়মান সুরশ্রী-আসারে—
    যার মধুরিমা-লেপে ভুলে সে মরুভূ-দাহ,
        ভুলে লুব্ধতার কাড়াকাড়ি ঈর্ষা, ক্ষোভ,
            দ্বন্দ্ব, নির্ম্মমতা প্রতিযোগিতার নামে ?
কেন দিলে তারে রঞ্জিত মঞ্জীর—যার আলিম্পন-বোলে
    ভুলে সে দাসত্ব-গ্লানি—বিক্লব-শৃঙ্খল ?

সুন্দর ! ধরায় যুগ-যুগান্তর হ'তে নিরানন্দে আনন্দের বন্দনা-আরতি
    ঝঙ্কারিয়া তোলো হেন কম্প্র ছন্দে কেন—যদি সে দুদণ্ড তরে ?
কেন ধরো বাতি নিরালোক পান্থপথে—
    যদি ঘনঘটা-ফুৎকারে সে হায় নিভে যাবে চিরতরে ?

সূর্য্যমুখী

মুরজ রবাব বীণা মৃদঙ্গ-বাসর ধূলিজালে লুপ্ত যদি হবে পরিণামে—
কেন তবে বোল তার লক্ষশত দোলে পিয়াসী পরাণে ছন্দে গান্ধর্ব্ব-দুরাশা ?
আলোয় কালোয় জলধনু মেঘকোলে কেন করে ঝিকিমিকি লুলিত লীলায়—
যদি পরিপাণ্ডু ধূসরিমা ছেয়ে এসে মুছে দেবে তারে সাঁঝে ?
অসাঙ্গ তারকা সুদূর-তৃষ্ণিকা কেন জাগায় জীবের পতঙ্গ পরাণে—
যদি আশার তাহার পাখা র'বে চির-অনুত্তিন্ন এ-লীলায় ?
বাল-রবি হাসে, হাসে—উদয়-অচলে নিশীথিনী অমা-অনীকিনী পরাজিয়া......
বাঁকা চাঁদ দিনে দিনে বিহ্বলে কৃষ্ণারে শুক্লা লাবণীর ধারে......
নক্ষত্র আঁধারে উর্দ্ধাসীনা নীলাম্বরী-বসনে কত না
স্বর্ণ পীত শুভ্র রাঙা চুম্কি খচিয়া ভাতে বৈজয়ন্তী মাল্যে......
তবু মনে হয় :
ভানুর বৈভব লুপ্ত হবে সুপ্তিগ্রাসে ;
কৃষ্ণপক্ষ কৌমুদীরে রহে অপেক্ষিয়া ;
জলদের কালো চুলে নক্ষত্র নিভিবে।

সুন্দর ! সুন্দর তুমি, তবু অসুন্দর তোমারে কলঙ্কী করে কেন ?
এক কলা রাঙে যবে কান্তি তব—কেন মনে হয় :
লক্ষ কলা ছায়া ধূম প্রতিদ্বন্দ্বী সম বিস্ফারিছে ব্যাদান তাহার—
আলোকেরে করিতে নিকষ কালো ?
হরষে কেন বা মনে হয় মায়া—বিষাদের গাঢ়তায় ?

না না ওই হাসে ইন্দু তেমনই নির্ম্মল !......
তেমনই তো স্নেহে ঢলে আকাশ-চাঁদোয়া !......
বহে ওই স্বচ্ছতোয়া কাকলি-চঞ্চলা তেমনই শিঞ্জনরোলে !......
ওই গিরিশ্যাম আধ-আলো-আধ-ছায়া-উপকণ্ঠ—শিরে হীরক-কিরীট-রেখা !.....

ওই বন্যবীথি হরিত-পল্লব-করে দেয় থাকি' থাকি' মর্ম্মরের তালি !.....
ওই শিশু করে খেলা : পঙ্কও তাহার অঙ্গে আঁকে শঙ্খ-লেখা !......
গাগরি ভরিয়া জল আনে কুলবালা—মুখে সে কী স্নিগ্ধ তৃপ্তি !—
এনেছে ও যেন অমৃত—ছানিয়া সিন্ধু ঘট ভরি' !......
ওই হুলুধ্বনি করে পুরবালা—যবে বর চন্দন-চর্চ্চিত আসে......
ব্রীড়ানতা বধূ আবছায়া স্পন্দে কাঁপে স্বপন-কজ্জলা......
অরণ্যে কুরঙ্গ নাচে—বিভঙ্গে তাহার গতির তরঙ্গ চ্ছুরি'......
মন্থর মরাল স্ববঙ্কিম প্রতিবিম্ব বিছায় তড়াগে :
বঙ্কিমে বঙ্কিম মিশে......
অম্বুধির 'পরে পাটল গৈরিক নীল সবুজ লহরী
    চলে ফেন-উত্তরীয় উড়ায়ে আকাশে......
বকুল-ব্রততী-বুকে শীষ দেয় দুটি দোয়েল-দম্পতী,
শ্যামা-মিথুন—চম্পকে......
বাসন্তিকা গেয়ে পিক সারা হ'য়ে যায় ডেকে ডেকে—
    যেন তার মিটিবে না সাধ আর আগমনী গেয়ে
        বাঞ্ছিতের পদার্পণে তুহিন-শ্মশানে।
সৈকত-শিয়রে ম্লাননেত্রা নগণ্যিকা বালুকা-কণাও ফলে সহস্র-কিরণে।
কানাকানি করে পৃথ্বী অপার্থিব সনে,
তারার কঙ্কণ ক্বণে উর্ম্মিলার দোলে,
অঙ্গারে বৈদূর্য্য জ্বলে, পত্রে পদ্মরাগ,
ভুবর্লোক ধরণীরে পরায় অঙ্গুরী।

লাগে প্রাণে দোল......হৃদি উঠে উছলিয়া :
নহে কভু প্রবঞ্চনা আনন্দ এমন ;

সূর্য্যমুখী

মিতালির রাখী নহে সলিল-বলয় ;
মিলন-মন্দির নহে চিতা ছদ্মবেশী।

"কে তুমি মা ? সুন্দরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ?
জানি জানি—তুমি আছ, তাই বসুন্ধরা
বর্ণ-রূপ-ধ্বনি-গন্ধ-বসু-মেখলায় বেড়ি' কান্ত কটি কাঁপে—ওগো'কান্তিময়ি !'

না তো !—নহে কান্তিময়ী—শুধু প্রসাধনী !
সুন্দরী···তবুও যেন কী নাই ?···নয়নে মাতে মাদকতা···
শুধু, লাবণী কোথায় ?

"না না, বুঝি ছদ্মবেশী বর্ণদেবী ? নমো—"

বিদ্যুৎকটাক্ষ হানি' দিয়া বাধা কহে সে-কামিনী :
"ওরে মূঢ় মোহাঞ্জনী ! বন্দিস কাহারে কল্লোলিয়া
বালভাষে ? কোন্ আশা-জল্পনায় গদগদ বোলে
অশ্রু-হাসি-ইন্দ্রধনু রচিস এ-চল-জলধরে ?
আমি নহি বর্ণদেবী। ঠমক-চমক-মিথ্যাময়ী
মায়া আমি নিষ্করুণা—মহামায়া—ভুবন-প্রসূতি।
কল্পনা ?—আমার শিশু সে-ও, শুধু লালিত সে-মূঢ়
ভারতী-ধাত্রীর স্তন্যে ;—তাই এত কোমল তাহার
কমতনু—ফুলঘায় আজো মূরছায় ! তাই আজো
জানে না সে—আমি তারে জন্ম দেছি ধূলি-ধরা 'পরে
গগনে নয়ন রাখি' তার। জানে না সে—দুই দিনে
ধাত্রী-অঙ্ক হ'তে তারে ছিনি' 'কাল' পিয়িবে গণ্ডূষে
পরমায়ু তার—পদ্মপত্রে-জলসম। কিন্তু আজো
সত্য সে সহিতে নারে—তাই তারে রেখেছি ভুলায়ে।

"কিন্তু তুই সত্য তরে উন্মুখ-যে অবোধ উচ্ছ্বাসী !
শ্রবণ ভরিয়া তাই জ্ঞানতত্ত্ব কর্ আজি পান।
শুধু, যদি জ্ঞান চাস : কল্পনা-কুমার সাথে তোর
রাখী-মৈত্রী ছিন্ন কর্। রাঙা নেশা সাজে না তাহার
সত্য যার জপমন্ত্র : সত্য—ক্রূর, নিঃসঙ্গ, নির্ম্মম।

"আমি মায়া : অখিলের ধাত্রী—সর্ব্বকর্ম্মের স্বজনী।
তাই চিরদিন আমি মর্ত্ত্যে জ্বালি সম্পদ-দেয়ালি
রাঙা ফুলফললতাতৃণে—লক্ষ নৈবেদ্য-পসরা—
'নাস্তি-যে' তাহার তরে—রটি' : সে-ই করুণা-কাণ্ডারী।

"কেন গড়ি ভোগ হেন 'নাস্তি-নিখিলেশ' আশা রচি' ?
সে-ই যে আমার লীলাবাণ—মোর নিষ্ঠুর তূণের।
এ-লীলারে উদ্ভাসিয়া ধরিত্রীর দারিদ্র্য-মূরতি
স্ফুরি আমি দীপ্তবর্ণে। কবি শিল্পী আমারি সঙ্কেতে
মিথ্যারে বরণ করে সত্য বলি'—ভ্রান্তির কুহকে।
তাদের স্বপনভঙ্গে উল্লাস আমার, নিরন্তর
তাই আমি স্বপ্ন রচি, লীলা মোর দিয়ে—লয় কেড়ে।
কিছু দেই ঊষাপাতে—সন্ধ্যা-শূন্যতারে গাঢ় করি'
তুলিতে—ভরসা-ভাস্ব-অস্তপথে। চুম্বনে রাঙাই :
অধর-কলিরে পরে ঝরাতে অপ্রেম-করকায়।
প্রাণ-তুরঙ্গমে আমি দিগ্বিজয় পানে দিকে দিকে
ছুটাই—দেখাতে পরে : বিজয় কেমনে মূর্চ্ছে ভূমে
পরাস্ত, রুধিরলিপ্ত। দেহ আমি নবনী-কোমল

সূর্য্যমুখী

করিয়া শৈশবে রচি—দুইদিনে জরায় নিঃশেষ
করিতে কোমল রস তার। স্বাস্থ্য—সে-ও মোর দান :
অস্বাস্থ্যের ভাঙাহাট বিছাতে—অলজ্ঘ্য চিরক্রূর
রোগশয্যা-গ্লানিমায়। মহানন্দ? হায়, ওরে মূঢ়,
বাষ্প-আলিম্পন সে যে! সে-ধূমলে আমিই রচেছি :
বাস্তবের পূতিগন্ধ সে-অনন্ত পিঙ্গল আলোকে
রন্ধ্রহীন অন্ধকারে তুলিতে পুঞ্জিয়া।—তাই সদা
জীবন-বীণার ঝঙ্কারিণী স্তুতি শুনি' হাসি পায়।

"জীবনদেবতা? মূঢ়! এ-বাত্যায় কোথায় দিশারী?
গগন সুদূরে—নীল, সমীপে—নিরঙ। মেঘ দূরে
পর্ব্বতের সম স্থূল, কাছে যাও—শুধুই শীকর।
দিগন্ত অদূর সম ডাকে, কাছে যাও—যায় স'রে।
রবিশশীগ্রহতারা মনে হয় পৃথ্বী-পরিক্রমা
করে অহর্নিশি : ভুল ভুল—ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য সব।
জীবন-দেবেরে সে-ই অতীন্দ্রিয় মহীয়ান্ চির-
অনির্ব্বাণ বর্ণে করে কল্পনা—আপন শূন্যতারে
অস্বীকৃতে, ইন্দ্রিয়ের বর্ব্বর বুভুক্ষা তাহে লাজে,
সুস্বাদু পীযূষও হয় বিস্বাদ—আমারি নিয়ন্ত্রণে :
জীবন-দেবতা কোথা? মন্দির যে তাঁরও মোরই গড়া।

"এ-দেহ তাঁহারই বেদী?—এ-মিথ্যাও মোরই প্ররোচনে
প্রচারিল মুগ্ধ কবি—কাব্যে, চিত্রী—চিত্রে, গুণী—গানে।
পুণ্য দেহ! জানিস্ কি কোন্ উপাদানে দেহ গড়া?
লক্ষ পঙ্করেণু ক্লিন্ন স্বেদ, গৃধ্নু লুব্ধ কোটি কীট

জলকণা মেদ রচে ;—অস্থি মজ্জা : জড়িমার কারা।
দেবের দেউল বটে দেহ !!—হেন দুর্ব্বল, ভঙ্গুর,
তৃণ চেয়ে অসহায় : ব্যোমতলে পারে না বাঁচিতে,
শিশিরে শুকায়, ঝড়ে কাঁপে, বরষায় বিহঙ্গমও
হেন নিরাশ্রয় নহে, সরীসৃপ সে-ও সুখিতর—
এই দেহ ল'য়ে ভবে কত না উচ্ছ্বাস—মাতামাতি !
ক্ষুদ্র বীজাণুর-জ্বালা মহামারী-অনল-চিতায়
যে পতঙ্গ সম দেয় আত্মাহুতি নিত্য হাহাকারে,—
হায় রে বঞ্চিত !—তারে মিথ্যারঙে আঁকি' আড়ম্বর,
নাম দিয়ে—'কারুকলা' ! নাম দিয়ে—'শিল্পের সান্ত্বনা' !
ধিক্ বিড়ম্বিত !—যেন মিথ্যা কভু সত্য-স্বচ্ছ হয়—
মঞ্জু আলিম্পনে তারে রঙ্গপটে তুলিলে ফলায়ে !
কতই সে নামাবলী—জপমালা—ঠাট ও ঠমক !
কত দীপ্ত বর্ণ তুলি ! সুষমার—গঠনের স্তুতি !
রূপকারে ব্রহ্মদর্শী বলি' কত সাশ্রু আধ বুলি !
কাহারে বঞ্চিতে চাস ? তৃষ্ণা কভু মিটে কি মলয়ে ?
বাস্তব ইন্দ্রিয় চায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন, তাই তো সে
এত নিঃসহায়—চায় দোসর ! হায় রে বীরপণা !
দুই দিনও নিজ সাহচর্য্যে হয় যে মুগ্ধ—প্রলাপী,—
সে ক্লৈব্যেই রচে কাব্য—একেলা থাকিতে ভয়ে সারা !
(জন্ম যার সাথীহীন—শ্মশানেও যে-যাত্রী একাকী !)
কাঁদে কবিতায় : 'রোগে সেবা—শোকে সান্ত্বনার গীতি—
নিয়তির কষাঘাতে অমৃতের প্রলেপ-বুলন'—
আরো কত···কিন্তু মৃত্যু ভুলে না তো কবির কথায়,
দেয় হানা নিজরূপে—শেষ অঙ্কে—তবু 'বরাভয়' !!

সূর্য্যমুখী

"হায়, কাব্য কাব্য করি' যত না সে হোক্ পল্লবিত—
ক্ষুধা তায় মেটে না তো,—যাচে তাই প্রেমের প্রতিমা,-
উচ্ছ্বসিয়া : 'রক্তমাংসে মঞ্জরিণী দৈবী ধুপছায়া !'—
প্রতিমা পাষাণ হয়, যৌবনশ্রী-ধুপছায়া হয়
শুধু ছায়া—মসী ছায়া—শ্লথচর্ম্ম ছদিনে ; অপ্সরী-
চরণ-কিঙ্কিণি বাজে 'উপহাস' তালে ! তবু নেশা
ছুটে না তো—যতদিন 'মঞ্জরিণী' না হ'ন বিলোলা
পিতামহী—বিগলিতা—কথা ক'ন আধ আধ বোলে :
বুদ্ধিতে ফিরিয়া শিশু—শুধু নাই দেহে তরুণাভা,
চক্ষে দাহ, মনে আকর্ষণ, রসনায় সুধাক্ষরা
মর্ম্মর-লাঞ্ছিনী ভাষা—তাই 'বৃদ্ধা' কাব্যে উপেক্ষিতা।
প্রণয় প্রণয়—অভিরাম ! জরার হেমন্তে যার
ঝরে পলে মঞ্জু কলি পত্রপুঞ্জ প্রফুল্ল বল্লরী—
যখন ধরণী আর বসন্তে করে না হোলিখেলা,
অচেনা রঙীন হয় পীত—পরিচিত—ধূসরাভ,
মলয়ের মদালসা কটাক্ষে জাগে না বুকে দোল,
অনন্ত বিস্ময়ও হয় ক্ষীয়মাণ—উচ্চৈঃশ্রবা-গতি
চলে ম্লান মন্দাক্রান্তা-তালে ; দিনযাত্রা নাহি রয়
নিত্য-নব আশা-অভিযান, হয় জীবনযাপন
দিনানুদৈনিক শুধু। শৌর্য্যরাগ সান্ধ্য শ্রান্তিমায়
মুদে তার খরদল। মনে জাগে অশান্ত সন্দেহ :
উষায় যে-শিশুতনু ছিল অরুণাভ সে কি এই ?—
যষ্টি-করে কোনোমতে পঙ্গু দেহ টানিয়া যে চলে—
ভুলি' : যে বাঁচারও তার নাহি অধিকার ?—পরবশ !

তবু বাঁচে—মোরই বরে :   বার্দ্ধক্যের ডঙ্কিতে মহিমা !

"এই দেহ, এ-জীবন ল'য়ে তোরা রচিস সঙ্গীত ?
এই দেহ এত প্রিয়—প্রতিপদে ক্লেদ যারে রহে
ঘেরিয়া আগ্রহে—মক্ষিকুল যথা ঘেরে আবর্জ্জনা ?
মূত্রঃসহ-গন্ধ স্বেদ কম্প যার অঙ্গ-পরিমল
দুদিনের অনিদ্রায় কান্তি যার হয় প্রেতসম,
অর্দ্ধাশনে কঙ্কালে যে লভে পরিণতি, অনশনে
ধায় দিকে দিকে—ভুলি' মনুষ্যত্ব শৃগালের প্রায় :
মুষ্টিভিক্ষা তরে দিয়ে প্রাণ মন বিবেকেরে বলি ?
দেহ—দেহ—'নরলীলা' !—যেই দেহ আনন্দের বেগ
স্নায়ুতে ধরিতে নারে, শোকে ছিন্ন লতা সম লুটে,—
তমসে পাষাণ-মরু,—অর্দ্ধ আয়ু কাটে ঘুমঘোরে,—
তন্দ্রায় নিষ্প্রাণ ধাতু,—মূর্চ্ছায় পিণ্ডের সমতুল,—
স্বপনে বিবশ : দেখি' বিভীষিকা—কাঁদে শিশুসম !—

"চৈতন্য চৈতন্য করি' উল্লসি' উঠিস !—রে বাতুল !
বাসিবি না লাজ কি এ-তনু তরে—যে তোর বল্লভ
বরেণ্য চৈতন্যে করে ক্লিষ্ট কারা প্রতি বিপর্য্যয়ে ?
তবু দেহ পুণ্য বেদী—প্রসন্ন প্রতীক ?   কভু কি রে
আঁখি মেলি' দেখিবি না—কেন হেন হয় অহরহ ?
দিবসান্তে শবযাত্রা অমৃত-পুত্রের ভালে কেন
আঁকে লাঞ্ছনার পঙ্কটীকা—কীট ভখে বরতনু ?

"কলঙ্কে দেখিস মূঢ় অনঙ্গ-মহিমা-জয়ভাতি

সূর্য্যমুখী

শূন্যাঞ্জন পরি' নেত্রে, তাই তো সে দেখেও না দেখে—
এ নহে করুণা।
শোন্, এ-সকলই সাধি আমি মোর
অঘটনী মায়া বলে—অকরুণা-কীর্ত্তি উদ্ভাসিতে।
তাই আমি সুচিক্কণ চর্ম্মে জীব-কঙ্কালেরে ঢাকি,
নয়নে ফুটাই নীলা, অধরে রক্তিমা, শ্রুতিপথে
মূর্চ্ছনি মুরলী, ঘ্রাণে বাহি' আনি কুসুম-কেসর,
রসনে ছিটাই মধু—লহমায় যে হয় বিস্বাদ,
যে-ক্ষুধারে স্বর্গ গণে—হ'লে শান্তি তার—মনে হয়:
পরমান্ন—হলাহল; দেখিতে দেখিতে অপ্সরারও
রূপ হয় গৃহের তৈজস—দৈনন্দিন; ফুলবাস
উন্মনা করে না আর; অন্তহীন সঙ্গীত-গোমুখী
পঙ্কাবর্ত্ত রচে। মোর সবচেয়ে ক্রূর মায়া এই:
তীব্রতম হর্ষ হয় সবচেয়ে ক্ষণজীবী, নাম
'লালসা' যাহার—মোর অভিধানে, কবির চয়নে—
'প্রণয়' উপাধি যার। জীবন-ধারার প্রবাহিনী
বহায়ে রাখিতে মর্ত্ত্যে রাঙাই লিপ্সারে হেন ভায়
যাহে তার ক্ষুধা হয় তীব্র—কিন্তু নহে সুনিবিড়,
চপলা-চমকী—কিন্তু নাহি যাহে সৌদামিনী আলো।
সবচেয়ে নিষ্করুণা আমি নিত্য প্রণয়-বাসরে:
সবচেয়ে ধন্যা আমি 'কৃপাময়ী' রূপে এরই নামে!
বুঝেও বুঝে না জীব ব্যঙ্গ—সে-ও আমারই ইঙ্গিতে।
প্রণয়ী স্বাধীন ভাবে আপনারে মুগ্ধ, ভ্রান্তিরাঙা!
নহিলে জর্জ্জর হবে কেন? তাই জানে না—লিপ্সার
অদৃশ্য অঙ্কুশে চলে, ফুটিয়াও ফুটে না লোচন:

ফুটিলে-যে থামে খেলা, তাই তো সে অন্ধসম ধায়—
না দেখি' যে, প্রেম শুধু ত্বক্-তরে-ত্বক্-উন্মাদনা,
না দেখি যে, প্রেমাঙ্কুরী পদে পদে ভাঙে অঙ্গীকার,
তীব্রতম উপভোগও হয় ব্যর্থতম গ্লানিময়
আত্মহারা উপভোগে—প্রভাতে প্রদোষ নামে যার,
রোমাঞ্চ নেশায় লুটে, নেশা কাটে—আসে পরিতাপ।

"আমি রচি অন্তহীন এ-মন্থন—যার পাকে জীব
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে—কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়, তবু
শিখেও শিখে না, বার বার হয় বঞ্চিত বরণে
বাসনা-বাসবধনু তবু হয় শরণ্য তাহার ;
আকাশ-কুসুম তবু গণে সে হিমাদ্রি সম দৃঢ়
প্রত্যক্ষ, ছায়াভ প্রতিচ্ছবি গণে কায়াসম স্থির
স্পর্শোন্মুখ ; সুরাপায়ী চির-প্রবঞ্চিত যেই মত
কঠোর নৈরাশ্য-ব্যথা না মানিয়া—প্রমত্ত প্রলাপে—
পরে তারই রুক্ষ শৈলে হানে শির—লভিতে আঘাত
শতগুণ—আশার দুলালী হয় বিধবা—তেমনি :
দেহ তার সর্ব্বাধার—দেহ তার সর্ব্বশূন্যমূল ;
চক্ষু তার সত্য-সাক্ষী—সে-ই দেয় মিথ্যা সাক্ষ্য সদা।
বাঁশরী-ব্যাকুল শ্রুতি ক্ষণোচ্ছ্বাসী সুরশ্রী-মূর্চ্ছনে
জগৎজোড়া আর্ত্তনাদ বিস্মরিতে চায়—হায় মূঢ়,
জানে না সে : বেসুরার ফাঁদ আমি রেখেছি পাতিয়া
অনলে অনিলে জলে স্থলে ব্যোমে—সাধ্য কি রমিবে
অবাস্তব চিরতৃপ্তি সুরেলা গোলোকে ? আমি চাই
মিথ্যার দানবী দম্ভ ঘোষিয়া ব্যথিতে অসহায়ে।

তাই প্রেম নামে আমি রচি লক্ষ চমক-প্রতিমা—
আগমনী-পথে যার প্রভাতেই কাঁদে বিসর্জ্জনী।
তাই কাব্য রেখা রচি, তাই রাঙা শিল্পের চামর
বুলাই তাপীর অঙ্গে সান্ত্বনায়—পরক্ষণে দাহ
করিতে সুতীব্র—রক্তে। কল্পনা-কবি এ-ইতিহাস
জানে না—তাই তো অন্ধ অজ্ঞান-তনয় দার্শনিকী
সুরে গায়: 'দুঃখকাঁটা গোলাপে হাসিবে—রূপান্তরে।'
দুরাশী প্রেমিক তাই ক্ষণিক দীপালি দেখি' ভুলে—
যারে আমি জ্বালি সদা—নৈরাশ্যের তমিস্রা পুঞ্জিতে।

"চেতনার স্ফুলিঙ্গেরে রটে দ্রষ্টা: 'আনন্দনিধির
চূর্ণ কণা',—এতটুকু পায়, তাই ল'য়ে মাতামাতি!
হায় রে, জানে না মূঢ়: চেতনাও আমারই রচনা,
নহিলে যন্ত্রণাদাহ জ্বলিবে কোথায়? দীপাধারে
দীপ-সত্তা ছাই যদি না হয়—শিখা কি কভু জ্বলে?
চেতনা-অম্বুধি শুধু আমারই সম্বিতে সুগম্ভীর
মন্দ্রে উতরোল চিরদিন; সেই পিঙ্গল ঝলকে
উদ্ভাসে লেলিহচ্ছটা রৌরব-প্রতিম—যাহা হ'তে
ফাটে নিত্য নব সিংহনাদ—লোল—গর্জ্জন-মুখর।
তাহেও (হায় রে অন্ধ!) হেরে মোর রৌদ্র মহিমায়!
বলে: ভীমা ভীষ্মা মাঝে বহে গূঢ় কৃপা—অন্তঃশীলা!
জাগিয়া ঘুমায়—সে-ও আমারি ইঙ্গিতে—ক্ষণে ক্ষণে
দিশাহারা হ'তে সেই 'করুণা'-তুফানে!
আর আমি
সে-জাগরশিখা দীপি কুয়াশায়; অন্তরালহীন

স্বচ্ছ নাটমঞ্চে আলোছায়া-মায়া মোহিবে কেমনে ?
তাই প্রহেলিতে পাতি চেতনার কুহেলিবাসর
যেথা দৃষ্টি চিরক্ষুণ্ণ—নহিলে যে মিলাবে নিমেষে
কৌতূহল-মর্ম্মর ; সে চর্ম্ম যদি জানিত ভেদিতে,—
কঙ্কালে আহত হ'য়ে ধিক্কৃত না দেহের বিলাস ?
কতটুকু শুনে শ্রুতিধর ? অরুন্তুদ হাহাকার
উতরোল চরাচরে : প্রতিপদে লক্ষ কীট-প্রাণ
যন্ত্রণা-বুদ্বুদে হয় লীন ; বন শ্যামল বিতানে
নিয়ত লুকায়ে রাখে হিংসার যে-মার্ত্তণ্ড তাণ্ডব :
জন্মদাতা শাবকেরে ভখে—তাহে প্রসূতি সে কাঁদে,
তবু নিবারিতে নারে, বারিবে কেমনে বিলাপিনী—
যবে প্রতি প্রাণকুণ্ড নিত্য মোরই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
হিংস্র হিংসানলে জ্বলে ? হায়, মূর্খ তবু অহিংসারে
স্তবে—'তুমি আছ' বলি'—করাল কন্দরে। কহে তবু :
আদর্শই লক্ষ্য তার—স্বপ্নচ্যুতিভরা বিশ্বে, যেথা
প্রতিপদে—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—লক্ষ কোটি প্রাণ-
আহুতি লভিয়া মৃত্যু সে-সমিধে রাঙে নবতনু
জীবন-ধারণ তরে জীবহত্যা বিরোধী ?—উন্মাদ !
লতায়ও যে জাগে প্রাণ, তৃণটিও দশনে কাটিলে
হয় সে আহত—এ-ই আমার বিধান, মূঢ় তবু
বিগলিত-করুণায় মহাপ্রাণ-মন্ত্রে-তন্ত্রে করে
অহিংসার সঙ্কীর্ত্তন—ঊর্দ্ধবাহু ! যেন দুইদিনও
অপরের গ্রাস হ'তে অন্ন ছিনি' না লইলে প্রাণ
তৈলহীন বাতি সম নিভে নাহি যায় দেহাধারে !
যে-শ্মশানভস্ম 'পরে নব ভস্মে উন্মেষে চেতনা—

সূর্য্যমুখী

সেই অন্ত্যেষ্টির জীব কতটুকু দেখে দুনয়নে ?
যে-আশঙ্কা, তন্দ্রাহীন ক্রন্দন, উৎকণ্ঠা বন্যা-বুকে
আর্ত্তকণ্ঠে মুহুর্ম্মুহু ফাটে—শোনে তার কতটুকু
'দরদী' শ্রবণ ?   ওরে, সবটুকু শুনিলে যে প্রতি
প্রেমগুঞ্জ স্তব্ধ হ'ত, শাকান্নও ক্ষুধার্ত্তের মুখে
রুচিত না—সম-ক্ষুধার্ত্তেরে করি' বঞ্চিত যাহার
আহরণ-রেখা চলে যুগে যুগে—চির-চক্রমান।

"তবু তার চেতনার চক্রবাল শোক-সহিষ্ণুতা
ধীরে ধীরে সুবিস্তীর্ণ করি আমি অন্তরাল হ'তে ;
ক্রম-আগুয়ান্ হয় অনুভব—সহিতে যাতনা
বর্দ্ধমান ; তবুও বাতুল জপে : 'ক্রম-বিবর্ত্তনে
যন্ত্রণা-ঝঙ্কার হ'য়ে ধীরে ধীরে স্তিমিত—নিভিবে
আনন্দ-সম্পাতে !' অন্ধ ! আনন্দ তো উৎকোচ ব্যথার
নহিলে বেদনা হ'ত ছত্রপতি কেমনে ভূতলে ?

"তাই নিশ্চেতনে নাই তৃপ্তি মোর, নির্ম্মি সযতনে
প্রতীতি-মন্দির কোটি বাসন্তী মেলায় ; ইন্দ্রধনু
পেলব পলকে রচি—মিলনের মহিমা সে-ভায়
উজ্জ্বলিতে।   তাই কোটি কোটি ঢঙে অলীক খেলানা
শৈশব প্রবীণ রঙে রাঙি ; শিশুবৃদ্ধে নাই ভেদ
—অজ্ঞানে সমানই দোঁহে—শুধু বঞ্চনার ছন্দভেদে
প্রবৃত্তি-নিয়ম-ভেদ রটে : বালা পুত্তলী-উচ্ছলা ;
তরুণী বাসরমঞ্চে প্রণয়ের চালচিত্র আঁকি'
অন্য মায়ামূর্ত্তি পূজে : 'বল্লভ' পুত্তলী যার নাম

প্রবীণা (প্রবীণা বটে !) সংসার-আলেয়া ল'য়ে খেলে
নাম দিয়ে : 'লক্ষ্মীরূপা সাজসজ্জা, কর্ত্তব্য—সেবার'
(কর্ত্রী হ'তে চায় মনে, মুখে নিষ্কামতা-জয়গান !)
কর্ম্মযোগে কর্ম্মী পথ হারায়, দর্পের লক্ষ্যভেদে
বীরের কৃপাণ উঠে ঝলিয়া—করি' খান খান
শূন্যেরে কত না গর্ব্বে : ছায়াবাজি, ছায়াবাজি সব !

"আরো কি শুনিতে চাস সত্যতৃষ্ণা মিটাতে উন্মুখ ?
শোন্ তবে :
পিছে রহি' আপনি—জ্বালায়ে রাখি আমি
চেতনে নীলাশা হেন : 'কল্পনায় যাহা দেখে আঁখি
একদিন মূর্ত্ত হবে ইন্দ্রিয়ের চতুঃসীমা মাঝে ।'

"এ-প্রত্যয়ও মোরই মায়া, হেন মন্ত্র বসন্ত-বীজনে
পুণ্য লীলা-অঙ্গীকার সম আমি তুলি মর্ম্মরিয়া
ধরণীর রলরোল মাঝে—তার পল্লবে পল্লবে ।
নহিলে-যে সে উদ্‌ভ্রান্ত হ'ত, আশা হ'ত নিরুৎসুক
হেন হৃদিহীন সীতাহারা অশ্বমেধে ।
তাই আজও
জ্যোতির্মন্ত্র জপি' পৃথ্বী দিনমণি করে প্রদক্ষিণ
লক্ষ্যহারা কক্ষাপথে, ভাবি' : তাহে নিহিত ধাতার
পরম উদ্দেশ্য এক—বীজ যার ফলিবেই ধ্রুব
অন্তিমে সঙ্গীত-অলকায়—যেথা অছন্দ বিলাপ
কুরূপ বিস্বাদ হবে মন্ত্রশান্ত স্বয়ংপ্রভ-বুকে,—
যেথা সব সুরচ্যুতি সুরসান্দ্র বৈকুণ্ঠ-বাসরে

সূর্য্যমুখী

অচ্যুত-মিলনা হিরণ্ময়ী মালিকায় গাঁথা হ'য়ে
দুলিবে বল্লভকণ্ঠে পরমার্থে লক্ষ অনর্থেরে
করিয়া সার্থক। মূঢ় করে জপ : 'এই দৃশ্যমান
প্রতি খণ্ড রশ্মি—যাহা নিঃসীম তামসে হয় হারা,—
প্রতি পরাভব, প্রতি স্খলন, বিচ্যুতি, অবিচার,
মুক্তি-আশে গণ্ডি গড়া, সুষমা-প্রতিমা-অবমান,
বৈষম্য-বেদনা যত, অশরীরী বিকচ স্বপন
বাস্তব-তুহিনে যত ঝ'রে গেছে, যত জর্জ্জরতা
ভূলোকের মজ্জালীন হ'য়ে তবু দ্যুলোকবার্ত্তার
ধ্যানে পাসরিতে চায় এ-বিধবা সৃষ্টির ক্রন্দন :
সবই হবে সমাহিত নিরাময় অনবদ্য-আভা
সেই কোজাগর-লগ্নে—যবে মহালক্ষ্মী ধরাতলে
নামি' প্রতি ভিক্ষুকে দিবেন রাজ্যবর,—সেই দিনে
সাঙ্গহারা আলিঙ্গনে মর জীব চুম্বিবে অমরী,
পরে—প্রতি চূর্ণকণা পদ্মনাভ-শয়নে নির্ব্বাণ
লভিবে মহিমোজ্জ্বল !!"

* * *

মিলায় সে জ্বালাময়ী···তার
কটুগন্ধ রহে শুধু স্তব্ধ বায়···থমকিয়া যেন !···

* * *

হে সুন্দর ! এ কী বাণী উঠে
শ্রবণে আমার আজ ফুটে' ?
মিথ্যা—যত পলাতক আলো :
সত্য শুধু—অসুন্দর কালো ?

ধ্রু ব সু ন্দ র

মিথ্যা—ধূপ দীপ সেবা পূজা :
সত্য শুধু—লক্ষ লোলভুজা
দানবী চণ্ডিকা ? মিথ্যা—দেহ
সত্য শুধু—তার গ্লানি-গেহ ?
মিথ্যা—পুণ্য দুগ্ধশ্বেত তনু :
সত্য শুধু—তার ক্লিন্ন অণু ?
মিথ্যা—নয়নের নীলিমাশ :
সত্য—হ্রস্ব-দৃষ্টি-উপহাস ?
মিথ্যা—তপস্যার তিলোত্তমা
সত্য শুধু—বিগত-সুষমা
ভস্ম-পরিণতি তার ? যত
সৃষ্টি মিথ্যা : সত্য—কালাহত
ধ্বংসস্তূপ ? মিথ্যা স্বর্গাকৃতি :
সত্য—রসাতল-জনশ্রুতি ?
মিথ্যা—জননীর স্তন্যরস
স্নেহ চুমা অমিয়-পরশ :
সত্য শুধু—স্বার্থ ছদ্মবেশী
নানা ছলে প্রতিষ্ঠা-অন্বেষী ?
মিথ্যা—অনিন্দিতা স্বপ্নরতি :
সত্য—ধূম-জাগর-সন্ততি ?
অর্ব্বুদ শক্তির ঝোরা বৃথা :
সত্য—তার বিকৃতি-তর্পিতা
মদলিপ্সা ? মিথ্যা—বীণা বাঁশি
ফুল্ল ফুলগন্ধী হাসিরাশি :
সত্য শুধু—উৎকণ্ঠা উদ্বেগ
সন্দেহের প্রীতিগুণ্ঠী মেঘ ?

সূর্য্যমুখী

মিথ্যা—নর্ম্ম কর্ম্ম লক্ষমুখী
সত্য শুধু স্খলন—অসুখী,
অশ্রু কম্প বিষণ্ণ ধিক্কার
লজ্জাহীন উলঙ্গ পাথার ?
চলে বসুন্ধরা কক্ষাপথে—
শুধু অন্ধ হাহাকার ব্রতে—
অন্তিমে নিয়তি যারে হায়
কণ্ঠ রোধি' গাঢ় তমিস্রায়
নিশ্চেতনা হ'তে নিশ্চেতনা
করিয়া ব্যথিবে ? ক্রূরস্বনা
অদ্বিতীয়া মায়া হেথা র'বে
জন্ম-মৃত্যু-নিয়ন্ত্রী গৌরবে ?
শঙ্কা ত্রাস রিপু দৈত্যকুল
এ-লীলায় কর্কশ-বিপুল
মাতনে মাতিবে চণ্ডযাগে
ব্যঙ্গ করি' পেলব পরাগে ?
হে সুন্দর! কহ অঙ্গীকারে :
যে-মায়া তোমারে অস্বীকারে
পিছে তার তুমি যদি থাকো,
যদি তুমি করুণায় রাখো
প্রার্থীরে শ্রীচরণে তোমার।

আর যদি আঁধার-ধরার
নাহি থাকে দিশারী কাণ্ডারী,-
যদি শুধু মায়াই বিস্ফারি'

ধ্রু ব সু ন্দ র

সর্ব্ব অভীপ্সার পন্থ রুধে—
যদি প্রেমাশার দল মুদে—

*　　*　　*

এ কোন্ নির্দ্দেশ ফুটে প্রাণতলে শান্ত বরাভয়ে?
মুহূর্ত্তে করালী-কায়া কল্পনায়ও মিলায়…এ যেন
উপহাস হ'তে উপহাস—যারে শুধু রসনায়
বাণীর মূরতি দিলে তনুমনপ্রাণ অস্বীকারে।

এ-নৈশ্চিত্য কোথা হ'তে অচিন কুসুম-রেণু সম
ভেসে আসে?—স্মৃতিপটে আধহারা কম্প্র মুরলীর
ফিরে-পাওয়া তান সম?…যদি ভবে না থাকে কাণ্ডারী
মরিয়া না মরে আশা কেন?…
　　　　　　　　ধীরে ধীরে হৃদিতলে
(পরাগ পবনে হয় যেইমত…ধীরে…সঞ্চলিত)
ফুটে এক স্বর—যার আলোক-বীজনে কণাঙ্কুর
হয় বনস্পতি…যার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বন্ধ্যা শিলা
নলিন-নন্দন হয়…ওই…সেই স্বর হয় আরও
স্ফুট…স্ফুটতর…তারে বহির্নাদ ঢাকে প্রাণপণে
কত না প্রয়াসে যেন…তবু সেই স্বরটি কোমল
বিকচ কলিকা সম মেলি' দল-আঁখি মৃদু স্বরে
কহে যেন: "আমি আছি।"
　　　　　　　　তুফানে সে-রেশ নিভে যায়।…

সূর্য্যমুখী

অন্তরের উপকণ্ঠ ভরি' জাগে তৃষ্ণা…ইতি উতি
চাই…কোথা ? নাই তো সে !…কল্লোলে শ্রবণ পাতি ফিরে।
পরে সেই ধ্বনিগুণ্ঠ অপসারি' হারা মিড়খানি
উষাচ্ছটা সম দেয় উঁকি…ঠিক তেমনি সরমী,
অনুরাগ-অনুরক্ত…রক্তিম !…ঘেরে অমনি তাহারে
লক্ষ ঘনঘোর আঁধি…কোলাহল উঠে ঝঞ্ঝনিয়া
পুনরায় প্রকৃতির অট্টচমূ সম…মনে হয় :
উন্মুখর প্রভঞ্জনে লাজুক স্বরটি বুঝি হায়
ডুবে যাবে চিরতরে…কিন্তু এ কী বিচিত্র কুশলী
সেই স্বর—আপাত-দুর্ব্বল ! তার একটি নীলাভ
নিঃশ্বাসের পাশে হার মানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-চমূ—
ডুবায়ে যাহারা রাখে চিরদিন সুরেলা ঝঙ্কার
অতলে…তবু তো নাহি পারে !…হেথা কোন্ শক্তিবলে
কুসুম কঙ্করে জিনে ? মরু হ'তে তরু লয় টেনে
রসগঙ্গা ? উপলে তটিনী ফাটে—অলক্ষ্য সিন্ধুর
উদ্দেশে কোন্ সে-দৃষ্টি-মন্ত্র-বরে ধায় স্রোতস্বিনী
তরঙ্গে তরঙ্গে পথে লক্ষ মরুভূমি উর্ব্বরিয়া ?

সেই স্বর আরো কত কী যে বলে…
কত বাণী, কত স্বপনের উড়ে-আসা
রূপ ধ্বনি গীতি বীজ করিয়া বপন প্রাণকূলে…
বিছনে তাহার
নীলাম্বর হয় নীল আরও……
বীথিকার সবুজ অধর
আরো শ্যামরঙে রাঙে……

ধ্রুব সুন্দর

প্রতি রক্তবিন্দুবুকে লাগে তার দোলা······
মনে হয় :
যত না পেলব হোক এ-স্বরের মোহন তনিমা—
উৎস তার অসীমা-সম্পুটে···
নহিলে নিভিত নিমেষেই
সুধাশিখা অবনীর কালকূট-আঁধা দীপাধারে···
থেমে যেত
অযুত অরুণ-মেলা-রূপরাস-ফুলন্ত সম্ভার······
নভোভালে মুছে যেত পলে
নৃত্য-নক্ষত্রের টিপ······
অগৌরব হ'তে জয়ী······
হাসিত না মলয়-উন্মেষে
চিত্তব্রজে প্রেমকলি কালিন্দী-নন্দিতা······
দুলন্ত মেলায়
মৌন হ'ত লীলা লাস্য হাসিদোল বিহঙ্গ-কাকলি ·····
খঞ্জনের-মঞ্জীর-বোল রণিত না বসন্ত-সঙ্গতে,···
প্রজাপতি পাখনা বিছায়ে
দেখাত না বর্ণচ্ছবি······
ভৃঙ্গ অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ঋতুরাজ-সম্ভাষণ তরে
গাহিত না মঞ্জু গুঞ্জরিণী আলাপিনী চিরদিন।

কোথা হ'তে ঢেউ তোলে আশা—মধুচক্রে ফিরে ফিরে ?
গীতিকার গঙ্গোত্রী অমরা যদি নয়—
কোথা হ'তে অন্তহীন ছন্দে বাজে আনন্দ-মুরলী ?
কেমনে অশ্রান্ত মুখরতা ঘর্ঘর ছাপি' ওই

সূর্য্যমুখী

তন্বী মূর্চ্ছনাটি জয়ী হয়—
শিশুর প্রতাপ সম—যে-অক্ষম হ'য়ে অসহায়
গম্ভীরের কেন্দ্রে বসি' করে অত্যাচার
সর্ব্বগ্রাসী শুষ্কতারে ফুল-লাস্য কলহাস্যে জিনে !
জনকে আদেশ করে !—জননীও কিঙ্করী তাহার
কোন্ বলে ?—অসম্ভব বলি' হ'ত মনে—
যদি এ-প্রত্যক্ষ মঞ্চে নিঃসহায় না হ'ত—বিক্রমী।

বলে স্বর :
"নহে তো সে নিঃসহায়......
অমৃত-কণিকা নহে ক্ষণিকা—নহে তো সাথীহীনা :
পিছে তার
যোজন যোজন লক্ষ—পরার্দ্ধ-বিথারে
ডম্বরু বাজায় প্রেমাম্বুধি......
ধূলি-সিংহাসনে প্রেম রাজে সুধা-ছত্রপতি সম—
চিরদিন র'বে সে সম্রাট্।"......

বলে স্বর :
"মেঘ আসে...যায় সে মিলায়ে......
গ্রহ তারা রবি শশী হাসে অনির্ব্বাণ।"

বলে স্বর :
"বিন্দু-আবরণ
সিন্ধু সম রশ্মিজালে করে অন্তরাল ?
তাহে কী বা আসে যায়—যবে

বাসন্তী-সিন্দূরে ধরিত্রীর সিঁথি রাঙে চিরদিন ?
বিন্দুও অন্তিমে হবে সিন্ধুদীক্ষামন্ত্রে বিনির্ম্মল,
আবরণ-জড়মায়া ঘুচিবে ঘুচিবে সেইদিনে
স্পন্দমান র'বে আলো-অব্ধি—চিরঞ্জীবী সমারোহে।"

থেমে যায় স্বর··· কোথা মনোহর!
কোথায় লুকাল বাণী ?
উত্তর বিনা জ্বালিতে পারি না
প্রাণ-বর্ত্তিকাখানি !

যদি জ্বলে হায়, অমনি নিভায়
বাহিরের ঝন্‌ঝনা,
যে-তপন-তৃষা জপি' জাগে নিশা
আঁকি' আশা-আল্পনা—

সে কি নবারুণে নব ফাল্গুনে
ঝরাবে না হেমঝারি ?
মরুর অধর বারিদ-বাসর
ধেয়াই' পাবে না বারি ?

* * *

চেয়েছি যাহারে প্রেমে বারে বারে
সে কেমনে হবে মায়া ?
যে-দুরাশা ফুটে পূজা-সম্পুটে
সে কেমনে র'বে ছায়া ?

সূ র্য্য মু খী

ইন্দ্রিয়-মেলা পুতুলের খেলা ?
তবু সে রস-উছল :
রস-রবি যেথা হাসে—কভু সেথা
মুদে কি লীলাকমল ?

জানি জানি : আমি রই দিবাযামী
নীলিমা-নৃত্য ভুলে' ।
তবু ভুলি—এ-ও রচিতে-যে গেহ
ফুলেশেরই—ভোলা ফুলে ।

তুলাল তুরাশে যায় পরবাসে—
ফিরিতে আপন ঘরে :
বিরহে বিদেশে স্মৃতিপটে ভেসে
ওঠে কত রাগভরে—

জননী-আনন প্রিয়-পরিজন
স্বাগত-আসন পাতে :
মরুভূমি-বুকে তাই শত তুখে
জপে সে উষসী—রাতে ।

যাহা হাতে পাই তারে যে হারাই
পরম কুলায়ে পেতে ;
অচিন সুবাস বিথারে বিলাস
মলয়ে মিলায়ে যেতে ?

* * *

ধ্রু ব সু ন্দ র

এ-শিখাও নিভে আরতি-প্রদীপে,
পুছি : ও নহে তো মায়া ?
যাচে আজি মন স্থূল সান্ত্বন :
নহে—অধরার ছায়া ।

দিবে যদি বাণী ওগো বীণাপাণি !
হানো খরতম স্বর :
ছুঁতে ছুঁতে যেই "কই !—আর নেই" !
চাহি না হেন নূপুর ।

স্বপ্ন পেলবে চিরদিন ভবে
করেছি মা বহু নতি :
অঙ্কুর আজি ভরি' ফুলসাজি
ধন্য করুক রতি ।

আবাহন শুনি' বুঝি স্বরখানি জয়ী হয় ধীরে···
মৃদুল···মৃদুল অতি—প:র বাণী ঝঙ্কারে সমীরে :

"আমি নাই—শুধু কবি-কল্পনায় ফলে ইন্দ্রধনু ?
কিঙ্কিণি আমার কণে শুধু রুক্ষা অলক্ষীরে দিতে
অর্ঘ্য লক্ষ লীলালাস্যে ? স্বপ্নাঞ্জন পরে মর আঁখি
করাল বাস্তব হেরি' হ'তে আরও আত্মহারা পরে ?
ধরণী মরুভূবাণী ?—দেয় গাঙ্গবারি উপহার :
শুধু উষরতা-জয় আন্দোলিতে ? কত সুরে তালে
শাখা হাসে পুষ্পবোলে—সবই শুধু করকা-প্রতাপ

সূ র্য্য মু খী

ঝরা দলে নির্ঘোষিতে ? এই দেহ শুধু পুঞ্জগ্লানি
পঞ্জর-পিঞ্জর ? হায়, অন্তরে কি তোর সুরেশ্বরী
নাহি গায় সান্দ্র ছন্দে : 'নহে কভু সত্য হেন বাণী ?'
নয়নের নীলকোলে নীলোত্তম তার নীল ফাগে
রাঙে না কি নীল স্বপ্নরাগে ? নিরাশাও প্রাণকূলে
আশা-ঢেউয়ে নিত্য নব ছন্দে ভাঙে নাকি ? রলরোল-
কেন্দ্রে বসি' প্রশান্তির নিথর ছন্দে কি অনুদিন
বাজে না গহীন বীণ ? ঘন কুহেলিকা দীর্ণ করি'
হাসে না কি রহি' রহি' সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রমালিনী
অপ্সরী ? অপাঙ্গে তার পরমাভা পলাতক—তাই
যে-ধূমল বহির্নাদ প্রাবৃটে নীরদ সম তারে
ঘেরে নিত্য—তারই জয় মেনে লবে হিয়া ? পঙ্কে হায়
পদ্মাসনা অকমলা-রূপে রহে বন্দিনী বলিয়া.
পঙ্কজে গণিব মায়া, ঘোষি' : সত্য শুধু পঙ্ক-কারা ?
জ্যোতিষ্পথে সংখ্যাহারা গ্রহতারা আন্দোলিত ব্যোমে
ঝঙ্কারে অসাঙ্গ সামগান—শুধু অলীকে বন্দিতে ?
দীপ্র ধূমকেতু তার কেতন উড়ায় বার বার
শুধু জড় নীহারিকা-পুঞ্জে হ'তে চিররেখাহীন ?—
অবর্ণ অধ্বনি হ'য়ে পথচিহ্নহারা নিরুদ্দেশে
গাঢ় মৌন একাকার নিস্তরঙ্গে লভিতে নির্ব্বাণ ?
গগন-স্ফুলিঙ্গা হিয়া জ্বলে ধরণীর ধূপাধারে
দুর্বাস বিথারি' শুধু করিতে অমার জয়ধ্বনি ?

"কত যুগ যুগ ধরি' কত নিদ্রাহীন আয়োজনে,
কত পরীক্ষায়, কত অশ্রান্ত আগ্রহে কোটি জ্বালে

ফাঁদ পাতে রূপকার যেন প্রতি পলাতকা তরে !—
এমনি রূপের লীলা : যেন হয় দিগন্ত-বিতত
কুরূপ-সজ্ঘের সনে দ্বৈরথ-সমর স্বরূপের ।
পঙ্কিলারে মহীয়ান্ রূপোত্তীর্ণ পঙ্কজিনীলোকে
মঞ্জরি' তুলিতে কত অতন্দ্র তপস্যা প্রকৃতির !—
কঙ্করে কোরক জাগে, পাষাণে নির্ঝর, নীরকণা
উর্দ্ধলোকে অন্তরীক্ষে বর্ণের গঙ্গোত্রী কত ঝুরে—
প্রতিটি সুষমাচক্র গড়া যার মেখলা-কৌশলে !
কুরূপের কুশ্রীতার সার্থকতা, লীলায় ব্যথার
পদার্পণ-সার্থকতা—নহে আজ সে-বাক্-জল্পনা :
(মানস বোধের তৌলে মিলে না সে-রহস্যের তল)
শুধু আমি পুছি তোরে : জীবনের—কোটি সমারোহ
সহিষ্ণুতা-পারাবার ; প্রয়াসের—বীর্য্যবহ্নিবাণী ;
তুচ্ছের—তপস্যাবলে দেবের সাযুজ্য নিত্য চাওয়া ;
ধূলির—তারকাতৃষ্ণা ; তরণীর—তুফান বিদলি'
অনামা মণিকা-আশে প্রত্যয়ের পালে দেওয়া পাড়ি ;
ক্ষুৎপিপাসা রোগশোকতাপজ্বালা করি' অস্বীকার
মাটির দেহের—হ'তে চাওয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির ;
যে-মানুষ সুখে সুকুমার—তার বিপদে সহসা
হিমাচল-দুঃখভার হাসিমুখে বুক পেতে লওয়া—
বন্ধু তরে, পর তরে, অভিযান তরে, স্বপ্ন তরে ;
ভূতলে চরণ যার—শির তার স্পর্দ্ধে নীলাম্বর ;—
সকলি নিষ্ফল, সৃষ্টি—শুধু অনাসৃষ্টি-উপহাস ?

'অসুন্দর অসুন্দর' 'চ্ছসি' মায়া করিল ভর্ৎসনা

সূর্য্যমুখী

লীলারে, অন্ধ—সে : নহে—এ-লীলার সৌন্দর্য্য-পূজক ;
শুধুই শ্রীহীন পৃথ্বী ? বলে কোন্ প্রাজ্ঞ চক্ষুষ্মান্ ?

"ঋতুচক্রে লাবণী-গঙ্গোত্রী হেন অফুর সম্ভারে
যবে উৎসারিয়া তোলে আপনার অন্তর-সম্পদ
থরে থরে স্তবকে স্তবকে নীল পীত স্বর্ণ-রাগে :
চির-পুরাতন তবু সে চির-নবীন—নাই তার
আড়ম্বর নিবেদনে—আপনার উল্লাসে কল্লোলে
গানে রূপে বর্ণে গন্ধে—যত ঢালে ততই উথলে !—
এ-লীলা কৃপণ ? যার প্রতি বৃক্ষে কোটি লক্ষ পাতা
কোটি করে নিত্য দেয় বিলায়ে আপন নৃত্য-ডালি—
না চাহিয়া স্তব স্তুতি সমাদর—শুধু আত্মভোলা
মঞ্জরণে আপনি সার্থক সমাহিত !—দৃশ্য যার
সঞ্চয়ীরে দেয় লাজ, ভীরু গৃহস্থের মর্ম্মকোষে
সুন্দরে জাগায়ে তোলে—পরিমলে যার অনুদিন
চঞ্চলে সে কবিতায়, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, প্রণয়ে !—

"প্রণয়—বিশ্বাস—প্রেম ! এ-জীবন কৃতঘ্ন কেবল ?
অহৈতুক বিশ্বাসে যাহার চলে চির-আবর্ত্তন—
জন্ম হ'তে শ্মশানের প্রাণ-পূর্ণচ্ছেদ-দিনাবধি ?
সে-কোন্ বিশ্বাসে শিশু জননীর পয়োধর লাগি'
বাড়ায় কোমল কর অন্ধ হ'য়ে—কিছু নাহি জানি' ?
কোন্ গূঢ় বিশ্বাসেরে বরি' চলে পরিজন সাথে
শত রঙ্গ তরণীর কীর্ত্তিপাল তুলি' নিতি নব
রূপ স্পর্দ্ধা নর্ম্ম কর্ম্ম প্রীতি হাসি অশ্রুরে ছলকি' ?

ধ্রু ব সু ন্দ র

বিরহে মিলনে সখ্যে নিত্য নবারম্ভে যজ্ঞ যাগে
হিয়া লক্ষ স্বেচ্ছাদায়ে বাঁধি' হেন জ্যোতির্ম্ময় লীলা
(ভাবিতে পরিধি যার মন ডুবে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে !)
সব মিথ্যা—সত্য শুধু স্খলনের কলঙ্ক-তিলক ?
এ-বিপুল প্রদর্শনী—কোটি পাদপ্রদীপের হাসি-
ঝিকিমিকি—শুধু হায় আলোকিত মঞ্চের পিছনে
মসী-পুঞ্জ-কঙ্কালেরে ঝলকিতে ? বৃথা অভিনয় ?

"বাল্য হ'তে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে—সে কতই খেলা !
কত আশা-নিরাশার মায়াছবি বালকবি আঁকে !
প্রতি আগন্তুক—প্রতি নবস্পন্দ—প্রতি অচেনার
দোলদোলে সাড়া দিতে সে কী অফুরন্ত কৌতূহলে
শিশুচিত্ত দুলে ওঠে অনুদিন ! বিচিত্র আখরে
উৎকীর্ণ করিয়া রাখে কল্পনা-ভাস্কর সযতনে
কত বর্ণসম্ভাবনা মনে তার জীবনযাত্রায়
বিচ্ছুরিয়া কত না দ্যোতনা ! কৈশোরে সে নিত্য নব
বন্ধুলাভ—নিত্য নব বিশ্ব-আবিষ্কার সম—যার
উল্লাসে ধমনী মাঝে নিত্য নব তুরঙ্গম যেন
বল্গাহারা সম ধায় সতীর্থের প্রীতি-সহযোগে !
তার পরে যৌবনের রক্তলগ্নে আসে প্রেম···আসে
চিরচেনা সে-অতিথি অচেনার অসাঙ্গ বিস্ময়ে !—
আবেগ-অব্ধির উন্মুখরতম কল্লোলেও—যার
ক্ষুদ্রতম স্পন্দটির দিশা-পরিসীমা নাহি পায় !
আসে সে—ধূলায় যেন অমৃতের ধূমকেতু ফলি',
জ্যোতি যার দেহাকাশ সহিতে পারে না যেন—তাই

সূর্য্যমুখী

দেখা দিয়ে পলাতক কোথায় লুকায়···তবু সে কি
চির-মন্দারের কান্তি পূর্ব্বাভাষে যায় না আঁকিয়া
স্মৃতি-অঙ্কে চিরতরে? ভালো যে বেসেছে একবারও
আনন্দের দীপ্র মন্ত্র তার ক্ষুদ্র নয়নতারায়
যায় নি কি জ্বেলে লক্ষ গগনতারার আলো-স্তব?
তার পরে···আরও কত···কত···মুগ্ধ! এ-সকলই কভু
ক্রূরকামা মায়াবিনী-অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পথ খোঁজে?'

থামিল সে স্বর···নিথর লগনে
শুধানু আকুলি' বিশ্ব ভুবনে:
"বলো গো আজি,
"আরো বলো মোরে হে করুণাধার!
সুন্দর কবে ভরিবে লীলার
প্রসূন-সাজি?
"না ফুটিতে কেন মিলাও মলয়ে?
জীবন মৌন—বিনা বরাভয়ে
কেমনে বাঁচি?
"কেন ভ্রম, কাঁটা—কণা-ব্যথা কেন?
চাওয়া ও পাওয়ার বিরোধ এ-হেন—
কুণ্ঠা-রাজি?
"আশা-অভিযান যাচে কোন্ নীলে?
ঝরে প্রেম, বাঁচে স্বপনও নিখিলে
জাগর যাচি'?"

ফুটে স্বর পুনরায়—সুরে হোলিখেলা
উদাত্তে মধুরে মিলি'—রাঙে প্রাণবেলা:

ধ্রু ব সু ন্দ র

“লীলা অপরূপ অতি,
মন না পায় দিশা,
তার কত না বিকাশ,
কত ঊষা ও নিশা !
কত সম্ভাবনা
রং- আলিম্পনা—
কত জাগরে স্বপনে
গূঢ় ক্ষুধা ও তৃষা !

“কাচে কাঞ্চন-ভ্রম—
এ-ই ধরার রীতি,
যেথা শুনেছি বেসুর
পলে গুঞ্জে গীতি !
কত চঞ্চলতা !
কত শান্তিনতা
পূজা অলখ-শরণী
কত প্রণয়-প্রীতি !

“হেথা মঞ্জর-পথে
লক্ষ কাঁটায় ঝরে,
কালো ঝঞ্ঝা বিকচ
মধু- মুকুল হরে :
তবু প্রভঞ্জনে
প্রাণ- কুঞ্জবনে
ছায়া- পাতায় পাতায়
নব সুষমা ক্ষরে।

সূ র্য্য মু খী

"হিয়া উঠে আকুলি'-যে
কত বেদনা-বাণে,
ধায় দিকে দিকে হায়,
দিশা নাহি তো জানে :
হয় ব্যর্থব্রত—
পথে শৈলাহত,—
তবু গিরি-সঙ্কটে
আশা কুসুমে প্রাণে !

"কত গুপ্ত ফণা-যে
তারে দংশে ছলে !
কত আফোটা কমল
দলে করকা—বলে !
কত মন্থরতা
নীল- লোহিত ব্যথা···
তবু ব্যথা-মৃণালেই
নব নলিনী ফলে।

"কত বৃথা অভিযানে
লুটে প্রেম-নির্ভর !
কত নীলিমা-সেনানী
হয় ধূম-জর্জ্জর !
তবু পরে যাহারা
আসে নায়ক—তা'রা
লভে নিরাশা হ'তেই
নব বিজয়ের বর

ধ্রুব সুন্দর

“যারে		গূঢ় অন্তরে
চায়—		তারে পায় না,
যারে		পায়—দেখে হায়,
হিয়া-		তলে চায় না :
তবু		চাওয়া ও পাওয়া
নিতি		থামা ও ধাওয়া
হ’তে		পায় সে আলোরে
যারে		মেঘ ছায় না।

“প্রতি		কুণ্ঠা তাহারে
করে		শৌর্য্যহারা
যারে		চাহিলে মিলিত
হয়		শূন্য-পারা !
তবু		রিক্ততারই
বরে		পূর্ণতারই
নব		মূরছনা বুনে
প্রীতি-		উতলাধারা।

“প্রেম		হৃদি-দিগন্তে
ফাটি’		সবিতা সম
যায়		অস্ত চকিতে,
তবু		কান্ততম
সুধা-		ছন্দে স্মৃতি
গায়		সে-হারা গীতি :
‘প্রেম		অঝরা কুসুম,
‘চির-		আলো-উপম।

সূর্য্যমুখী

‘যত স্বপ্ন ও আশা
‘আজও লাজ কলিকা,
‘তা’রা ফুটিবে মলয়-
‘রাগে— বাসন্তিকা ;
‘তা’রা অগ্রদূতী :
‘জ্বালি’ স্বর্ণাকৃতি
‘আঁকে জাগরণ ভালে
‘চির- দীপ্তিটীকা।’ ”

হৃদয় ভরিয়া উঠে···কিন্তু স্বর হয় ধীরে লীন
হিয়ারে তৃষিত রাখি’।···ধূলায় সহসা যেন লুটে
চিরবাঞ্ছিত প্রেমরাখী। শুধু তার রেশ কম
কাটে ফুল্‌ঝুরি সম—যেন কত স্বপন-ফিন্‌কি
রভস সঞ্চারি’ মর্ম্মে।···যেন এক রাগিণী-আলাপ
অফুরন্ত মূর্চ্ছনার নর্ম্মে—স্মৃতিপটে রেখে যায়
আলোধ্বনিপদচিহ্ন।···অবলুপ্ত হয় দ্বিধা-আঁধা
চিরক্লিন্ন।···কত নিরুপম লাস্য নাচে আধফোটা
ফুলতালে···মনে হয় ছুঁই ছুঁই ··অমনি লুকায়
সে কোন্ আড়ালে···বারিদে বিজলি সম···শুধু তার
স্মৃতিটি পরম প্রীতি-প্রস্রবণে, মঞ্জিমা-মণ্ডলে
শারদ নীলিমা সম ভরি’ রয় অন্তর-গগন···
অতীন্দ্রিয় আবেষ্টনে তনু মন কুসুম বল্লরী
শাখাশাখী করে ঝলমল। সে কেমন ?—যেন এক
অচেনা স্বপনে করে সম্ভাষণ·········পলে পড়ে ঝরি’
অশ্রুত সান্ত্বনা-তান······মনে হয় গেয়েছি আমিও

কতদিন সেই গান—!···না না—নহে সান্ত্বনা সে-ভাষ···
নিরাশার রন্ধ্রে মহানন্দ বাজে সান্ত্বনার বোলে
জলধরে শুভ্র আলো-হাস ভেঙে সহসা যেমন
ভায় সপ্তবর্ণে। একই সত্য নানা প্রাণে নানা রঙে
এমনি তো ধায় নব নব দীপ্তি-পর্ণে। সপ্ত রঙ
শুভ্রে হয় লীন···শুভ্র ফিরে সপ্ত রঙে আপনারে
চিনে লয় নব নব তালে অনুদিন।···অশান্তির
ছন্দভেদ পরিণামে শান্তিরে নিটোল করি' তুলে
যে-তাহার ছন্দের পরম উৎসরূপা—যেথা হ'তে
ফাটে কোটি উত্তেজনা কামনা অশুভা—তবু যার
গহন গঙ্গোত্রী স্ফটিকের সম চলে যুগে যুগে
অন্তঃশীলা ধারে। বহিঃস্বর বলে: "আশা—মরীচিকা,
কামনা তো জ্বালে তারি মায়াশিখা।" অন্তঃস্বর বলে:
"সত্য নহে এ-বাণী ভূতলে। অমৃতের আশা নয়
শ্মশান-উদ্ভবা, জ্বালাময়। তৃষ্ণাহরা মন্দাকিনী
সমুচ্ছলা সেই লোকে—আঁখি যার দিশা নাহি পায়,
তারি ঢেউ নিতি এসে লাগে রূপোচ্ছল ধরাতলে—
ইন্দ্রিয়-রঙীন বেলা 'পরে অনুরাগে। যারে কভু
চিনি নাই জানি নাই—সেই প্রাণে বিদ্যুৎ-চুম্বনে
শিহরে লীলায় চির-বান্ধবের প্রায়। হে নিহিত!
তুমি অনাত্মীয়? ওগো চিরপরিচিত! তুমি আছ,
তাই কণ্ঠে ফুটে গান আজো—তাই প্রাণের পুলিনে
'চ্ছলে তব উর্ম্মি-ঋণে ধরা-স্রোত কল্লোল-পসরা
হাসি-গান-গন্ধ-ভরা···তাই নামে উতলা জাহ্নবী:
তুমি আছ, তাই প্রতি বিন্দুবুকে ঝলে সিন্ধুছবি।
তুমি আছ আছ বিশ্বমাঝে:

সূর্য্যমুখী

তাই গাছে পাতা নাচে, সরসে সরোজ সাজে
বর্ণের বিছনে।
নীল দ্যুতি নীলিমায় তাই আজো উথলায়
স্বর্গ-নিমন্ত্রণে
রূপ-মধুরিমা ছুটে। প্রকৃতির পর্ণপুটে
আজো স্বনে তাই
অসাঙ্গ সবুজ-শ্যাম- হুলুধ্বনি অভিরাম
যতিভঙ্গ নাই।

এ নিখিলে তুমি বাজো বাণী সম, তাই আজো
শব্দে জাগে ভাষা।
রাঙা-স্বপ্নভঙ্গে জাগে দীপ্ততর হোলি ফাগে
নব-স্বপ্ন-আশা।
অধর চুম্বনে কাঁপে, শীত লাজ পায় তাপে,
নিদাঘ শ্রাবণে।
শুধু প্রিয় তব দানে মরু স্বরে গানে গানে
শ্যামল শরণে!
কর্ম্মাতীত আছ তুমি, তাই উঠে মনোভূমি
নর্ম্মে কর্ম্মে রাঙি';—
দুস্তর পাথার তরি' আশা হয় রাজ্যেশ্বরী
শৈল-বাধা ভাঙি'।
তাই নেত্রে প্রেমজল ঝরে, এ-পরাণতল
তব নাম জপে।
কৃপা তব জয়দূতী, হে মর্ম্মের স্বপ্নাকৃতি,
যেন তারা-স্তবে

নিরাশায়ও তব লীলা করে চিত্তে বর্ণ-লীলা ;
মৌনে তব ধ্বনি
মন্দ্রে যেন অম্বুধির মন্ত্রসামে সুগম্ভীর
তব আগমনী।

প্রতি ব্যর্থতায়ও তব সার্থকতা অভিনব
বাজে নব লয়ে।
পরাজয়-মর্ম্মে জয় ডঙ্কে নব রঙ্গে, ক্ষয়
নাহি অপচয়ে।

অপচয় ? কারে কহে ? কল্প কল্পান্তরে বহে
যে-বাণী সুব্রতে,—
এক পথে সে হারায়— মঞ্জরিতে পুনরায়
অভিনব পথে।
প্রতি ঢেউ যায় ফিরে— চুমিতে আবার তীরে
নব কলরোলে :
যবে হটি' যায় স'রে মনে হয় বেলা'পরে
তার জলরোলে
আর হাসি ফুটিবে না বাঁধ বুঝি টুটিবে না
তাই ঝরে আঁখি—
যবে হাতে-পাওয়া নিধি হয় হারা—কাঁদি : "বিধি
কেন শাখা শাখী *
করে ফুল-বঞ্চিত ?" মোরা চাহি সঞ্চিত
রাখিতে সম্পদ :

সূর্য্যমুখী

দৃষ্টি তাই আবিলায় কামনার কুয়াশায়,—
মুদে কোকনদ।
বহে ঝঞ্ঝা জ্বালা হানি' মোরা স্বল্প পুঁজিখানি
রাখি যে অঞ্চলি' :
কড় কড়ে কেঁপে উঠি, হারালে কাঁদিয়া লুটি—
"কোথা গেল ?"—বলি'।
কতই যে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে আশঙ্কায় হিয়া :
পাছে ছোট দীপ
যায় নিভে, প্রাণপণে রুধি' তাই বাতায়নে
বরে সে অশিব !—
নাহি চাহি ঊর্দ্ধ পানে জপে : "নিরাপদে প্রাণে
সার্থকিবে শিখা ;"
বাসনান্ধ বুঝে না তো বজ্রমণি দিয়ে গাঁথো
জীবন-মালিকা।
বুঝে না সে—মালাকর নহেন শঙ্কিত-স্বর
কামনা-পিয়াসী :
আপনারই কল্পনায় ক্ষুদ্র রূপে দেবতায়
গড়ে সে—স্বল্পাশী।
চাহে না মানিতে হায় : অধ্রুবে যে না বিদায়
সম্বলে সে নারে
সঞ্চিয়া রাখিতে কোনে : কৃপণের মুগ্ধ পণে
যে জিনে—সে হারে।
ধ্রুবেরে যে যাচে না—সে ধ্রুবতমে ভালোবাসে
বিপুল দুরাশে :
অন্নের পূজারী ধায় মুক্তিভিক্ষা লাগি'—চায়
কাঙালের পাশে !

তাই ব্যথাঙ্কুশে বুঝি ধাওয়াও—বাধারে যুঝি'
দিগ্বিজয়ী হ'তে ?
তাই—আজ যারে পাই কাল দেখি আর নাই !—
কোথা কোন্ স্রোতে
ভেসে গেছে নেশাতৃপ্তি— বুঝি না !—অচিন দীপ্তি
ডাকে অভিসারে······
শুনি' তাই কি উদাসী হয় সুখী—যবে বাঁশি
বাজে বারে বারে ?
তাই এ-শ্রবণ—তব গভীর কল্লোলরব
না পেতে হারায় ?
শুধু অন্তঃশ্রুতি-রেশে সে-মূর্চ্ছনা ওঠে ভেসে
রাগিণী-মেলায়।

বুঝি না রাগিণী-ভাষা, তবু বহে যে-বিপাশা
সে তোমারই বর ;
তাই তো চাহি না আর ধ্রুব-শেজ-অন্ধকার :
বৈরাগী অন্তর
তারই লাগি'—যারে মর্ত্ত্য জানে না পরম তত্ত্ব,
হিয়া কলস্বরে
গায় : "প্রাণকুঞ্জে আজো প্রিয়তম, তুমি রাজো
তাই লাস্যভরে
যমুনা উজান বহে, আঁধার-জাঙাল দহে—
লহর-উচ্ছল,
হিমাচল তুঙ্গ তনু হেরি' তোমা হে অতনু,
নীহার-নির্ম্মল।

সূর্য্যমুখী

তুমি আছ—তাই ফুল আজও পরে রক্তদুল
পূজারতি-ভায়,
ঘ্রাণপথে বিমোহন গন্ধ করে উনমন
যেন কী আশায় !···
তুমি হও সিন্ধু ব'লে পঞ্জর-পুলিনে তোলে
আত্মা ঢেউ তার···
তুমি চির-নিরুপম তাই কবি খোঁজে কম
উপমা-সম্ভার।
ও-পারের প্রেম-নীড়ে যে-সুধা-বিহঙ্গ ধীরে
গায় পরা গীতি—
এ-পারে তাহারি রেশে আজো পাখী দেশে দেশে
রটে সেই স্মৃতি।
যা কিছু এ-পারে চলে তার ঢেউ যে বিরলে
তুমিই ওপারে
উৎস হ'তে ছলকিয়া তোলো—তাই রাঙে হিয়া
জীবন-বিহারে।
মোদের কোথায় আঁখি ? চূর্ণ ঢেউয়ে দৃষ্টি রাখি'
অনন্ত নিধির
পরিধির দিশা চাই !— তাই তো কূল না পাই
শৈলে হানি' শির।

মায়ার গুণ্ঠন প্রভু, তোমারে আবরে, তবু
হিয়া শুভব্রতে
তোমারি সঙ্গীত-স্নানে চলে পুণ্য অভিযানে
প্রেমাঞ্জলি-পথে।

ধ্রুব সুন্দর

চলে চলে চলাচল, চলে গ্রহতারাদল,
চলে শশিরবি,
চলে নীতি, চলে যন্ত্র, বিধান, লঙ্ঘন-তন্ত্র,
ছবি, প্রতিচ্ছবি।
সুষমার সাথে ছলে জর্জ্জরতা কুতূহলে
চলে সাঙ্গহীন
রাগে লয়ে ছন্দে তানে,— কতটুকু তার জানে
মর মন ক্ষীণ ?
যেটুকু সে দেখে তারে গড়ি' লয় বারে বারে
আপনারই ছাঁচে :
কিন্তু যারে জানে না সে তাহারি—তাহারি আশে
জীবনে যে বাঁচে।

তবু ভাবে : ছন্দ তার বুঝি তব আপনার,—
প্রতিটি চরণ
গুণে গুণে তারই মত চলো তুমি সৃষ্টিরত
অমেয়-বরণ !
তাহার শতাব্দী শত তব পায় মূর্চ্ছাহত
প্রহরে ফুরায়,
তাই যবে কতিপয় বরষে সে নাহি হয়
সফল হেলায়—
কহে : "তুমি নিরুৎসুক, কোথায় দক্ষিণ মুখ
তোমার নিষ্ঠুর !"
চায় যে সে আপনার মানদণ্ডে সুবিচার,—
বিপুল নূপুর

সূর্য্যমুখী

তব—তার শ্রুতিপথে তাই তো বাজে না, রথে
গতি হয় শ্লথ,
আশা-চতুর্দ্দোল-আলো ম্লান হয়—ছায় কালো
ভাঙে তপোব্রত।

সেই ম্লানালোক-লগ্নে নেভে প্রেম, মণিস্বপ্নে
স্মৃতি নাহি জ্বলে,
সে-প্রদোষে হৃদিদিশা আবছায়া হয়, নিশা
নামে, তাই ভোলে :
যে-কলিকা হেথা ফুটে যে-বাঁধ হেথায় টুটে
প্রেরণা তাহার
আসে তব অঙ্ক হ'তে তাই প্রতি ক্ষত-পথে
শোণিত—সুধার
ভঙ্গিমায় প্রাণস্থলী ফলে ফুলে সঞ্চলি'
তোলে প্রতিক্ষণ :
রক্তে শুধু দেখে রক্ত যে—সে-মূঢ় সুখাসক্ত
হারায়ে নয়ন
মত্ত অন্ধ সম ধায় পিঙ্গলাভা বাসনায়
যেন নিরুদ্দেশে ;
ভ্রম হয় পদে পদে, বন্যাগর্জ্জ মহানদে
তৃণ সম ভেসে
তবু চলে চলে চলে অগাধ লবণজলে
আকুলি' বিকুলি' :
কেহ চলে ঋজুপথে কেহ অবিচার-ক্ষতে
অভিমানে ফুলি'।

তবু জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সবে অজানারই পানে
ধায় নাহি থেমে :
"যে-আলো জীবন-বাঁকে ফোটে নি—তাহার ডাকে
আসিবেই নেমে"—
এ-বিশ্বাসে বেঁধে বুক চলে সব কাঁটাদুখ
কমলে কুসুমি'।
দয়িত বান্ধব মাঝে সে যে তোমারেই যাচে'
ও-চরণ চুমি'
লভে সে বরণ-মন্ত্র। আনে বাহি' মকরন্দ
ঝরা দলে কেহ।
যে তোমারে অস্বীকারে তারও মাঝে দীপহারে
রচে তব গেহ।
তনুর পিঞ্জর স্থাণু ফলে তব চন্দ্র ভানু,
শৃঙ্খলেও গুণী
তোমার মঞ্জীর ক্বণে কল্পনায় জাল বোনে
ঝঙ্ক' সুরধুনী।
পরি' তব স্বর্গ-টীকা দেহাধার—জ্বালি' শিখা
সামগানে রাঙে :
তাই স্বপ্ন মায়া নয় যদি আজো তার জয়
রলরোলে ভাঙে।
কবি শিল্পী নয় ভবে প্রবঞ্চিত—ছায়াস্তবে
আলেয়া-বৈরাগী ;
ঘেরে যবে ঘোরা নিশি তাহারাও মাঝারে ঋষি
ধ্যানে রহে জাগি' :

সূর্য্যমুখী

সে-ধেয়ানে আলোকণা নামে, তাই উনমনা
রহে তারই তরে—
"অধরাও দিবে ধরা" মন্ত্র জপি' বিষক্ষরা
ঝরে কলস্বরে।
স্বপনাভা জাগরণে মিলায় তো ক্ষণে ক্ষণে
তবু রহে রেশ :
ঝলকে অতৃপ্তি-বুকে সৌদামিনী-দীপ্তি-মুখে
অনন্ত-নিমেষ।

পরম প্রেমের ব্রতে আরাধিলে অনাগতে
দীপ্র দুরাশায়
বিবর্ণ পাষাণ কারা- মর্ম্মে মন্দাকিনী-ধারা
ঢলে করুণায়।
যেথায় বিরাজে কালো সেথায় ঝরাতে আলো
গগন-বিথারী,
যেথা ফাটে মিথ্যা ফেনা সেথায় অমৃত-সেনা
তুলিতে ঝঙ্কারি'—

যাহা আজো কুহেলিকা- ঘেরা—সেথা হেমটীকা
উদ্ভাসিতে প্রেমে
নীহারিকা-অভিসারে হাসো তুমি বারে বারে—
ধূলিবুকে নেমে।

প্রার্থনায়

O World, of agony and wretchedness !
How long will you in lampless glooms be veiled?
How long will you be held in a caress
Of storm and deluge, thunderous and galed?
Surely you were not meant
Only for falsehood, darkness and disease.
Under the tragedies.

HARINDRANATH

হায়, পৃথ্বী--তিমির-
বাণে মূর্চ্ছালীনা !
আর কতদিন র'বে
প্রেম- আলো-বিহীনা ?—
খর ঝঞ্ঝাবায়ে
চির- শঙ্কাছায়ে
শুধু রণিবে যাতনা
তব লীলার বীণা ?

হারীন্দ্রনাথ

সূর্য্যমুখী

By whatever way we ascend to that Spirit it answers.
I think poetry is one way in which it answers
aspiration, and we receive, interpret
or misinterpret the Oracle as
our being here is pure
or clouded.

A. E.

বাহি'   আরোহণী শত
আলো-   সুষমা পানে,—
মোরা   যত উঠি—তত
সে-ও   মোদেরি টানে
বাণী   মন্ত্রে নেমে
আসে   ছন্দে—প্রেমে :
দিতে   সাড়া অবিরত
কবি-   দুরাশা-গানে।

এ. ই.

ডাক

ওগো মোহন! আসিবে
কবে অরুণ-রসে
করি' বিহ্বল আঁধা
প্রাণ— হেম-রভসে?
কবে নির্ঝরিয়া
প্রতি বন্ধ্যা হিয়া
নাথ, সিঞ্চিবে তুলি'
তব ফুল-তপসে?

ওগো সুন্দর! কবে
গ্লানি যাবে নিভিয়া
তব মঞ্জু-ঝুলনে?
রহ' কালো রাতিয়া
সহি' কেমনে—যবে
তব ভরসা-রবে
প্রতি অন্তর-তৃষা
উঠে উচ্ছ্বসিয়া?

ওগো বিজয়! আসিবে
কবে জড়িমা জিনি'?
কবে পুঞ্জ ম্লানিমা
ঝলি' বলিবে: "চিনি
বঁধু চিনি তোমারে,
তব নৃত্যাসারে
প্রতি পরাভবেও যে
ঝুরে আভা তারিণী!"

ওগো কোমল! আসিবে
কবে কঠোরে দলি'?
মেঘ র'বে কালো মেঘ
নাহি আশা বিজলি'?
ধারা ঝরিবে না কি—
প্রতি হৃদয়-শাখী
যবে দিতে চায় পায়
প্রেম- ফুলাঞ্জলি?

সূর্য্যমুখী

ওগো উছল ! দেখ না
কেন বিফল-ব্রতা
রয় দুরাশা-আকৃতি ?
তব পূজা-প্রণতা
আজো নয় অবনী :
করে জয়ধ্বনি
যত উষর পাষাণ,
কম কুসুম কোথা ?

ওগো পেলব প্রদীপ !
রবে স্তিমিত-শিখা
হায় কতদিন ? তব
তুলি বাসন্তিকা
বলো আঁকিবে কবে
জ্যোতি- রাঙা বিভবে
ম্লান বিধুর ললাটে
তব সিঁদুর-টীকা ?

ওগো অভয় ! আজিও
কেন মর্ম্মতলে
যত সঙ্গীত-নাশা
ভীতি বেসুরে ছলে ?
কেন তব নীলিমা
টুটি' শঙ্কা-সীমা
নারে গাঙ্গ-ওজস-
বান নামাতে ঢলে ?

ওগো বঙ্কিম ঠাম !
তুমি দেখ না কেন—
ধরা সুরেখা-বিরহে
সদা গুমরে হেন ?
বাঁকা ঢেউ মৃদুলে
আর ওঠে না দুলে'
ব্যথা- তপ্ত হৃদয়……
জরা অমর যেন !

ওগো স্বপন-অতীত !
তুমি জাগর-পুটে
কেন সিন্ধু-স্বপন-
শিখা জ্বালো না ?—লুটে
কেন শরণাগতি
দ্বিধা দ্বন্দ্বে ?—যদি
তুমি শ্যামল—প্রসূন
কলি- কেন না ফুটে ?

ওগো যমুনাকান্ত !
কোথা রাস-যমুনা ?
কোথা বংশীলহরী
মায়া- গীতি-ফাগুনা ?
আছে কদমতলা,—
কোথা গোপী উতলা ?
আছে রাধা ডাক,—কোথা
রাধা— প্রেম-করুণা ?

ডাক

ওগো চিরসখা ! বলো হেন অলীক ভুবনে
কোথা গোষ্ঠ কম ? কার মন ভুলিবে ?
কোথা শ্রীদাম সুদাম তোমা বিনা কার প্রাণে
সাথী সুহৃত্তম ? প্রেম ঢেউ তুলিবে ?
ছেয়ে গেল যে আজি তব আশা বিহনে
রিপু শত্রু-রাজি ! হায় উষা-লগনে
লীলা- কাহিনী তব যে কার স্বপ্ন-কলিকা
হ'ল কথিকা সম ! রাগ- দল খুলিবে ?

মোর দিন পিছু দিন তাই মন ডাকে বঁধু
কেটে যায় যে প্রিয় ! তব চিন্তাখানি।
গান গন্ধে ভরে কি ডাকে প্রাণ উভরায় :
প্রাণ ? ঝরে অমিয় ? "দাও কমল-পাণি।"
তব সিন্ধু-কৃপা, তনু আত্মদানে
তবু অন্ধ দিবা প্রতি অণুর গানে
যার— তারে তব আলো- চায় ভূলোকে শুনিতে
কোল দিয়ো হে দিয়ো ! তব দ্যুলোক-বাণী।

তুমি দিয়েছ ভুবন ? তুমি যুগে যুগে ছিলে
আমি চাই না তারে : দীপি' হিয়া-দীপে যে—
আমি চাই না জীবন, প্রতি শ্মশানে উঠিতে
চাই জীবন-পারে নব- ডঙ্কে বেজে :
স্বনে যে-রস-নিধি মোর তিয়াষা-মূলে
তব রহস-গীতি : আধ- আশা-মুকুলে
প্রেম- পিয়াসী কি চায় রহে গন্ধ তোমারি
সুরা ?— চায় সুধারে। চির- বন্দী সে যে !

সূর্য্যমুখী

তারি অকায়া পরাগ
মোরে চঞ্চলিল,
তাই উন্মনা হিয়া
বুঝি মঞ্জরিল,—
তার সুরভি-ডালি
তব চরণে ঢালি'
বুঝি তব উন্মেষ-
বায় মর্ম্মরিল !

যত না-পাওয়া আরতি
যত উধাও গীতি
তাই তোমারে সারথি
চায় জীবনে নিতি ;
তুমি জনমে মম
সুধা- স্বত্ব সম :
তব সাড়া বিনা তব
দানে ভরে কি হৃদি ?

তাই দাও সাড়া আজ—
ধরা ডাকিছে যবে,
প্রাণে ছুটায়ে তুরগ
এসো শঙ্খরবে
উষা কলস্বরি'
নিশা রূপান্তরি'
মরু যাচে যে শ্যামলে
শুধু নতি-বিভবে।

সাড়া

যদি তোমার শরণে
ছাড়ি সকলি—প্রিয়,
তুমি ল'বে না বরণে ?
তব প্রীতি-অমিয়
হৃদি ভরিবে না কি ?
যদি তোমারে ডাকি :
"বঁধু, রাতুল চরণে
ঠাঁই আতুরে দিয়ো"—

তবে বন্ধ্যা উপলে
রস সঞ্চারিয়া
তুমি অস্ত-অচলে
রবি- সন্ধানিয়া
ওগো, দিবে না ধরা ?
তব গীতি অমরা
নীল মুরলী সজলে
চির ঝঙ্কারিয়া—

তবে ধরিবে না তুমি
কি গো মূরতি প্রাণে ?—
যদি ছন্দ কুসুমি'
তুলি' গন্ধে গানে
সেই নিষ্ঠা-ঢালা
ফুলে মর্ম্ম-ডালা
ভরি' তব পদ চুমি'
চাই আত্মদানে—

মোর উচ্ছাস বেদন
করি' তব আরতি
মোর বেসুর-বাহন
রথে সুর-সারথি
হ'য়ে ভ্রান্তি-ভরা
পথে শান্তি-ক্ষরা
সুধা সিঞ্চি' মোহন,
পূরি' রক্ত-ক্ষতি—

সূর্য্যমুখী

দিশা দীপিবে না মোর
নিশা-নন্দী-বনে ?
যত বন্ধন ঘোর
দলি' গাঙ্গ-স্বনে
ছায়া-কালো ধূমলে
ঝলি' আলো-সফলে
যত দুখ-আঁখিলোর
প্রিয়, সুখ-লগনে—

এসে রূপান্তরিয়া
দেখা দিবে না হেসে ?
সেই নিশান্তে হিয়া
তার নিরুদ্দেশে
তব ইন্দুলেখা-
রাগে প্রেমের রেখা
ধ্যান-পটে অঙ্কিয়া
এই দূর বিদেশে—

তার পাবে না কি সাথী ?
সেই স্নেহ-কুলায়ে
জ্বেলে কৌমুদী-বাতি
তুমি অমা-বিদায়ে
মোরে ডাকিবে না কি ?
যত মিথ্যা ফাঁকি
তব সত্য-প্রভাতী
দেবে না কি দেখায়ে ?

আমি শুনেছি শুনেছি
মোর হৃদি-অতলে
তব বংশী,—বুনেছি
সেই সুর-কমলে
তব স্বপ্ন-মালা
মণি-রত্ন-জ্বালা
পথ চাহিয়া গুনেছি
দিন, তোমারি বলে—

কত পঙ্কিল গ্লানি
হ'তে মুক্তি লভি'
তব মঞ্জিল মানি'
তারি মন্ত্র জপি'
ক্রূর লক্ষ বাধা
দলি' তোমারি সাধা
সুরে বন্দনা খানি
তব চরণে সঁপি'—

মাথে চেয়েছি বহিতে
শুধু অর্ঘ্য তব,
তাই পেরেছি কহিতে :
"আমি সকলি স'ব
শুধু তোমারি তরে।"
তব আশীষ-বরে
আমি সেধেছি সহিতে
ব্যথা নিত্য নব—

সা ড়া

স্মরি' অমৃত-উপম
তব প্রেমী-মূরতি,
জপি' হে অরিন্দম,
তব বীর্য্য—প্রতি
নীল- দুরাশী পথে
আশা- ভাঙার ক্ষতে
তব বিধান পরম
জেনে শকতি-ব্রতী—

হ'তে শিখেছি, যত না
হেম কুঁড়ি ঝরালো,
যত কাঁটা-যন্ত্রণা
লোল লহু ক্ষরালো,
যত বিরহ-নিশা
ঢাকে মিলন-দিশা
তব স্নেহ-সান্ত্বনা
মোরে সবি সহালো।

যত যা কিছু অসহ
করে সাধনে—স্বামী,
আর গণি না অবহ,
বুঝি দিবস-যামী
সুখ- আলসে মজি'
ফুল- শয্যা রচি'
প্রিয়, তোমার বিরহ
ছিনু পাসরি' আমি—

তাই সুধাও অধরে
হ'ল গরল-ধারা,
তাই যশেরও বাসরে
করি' তৃপ্তিহারা
নিলে কাছে ডাকিয়ে,
দিলে তাই—না-দিয়ে,
সৃজি' তুফান—নিথরে
তব দিশারী-তারা

বুঝি আজিকে ফুটালে
তব নীলাম্বরে ?
মোর গর্ব্ব টুটালে
নতি- দীক্ষা তরে ?
সেই দীনতা উঠে
আজ বাঁশিতে ফুটে'
ফুল মরুতে দুলালে
তব মলয়-করে !

তারি মিড়-পরিমলে
গুণী, গাহিলে আজি :
যত দুর্বাস-ছলে
মোর কলিকা-সাজি
যেত ঝরি' অকালে
সাঁঝ হানি' সকালে,—
তুমি সেথাও কোমলে
তব বিছাতে, নাচি'—

সূর্য্যমুখী

হরি- চন্দনে আরও
প্রেমে মর্ম্মরিতে
তুমি পন্থ নিবারো
আরো পাথেয় দিতে,
আজি বুঝালে : "ব্যথা
যবে বিঁধিত সদা
তুমি মন্থনে তারও
হিয়া হিন্দোলিতে।"

তাই অশ্রুও হয়
আজি তীর্থ-বারি,
গায় বিঘ্নও জয়
পূজা তপস্যারি,
আমি যেথা যে-পথে
তব পালিনু ব্রতে—
দিলে সাড়া বরাভয়-
লয়ে সবি স্বীকারি' :

আজি বুঝিনু মোহন,
তুমি ছিলে আড়ালে—
মোরে শিখাতে নটন
আলো- প্রেমের তালে,
তুমি সখা দরদী
যে-ই করি প্রণতি—
খোলে তৃতীয় নয়ন :
দেখি— চুমিছ ভালে !

গন্ধিতা

এ কবিতা-গুচ্ছের মধ্যে কুমারী রাহানার গান দুটি সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। ইনি বরোদার খ্যাতনামা গায়িকা। (মহাত্মা গান্ধির পরমবন্ধু স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক আব্বাস তায়েবজীর কন্যা) কুমারী আবাল্য কৃষ্ণভক্ত। অনেক গানই এঁর ধ্যানলব্ধ, ধ্যানশ্রুত। "কোজাগর" গানটি তিনি স্বকর্ণে শোনেন, দেখেন ধ্যানের সময়ে : "বন ঠন কর আঈ—" গাইতে গাইতে কুড়িজন গোপী আসছে। তাদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের নীল আলো। গানগুলি গোপীরা গাইছিল সারং রাগে। হারীন্দ্রনাথের হিন্দি গান ছাড়া এত সুন্দর গান আধুনিক হিন্দিতে আমি কখনো শুনিনি—বিশেষ আধুনিক গানে অমিশ্র বৃন্দাবনী গোপীপ্রেমের আবহ। কুমারীও এ-গানটি ধ্যানশ্রুত রাগেই গেয়ে থাকেন—বৃন্দাবনী সারঙে।

এ-গুচ্ছের কবিতা কয়টি হয় অনুবাদ, নয় অপরের গানের ছন্দ ভাব সুরের আভাষে রচিত। তাই এর নাম হ'ল "গন্ধিতা"।

হারীন্দ্রনাথের "মেরে হৃদয়কে রঙ্গমে" কবিতাটি সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু ছন্দে রচিত—অতিপর্ব্বিক ঢঙে। সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু জয়দেবের কেবল একটি গীতম্-এ দেখেছি ইতিপূর্ব্বে :

। । । । ।   । । । । ।   । । । । ।   । ।
তা ম হং হৃ দি | স ঙ্গ তা ম ণি | শং ভৃ শং র ম | য়া মি
কিং ব নে স্থু স | রা মি তা মি হ | কিং বৃ থা বি ল | পা মি

কিন্তু অতিপর্ব্বিক ঢঙে ও এত সমৃদ্ধ ও নিরঙ্কুশ কদমে সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু ছন্দে হারীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে কেউ কবিতা লিখেছেন ব'লে আমার জানা নেই। আমি অবিকল অনুরূপ ছন্দেই অনুবাদ করেছি—কেবল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। ছন্দোবিশ্লেষ পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। এ-ছন্দটি ঈষৎ কঠিন বলেই এ-ভূমিকা।

সূর্য্যমুখী

Wherever I look
I find you there,
A quiet perfection
Of deathless limbs !
The sky is a book
Of starry prayer,
And the earth a collection
Of beautiful hymns.

HARINDRANATH

যেথাই চাহি না কেন আজি
তুমি আছ—দেখি, হে নির্ম্মল
শান্ত পূর্ণদ্যুতি !—অধিরাজি'
মৃত্যুহীন দেহাঙ্গ প্রোজ্জ্বল !
নীলাম্বর গ্রন্থ হয় যেন—
নক্ষত্রের প্রার্থনে খচিত,
বসুন্ধরা—মনে হয় যেন—
সান্দ্র স্তবগুচ্ছ উচ্ছলিত !

A ROSE OF WOMEN

Now lilies blow upon the windy height,
Now flowers the pansy kissed by tender rain,
Narcissus builds his house of self-delight
And Love's own fairest flower blooms again;

Vainly your gems, O meadows, you recall;
One simple girl breathes sweeter than you all.

Sri Aurobindo

পদ্মিনী

দোলে শালমঞ্জরী সমীর-রঙ্গী তুঙ্গ মৌলি 'পর,
রাঙে রজনীগন্ধা-অধর কোমল ধারা-চুম্বন-রাগে,
রচে স্বয়মানন্দে আপন কান্ত নিলয়—ইন্দীবর :
ফুটে প্রেমবল্লভা রূপদুর্লভা কলিটি পুন সোহাগে।

শ্যাম নন্দন ! বৃথা অভিমানে তব রত্নমণিকা সাজে :
এক সরলা বালার নিঃশ্বাস-মধু সব লাবণ্য লাজে।

শ্রীঅরবিন্দের কৈশোর রচনা।

TO THE CUCKOO

Sounds of the wakening world, the year's increase,
Passage of wind and all his dewy powers
With breath and laughter of new-bathed flowers
And that deep light of heaven above the trees
Awake mid leaves the muse in golden peace
Sweet noise of birds, but most in heavenly showers
The cuckoo's voice pervades the lucid hours,
Is priest and summoner of these melodies.

The spent and weary streams refresh their youth
At that creative rain and barren groves
Regain their face of flowers; in thee the ruth
Of Nature wakening her dead children moves.

But chiefly to renew thou hast the art
Fresh childhood in the obscured human heart.

Sri Aurobindo

শ্রীঅরবিন্দের কৈশোর রচনা।

কোকিলের প্রতি

জাগন্ত ধরার ধ্বনিমালা ঋতু-অন্তের দাক্ষিণ্য উথলায়
গন্ধবহ গতিচ্ছন্দে—সাথে ল'য়ে ক্ষেমঙ্কর নির্ম্মল নীহার ;
সাথে ল'য়ে সদ্যঃস্নাত পুষ্পের পরাগ-শ্বাস হাসির বিথার ;
সাথে ল'য়ে তরুশীর্ষে ওই গাঢ় দৈবী দীপ্তি ;—সকলই জাগায়
পল্লব-সম্পুটে ধ্যানমৌন স্বর্ণকান্তি মুগ্ধ শান্তি-সুষমায়
উচ্ছল কাকলি কল-বিহঙ্গের : সব চেয়ে মন্দার-আসার
চঞ্চলি' বসন্ত দূতে—ছায় স্বচ্ছ এ-প্রহর কুহুকণ্ঠে তা'র
নিমন্ত্রি' সে আনে যেন মঙ্গল যাজ্ঞিক সম—হেন মূর্চ্ছনায়।

সর্ব্বস্বান্তা মন্দাক্রান্তা ফল্গু-প্রবাহিনীগুলি করে পুনর্ণব
যৌবন তাদের সেই সৃজনী ধারায়, বন্ধ্যা কুঞ্জ বীথি ম্লান
কুসুমাস্যে রাঙে ফিরে ; হে গন্ধর্ব্ব ! প্রকৃতির অনুকম্পা তব
অন্তরে সঞ্চলি'—করে সঞ্জীবিত তা'র যত সন্ততি নিষ্প্রাণ।

শিল্পিরাজ তুমি পিক—বিজীর্ণে ঝঙ্কৃয়া তোলো নবীনের লয়ে :
বালৈশ্বর্য্য-অরুণিমা-ডঙ্কা তুমি—ছায়াঙ্কিত মানব-হৃদয়ে।

HARMONY

In one hand she holds the sword,
A rose-bud in the other, ...
Both terrible and beautiful
Is Mother ! . . .
She holds a desert in one hand,
A garden in the other . . . .
Fire-cruel, yet, how flower-cool
Is Mother ! . . .
But then these opposites proclaim
Softly to one another,
"We share an eqüal rhythm in
The Mother !" . . .

HARINDRANATH

সমঞ্জসা

বাম করে অসি, অফুট নলিনী
দক্ষিণে রহে ধরি' :
একাধারে ভীমা জগন্মোহিনী
জননী, মরি !
বাম করে মরু, দক্ষিণে দীপ্তা
মধুবীথি পড়ে ঝরি' :
জ্বালামুখী, তবু, কুসুমস্নিগ্ধা
জননী, মরি !
দ্বন্দ্ব বিরোধ কহে কানে কানে
মৃদু মুরছন স্বরি' :
"সমতালে সবে আশ্রয় দানে
জননী, মরি।"

সূর্য্যমুখী

A cloud is one who knows
The pain of every flower :
A cloud-wound is the rose
Born in an evening-hour.

HARINDRANATH

মেঘ তারই নাম—দরদী বেদনে
প্রতিটি ফুলের যেই :
রক্ত মেঘের সান্ধ্য ক্ষরণে
ফুটে যে—গোলাপ সেই ।

For every cloud
That comes and goes
Is already endowed
With the birth of a rose.

HARINDRANATH

প্রতি মেঘখানি—কম্পিত···
আসা-যাওয়া যার শেষ :
অন্তরে তার সঞ্চিত
গোলাপের উন্মেষ ।

সূর্য্যমুখী

The clay conspires
To build the rose
Out of wandering fires
To seek repose.

HARINDRANATH

পঙ্ক যে করে কত মন্ত্রণা
রচিতে গোলাপ-রাগে—
ল'য়ে শিখাদল চিরউন্মনা
যাহারা শান্তি মাগে।

Life is a many-hued rainbow
Hung through the years
And glimpsed from the boat of time
Through a spindrift of tears.

HARINDRANATH

জীবন—একটি বহুরঙা জলধনু
দ্যুতি যার যুগ-যুগ-দিগন্তে দোলে :
কালের তরণী হ'তে যার চলতনু
অশ্রু-শীকর-সম্পাতে ওঠে জ্ব'লে

অকেলা

(লঘুগুরুছন্দ—হারীন্দ্রনাথ)

অব   আই সাঁঝকী বেলা !
রাগরঙ্গ ঝমকট কছু নাহি—হুয়া খতম অব মেলা !
গয়াঁ দিয়ে দিন ধীমে ধীমে···
নাহক্ নিষ্ফল তুচ্ছ হসীমে :
বহুৎ খেল তূনে খেলে—পর্ সঁচ্চা খেল ন খেলা !
যশকো তুমনে বহুত কমায়া···
দিন রহতে—ধন বহুত জমায়া :
দিবস অস্তমে কর হয় খালি—একভি বচা ন ভেলা !
সাঁঝ গঈ—অব আঈ রাতি···
ন কোই সঙ্গী—ন কোই সাথী :
পথিকহীন পথ চলা হয় আগে—তূ হী পথিক—অকেলা ।

একেলা

আজ   এল যে সাঁঝের বেলা !
রাগরঙ্গের জনতা নীরব—ভাঙিল মুখর মেলা !
দিনে দিনে···দিন যায়···কেটে যায়—
নিষ্ফল হাসি···তুচ্ছ কথায়···
খেলিলি কতই···শুধু হ'ল কই সকল খেলার খেলা ?
আহরিলি যশ কত তুই মন,
সুদিনে সঞ্চি' কত···কত ধন !
দিনান্তে—কর খালি···ভিড়িল না কূলে একটিও ভেলা ?
সন্ধ্যাও যায়···আসে ঐ রাতি···
সঙ্গী কোথায় ?—কোথা তোর সাথী ?
পথিক-বিহীন পথ চলে—আগে···পথিক তুই একেলা ।

বিশ্বচারী

(লঘুগুরু ছন্দ—হারীন্দ্রনাথ)

মেরে হৃদয়কে রঙ্গমে — সারে জহাঁকে অঙ্গকো
তূনে সমায়া—ঔর ময় — ফির ঢূঁঢ়তা কিস্ রঙ্গকো ?
মেরে হৃদয়কে সাজমে — হয় সারি ধরণী সজ্ রহী !
মেরে হৃদয়কী বাঁসরী — সারে গগনমে বজ্ রহী !
মেরে হৃদয়কে প্রেমমে — তূনে বনায়া হেমকো—
ফিরভী ভিখারীকী তরে — ময় ঢূঁঢ়তা কিস্ প্রেমকো ?
হয় প্রেমগঙ্গা বহ রহী — তেরে হৃদয়কে আসপাস—
ফিরভী সদা তূ তৃষিত কোঁ ? — যে তো বতা দে প্রেমদাস !

বিশ্বচারী

তুমি খচিলে মোরই হৃদি-রঙ্গিমায় — সারা বিশ্ব-অঙ্গে যে-মণিভূষণ :
আমি তবুও ফিরি ঢুঁড়ি' কেন যে তায় ?— যবে উছলে অন্তরে রং-রতন ?
সারা ধরণী পরি' মোর হৃদয়সাজ — রহে বাসক-সজ্জিতা ! সারা গগন
তোলে ঝঙ্ক' মোরই বাঁশি ভুবনমাঝ : — তবু কাহার মুরলীর যাচি রণন ?
তুমি আমারই হৃদয়ের প্রেমের ভায় — করো নিখিল হেম-বিভা সদা রচন :
হায়, তবুও ভিখারীর তরে ধরায় — খুঁজি কোন্ সে-প্রণয়ের মধু-মিলন ?
বহে প্রেমের গঙ্গা যে চির-অঝোর — তোরই হিয়ার আশেপাশে—তবু গহন
হৃদে তৃষিত কেন তুই জীবনভোর ? — তোর বুঝি না প্রেমদাস, ধারা কেমন !

‖		‖	।	।	।	‖		‖	।	‖	‖		‖	।	‖	‖		‖	।	‖
মে	|	রে	হৃ	দ	য়	কে	|	র	ঙ্গ	মে	সা	|	রে	জ	হাঁ	কে	|	অ	ঙ্গ	কো
তুমি	|	খচি	লে	মো	রি	হৃদি	|	র	ঙ্গি	মায়	সারা	|	বি	শ্ব	অং	গেযে	|	মণি	ভূ	ষণ

উদাস

(লঘুগুরুছন্দ—হারীন্দ্রনাথ)

তরুণ অরুণসে রঞ্জিত ধরণী : নভলোচন হয় লাল।
মৃদু সমীরমে নাচে তরণী : নদী বজারে তাল ॥
চলে ধরাকো বন্ধন তোড়—
ছায়া-চুম্বিত তটকো ছোড় :
নব-প্রভাত-লালীকে সম্মুখ চঢ়ারে চিট্টা পাল ॥
হমে নহী ধনদৌলত-আশ,
হয় স্বচ্ছন্দ হমারা হাস :
রিঝা নহী সকতা হয় হমকো জগমায়াকা জাল ॥

উদাসী

তরুণ-অরুণভায় রঞ্জিত ধরণী :
অম্বর-আঁখি হয় লাল।
মৃদুল সমীরে নাচে সঙ্গীত-তরণী :
নদী-মঞ্জীর দেয় তাল ॥
ধরাবন্ধন টুটি' চলে অভিসারী—
ছায়াচুম্বিত তমী-তট পরিহারি' :
রক্ত নবীন-ঊষা-স্বপ্নিমা পুরোভাগে মেলিয়া শুভ্র হিয়া-পাল ॥
মিটেছে আমার ধন-সম্পদ-আশা,
আজি স্বচ্ছন্দ যে মোর হাসিভাষা :
মোহিতে আমারে নারে রাঙা-আসঙ্গে আর জগত-রঙ্গ-মায়া জাল?

THE QUEEN OF NIGHT

Amazed I hear to-night
      A sudden chirrup of birds—
Undreamable delight
      Of quivering magic words.

Why are they rich with joy
      When hollow glooms surround?
What streams of fire upbuoy
      Their tiny boats of sound?

O birds, whom do you praise
      From your green slumbering height?
You have not seen Her face,
      The wondrous Day of our night;

Nor heard Her quiet call
      Out of the Spirit's deep
Arise to golden all
      The penury of sleep!

My heart for ever sings,
      From mortal glooms withdrawn,
Because Her calm mouth brings
      A smile of deathless dawn.

AMALKIRAN

নিশার দেবী

গাঢ় বিস্ময়ে শুনি রজনীতে ছন্দিত যে
বিহঙ্গ-কলকাকলি অকস্মাৎ !—
স্বপন-অতীত রভসোজ্জ্বল স্পন্দিত—সে
ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের সম্পাত !

এ-কোন্ পুলক-সম্পদ তারা পেল অবেলা—
যখন শূন্য আঁধা ছেয়ে চারিপাশে ?
ধ্বনির পসরা বহিয়া তাদের ক্ষুদ্র ভেলা
কোন্ বহ্নির উর্দ্ধোৎসারে ভাসে ?

তোদের শ্যামল তুঙ্গ ঘুমেল শাখে ও-পাখী,
উছলিলি কার স্তব—স্মরি' কার কৃপা ?
তাহার বরদা-বয়ান কি তোরা দেখিলি না কি :
মোদের নিশার দেবী—অপূর্ব্বা দিবা ?

দেখিলি কি—যবে অন্তরাত্মা—গহনতম
মন্দ্রিয়া তার প্রশান্ত আহ্বান
স্পর্শমণির সম তন্দ্রার মগনতম
জড়িমারে দেয় স্বর্ণের বরদান ?

মর তমিস্রা তরি' হিয়া মম গাহে উছাসে
চিরতরে—সে অকম্প্র অধরে বহি'
আনিল বলিয়া তাহার স্নিগ্ধ স্মিত সুহাসে
মরণমুক্ত অরুণ—মিলনময়ী !

PEACEFUL

A long grey cloud went running by
With three pale yellow stripes
Upon its browning back ;
In the deep orchards of the sky
What fire-red sun-fruit ripes
Ready to split and crack?
Squirrel of God! be careful how
You nibble at the fruit
When it is hanging warm!
O far invisible autumn-bough
Of lustre lone and mute
Untroubled by a storm!

HARINDRANATH

প্রশান্ত

দীঘল ধূসর মেঘখানি গেল পাশ দিয়ে ছুটি'
তিনটি পাণ্ডু পীত ডোরাকাটা তা'র
গৈরিক-আভা গায় !
গগনের ঐ গহন নিটোল নন্দনে ফুটি'
কী বহ্নিরাঙা রবিফল-রসধার
ফাটিয়া পড়িতে চায় !
ওগো বিধাতার বৃক্ষশায়িকা ! সাবধান,—তব
দশনে দীরিবে উষ্ণ ফলটি যবে
দোলে সে আপন ভারে !
হে দূর অলখ হৈমন্তিকা শাখা অভিনব !—
বিনিঃসঙ্গ মৌন জ্যোতিবিভবে
দীপ্ত—ঝঞ্ঝাপারে !

মীরা

(লঘুগুরু ছন্দ)

তুমরী কারণ সব সুখ ছোড়্যা—অব মোঁ। ক্যোঁ তরসারো ?
বিরহ-বিথা জাগে চিত-অন্দর—সো প্রভু আর বুঝারো।
অব ছোড়্যা বন প্রভুজী মোহে চরণকি পাস বুলারো :
মীরা দাসী জনম জনমকী চিত্তসুঁ চিত্ত লগারো—
অঙ্গসুঁ অঙ্গ বুলারো।

বিধুরা

তব তরে সব সুখেরে ছাড়ায়ে—তৃষা কেন রেখে যাও ?
অন্তরে জাগে বিরহের ব্যথা—আসিয়া প্রভু নিভাও।
বনবাসে যারে পাঠালে—তাহারে শ্রীচরণে ডেকে নাও
জনম জনম দাসী মীরা চিতে চিত-পরশন দাও—
অঙ্গে তার শ্রীঅঙ্গ তব বুলাও।

মীরা

তুম সন কাহে প্রীত লগাঈ ?
প্রীত লগাকে সবহি ছুড়াঈ অব মোঁ। ক্যোঁ তরসাঈ ?
রহুঁ উদাসী মথুরাবাসী তৌ ভি ন দরসন পাঈ ?
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর !—কৈসী লাজ ন আঈ ?

অভিমানিনী

তব সনে প্রেমডোরে গাঁথি' কেন মোহিলে ?
প্রেম-বন্ধনে বেঁধে সকলি ছাড়ায়ে—সেধে
নিঠুর তৃষায় হেন দহিলে ?
মথুরাবাসিনী আমি আজো পথ চেয়ে—স্বামী !
তবু কেন আড়ালেই রহিলে ?
মীরা কহে : গিরিধর সরমও কি হে নাগর,
হ'ল না ?—কেমনে হেন ছলিলে ?

পার-কাণ্ডারী

(কুমারী রাহানা)

মোসোঁ মৎ বোলো ময় তো ভঙ্গ বাররি।

ন পুছো মোসোঁ হৃদয়কী বতিয়াঁ,
তুম ক্যা জানো প্রেমীকী গতিয়াঁ
দেখ ভি পাই রো শ্যাম সুরতিয়াঁ ?
অহো কৈসী মোহক রো সুরত সাঁররি।
নয়নকী রজনীমে তারে চলকে !
হোটপে হাস্যকী বিজলী ঝলকে !
সুন্দর কমল-বদন ক্যা মলকে !—
তোহে ক্যা সুনাউ ?—দেখন আররি।
ঝলহল ঝলহল অনুপম কায়া !
একহী ঝলকসে তঙ্গর আয়া !
সুরজ তো রাকী ঝাঁকী ছায়া—
কৈসে বরণুঁ সো দিব্য প্রভার রি ?
হস্ত রো নীল সরোজকী কলিয়াঁ :
জা মৈ সে ছন ছন কিরণেঁ নিকলিয়াঁ
চন্দ্রসমান রো চরণ কমলিয়াঁ
চোরে চিত্ত মেরো—অব ক্যা বতার রি ?
রৈহানকে প্রভুসে প্রেমনে মারি,
বহোৎ করী, পর আখির হারি,
সবহী গয়ো—তব রহে মুরারি—
মেরো অব সাঁচী পার লগী নার রি !

পারের কাণ্ডারী

মোরে বলিস নে—কিছু বলিস নে
মোর তারি তরে চিত উতল।

শুধাস নে মোর হিয়ার বরণমতি,
তুই কী জানিবি—প্রেমের কেমন গতি?—
দেখে নি যে কভু শ্যামলের সে-মূরতি—
কী অপরূপ যে সে-মোহন—নীল-সজল!
অধরে যাহার হাস্য-বিজলি ঝলে!
আঁখি-রজনীতে তারামণি চঞ্চলে!
কমল-বয়ানে সুন্দর প্রীতি ফলে,
দেখে আয়—যারে হেরিলে জনম সফল।
করে ঝলমল অতুলন তার কায়া!
একটি ময়ূখে মূরছে মন—কী মায়া!
সূর্য্য তো তারি রশ্মির রেণু-ছায়া—
দিব্য সে-প্রভা বর্ণিতে প্রাণ বিভল!
কর তার যেন সুনীল-নলিনী-মেলন!
খণে খণে ঠিকরায় অগুণ্ঠ কিরণ!
চন্দ্রকান্তি-লাঞ্ছী রাতুল চরণ—
অন্তর হরে—মন্থরে করে উছল।
শরণীরে বঁধু হানে প্রেমবাণ তারই,
কতই যুঝিনু—অন্তিমে হায় হারি!
গেছে সব—শুধু আছে এক সে-মুরারি
করিতে আমার খেয়াপার—সেই শ্যামল!

মস্ত্

(লঘুগুরু ছন্দ—কুমারী রাহানা)

বৈঠ   রহো তুম সন্‌মুখ সাঁবল
নৈনে নৈন মিলায় রহো।
বোলো নহি কুছ—দিলসে দিলকো
অমৃত-পিয়ালি পিলায় রহো ॥
কাহে বজাব বন্‌সী পিউ,—জব
কানকে দ্বারোঁ বন্ধ পরে?—বস
তুমরী প্রিয় মুস্কানকে গানসে
জড় হৃদয়কো নচায় রহো ॥

অচপল রাখো কর মনমোহন,
অঙ্গুলিয়াঁ, অহ্! মোহক ক্যা!
চরণনকী ছব ছাপকে মনপে
প্রেমসে মস্ত্ বনায় রহো ॥

নভমেঁ সূরজ চাঁদ কহাঁ?—নহি
তারে, নহি কছু মায়া রঙ্:
সব মিলকে বনে তুমরী কায়া
রূপসুঁ চিত্ত লুভায় রহো ॥

ছাড় রহানা জার কহাঁ?—নহি
জানে তুঙ্গি কহাঁ নিরদয়!—মধু-
সঙ্গকি ভঙ্গসুঁ মস্ত্ ভঙ্গী! য়ুহিঁ
রৈনকি রৈন বিতায় রহে ॥

কয়েকটা গুরু স্বর এ-গানটিতে এবং এর পরের "কোজাগর" গানটিতে লঘু উচ্চারিত হয়েছে—গানের সুরে সেগুলি দীর্ঘ হয় ব'লে গানে এ-ধরণের স্বাধীনতার চল আছে।

বিভোর

(অনুবাদ)

এসো কাছে বোসো হে শ্যামল, বঁধু
নয়নে নয়ন তব মিলায়ে।
কোনো কথা নয়—প্রাণসুধা শুধু
ঢালো মোর প্রাণতৃষা মিটায়ে॥
বাঁশি কেন আর বাজাও—আমার
বন্ধ যখন শ্রবণ-দুয়ার ?
ওই স্মিতহাসি ছন্দে অপার
মন্থর হিয়া তোলো কাঁপায়ে॥

হে মোহন, রাখো অচপল কর
অঙ্গুলি-ঠামে নিঝরি' শিহর :
চরণের ছবি আঁকি'—অন্তর
বিহ্বল করো প্রেম বিলায়ে॥

গগনে কোথায় রবিশশিছায়া ?
গ্রহতারা—রং-ঝিকিমিকি মায়া ?
সবে মিলি' রচে তব রূপ-কায়া
অপরূপ—তনু মন মাতায়ে॥

ছেড়ে যেতে চাও রাখিয়া বিধুর ?
যেতে তো দেব না কোথাও—নিঠুর !
মধুসঙ্গ-বিভঙ্গে মধুর
করো উষা মোর নিশা-বিদায়ে॥

কোজাগর

(লঘুগুরু ছন্দ—কুমারী রাহানা)

গোপী :

এ হো   বন ঠন কর আঈ হুঁ যশোদা,
বন ঠন কর আঈ :
নন্দকুমরকে দরসনকো ময়
বন ঠন কর আঈ।
প্রেমকি তুলসী, প্রেমকি মাড়া,
প্রেমকা চন্দন শীত সুবাঁড়া,
প্রেমকা কুঙ্কুম, প্রেমকি মেরা,
প্রেমকা ধূপ অরু প্রেমকি দীয়া—
পূজা নিমিত্ত লাই যশোদা,
বন ঠন কর আঈ :
বাঁসুলি স্বর সুন আই যশোদা
বন ঠন কর আঈ।

কৃষ্ণ :

এহো   বন ঠন কর আয়ো রে গোপী,
বন ঠন কর আয়ো :
তোহে দরশন দেনে—গোপী,
বন ঠন কর আয়ো।
প্রেমসে নাচূঁ, প্রেমসে গাউঁ,
প্রেমসে প্রেমকি মুরলি বজাউঁ
প্রেমসে পূজা তোরি স্বকারুঁ,
প্রেমসে তোরে দুঃখ নিরারুঁ—

কোজাগর

(অনুবাদ)

গোপী :

ওগো যশোদা, গোপিনী আমি আশাভরে
তারি তরে সেজে এসেছি :
শুধু নন্দত্থলাল দরশন তরে
শ্রীচরণ যেচে এসেছি।
ব'য়ে প্রেমের তুলসী, মালিকা স্নিগ্ধ,
প্রেম-চন্দন স্থরভি-সিক্ত
প্রেম-কুঙ্কুম, প্রেম-ফুল-ফল,
প্রেম-ধূপ, প্রেম-দীপ উচ্ছল—
তারি সেবা তরে এনেছি যশোদা
তারি তরে বেছে এনেছি :
ছেড়ে গেহ—বাঁশি-স্বরে এসেছি যশোদা,
তারি তরে সেজে এসেছি ॥

কৃষ্ণ :

ওগো গোপিনী, আমিও—প্রেম-ব্রজরাজ—
তোরি তরে সেজে এসেছি :
তোরে দিতে বাঞ্ছিত দরশন—আজ
কোজাগরে যেচে সেজেছি।
শোন্ প্রেমে আমি নাচি, প্রেমে আমি গাই,
প্রেমেই প্রেমের মুরলী বাজাই,
প্রেমে লই মেনে তোর পূজা-স্থর
প্রেমেই প্রেমের ত্থখ করি দূর—

সূর্য্যমুখী

প্রেমকা বর লায়ো রে গোপী,
বন ঠন কর আয়ো :
প্রেমসে অবতারণ কর—গোপী,
বন ঠন কর আয়ো ॥

গোপী :

এহো আনন্দাম্বর কৈসো ঝলকে !
জ্ঞানাভূষণ কৈসো চলকে !
সত্যকা তিলক ললাটপে কীনো
ভকতিকি গাগরি মাথা লীনো
মোহন রিঝাই আই যশোদা,
বন ঠন কর আঈ :
বাঁসুলি-স্বর সুন আই যশোদা,
বন ঠন কর আঈ।

কৃষ্ণ :

এ হো সৎ-পীতাম্বর অঙ্গে সোহে,
চিত্তাভূষণ জগকো মোহে,
নন্দিত পংখ মুকটমে ফরকে,
হমতো মনহর সচরাচরকে—
মোহন কহ লায়ো রে গোপী,
বন ঠন কর আয়ো :
প্রেমসে অবতারণ কর গোপী
বন ঠন কর আয়ো।

প্রেমবর যত—আমিও মোহিনী,
তোরি তরে বেছে এনেছি :
তোরি তরে আমিও যে সেজেছি গোপিনী,
তোরি তরে নেমে এসেছি ॥

গোপী :

আহা আনন্দ-রুচি কী আলো ঝলকে !
জ্ঞান-আভরণ কিরণে ফলকে !
সত্য-তিলক-ভানু ভালে ভায়,
ভকতি-গাগরি ধরিয়া মাথায়-
তারি প্রীতি লাগি' এনেছি যশোদা
উপহার বেছে এনেছি :
তারি বাঁশরী-বিবাগী এসেছি যশোদা,
তারি তরে সেজে এসেছি

কৃষ্ণ :

দেখ্ অঙ্গের মোর পীত অম্বর
মোহে নিখিলের আঁখি অন্তর,
দোলে শিখণ্ড নন্দিত চূড়ে,
চির-মনোহর আমি ধরাপুরে-
মলিনে মোহন তিমিরে তপন
বেশে দেখ প্রেমে সেজেছি !
ফলি' জাগরে স্বপন বিরহে মিলন
তোরি তরে নেমে এসেছি।

দাদু

(লঘুগুরু ছন্দ)

অজহুঁ ন নিকসে প্রাণ কঠোর !
দরসন বিনা বহুত দিন বীতে—সুন্দর প্রীতম মোর !
চার পহর চারহুঁ যুগ বীতে রৈন গবাঁঈ ভোর !
যবসে গয়ে—অজহুঁ নহি আরে কতহুঁ রহে চিতচোর !
কবহূঁ নৈন নিরখি নহি দেখে—মারগ চিতবত তোর !
দাদু ঐসহি আতুরি বিরহিণি—জৈসহি চন্দ্র চকোর !

বিরহিণী

আজিও রয়েছে দেহে যে প্রাণ কঠোর !
যায় দিন যায়···কোথা প্রিয়তম প্রেমসুন্দর মোর ?
যুগ যুগ ধরি' প্রহর প্রহর জাগিয়া রজনী ভোর :
কবে গেছে চলে···আজও ফিরে কই ?—কোথা মোর চিতচোর ?
কতদিন তার ধ্যানপথ চেয়ে রহিল আঁখি বিভোর :
দাদু কয় হেন বিরহিণী যেন—চন্দ্র বিনা চকোর।

তুলসীদাস

জগ বহু নর সরি সর সম ভাঈ : জে নিজ বাঢ়ি বঢ়হিঁ জল পাঈ।
সজ্জন সকৃত সিন্ধু সম কোঈ : দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ॥

পরশ্রী-উচ্ছল

এ জীবনে জনে জনে নদ নদী সরসীর সম ভায় :
আপন জল-তরঙ্গে আপন সঙ্গীত-স্রোতে ধায়।
সজ্জন সেই বিরল—সিন্ধুসম যে হেরি' ধরায়
অন্যের সুখ-চন্দ্রমা—ঢেউ-আনন্দে উছলায়।

কবীর

(লঘুগুরু ছন্দ)

বাস কহে : "হম ফুলকো পাউঁ"—ফুল কহতে : "হম বাস।"
ভাস কহে : "হম সংকো পাউঁ"—সত্য কহে : "হম ভাস।"

রূপ কহে : "হম ভাবকো পাউঁ"—ভাব কহে : "হম রূপ।"
আপসমে দউ বন্দন চাহে—পূজা অগধি অনুপ ॥

দুঁহু

গন্ধ গাহিল : "আমি ফুল-ফুলঝুরি চাই"—
ফুল গায় : "আমি চাই বাস।"
বাণী গায় : "আমি চাই সত্য"—সত্য গায় :
"আমি চাই বাণী পরকাশ ॥"

রূপ গায় : "আমি চাই ভাব-বর"—ভাব গায়
"আমি চাই রূপ-রস-রাস।"
একান্তে দুঁহু চায় দুঁহু-পূজা-বন্দনে
অনুপ অগাধ সন্তোষ ॥

কবীর গাহিল : "দূর অম্বর চুম্বিতে
ধরণীর তীর্থ-পিয়াস।
অম্বর ফিরে চায় ধরণীর বন্ধন-
দোলে চিরমুক্তি-বিলাস।"

তানসেন

(গদ্য ছন্দ)

জগত জীবন হৌ প্রভু, ভকতবৎছল তুঁহী ভগবান্ ।
তব পঙ্কজ স্মরত পঙ্ক-প্রাণ পঙ্কজ হোত,
অচল রাজ রাজেশ্বর সচল ভুবন পালক ॥
তুঁহী মাতা, তুঁহী পাতা, তুঁহী ধাতা, বান্ধব ।
তুঁহী বন্ধন-মোচন করৌ ব্রহ্ম-তারক ॥
কুসুমকো তুঁহী প্রাণবল্লহ, বহু-বল্লহ তব প্রেমরিটপী ।
তব বন্দনা রাগ তাল গাবে তুহিন বসন্ত হোত ॥
মায়ামোহ বিমুগ্ধ চিত, সংসারতাপ-তপত
দীজে শাস্তি শাস্তিদাতা দীনকৌ তানসেন অন্তর বর যাচত ॥

বরপ্রার্থী

(ভাবানুবাদ)

জগতজীবন তুমি হে ভকত-বৎসল প্রভু ভগবান !
পঙ্ক-পরাণে তব পঙ্কজ-
রাগে স্বনে আলো-শঙ্খ-মুরজ :
অচল ভুবন-ঈশ্বর—যবে বিশ্ব তোমার চলমান ॥
জননী তুমিই,—জনক—পালক—
বান্ধব ধাতা,—ব্রহ্ম-তারক :
প্রেমের মুক্তি-মন্ত্র ডঙ্কি' আনো বন্ধন-অবসান ॥
কুসুমের তুমি হৃদিবল্লভ,
মলয়-ছন্দী প্রীতিপল্লব :
বন্দি' তোমায় বন্ধ্যাও গায় চিরবসন্তে তব গান ॥
লক্ষ মায়ায় বিমুগ্ধ চিতে
অভিমান-বিষ-বহ্নি-তাপিতে
বরিষ' শান্তিধারা শ্রীকান্ত, অন্তর যাচে বরদান ।

এ-কয়টি কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। প্রথম, এ-গুলির ছন্দ প্রথম ইংরাজীতেই এসেছিল—পরে বাংলা করি, কেবল শেষের বাংলায় রচিত অ-ধরা, মহাকালী, এসো, আকৃতি গান কয়টি বাদ। দ্বিতীয়, ইংরাজী সনেট-চতুষ্টয়ে একটিই কবিতা গ'ড়ে উঠেছে—এম্নি ভাবেই প্রেরণা এসেছিল ব'লে। তৃতীয়, বাংলা অনুবাদে কোথাও কোথাও ইচ্ছা ক'রেই কিছু বৈদেশিক—exotic—আমেজ রাখা হ'ল—বিশেষ ক'রে সনেট কয়টিতে। কারণ মনে হ'ল তাতে অনুবাদের কাব্যরসে একটু নবদীপ্তির আমদানী হবে। চতুর্থ, "পুনরধিকার" কবিতাটির ছন্দের গঠন-প্রকৃতিটি মূল ইংরাজী কবিতাটির—Recapture কবিতাটির—ছাঁচে ঢালা হ'লেও এ-ছন্দটির প্রেরণা আমার আসে দুটি ভাষায়ই—যুগপৎ। ইংরাজি কবিতাটিতে iambic (cretic) ও anapaest-এর মিশ্রণ (সামান্য third paeon এর সঙ্গে)—কিন্তু প্রতি পংক্তিতে দুটি ক'রে পর্ব্ব ও দুটি ক'রে প্রধান অন্ত্য প্রস্বন (stress) আসে। বাংলা অনুবাদেও দুটি ক'রে পর্ব্ব ও দুটি ক'রে প্রধান প্রস্বন আছে স্বরবৃত্ত ছন্দে যেমন পর্ব্বের প্রথম স্বরে থাকে সেই ভাবে। কেবল দ্রষ্টব্য এই যে ইংরাজির প্রধান অন্ত্য-প্রস্বনটিকে বাংলায় দুটি আদি স্বরে তর্জ্জমা ক'রে ছন্দসাদৃশ্য বজায় রাখা হ'ল। যথা :—

⏑ — | ⏑ ⏑ — |
Now Stir | in dun life |
দলি' | জীবন্ মা য়া | জাগ্

Now-কে যেন অতিপর্ব্বিকের কোঠায় ফেলা হ'ল। এ-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলার ছিল—কিন্তু অত ছন্দের কচকচি এখানে আনা বাঞ্ছনীয় নয় ভেবে নিরস্ত হলাম—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে এ-দুটি ছন্দের সাদৃশ্য সম্বন্ধে বেশি বলা হয়ত বাহুল্যও হবে—সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট ব'লে। শেষত, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (Ronald Nixon) একবার আমাকে লিখেছিলেন : "Emotion, knowledge, action etc. are all pieces of iron : place them in contact with a magnet and they too become magnets, but leave them by themselves, they are just dead iron." আমার Touch-fulfilled কবিতাটির প্রেরণা এই ভাবটি।

SKY-WARD

(Sonnet)

I

REJECTION

Hark back, O Soul, to fair sky's limpid lore,
Farewell to symphonies of rainbowed tears
With which is soaked earth-life from crust to core.
Let courage-dawn efface Eve's nursling fears
Which still are wooed by sorrow's twilit clouds
Holding the empire which to stars belongs.
Come, blue expanse, end dramas of coiled doubts
That cloak their myriad-hooded hiss with songs
And fascinate with romance and faery tale
Of martyr pain in guise of balming bliss.

In labyrinths Thy snow-white Truth unveil ;
Dower the heart with summit-vision, kiss
Away the stifling shadows ! flood the Night
With laughter's cascades from Thy oceaned Light !

ঊর্দ্ধমুখী

(সনেট)

১

ধূলি-বিরতি

হে অন্তর, শোনো ফিরে সুন্দর আকাশে বাজে আলো-জ্বালা বেণু!
বিদায়—বাসবধনু-ঝিকিমিকি-রাঙা অশ্রু-সম্পাত-মূর্চ্ছন!—
যে-লোরে নিষিক্ত পৃথ্বী-জীবনের চূড়া হ'তে কেন্দ্রলীন রেণু;
নাশো উষা-দুঃসাহসে সন্ধ্যার দুলালী ভীরু শঙ্কার জল্পন—
যে-শঙ্কার প্রার্থি' পাণি বিষাদ-প্রদোষ-মুগ্ধ জলদ—অম্লান
নক্ষত্রের মৌনশান্তি-সাম্রাজ্য হরিয়া হয় মুখর-দাহনা,—
সন্দেহ-সর্পিল ব্যূহ ভেদি' তার নাটরঙ্গ করো অবসান :
ঢাকে যে তাহারা মায়া-গানে—যবে সংশয়ের ফুঁসে লক্ষ ফণা—
মোহমন্ত্রী কলকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া কল্পকথা—বসন্ত-উচ্ছ্বাসী :
ফলায়ে বেদনা যত—ছদ্মবেশী যাদুগন্ধী আনন্দ-বরণে।

জীবন-ধাঁধায় তব তুষার-ধবল সত্য তোলো সমুদ্ভাসি';
শিখরের মুক্ত-দৃষ্টিবর-ধন্য করো হৃদি ; করুণা-চুম্বনে
রূপান্তরিত করো শ্বাসরোধী ছায়াদলে, ভাসাও তামস
তব জ্যোতিঃ-সিন্ধু হ'তে উৎসারিয়া কলহাস্য—অসাঙ্গ-রভস ॥

2

ASPIRATION

Girdle me with thy galaxies, O sky,
Soothe me, O Springtide, with thy irised beams,
Rock me, O Deep, with thy blue lullaby,
Intoxicate, O Snow-peak, with thy dreams.

The sun and shade of plains long have I known :
Morn's silver laughter wedded to sobs of Night,
The buds that ache to blow yet long to moan
In soughing vales averted from Truth-light,
Hope's peak to doubt-slough yoked : to all now truce !
Dark's gilded gleam ! the heart thy spell defies
To bask in the dawn of dawns which still renews
White Silence into rainbowed symphonies.

In every dance to hear Thy lilt divine !
To woo in the troughts Thy crests' love hyaline !

২

সুধা-আকূতি

ঘিরে রাখো মোরে তব নীহারিকা-মেখলায়, হে মণি-অম্বর !
বাসন্তিকা, স্নিগ্ধ করো মোরে তব সপ্তরঙা মলয়-কিরণে !
দোলাও আমারে নীল ঘুম-পাড়ানিয়া গানে, হে সিন্ধু-মর্ম্মর !
তুষার-শিখর, করো বিহ্বল আমারে তব আবেশ-স্বপনে !

জেনেছি তো বহুদিন সমতল জীবনের ধূপছায়া-ব্রত :
অরুণ-রজত-হাস্য নিশার ক্রন্দনে বাঁধে মিলন-নিচোলে ;
ফুটিতে শিহরে কলি······তবু উচ্ছ্বসিতে চায় কেন যে নিয়ত
দীর্ঘশ্বাস-ম্লায়মান সত্য-আলো-পরাঙ্মুখ অধিত্যকা-কোলে !
তুঙ্গ আশা-চূড়া—বাঁধা সংশয়ের পঙ্কে—আজি সবারে বিদায় !
কৃষ্ণা মায়াবিনী ! হিয়া আর ছুটিবে না তোর ঝিকিমিকি-তরে :
আজি যে সে স্নানকামী অমিতাভ উষায়—যে নির্ম্মলা মৌনায়
চিরদিন পুনর্ণবা করে—রাঙা বর্ণধনু-মূর্চ্ছনা-নিঝরে।

জীবনেশ, প্রতি নৃত্যে শুনি যেন তব দিব্য ছন্দ-বরাভয় :
ঢেউয়ে যবে নামি—যেন যাচি তার কিরীটের স্ফটিক-প্রণয় !

3

EARTH-AVERSE

My soul's pains, muted, singing yearn to merge
    Into Thy azure welcome. Aeons of play
Of phantom storms and self-will's rebel surge
    Have built these mazes. Flare Thy sun-sword, slay
The dusky rout. Let Thy moon's wizard flute
    Heave life's lone waves with ocean-calling crests
Spurring to overleap shore-anguish : shoot
    These way-lost comets home to starry nests
Where tired dreams are lulled in sky-repose.
    Resolve clay-sobs to coral symphonies
Which turn the arid dust to rainbow rose
    In Thy redeeming shower of melodies.

The shallow woos heart-hunger with pearls untrue :
    Still earth-averse, it whispers of Thy blue.

৩

ধরা-বৈরাগী

অন্তরের মোর যত ছায়াধ্বনি—ঝঙ্কারিয়া যাচে স্নেহালয়
তোমার স্বাগত-স্নিগ্ধ নীল মোহানায়। যুগযুগান্তের কত
মায়া ঝঞ্ঝালীলা—পেয়ে স্বেচ্ছাচারী তুফানের বিদ্রোহী প্রশ্রয়
গড়েছে কুটিল ব্যূহ। ঝললিয়া তব সূর্য্য-কৃপাণ সুব্রত
সন্ধ্যা-ঘনঘটা নাশো। তোমার চন্দ্রের যাদুমন্ত্র মুরলিয়া
নিঃসঙ্গ জীবন-ঢেউয়ে সিন্ধু-জাগানিয়া ডাক কল্লোলি' অ-তীরে
ধাওয়াও উদ্বেল-প্রাণ-উর্ম্মিদলে বেলা-বন্ধ-বিষাদ লঙ্ঘিয়া :
ফিরাও এ গৃহহারা ধূমকেতু-জ্বালাদের নক্ষত্রের নীড়ে—
শ্রান্ত স্বপ্নদের যেথা গগন পাড়ায় ঘুম রত্ন-শান্তিকোলে,—
পঙ্কের ক্রন্দন রূপান্তরি' করো প্রবালাভ সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা :
শুনি' যারে—বন্ধ্যা ধূলি বর্ণমনোরমা পঙ্কজিনী হ'য়ে দোলে
চুম্বি' তব নিস্তারিণী শুভঙ্করী গাঙ্গধারা স্বরশ্রী-বর্ষণা।

অগভীর হ্রদ ডাকে হৃদয়-ক্ষুধারে—মেলি' মুক্তামায়া তার :
সে ধরা-বৈরাগী তবু মণি-মন্ত্র জপে তব নীল অ-ধরার।

4

NOSTALGIA

The heart aspires,—and yet its whisperings
Are oft submerged in the loud heated mart
That hails ephemeras as flowerings
Of starry truth : there garrulous pilgrims dart
Their question-flings to shoot down the serene
Soul-certitudes of regal heights : there strays
White aspiration snared by glow-worm sheen.
Life breaks its plighted troth : its dazzling lays
And trails of glory shade off to poor gleams
From bauble crowns. Only when thou a rift
Hast made in massive cloud-despond,—blue streams
Kiss back to life faith's bud : Thy dawn's sweet gift.

The prisoned hope now wings in victory
Through aspiration's sky-eternity !

৪

অধরা-বিবাগী

হৃদয়—ঊর্দ্ধ্বাশী : তবু অন্তর্লীন জপমন্ত্র তার—আধফোটা
রেশ সম যায় ডুবে ধূমধ্বনিতপ্ত এই প্রখর মেলায়—
ক্ষণায়ু দীপ্তিরে যেথা গণে সবে মঞ্জরিত ধ্রুবতারাচ্ছটা
গূঢ় সত্য-গরিমার : প্রগল্‌ভ যাত্রীরা সেথা জনে জনে হায়
হানে প্রশ্নবাণ—বিঁধি' লুণ্ঠিয়া ধূলির 'পরে লাঞ্ছিতে আত্মার
শান্ত তুঙ্গ প্রতীতিরে : তাই সেথা পথহারা হয় বিনির্ম্মল
গগন-স্বপনাকৃতি—ছুটিয়া জোনাকী-দ্যুতি পিছে বারম্বার।
এ-জীবন অঙ্গীকার ভাঙে : তার দীপ্যমান্ গাথা, স্বর্ণোজ্জ্বল
মহিমামণ্ডল হয় ম্লানপ্রভ দুই দিনে খেলার ঘরের
মুকুট-ময়ূখ সম।—শুধু নিরাশার ঘনঘটা যবে তুমি
দীর্ণ করো—সেই রন্ধ্রে নামে সঞ্জীবনী বন্যা নীল জোয়ারের :
তোমার উষাদুলালী প্রত্যয়-কুঁড়িরে ফিরে জাগায় সে—চুমি'।

বন্দী আশা সেই নব উদ্বোধনে অম্বরের উন্মুক্তি-উচ্ছ্বাসে
অভীপ্সার পাখা মেলি' শিহরিয়া উঠে সীমা-বিজয়-উল্লাসে!

AT THE PARTING OF THE WAYS

1

THE DEEP

Make, O Archer, my heart your fleet
Blue arrow of starry gleams :
It quivers and aches to greet
Your Silence—its haven of dreams.
It yearned for a glimpse, yet shied
From your Orient—its own birthright ;
For your sunrise laughter it sighed :
Yet wept in the fading night !
To the parting of the ways it has come ;
Your halo compels it to bend
To your will of the Dawn : now home
To your nectar-nest, blue friend !

2

THE CASCADE

Mother, this morn when you smiled
On my flowers that longed to bring
To your feet my heart's love, you exiled
The thorns which of suns would not sing.
They liefer would learn from the dark
Drama and dirge and sigh
Than sing with your laughter's skylark
And sleep to your blue lullaby.
To the parting of the ways they have come ;
They are spelled and reborn in your grace ;
For they saw that your hush was not dumb :
Heavens carolled and danced on your face.

সন্ধিপথে

১

গহন

হে ধনুষ্পাণি, এ-হৃদিরে করো আজি
তোমার তারকা-দ্যুতি-ঘেরা নীল শর :
কাঁপে সে—বিধুর—তোমারই মৌন যাচি'
অভিনন্দিতে ও-স্বপন বন্দর।
ও-বিভা-বিধুর ছিল সে, ঠেলিত তবু
পূরব তোমার : জন্ম-স্বত্ব তার ;
তব রবিহাসি তরে সে উছসি' প্রভু,
কাঁদিত : অস্ত যায় তার আঁধিয়ার।
সন্ধিপথে সে এল—যেথা তব ভাতি
শিখাল তাহারে বরিতে নম্র শিরে
উষার এষণা তব : হে শ্যামল সাথী,
ফিরাও আজিকে তারে তব সুধানীড়ে ॥

২

ঝর্ণা

হাসিলি মা তুই কী হাসি সকালে মোর
কুসুমের 'পরে !—বন্দিতে যারা চায়
অন্তর-প্রেমে পদারবিন্দ তোর !—
নির্ব্বাসি' সব কাঁটা—যারা নাহি গায়
সূর্য্য-রাগিণী, অমা-পাশে হাত পাতে
শ্বসিয়া বিষাদ নাটভঙ্গিমা তানে ;
চায় না—গেয়ে ও-কিরণ-কোকিল সাথে
ঘুমাতে নীলিম ঘুম-পাড়ানিয়া গানে।
সন্ধিপথে মা এসে তা'রা বিহ্বলে
করুণায় তোর—নব জনমের বরে—
হেরি' : ঐ-মৌন মূক নয়—উচ্ছলে
স্বর্গ-নৃত্য-গীতে বরানন 'পরে ॥

YOU WILL UNDERSTAND

1

Sun

I cannot speak my heart,
    Yet you will understand;
I have but my words' pale art:
    But you—your magic wand
Of diamond splits the gloom,
    Thrills caverns with your sky,
In darkness' agelong tomb
    Bids the circling shadows die!
In deserts your harvests heave,
    You make stars of grains of sand;
O'er my heart, Sun-friend, is eve:
    But your dawn will understand.

2

Moon

The tears I shed this morn,
    Beloved, at your feet were pure:
Your virgin visage shone,
    For you saw that although unsure
Your ray in me, though the quiver
    And cadence of your sky-bells
Failed in my bound heart, a river
    Of fragrance flowed through the dells
Irised in the heart's dumb waste;
    By your love their blooms shall endure
For the tears I shed were chaste,—
    And born of the joy that is pure.

অন্তর্যামী

১

সখা

হৃদয়বাণী বলতে পারি কই ?
　　বুঝবে তবু বলতে যা চাই আমি ;
পাংশু বাণী-শিল্প-বিলাস বই
　　কী আছে মোর ?—তোমার আছে স্বামী,
হীরক যাদু-দণ্ড—আঁধার চিরি'
　　কন্দরে যে টেনে আনে গগন,—
কালোর শ্মশান করাল ছায়ায় ঘিরি'
　　ছিল যত—তাদের হানে মরণ।
দোলাও মরু—ফসল ঢেউয়ের দোলায়,
　　ফলাও গগনমণি—ধূলায় নামি' ;
সূর্য্য-সখা, সাঁঝ এ-হৃদে ঘনায় :
　　উষা তোমার বুঝবে তবু স্বামী !

২

সখী

আজ সকালে ঝরল অশ্রুধারা
　　শুভ্রধারে চরণে অঝোর,
পুণ্য আনন জ্বলল আলোপারা
　　দেখলি সে-ভায়—যদিও কিরণ তোর
কম্প্র গগন-নূপুর-রেশের ম'ত
　　মিলায় আমার হিয়ার বন্ধ ঘরে,
তবু মা তোর গন্ধ প্লাবে কত
　　ফুল-লহরে রংসিন্ধুর স্বরে
বোবা হৃদির বন্ধ্যা মরুচর !
　　বাঁচবে তা'রা স্নিগ্ধ প্রেমে তোর :
অশ্রু-যে আজ ঝরল শুভঙ্কর
　　শুভ্র হরষ-উৎসারে অঝোর !

LIGHT AND SHADE

1

Interwinings

A spark that routs the agelong glooms;
Hush that enfolds song's liquid thrills;
The sobbing clay that laughs in blooms;
The sungold mirrored in darkling rills;—
Are these, O heart, a mystery
To you? Can you not pierce the veil
Reading in storm-clouds' history
The untarnished sky's blue faery tale?
Hazes will come earth's hopes to dim :
They resurrect Faith's sleeping joy;
The shadows leap to stain fire's rim :
But gleam in its heart as Beauty's toy.

2

Transcending

Arise O Immaculate, flood life's play
Of crystal and foam with Thy flawless light
When sorrows moan, chant of Thy day;
Thy courage flash on pain and blight.
Thy dawn and gloaming sing and dance :
Though they witch us, Thy night weighs on the soul ;
Afar Thy summit-gleams entrance :
Yet when by our falls they claim the toll
Of steep ascent—then Thy velvet dales
Lend transient balm to wounds of love :
Adieu to the siren chequred vales !—
I wing to the cloudless peaks above.

আলো-ছায়া

১

অন্তর্জ্ঞী

স্ফুলিঙ্গের পাশে হারে যুগযুগান্তের অন্ধকার,
নৈঃশব্দ্যের মর্ম্মে কাঁপে উচ্ছল মূর্চ্ছনা গূঢ় রাগে ;
ক্রন্দিত পঙ্কের কোলে পঙ্কজের সহাস্য ঝঙ্কার ;
সূর্য্যস্বর্ণবিম্ব উঠে উদ্বেলিয়া বিবর্ণ তড়াগে ;—
অন্তর ! তোমার কাছে শুধু কি হেঁয়ালি এ-সকল ?
পারো না করিতে দীর্ণ আজো কি এ-রহস্য-গুণ্ঠন ?
কালবৈশাখীর মেঘমন্দ্রে শোনো না কি বিনির্ম্মল
আকাশের নীলনর্ম্ম জল্পনার অপ্সরা-শিঞ্জন ?
ধরার ঊর্দ্ধ্বাশা ম্লান করিতে ঘনায় কুজ্ঝটিকা :
সঞ্জীবি' সে তোলে শুধু প্রত্যয়ের ঘুমন্ত পুলকে !
পিঙ্গলাভা ছায়া ধায়—কলঙ্কিতে বহ্নিচক্রশিখা :
বহ্নিকেন্দ্রে সুন্দরের ললামের সম সে ঝলকে !

২

দ্বন্দ্বাতীত

হে অব্রণ অনাহত ! জীবনের স্ফটিক-ফেনিল
লীলা ছাপি' উৎসারিয়া ওঠো তব আলোক-প্লাবনে
গুমরিলে দুঃখ—তোলো ঝঙ্ক' তব দিব্য অনাবিল,
বন্ধ্যাব্যথা-যন্ত্রণায় দুঃসাহস টঙ্কারি' গহনে !
তোমার প্রদোষ-ঊষা অশ্রান্ত নটনে—গেয়ে গান
মুগ্ধ করে, তবু প্রাণ মুহ্যমান্ তব তমিস্রায়,
দূরে দীপ্ত মৌলি তব নিরখিয়া বিহ্বলে নয়ান :
মোদের স্খলনে তবু যবে আরোহণীর দীক্ষায়
চায় সে দক্ষিণা,—সেই ক্ষণে তব পুষ্পসানু হায়
লাঞ্ছিত প্রেমেরে দেয় কতটুকু অমৃত-সান্ত্বন ?
আলোছায়া-মায়াবিনী অধিত্যকা ! আজিকে বিদায় :
নির্মেঘ শিখর-অভিসারে মোর উধাও স্বপন।

১৬

THE VISION

1

PRELUDE

Around me purl the violet streams
And lisp of shores that beckon to me;
Are they but fleeting bubble gleams,
Mirrors of sky-eternity
Broken upon its crest? Or sing
Of far familiar havens empearled
With sapphire dreams of love and ring
All strife and smoke out of the world?
Shimmering, the violet aura calls,
Sun-bugles peal the death of Night:
And vision's coloured carnivals
Herald Thy sleepless thrills of Light!

2

SYMPHONY

The aurora deepens into one
Untarnished noontide-purple flush;
Dancing around me it has spun
A dreamland web of starry hush!
A throbbing hush! for how it chimes
The dawn of dreams with worship rife!
A symphony—mine in bygone times,
Way-lost—sounds in my widowed life!
Rekindling, faded memories
Beckon to me new skies to win:
Making lone hours eternities
Of bridal bliss, all aliens—kin!

ঝলকন

১

আলাপিনী

ঘেরি' মোরে লক্ষলাস্যে কী রক্ত-নীলাভ সিন্ধুচ্ছ্বাস
অলক্ষ্য বেলার বাণী তোলে মর্ম্মরিয়া ?—ডাকে···ডাকে
ও কোন্ উর্ম্মিলা ? ও কি পলাতক বুদ্বুদ-উদ্ভাস
সাঙ্গহারা নীলাম্বর প্রতিবিম্বি' ঝিকিমিকি আঁকে
উর্ম্মিচূড়ে শতচূর্ণে ভাঙি' ?—অথবা ও কলতানে
দূর আধচেনা নীলকান্ত-প্রেম-স্বপ্নিমা-খচিত
ছায়াবন্দরের ছন্দ ঝঙ্কারিয়া গানে গানে গানে
দ্বন্দ্ব-ধূমধ্বনি-রোল বিশ্ব হ'তে করে নির্ব্বাসিত ?
কাঁপি' কাপি'···রক্তনীলমণ্ডলা আমারে ডাকে···ডাকে—
সূর্য্যে ঘোষি' তূর্য্যস্বনে শর্ব্বরীর বৈদূর্য্য-মরণ !
মুক্তগুণ্ঠ আঁখিতটে কোন্ স্বর্ণোৎসব বর্ণরাগে
মন্দ্রে তব অতন্দ্রিত জ্যোতির্ম্ময় রোমাঞ্চ-বন্দন !

২

রাগমালা

প্রাগূষার আভা হয় সুনিবিড় মধ্যাহ্নে নির্ম্মল
এ কোন্ লোহিতনীল গরিমায় ! তা'রা নৃত্যোৎসব-
চতুর্দ্দোলে পরিক্রমি' মোরে—বুনে সে-ভায় বিহ্বল
নক্ষত্র-নৈঃশব্দ্যঘন স্বপ্নলোক-মণি-চন্দ্রাতপ !
স্পন্দিত নৈঃশব্দ্য !—ঘোষে রাগমালা জয়ডঙ্কে তার
আরতি-উচ্ছল স্বপ্ন-অরুণিমা দীপশঙ্খস্বনে !
যে-হারা সঙ্গীত ছিল একদিন সম্পদ আমার—
মনে হয় : মূর্চ্ছনি' সে উঠে মোর বিধবা জীবনে !
ঝঙ্কার-ঝলকে তার ঝ'রে যাওয়া স্মৃতিগুলি মোরে
ডাকে বারম্বার—নব নীলাম্বর-সাম্রাজ্য জিনিতে :
অসাঙ্গ বাসর-লগ্ন উদ্ভাসিয়া নিসঙ্গ প্রহরে
ছন্দিতে আনন্দতাল, অনাত্মীয়ে বান্ধব চিনিতে।

RECAPTURE

Now stir in dun life
  With thy tingle of green,
Take shadows to wife
  For thy whispers of sheen.
    Let thy blue laughters' hail
    Tear through the wan veil
Our clay-moans weave round thy sun-garden, O Queen !

Span the spaces of dark
  With thy bridge of shy beams,
By one emerald spark
  Strike the fire of thy streams
    The earth's rebel rapture
    Has smothered : recapture
Thy kingdom, fulfil the lone heart's dream of dreams.

Look, the soul's hueless bloom
  Is golden again !
Thy dawn-pledge rives the gloom
  Time-garnered, Fate's chain
    Lies limp now and broken :
    Is it not the token
Of thy rose-love shall gleam when murk night's in her tomb?

পুনরধিকার

দলি' জীবন-মায়া জাগ্
মা তোর সবুজ কাঁপনে :
বরি' ছায়ার মিলন-রাগ
দ্যুতির অফুট বচনে।
মা তোর নীল হাসির দীপন
চিরুক আবছা এ-গুণ্ঠন :
ধূলোর কান্না যারে বুনল—ঘিরে তোর তপন-বনে।

মা গাঁথ্ কালোর আকাশে
লাজুক কিরণ-সেতুর হার,
জ্বেলে বিদূর-বিভাসে
নদীর অনল-ঝলক-ধার,—
ধরার বিদ্রোহী উল্লাস
যে-স্রোত রুধল—ক'রে নাশ :
স্বপন ফলিয়ে প্রাণের—কর্ স্বরগের রাজ্য অধিকার।

মা দেখ্ নিরঙ ফুল হিয়ার
হ'ল হিরণ পুনরায়,
তোরি ঊষার অঙ্গীকার
দীরি' যুগের তমিস্রায়
কাটে নিগড় নিয়তির
গেয়ে— "মোর কমল-প্রীতির
ভাতি ফুটবে—যখন নিশীথ নয়ন মুদবে মরণ-ছায়!"

TOUCH-FULFILLED

When shy eve is girt with your music
    Then the hordes of Night, not afar,
But presage sky-thrills of the mystic
    Repose of your shadowless star.
        The dust and the spume
        Die as you relume
    Your pearlèd song-crescents of sheen :
        Break deserts all dumb
        Into blooms as you come
    With hope-murmuring cascade serene !

When your dawn is hailed by the cackles
    Of garrulous guests—then the blue's
Hush-minstrels are chained in din-shackles
    Till all march is a dirge of adieus.
        When you laugh in life's spring—
        Waste penuries ring
    Your welcome at each flower blown :
        When carnivals rush
        In their own fire-flush
    Then all festal strain is a moan !

স্পর্শ-সার্থক

লাজুক সন্ধ্যা সঙ্গীতে ঘের' যবে—
অদূরে রজনী-সৈন্য তব নিছায়া
তারকা-শান্তি বিছায়—উছলে সবে
তব অম্বর-শিহর-স্বপ্ন-মায়া।
মরে ধূলি কুহেলিকা—
জ্বালো যবে মণিশিখা
তব আধজাগা শশাঙ্ক-সুধা স্বরে:
বোবা মরু ফুল স্বনি'
গায় তব আগমনী
নির্ম্মল আশা-মূর্চ্ছন মরমরে।

কল-কোলাহলে মুখর অতিথি-দল
যবে উষা তব বন্দে—তব গহীন
নীলিমা-চরণে বাঁধে ধ্বনি-শৃঙ্খল,—
জীবন-যাত্রা বাজায় বিদায়-বীণ।
প্রাণ-বসন্ত যবে
হাসো তুমি—জয়রবে
উৎসবও নন্দে প্রতি তৃণ-উন্মেষে:
মত্ত প্রমোদ ধায়
যবে দীপ-গরিমায়
হুলুধ্বনিও মুরছে—রোদন-রেশে।

THE ELUSIVE

How little Beauty knows your sky's
fire-miracled virgin harmony !
You flash a ray in lightning lilts :
then drown in clouds its melody.
In dews of loveliness you stream
What oceaned wealth beyond all dream !
We glimpse your seas : then you withdraw
the flowing far wave-revelry !

How little music knows your Deep's
blue-vibrant myriad-mooded lore !
It wings away in pealing chords
to seek what mystic throbless shore !
You blow your sun-enamoured Flute
In soul's hymn-irised interlude :
Then cast the Silence—deepening still
Our slakeless song-thirst evermore !

How little knows the Flower to waft
your message in its gala brood !
It breathes of union—to live
in faded, wintered widowhood !
We sigh for you in life's lone quest :
You mirror Vasts in the Atom's breast,
But soon you break the shining spell :
in dawnless dark—Night's cry to elude !

অ-প্রশ্না

রূপ বলো জানে কতটুকু—তব
কল-কল্লোল, বর্ণ, আলো ?
রূপের পলকে চির-পলাতকে
ঝলকি' দেখাও : রূপ মিলালো।
রূপালি শিশিরে হে মহামহিম,
সিন্ধু-মিহিরে ছন্দি' অসীম—
লুকাও আপনি হিয়া উন্মনি'—
অরূপ অলখে বাসায়ে ভালো।

ধ্বনি মর্ম্মরে কতটুকু—তব
গীতালি-নর্ম্ম স্বর-দোদুলে ?
হে অতরঙ্গ ! ঢেউয়ে হও লীন
মৌন-মেখলা বেলা-বিপুলে।
তপন-বিভল রাগিণী মুরলি'
রামধনু-গানে পরাণ উছলি'
গমক-মুখরে কোন্ সে-নিথরে
আভাষি'—উধাও হও অকূলে !

গন্ধ তোমার কতটুকু বাণী
ঝঙ্কারে ফুলহাসি-চকিতে ?
বিরহ বিলায়ে মিলন জাগায়ে
রাখো তবু তারি স্মৃতি-নিভৃতে।
হে পেলব, তব কী বিশাল মায়া !
কণায় বিছাও গহনার ছায়া :
পরে আনো নিশা—পুঞ্জি' নিদিশা
স্বপনের তৃষা চাতক-চিতে।

এসো

ভাতি' স্নেহ-জলধনু সুন্দর-তনু !
শান্তি-সুষমা
বিছনে এসো ।
ফুল-সন্ধানে ঝঙ্কৃ' পরাণে
দীপি' দিশা—রঁমা,
জীবনে এসো ॥
ধূপছায়া তালে এসো মা মর্ম্মে,
এসো মা নিরালে জনতা-নর্ম্মে,
বিধুর তিমিরে উছলি' মিহিরে
বিরহের তীরে
মিলনে এসো ॥

তোমার গন্ধ- নিবিড় ছন্দ
ভোলে যদি হিয়া :
মলয়ে এসো ।
যদি বা পান্থ পথভ্রান্ত
হয়—নন্দিয়া
অভয়ে এসো ॥
দুলিব না আর কালো-তরঙ্গে,
এসো সুধাসার আলো-বিভঙ্গে !
তোমার চরণ যাচে প্রাণমন,
দাও মা শরণ—
প্রণয়ে এসো ॥

COME

In Thy rain-bowed caress Come, O Loveliness !
In Thy trail of sky-peace
Come, Mother serene !
Bring Thy gospel of bloom Thrilling life's lone gloom,
For dun twilight's surcease
In Thy morn-robe of sheen.
In Thy chequer of fire-flush and gloaming come,
In silence, in bells and in crowded hum;
Eve is dark and sore : Drench in Thy sun-lore
Her song-widowed shore
In a laugh ever-green.

If the heart miss to capture Thy musk-laden rapture
Of spring-irised dance :
In Thy zephyr invade;
If Thy pilgrim O Love, Be way-lost—from above
With Thy star-pledge entrance :
The shadows shall fade.
No more will I toss on the billows of Night,
In the nectar-rain come with Thy avalanche-light !
All my soul is a-heave To surrender and cleave
To Thy nearness and weave
Its dream in Thy shade.

মহাকালী

"মহাকালী আর এক প্রকৃতির। বিস্তৃতি নয়, উচ্চতা—জ্ঞান নয়, বল ও বীর্য্য তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব। তাঁর মধ্যে আছে এক দুর্ব্বার তীব্রতা, পূর্ণসিদ্ধির দিকে শক্তির বিপুল আবেগ, সকল বাধা সকল সীমা চূর্ণ ক'রে ছুটে চলে এমন দিব্য প্রচণ্ডতা।"...("মা")...শ্রীঅরবিন্দ

(শ্রীনলিনীকান্তের অনুবাদ)

ও মা তুঙ্গ-আসনা ঝঞ্ঝা-সাধনা!
এসো গো অট্ট হাসিয়া :
গৃহ- তৃপ্তি কৃপণ করো মা দলন
উদার ধ্বংস গাহিয়া ॥

দূরি' ছায়া-মাধুর্য্য বহ্নি-তূর্য্য
বাজাও কুহেলি-কাননে ;
দেখ, ধূলি-আবর্ত্ত ছাইল মর্ত্ত্য
এসো দুর্ব্বার প্লাবনে।
যত বাসনা-ভ্রান্তি লভুক শান্তি
মরীচিকা যাক ভাসিয়া :
যত মিথ্যা রঙ্গ মোহ-আসঙ্গ
উঠুক তরাসে কাঁপিয়া ॥

MAHAKALI

"Not wideness but height, not wisdom but force and strength are her peculiar Power. There is in her an overwhelming intensity, a mighty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and obstacle. . . . ."

(The Mother). . . . *Sri Aurobindo*

O Tempest-Queen, enthroned on Thy height,
With Thy bugles of laughter descend :
Pealing the doom of falsehcod come,
Let miser nest-joy have an end.

Cleave every shadow-web, let Thy Fire
Trumpet rend Twilight's grove;
The earth is swept by the dust-whirl : melt
With Thy torrents of tameless love.
Make still our hurtling desires with Thy touch,
Smite mirage with Thy thunderbolts :
Shatter our errors, slay our false greeds,
Trampling their Titan revolts.

সূর্য্যমুখী

যত যুগ-পুঞ্জিত বাধা নন্দিত
অম্বর-দ্রোহী বাহিনী
হোক্ কৃপাণ-দণ্ডে লক্ষ খণ্ডে
লুণ্ঠিতা—হাহাকারিণী।
এসো বিদ্যুল্লতা! বজ্র-বারতা
বিছাও—দৈত্য নাশিয়া:
এসো বিপ্লবময়ী! বিক্লবজয়ী
তাণ্ডব তালে নাচিয়া॥

পরে চরণভঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে
অলোক-পুলক উছলি'
বুকে অচিন ছন্দে নবীনানন্দে
স্বরিবে গোলোক-মুরলী।
ছাপি' বিষাণ মন্দ্র সেদিনে কম্প্র
শঙ্খে উঠিবি বাজিয়া—
দহি' অতীত মরণ- মায়া-আবরণ
অজ্ঞাত সৃজন ভাতিয়া॥

MAHAKALI

Arrayed in their phalanx the Heaven-rebels see,
    Armoured through ages of gloom !
Let Thy sword's edge carve to a million shreds,
    Silence their vaunts in the tomb.
Like lightning fall on the demons, proclaim
    With Thy thunders their holocaust :
Let loose Thy deluge, quicken the inert
    With Thy dangerous Dance of the Vast !

Thereafter, the sway of Thy steps through each curve
    Shall Paradise' rapture outspray :
Each soul shall be wooed by the mystic thrill
    Of Thy flute's Elysian play.
The quiver of Thy harmonied conch of delight
    Shall erase the dread horn's blast :
A new-born creation flash in that hour
    And burn the dead sheaths of the past.

INVOCATION A MAHAKALI

O Reine des Tempêtes, trônant sur tes sommets,
Descends avec tes trompettes de rire;
Viens faire retentir la condamnation du mensonge;
Que les petites joies avares prennent fin!

Fends tous les tissus de l'ombre; que ton clairon
De feu déchire le sous-bois crépusculaire.
La terre est balayée par un tourbillon de poussière;
Fonds-toi en torrents d'un amour indomptable.
Immobilise de ton contact nos désirs qui s'entrechoquent;
Frappe de tes éclairs les mirages;
Brise nos erreurs, tue nos fausses convoitises;
Ecrase leurs révoltes titanesques.

INVOCATION A MAHAKALI

Vois les phalanges rangées des rebelles du Ciel,
Sous les armes depuis des âges de ténèbres !
Que le tranchant de ton épée les taille en des millions de lambeaux ;
Que dans la tombe leur vanité se taise.
Fonds comme un éclair sur les démons ;
Proclame leur holocauste par ton tonnerre ;
Précipite ton déluge ; secoue l'inertie
Par ta dangeureuse Danse de l'Immensité !

Dorénavant, la puissance de tes pas dans leur course
Répandra des transports ambrosiaques ;
Chaque âme sera appelé par le frémissement mystique
Des notes de ta flûte élyséenne.
La vibration de ton harmonieuse conque de délices
Effacera la rafale de ton cor redouté ;
Une nouvelle création jaillira à cette heure
Et brûlera les dépouilles mortes du passé.

(Traduit par "la Mère")

[Translated from Dilip's Mahakali by "Mother"]

আকুতি

আজ মা প্রাণের প্রতি কলি তোর তপনের চায় যে আলো
আজ মনে হয় : তিমির-ক্ষুধাও শরণ-সুধাই বাসে ভালো।
যত দূরেই হোক্ তোর আকাশ,
আনে তো সে-ই মুক্তি-আভাষ,
বয় যত তোর মলয়-বাতাস
মরে মরণ, ঝরে কালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো ॥

প্রতি পদেই শুনি মা তোর মিলন-মণির নূপুর-ধ্বনি :
হারাই মুখর মেলায় তবু সঙ্গোপনীর আগমনী।
যতই মা তোর সিন্ধু পানে
ধায় হৃদি-নদ অকূল-টানে,—
ততই স্ফটিক-ছন্দ বানে
যায় ভেসে হিম বাঁধ নিরালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো ॥

LONGING

Mother, today my being's every
bud aches for Thy aureoled beams :
I feel, even Dark-hunger loves Thy
rathe surrender's nectar-streams.
However far Thy trackless sky,
It brings Thy radiant freedom nigh,
The more Thy zephyr blows—here die
Death's brood, fade shadows undivine :
My dream-life's veiléd buds now thirst for
Thy blue Grace's lambent shine.

At every step I hear our jewelled union's diapason ring :
Revels of day then drown its cadence
which Thine own star-heralds sing.
The more in Thy Ocean's shoreless call
Thrills my soul's river to merge its all,—
The frozen gloom-embankments fall
At Thy surge-rhythm hyaline :
My dream-life's veiléd buds now thirst for
Thy blue Grace's lambent shine.

সূ র্য্য মু খী

প'ড়ে মিছে মায়ার ফেরে কান পাতি মা ছায়ার ডাকে :
প্রেম-পুলিনে তাই তো বরণ-ফুল ফোটে না স্মরণ-শাখে।
নীড়-পিয়াসী জীবনটিরে
ঠাঁই দে মা তোর চরণ-তীরে,
আজ শ্রাবণের অশ্রু-নীরে
নিদাঘ-ব্যথা দেখ্ মিলালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো ॥

Duped by illusion's lures we stray and
lend our ears to whispering shades:
Thus fail to burst Thy welcome-blooms on
memoried boughs in Love's shy glades.
Now give to my nest-yearning life
Thy Haven's rest from storm and strife,
How can scorch-arid pain survive
This rain of tears, Beloved mine!
My dream-life's veiléd buds now thirst for
Thy blue Grace's lambent shine.

মন্দ্রিতা

Inspirations come
From a Godwhite source:
And my heart-beats drum
To their wide-open force.

NISHIKANTO

প্রেরণারা আসে মন্দ্রিতা—সুখে
শুভ্র দৈবী উৎস হ'তে :
তারি শক্তির ডম্বরু বুকে
ডঙ্কে মহান্ মুক্তি-ব্রতে।

নিশিকান্ত

Within that quivering shell, the ear,
Farborne, a myriad voices throng.
Be still and listen. You shall hear
The universe revealed in song.

A. E.

কাঁপিছে শ্রবণ—সিন্ধু-কল্লোল-আহত শঙ্খসম
ভেসে আসে দূর হ'তে কোটি কণ্ঠতরঙ্গ-জনতা :
শান্ত হও, কান পাতো ; শুনিবে—সঙ্গীতে নিরুপম
মন্দ্রিত—বসুন্ধরার গহন-লীলার মর্ম্মকথা।

এ. ই.

লঘুগুরু ছন্দ

সংস্কৃত গুরুস্বরের মন্দ্র-ধ্বনি ও কল্লোলের জন্যে এ-গুচ্ছের নাম—"মন্ত্রিতা"। সংস্কৃত ছন্দে অ ই উ একমাত্রিক, আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ দ্বিমাত্রিক, যুগ্মধ্বনি তো বটেই। একমাত্রিক ধ্বনিকে বলা হয় 'লঘু', দ্বিমাত্রিককে 'গুরু'। তাই 'লঘুগুরু' নামকরণ এ-ছন্দের। এ-ছন্দ ভারতচন্দ্রেরও আগে থেকে চ'লে আসছে: বৈষ্ণব-পদাবলীর অজস্র চরণে গুরুস্বরের প্রয়োগ আছে। বাংলায় হাল আমলেও অনেকেই লঘুগুরু ছন্দে কবিতা লিখেছেন, যথা: রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, ভুজঙ্গধর প্রভৃতি। কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল লঘুগুরু ছন্দে প্রথম অতিপর্ব্বিক শব্দকে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। যথা তাঁর বিখ্যাত "এ কি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ……" গানে "এ কি" দুমাত্রা—মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে; লঘুগুরুতে হ'লে "এ কি" হ'ত তিনমাত্রা। আমি এ-প্রথা গ্রহণ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল কখনো কখনো এমন কুলীন সাংস্কৃতিক প্রয়োগও করেছেন ("এ কি শ্যামল সুষমা" গানে): "কার॥ প্রেম মধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে"—এখানে 'র' প্রে-র আগে আছে ব'লে গুরু। রবীন্দ্রনাথও এমন বৈকল্পিক প্রয়োগ করেছেন: "কর॥ ত্রাণ মহাপ্রাণ" (গীতবিতান ৮১৯ পৃষ্ঠা)—এখানেও র ত্রা-র আগে ব'লে দুমাত্রা। কিন্তু এরূপ ব্যবহার বাংলা কবিতায় কম—যদিও স্থলবিশেষে এ-উচ্চারণ খুবই শ্রুতিমধুর হয়, যথা: "বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব" (পতিতোদ্ধারিণি—দ্বিজেন্দ্রলাল) বা "আনে কার॥ স্পর্শ সুখস্মৃতি…" (শ্যামল সুষমা—"গান" দ্রষ্টব্য)। কেউ কেউ বলেন আমার এ বৈকল্পিক ব্যবহার স্বেচ্ছাচারী, তাই এ-নজির দিলাম। শেষে বক্তব্য এই যে, লঘুগুরু ছন্দ অনেকের কানে খুবই ভাল লাগে এ আমি দেখেছি। যাঁদের ভালো লাগত না তাঁদেরও যে শোনা অভ্যাস করলে এর কল্লোল মুগ্ধকর মনে হয়—এরও অনেক সাক্ষ্য পেয়েছি। তবে প্রথমটায় অনেকের কানে এ-ছন্দকে অস্বাভাবিক মনে হওয়া বিচিত্র নয় কিন্তু ছন্দ-প্রগতির ইতিহাসে যে-ছন্দ আজ কানে কৃত্রিম মনে হয়েছে তাকে কাল সমাদৃত হ'তে দেখা গিয়েছে—বহুবার। মন্ত্রিতার প্রথম তেরটি কবিতা শেক্সপীয়রীয় সনেট, অর্থাৎ মিলভঙ্গি b a b c d c d e f e f g g.

বর-কৃতজ্ঞ

উৎসর্গ

সঙ্গীত-গুঞ্জে রচি যে-বসন্তে,
আনন্দ-কুঞ্জে স্মরি যে-বিলাসে,
বংশী সুতানে হৃদয়ে দুলন্তে—
ঝঙ্কার রাজে যত প্রেম-বাসে :

সমর্পি মা শ্রীচরণে বিথারি'
নিভন্ত আশা বিধুরা নিরালা
স্ফুরন্ত স্বপ্নে মিলনে বিহারি'
ফুলন্ত লাস্যে উছলে—উজালা।

যে-পদ্ম যাচে মলয়ারি পন্থ,
যে-মন্ত্র কাঁপে অচিনে মিলাতে,
যে-শক্তি নাচে মরমে—দুরন্ত,—
মন্দার প্রার্থে তব মা বিলাতে।

কৃতজ্ঞ চিত্তে সঁপিতে উছাসি
পদে—নগণ্য স্তব-ছন্দ-রাশি।

ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ :

॥ ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ ॥
স ঙ্গী ত গু ঞ্জে র চি যে ব স ন্তে
যে প দ্ম যা চে ম ল য়া রি প ন্থ
উ ত্থা পি তঃ সং য তি রে ণু র শ্বৈঃ
—কুমার সম্ভব

উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ :

। ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ ॥
সমর্পি মা শ্রী চ র ণে বিথারি
কৃতজ্ঞ চিত্তে সঁ পি তে উছাসি
শিলীমুখোৎ কৃত্ত শি বঃ ফলাঢ্যা
—কুমার সম্ভব

অন্তরায়

(চতুর্ম্মাত্রিক)

কেন)　সৌরভ তব প্রিয়, মূর্চ্ছে ধূলি-বিলাসে ?
নামে)　রহি' রহি' করকা,—অশনি লোল খরজ্বালা ?
কেন)　সুন্দর নীলে ধূমল জীবন নাশে ?
হয়)　অপুণ্য—বিষণ্ণ—প্রেম-গন্ধ নতি-ডালা ?

তব)　চরণাম্বুজ ত্যজি' বিমুগ্ধ তনু মন কারে
স্বপে)　শয়নে স্বপনে—অমৃত-কলধ্বনি মাগি' ?
দেখে)　রিক্ত-সুধা চল-লহর-ধার,—তবু তা'রে
কোন্)　মায়া-রঙ্গে বরণ করে—সুখ লাগি' ?

হায়)　বসুন্ধরা ! তব মঞ্জুল কল-ছল-ছন্দে
নিতি)　উথলে কত ঝিকিমিকি !···স্বপনাশা বাড়ে···
যবে)　শুধু, হৃদি যাচে আশা-পূরণ গন্ধে :
প্রাণে)　রতি-মধুচক্র নিয়তি চির-নির্ম্মম ভাঙে !

জপি' :)　পুষ্প দুলন্তে চিত—চির-শ্যামল ভাতি :
দেখে :)　কণ্টক নাশে কোমল কুবলয়-সাথী !

। ।) ॥ । । | । । । । | ॥ ॥ | ॥ । । | ॥ ॥
কেন) সৌর ভ | তব প্রিয় | মূ র্চ্ছে | ধূ লি বি | লা সে

নব আশা

(চতুর্ম্মাত্রিক)

তবু) যত পথ-কণ্টক দলিয়া চলি তব পানে—
দাও) তত নব সহিষ্ণুতা তুমি ধীরে ধীরে ;
আমি) যত চলি শ্রান্ত নিশীথে : তব রবিগানে
তুমি) সঞ্জীবিত কর' মুদিত কুসুম—চিত-তীরে।

যত) শরণে উচ্ছ্বসি—তুমি ধর' বল্লভ, হাতে ;
যবে) পড়ি—তুমি কোমল অঙ্কে তব লহ' টানি' ;
আমি) যত ব্যথি দুঃখে—স্বপ্নভঙ্গ-ঘনরাতে :
তুমি) মঞ্জুল প্রাতে হাস্য বরষ'—বর দানি'।

মোর) জীবন মন্থর ছিল—তুমি ঊর্ম্মি চলালে ;
মোর) চিত-বিটপী ছিল বন্ধ্যা—তুমি রস-ধারে
তব) নবীন পল্লব-বল্লি তরঙ্গি' বিছালে—
এ কি) নূতন নন্দন-মঞ্জরিকা-বরদারে ?

আমি) যাচিনু যত কিছু মরতে বিমোহ-ছন্দে—
তুমি) নির্ম্মল করিলে অমর্ত্ত্য মুক্তি-সুগন্ধে !

।	।)	।	।	।	।					॥	।	।	॥	॥		॥	॥
দা	ও)	ত	ত	ন	ব	স	হি	ষ্ণু	।	তা	তু	মি	ধী	রে		ধী	রে

সুপ্তি-ভাঙা

(পঞ্চমাত্রিক)

শান্তি তব স্বাদি' হৃদি হ'ল স্বরগ-গন্ধী !
বিষক্ষর তাপ যত স্নিগ্ধিল নিমেষে !
দুঃখ-মরু-ত্রাস যত মুক্তি-পরিপন্থী
বল্লভ বিভাস তব পল্লবিল হেসে !

মাতিল পরাণ তব সাধি' মকরন্দে !
উর্ম্মি যত আশ-হত উচ্ছলিল পলকে !
পুষ্প যত নিরঙ্কুর মঞ্জিল বসন্তে !
অম্বর অসাঙ্গ দুলি' মর্ত্ত্যবুক ঝলকে !

মন্ত্র তব গোপন বিমোহন কি লাস্যে
অন্তর-নিকুঞ্জ মম ঝঙ্কৃত বিহারে !
প্রেম চিত রঞ্জি' ছিল অচঞ্চল হাস্যে :
অশ্রু শুধু ছলন সম গুন্ঠি' ছিল তা'রে।

আজি তব মূর্চ্ছন বিথারিল পরাগে !
সুপ্ত যত ছন্দ—তব রাগ শুনি' জাগে !

॥ । ॥ । । । । । । । । ॥ ॥
শান্তি তব স্বাদি' হৃ দি হ'ল স্বরগ- গন্ধী

শান্তি-পথে

(পঞ্চমাত্রিক)

সংশয় ঘুচাল তব প্রত্যয়-বিপাশা ;
        দ্বন্দ্ব যত শঙ্কিল, বিমুগ্ধ যত স্বপ্ন
নূতন বিষাণ শুনি' মৌনিল, নিরাশা
        নিজ-হৃদি-তলে লখিল অলখ রতি-রত্ন ।

বহির্মুখ ছন্দ যত গাঢ় হ'ল গহনে ;
        ভ্রান্তি-কলনাদ হ'ল শান্তি—বরি' তা'রে ;
রাগ নব জয়ধ্বনি' উঠিল সুর-লগনে ;
        মন্থন কৃতার্থ হ'ল উছলি' রসধারে ।

জানি প্রিয়, শত্রু কত লুব্ধ মম প্রাণে
        স্বল্পবরমত্ত করি' ধায় নিতি ছলিতে ;
গাহি' কত রঙ্গ-সুর সঙ্গ-মধু-দানে—
        মধ্যপথদীপ্তি চায় তৃপ্তি বলি' ফলিতে ।

জানি তবু—প্রার্থি যদি শরণ ঘন-রাতে :
মধ্যপথ শান্তি-রবি মিলন-ছবি ভাতে ।

॥	। । ।	॥	। ।	॥ । । ।	॥ ॥
সং	শ য় ঘু	চাল	তব	প্রত্যয় বি	পা শা

আলোক-লজ্জা

(যাম্মাত্রিক)

প্রিয়,) জীবনরসমন্ত্রে যত মোহন রতি-দোলা
জাগে) পুলক রূপ বর্ণ গন্ধ রাগে—ছল-পলকে
করে) নীরব চিরবিরহ—দীপ্তি তারকা-নিচোলা
যথা) গুণ্ঠে ঘন—হাসি নাশি' অশ্রু-তিমির-অলকে।

যারে) আজি প্রার্থি—আকুলি' লখি : কালই তার কান্তি
হয়) বিষণ্ণ—ছুটি বাহুবন্ধ বিথারি' প্রিয়-পাশে :
রাঙে) বিম্ব-অধর—চুম্বনি'—তবু বাসর হয় ভ্রান্তি !
যেথা) মাগি মুক্তি—শৃঙ্খল-ঝনঝনি' বিলাস নাশে !

যাচি) শুভ্র-গগন-সঙ্গম তব মেলি' স্বর্ণপাখা :
দেখি) কণ্টক ফুল ঘেরিল—তবু অম্বর মধু-স্বপ্নে
গণে) নীল নিলয় তারে—করি' কল্পন শশিরাকা
ভাবে) মরত-মুখর-রাসে বুঝি মিলিবে সুর-লগ্নে।

তাই) বন্ধ্যা হিম-মায়া কল-ঝঙ্কনে বসন্তে :
কাঁটা) কালো হ'ল লজ্জিত তব আলো-মকরন্দে।

॥ ।।।।	॥ ॥ ।।	॥ ।। ।।	॥ ॥
জীবনরস	মন্ত্রে যত	মোহন রতি	দোলা

আঁখি ও অন্তর

(যাম্মাত্রিক)

চিত-)　নন্দন ;　ভুজবন্ধন কই ?—চুম্বন মধুমাসে ?
কোথা)　জীবন-মরু-গন্ধে তব মঞ্জুল কলহাসি ?
চির)　রঞ্জিত দল যাচে হৃদি—মন্থি' অশুভ বাসে—
কেন)　কণ্টক তবু লাঞ্ছে ফুল-সুন্দর অবিনাশী ?

কেন)　প্রাণে তব শপথ গায় চির-জাগর হাসে,
দোলে)　বল্লভ তব পল্লব নিতি মর্ম্মরি' মধুছন্দে,—
যদি)　পলকে তব মঞ্জর-রব মৌনে হিম-ত্রাসে ?
রুধে)　কে বিষাদ-বন্ধে তব তরঙ্গিত বসন্তে ?

হিয়া-)　অতলে তব উচ্ছল কুসুমারতি নিতি শঙ্খে !
কবে)　চাহিব প্রিয়, শুনিতে তব অনুপ মন্ত্র-গাথা ?
কবে)　পূর্ণকান্ত, লঙ্ঘি' নম অপূর্ণ রতি-বিভঙ্গে
হ'য়ে)　সারথি তুমি দলিবে মম পুঞ্জিত নতি-বাধা ?

আজি)　বিরহে তব ভরসা শুনি—মলিনে তব শ্যামে :
মম ,　আঁখি লখিল—কঙ্কর, অন্তর—চির-অভিরামে ।

| |) || | | | | || | || | | || | | | ||
কোথা) জীবন ম রু　গন্ধে তব　মঞ্জুল কল　হাসি

শরণে ধ্রুবতা

(সপ্তমাত্রিক)

যদি)   গহন মন্দির রচি' চিরস্থির ধ্যান-আসন তীর্থে
নারি)   তব সুধারতি জ্বালি' তব নতি বরণ করিতে প্রাণে ;—
যদি)   চিত্ত চঞ্চল তব বিনিশ্চল অচল-সাধন বিত্তে
নারে)   অর্জ্জিতে,—তবু তুমি কি প্রিয় কভু ফিরি' লবে তব দানে ?

যদি)   তব অশেষে হৃদয় মেশে—তব রসে খুঁজি' শান্তি
যাচে)   তব অনিন্দিত শরণ-গন্ধিত প্রেম-গুঞ্জিত তীরে,
যদি)   মরম উন্মন চরণ-বন্দন গাহি' চির-পথ-ভ্রান্তি
চাহে)   দূরিতে,—বল' হে অচঞ্চল ! লভিব না তব নীড়ে ?

যদি)   তব সমুজ্জল কান্তি—দুর্ব্বল নয়ন সহিতে নারে :
তবে)   দিব্য লোচন দানি' মোহন ! ঝক্কারে তব আলো ;
যদি)   মোহ-বন্ধন প্রেম-স্পন্দন-পন্থ অবিরত বারে :
লখি')   প্রণয়-সারথি ! তব গগন-নতি দলিব কণ্টক কালো।

যদি)   পরম শরণে চাহি চরণে—ঝলকিবে ধ্রুবতারা :
তাহে)   শিখিব দলিতে সিন্ধু, চলিতে নাহি হব পথহারা।

। ।	। । । ॥ । ।	। । । ॥ । । ।	॥ । ॥ । ।	। ॥ ॥
যদি	গহন মন্দির	রচি' চিরস্থির	ধ্যান আসন	। তীর্থে

এসো

(সপ্তমাত্রিক)

এসো) বিজয় মোহন ! হৃদয়-লোভন অভয়-সুন্দর ছন্দে,
এসো) বিদলি' বন্ধন উজলি' নন্দন বৃন্দ রঞ্জিত-মীড়ে,
এসো) তিমির-দর্প বিশঙ্কি' সর্ব্ব-বিহার স্বপ্ন-সুগন্ধে,
এসো) উছলি' অন্তর ক্বণি' শুভঙ্কর প্রণয়-মধু-মঞ্জীরে।

প্রাণে) চরণ-আশ্রয় দানি' আলয় রচ দ্যুলোক-বিভঙ্গে,
ধরা-) ধূলি-প্লাবন কর' নিবারণ তব চিরঞ্জয় বাঁধে,
পরে) অমৃত সিঞ্চন করি' বিলাঞ্ছন কর' হলাহল-রঙ্গে :
যেন) বিশ্বকণ্ঠ কমল-অকণ্টক-সুর বরে তব সাধে।

ত্যজি') ধূম-মন্থর পাশ-জর্জ্জর গণ্ডি—মুক্তির দোলে
আজি) দুলিব বল্লভ ! কৃপণ-গৌরব লজ্জিয়া মণি-হাসে—
কর') উজল তামস খণ্ডি' আলস লহ তব স্নেহ কোলে :
যদি) প্রার্থনা মম ম্লান হয়—ক্ষম'—দীপ্ত করি' গগনাশে।

চাহে) শবণ-অঙ্কুর বরণ-সুমধুর প্রেম-নূপুর-রাগে :
আজি) অমিয় নির্ঝরি' ঝল' কলস্বরি' দূরি' তম—রবি-ফাগে।

| | | | | ‖ | | ‖ | ‖ | | | | | ‖ | | ‖ ‖
ক র' | উ জ ল তা ম স | খ ণ্ডি' আ ল স | ল হ ত ব স্নে হ | কো লে

সূর্য্যমুখী

কুসুমবিচিত্রা ছন্দ :

বিপিন বিহারে কুসুমবিচিত্রা }
কৃতকিত গোপীমহিতচরিত্রা } —ছলকল মোহে…কাশে

বিদ্যুন্মালা ছন্দ :

বাসো বল্লা বিদ্যুন্মালা—অন্তে…রাগে, প্রাণে…জাগে

মধুমতী ছন্দ :

ব্যথিতমধুমতী মধুমথনমুদম্—সুখ…লগনে, তরলিত…মিলনে

ভ্রমরবিলসিতা ছন্দ :

ফুল্লা বল্লী ভ্রমরবিলসিতা
ভাবে শোভাং কলয়তি কিমু তাম্ ॥
—ফুল্লা……অবহে

পজ্ঝটিকা ছন্দ :

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে }
ত্রিভুবন-তারিণি তরলতরঙ্গে } —হৃদিমন্দির…মাঝে

সুখ সঙ্গম

(অষ্টমাত্রিক)

ছল-কল মোহে ভ্রমি কত রঙ্গে—
অভিনয়-দোলে সুলভ বিলাসে !
যত মধু-তালে চরণ-বিভঙ্গে
রব-জয়গাথা নিতি পরকাশে—

অস্তে ভাতে মিথ্যা রাগে :
সুখ ঋতু মুরছে—দুখ-হিম-লগনে
প্রাণে মন্দাক্রান্তা জাগে
তরলিত লহরে—অসুছল মিলনে।

ফুল্লা সন্ধ্যা বঁধু খুঁজি' বিচরে
মুগ্ধা বালা সম চির-বিরহে,
জ্যোৎস্নালুব্ধা হৃদি তম-অধরে
চুম্বে—কাঁদে অশিহর-অবহে।

হৃদি-মন্দির যে-বন্দন যাচে—
নাহি মিলে সুখ-সঙ্গম মাঝে।

। । । । ॥ ॥ | । । । । ॥ ॥
ছলকল মোহে | ভ্রমি কত রঙ্গে

১৮

তন্বী ছন্দ :

সত্যবিভার প্রথম স্তবক : যথা,

মাধবমুগ্ধৈর্মধুকরবিরুতৈঃ কোকিলকূজিতমলয়সমীরৈঃ
কম্পমুপেতা মলয়জসলিলৈঃ প্লাবনতোঽপ্যবিগততনুদাহা

পজ্ঝটিকা ছন্দ :

সত্যবিভার দ্বিতীয় স্তবক : যথা,

নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা

মদিরা ছন্দ :

সত্যবিভার তৃতীয় স্তবক : যথা,

মাধব-মাসি বিকস্বর-কেশরপুষ্পলসন্মদিরা মুদিতৈঃ
ভৃঙ্গকুলৈরুপগীতবনে বনমালিনমালি-কলানিলয়ম্

তোটক ছন্দ :

সত্যবিভার চতুর্থ স্তবক : যথা,

যমুনাতটমচ্যুতকেলিকলা-লসদঙ্ঘ্রি সরোরুহসঙ্গরুচিম্
মুদিতোঽটকলেরপনেতুমঘং যদি চেচ্ছসি জন্মমিদং সফলম্

সত্যবিভা

(অষ্টমাত্রিক)

শৃঙ্খল বাঁধা রহি—তবু শরণে প্রার্থিল না চিত তব জয়গানে,
জীবন আজো তব বর-কিরণে চাহিল না নতি-লহরিত দোলে,
বাঞ্ছিত আশা চিত-ব্রজ উজলে, দারুণ কঙ্কর চিরভয় হানে ;
ভাবি নিরালে—তব পদ কমলে যাচিব কোমল প্রণয় বিভোলে :

রহি' রহি' তবু কে ছদ্ম সুবেশে মুগ্ধে তনুমন বিহ্বলি' চিত্তে ;
অন্তর-মন্দির আরতিরেশে বন্দন তব প্রিয়, বরিতে নারে ;
হৃদিফুল অঞ্জলি সমর্পি পায়ে, প্রেমারক্তিম আলো নিত্যে
না লভি' মালা যায় শুকায়ে অবিকচ জয়রব তুহিনে—হারে ।

ছন্দবরে কর' উজ্জ্বল হে, মম মন্থর মানস আশিষ গাহি' !
প্রেমকরে কর' নির্মল হে, শত বন্ধন মোচনি' সারথি সাথী !
মুক্তিসখা ! শয়নে স্বপনে তব শ্রীপদ চুম্বনিতে শুধু চাহি,
তাপ-দহে শুধু ও-শরণে প্রিয়, স্নিগ্ধিব শূন্য নিসঙ্গম রাতি ।

চল-চঞ্চলতা-ছল দূরি' কৃপা চিরশান্তি সুরে ঝল' হে মরমে
তব সত্যপদে নমি বন্ধু ! বিভা চির-দীপ্ত করো করুণা পরমে ।

॥ । । । ॥ ॥	। । । । । । ॥	॥ । । ॥ । ॥	। । ॥ । । ॥
শৃঙ্খল বাঁধা	···রহি রহি তবু কে	···ছন্দ বরে ক র	···শত চঞ্চলতা

স্বপ্ন-প্রতিমা

(নবমাত্রিক)

স্বপ্নে রতনমণি ডাকে নিরন্তর কত না !
জাগর বরণ করি' যাচে সান্দ্র দ্যুতি তারি।
সুপ্তির তমঃঘন জড়িমা নামি' হিমবরণা
নাশে অফুটকলি-শোভা চকিত-চরণারি।

আশা চায় তব মুকুতা গাঁথি' চিরতৃপ্তি :
গোপন ক্ষোভ শত পেলব হার 'পর হানে
লাঞ্ছন—নিঠুর-নিভ ; মালা গায় : "কই দীপ্তি ?
যারে সাধি নিতি—মৌনে সে কি অভিমানে ?

সুন্দর ! জ্যোতি তব জীবন-ছায় ব্যথি' হারে :
অন্তর-গহন তবু তৃষ্ণা-পন্থ বরি' প্রেমে
কৃষ্ণা বিদলি' তব শুক্লা-লগন-অভিসারে
চলিতে চায় প্রিয়, নির্ভরি'—নাহি কভু থেমে।

কণ্টক-তুহিন-বিষ-বাধা বিশঙ্কিত নহি আর :
স্বপ্নে যাচি যদি—স্বরিবে জাগরণ সুর তার।

॥ ॥ । । । । । । । ॥ ॥ । ॥ । । । । । ॥
স্বপ্নে রতনমণি । ডাকে নিরন্তর । কত না

পূর্ণিমা-দিশা

(স্রগ্ধরা ছন্দ)

চন্দ্রালোকে স্বরেলা গমক রণি' উঠে··· নন্দিতা দীপ্তি দোলে !
মুগ্ধাবেশে অনামা অভয়-ফুল ফুটে··· নির্ম্মলা রাত্রি হাসে !
মায়া-তালে উজ্জ্বালা রজত-উছলিতা ফেণমালা-নিচোলে—
আলোছায়া ঝরালো পুলক-তরলিতা স্মিতা কে—উছাসে ?

মন্দচ্ছন্দে পরাণে লহর-বিলসনে কী দুরাশা বিছালো !
বন্দী আত্মা নিমেষে অমৃত-সুলগনে নীল ব্যোমে বিহারে !
শঙ্কা কালো ফুলেলা সুরভি-সরলতা জ্যোতি-মন্ত্রে নিভালো ?
স্নিগ্ধা কান্তা অনিন্দ্যা মধুর-প্রণয়দা শান্তিমর্ম্মে বিথারে !

তন্দ্রাভাঙা তরঙ্গে অযুত মরমরে প্রেমরাজ্ঞী সুহাস্যে—
কে মা, শুভ্রা অভীপ্সা স্বরিলি শশিকরে—পৌর্ণমাসী-দুলালী ?
শাখে শাখে প্রসূনে শিহর-কলছলে প্রস্ফুটে কে সুলাস্যে ?
আশীর্ব্বাদী বসন্তে অলখ-পরিমলে দিগ্দিগন্তে বিলালি ?

জ্যোৎস্নারাসে অতৃপ্তা মিলন-মধুতৃষা তপিয়া প্রীতিরাগে
দূরস্বপ্নে মুহূর্ত্তে ঝলিলি ধ্রুবদিশা !—শৃঙ্খলে মুক্তি জাগে !

স্রগ্ধরা ছন্দ

॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ | । । । । । । ॥ | ॥ । ॥ । ॥ ॥
ত্বং কা লী ত্ব | ঞ্চ তা রা | ত্ব ম সি গি রি সু তা | সু ন্দ রী ভৈ র বী ত্ব ম্।
ত্বং দু র্গা ছি ন্ন ম স্তা ত্ব ম সি চ ভু ব না ত্ব ঞ্চ ল ক্ষ্মী শি বা ত্ব ম্।
ধূ মা মা ত ঙ্গি নি ত্যা ত্ব ম সি চ ব গ লা হি ভূ লা ধ্যা ত্ব মে ব ।
ক্ষ স্ত ব্যো মে হ প রা ধঃ প্র ক টি ত ব দ নে কা ম রূ পে ক রা লে

নানারূপে

এসো) অমল ! অনির্ম্মল মর্ম্মতলে…
এসো) উছল ! নিসম্বল স্বপ্নদলে…
এসো) হে নটরাজ ! নিসঙ্গ পুরে ;
এসো) মলয় ! হিমাহত কুঞ্জবনে…
এসো) বিজয় ! বরাভয় মুঞ্জরণে…
এসো) হে মিলনে বিরহে বিধুরে
এসো) হে চিরনন্দিত গন্ধছলে…

এসো) মধুর ! বিষক্ষরণে শমিয়া…
এসো) বিদুর ! বিমোহ পরিপ্লবিয়া…
এসো) হে তমসে অহনা-উদয়ে ;
এসো) বিপুল ! ত্বিষাম্পতি ঝঙ্ক' চিতে…
এসো) মৃদুল ! স্বরচ্যুতি নীরবিতে…
এসো) হে রভসে গ্রহ-নৃত্য-লয়ে ।
এসো) নর্ম্মসখা ! দলি' কর্ম্মফলে…

এসো) শুভদ ! নিরঞ্জন মন্ত্রবরে…
এসো) স্বরদ ! সুধাসন ছন্দভরে…
এসো) হে নিখিলে মসি শুভ্র করি' ;
এসো) অতনু ! বিলাঞ্ছনি' দেহরতি
এসো) নদনু ! অলধ্বনি'—স্নিগ্ধি' প্রতি
হৃদি) উষর-তারণ ধার ঝরি' ।
এসো) হে বরষা-ভরসা সজলে…

প্রতি তৃতীয় লাইন (হে নটরাজ…) তোটক, বাকি সব সুমুখী ছন্দ
(তরণি সুতা তট কুঞ্জ-গৃহে)

দুঃখ-রূপান্তর

মন্থর অন্তর আলো-উর্ব্বর কর' তব বরদা-ধারে ;
যত কিছু বাধা নিশি-কঙ্কর সম রাজে—তব বরষারে
চুম্বি' অশঙ্কিত নীলোৎপল নিভ রঞ্জি' উঠুক ধ্বনিরাগে ;
ধ্যান-বরণ তব নলিন-নয়ন সম বিথারি' মম চিতশাখে
অন্ধ তমস্বী কণ্টকদল যত প্রেমে বসন্ত-ভাষে
মুখর করুক যুগপুঞ্জিত মৌন—অনিন্দ্য অচিন্ত্য বিকাশে।

সুখভুজঙ্গবল্লী লঙ্ঘি' জননি, মম মর্ম্মে দুঃখ-দিশারী
ধ্রুবতারা সম জ্বল' ঝঞ্ঝা দলি'। স্নেহে তব অলকারি
মন্দ্র রণুক প্রতি বন্ধনছন্দে ; আশা প্রতি নৈরাশে
অনন্ত রেশে উঠুক ঝঙ্ক' ; চল জলধর অমলাকাশে
উজলি' তুলুক চিরশুভ্রে ; নিসঙ্গ ঝলি' চিরবান্ধব-আলা ;
দলিয়া পঙ্ক তুহার তরে মা গাঁথিব পঙ্কজ-মালা।

দুর্ব্বল ক্রন্দন না বরি'—নন্দন মম তব বন্দন-হাসে
ব্যর্থ বিশঙ্কিত জড়িমা ছন্দিত কর' তব নর্ত্তন-রাসে।
ক্ষণসাফল্যে নটনভঙ্গি মন চাহে : মরুপথ-পারে
অলকানন্দা ঝলক সুগন্ধা—তবু সে তরিতে নারে !
ভোগ-বিলাসী প্রাণ তরাসি' উঠে নিতি কুসুম-বিলম্বে :
পরম মণির-মণি-বর যাচে মন—নিধি-মন্থন আরম্ভে।

শিখিব আজি ত্যজি' বিষসংশয়রতি নমিত তব নতি-নিষ্ঠা :
লহরে লহরে শঙ্খিব না শুধু আপন প্রণয়-প্রতিষ্ঠা।
যুগ যুগ ধরি' অবনী রণ ডঙ্কি' অসাঙ্গ প্রেমরস সঙ্কি'
ফুটায় ফুলতনু ক্ষণায়ু,—তবু হৃদি যাচে মধুমদ, গন্ধি'
ধৈর্য্যারাধন—আজি প্রার্থি তব চরণে উচ্ছল শরণে
আত্মনিবেদন সার্থকি' চেতন—দুখ রূপান্তর-বরণে।

তনুমনপ্রাণ

ঝর') ঝর্ঝরি' আজি পরাণে…
সেথা) যত মরু-জ্বালা মৌন, নিরালা—
তব বসন্ত-অবদানে
হোক) প্রফুল্ল-পল্লব ; হে রসবল্লভ,
নন্দিত কর' তব ভাষে।
যত) পঙ্কিল কঙ্কর পঙ্কজি' ভরভর
উঠুক গন্ধি' গগনাশে।
হোক) প্রতিটি পরাজয় সার্থক-সঞ্চয়
নব নব জয় উদ্ভাসি'।
রাতি) বিষণ্ণ, বন্দী— অরুণানন্দী
বর্ণে ছন্দি' উছাসি'
উষা-) মঞ্জরিকা যত হিম-মূর্চ্ছাহত
মৃত-সঞ্জীবন গানে
যেন) দোলে নূতন নন্দন-দীপন-
মেলন তারণ-তানে।
এস) তিমির-তুহিন দলি', প্রিয় হে !
দিব) অন্তর অঞ্জলি, প্রিয় হে !
কর') কুহেলি-বাধা
সুরেলি-গাথা :
কণ্টক—কমকলি, প্রিয় হে !

করʼ) মানস উজ্জ্বল এসে…
তব) অতিমানস-রস- রাসে পরবশ-
বন্ধন নাশি' নিমেষে।
নীল) আরোহণ মম মণি-ইঙ্গিত সম
রঙ্গি' নিখিল নব ফাগে
চাহে) বিষ-অবরোহণ জিনি' অম্বর-স্বন
রণিতে গৌরব-রাগে
যত) ছায়ালেখা পাণ্ডুর-রেখা
তব ধূপ-ধ্যানে সাঁঝে
যেন) অস্ত-বিলগ্না অহনা ধন্যা
বন্দে ;—চিন্তা মাঝে
যেন) মায়া-শৃঙ্খল না ঝননে ;—ছল
ঈর্ষা উদার মন্ত্রে
হোক) রূপান্তর-পণ— আত্ম-বিসর্জন-
সুষমা-স্পন্দন তন্ত্রে।
এস) তামস-নাশন প্রিয় হে !
এস) অঘটন-সাধন প্রিয় হে !
যত) বিষণ্ণ-ভাবন
বিচার-বিলসন
তুমি করʼ বারণ—প্রিয় হে !

সূর্য্যমুখী

কর') কায়া মম রবি-রঙ্গী…

দাও) আশীর্ব্বাদে কৃপণ-প্রমাদে
দূরি'—অনন্তে সঙ্গী।

চির) অলকানন্দা- দীপ্তি অবন্ধ্যা
কর' হে অচল-প্রতিষ্ঠা।

যত) ম্লান ভগ্ন-ব্রত, প্রাণ-স্বপ্ন হত,
মন্থর বিলাস-নিষ্ঠা—

তব) মলয়োল্লাসে অভয়োদ্ভাসে
নবঘনশ্যাম-পরাগে

যেন) নব চপলা ঝলি' দেহে সঙ্কলি'
নব সুর-তালে জাগে।

যেন) বিধবা আশা জপি' তব ভাষা
উছলে নবতনুভঙ্গি—

ভাঙি') লহরী-লাস্যে অতীত-দাস্যে,
নিগড়ে—মুক্তি তরঙ্গি'।

এস) দুরন্ত ঝলকে প্রিয় হে!

এস) ফুলন্ত পুলকে প্রিয় হে!

যবে) জ্বলে অরুণ কম—
যুগ-পুঞ্জিত তম
মিলায় পলকে—প্রিয় হে!

দুঃখ-রূপান্তরা ও তনুমনপ্রাণ কবিতা দুটিই জয়দেবের "চন্দনচর্চ্চিতনীল-কলেবরপীতবসনবনমালী" জাতি ছন্দের থেকে নেওয়া।

বন্দিতা

এই কয়টি কবিতা গভীর শান্তির আলোকে দিনের পর দিন লেখা, অত্যন্ত সহজ সুরে সরল ছন্দে—মনের প্রাণের বন্দনা-অঞ্জলি। তাই এর নাম "বন্দিতা"। ছন্দ—প্রবহমান স্বরবৃত্ত—খানিকটা দ্বিজেন্দ্রলালের যৌগিক ভঙ্গির স্বরবৃত্ত ঢঙে। এ-ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে স্বরবৃত্তের সরলতা ও যৌগিকের গাম্ভীর্য্য উভয়ই মেলে। দ্বিজেন্দ্রলাল আলেখ্যে এ-ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। প্রবোধচন্দ্র এ-ছন্দের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করেন উদয়ন পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৪০) "দ্বিজেন্দ্রলাল ও স্বরবৃত্ত ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে। তার মোট কথা এই যে, এ-ছন্দে স্বরবৃত্তের কাটাকাটা —stuccato—ভাব যৌগিকছন্দের গাম্ভীর্য্য-সম্পাতে অনেকটা মোলায়েম হ'য়ে আসে। তা ছাড়া অনেক সময় শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিও এ-ছন্দে স্বরবৃত্তের মতন সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত না হ'য়ে যৌগিকভঙ্গিতে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। যথা, বেসুর ঢাকা | গম্ভীর ক | ল্লোলে (শুভদৃষ্টি কবিতা) এখানে ম্ভীর—দুইয়ের মর্য্যাদা পেয়েছে মুখে আমরা গম্ভীর্ বলি তা সত্ত্বেও। স্বরবৃত্তে "ভীর" হ'ত এক। এ-ছাড়া অস্থানে খণ্ডন বা ঈষৎ যতি লোপ এ-ছন্দে স্বরবৃত্তের চেয়ে বেশি হয়।

THE OUTCAST

Sometimes, when alone
At the dark close of day
Men meet an outlawed majesty
And hurry away.
    They come to the lighted house . . . .
    They talk to their dear . . . .
    They crucify the mystery
    With words of good cheer.
When love and life are over,
And flight's at an end . . .
On the outcast majesty
They lean as a friend. —A. E.

অনাদৃত

দিনান্তের অন্ধকারে···কভু···একা যবে···
সহসা মানব হেরে সে-মহিমান্বিতে—
যারে ঠাঁই দেয় নাই জীবন-বিধানে :
অমনি সরিয়া দূরে যায় সে চকিতে !
    আলোক-মর্ম্মর গেহে ফিরিয়া সে আসে··
    কত কথা কয়···প্রিয় বল্লভের সনে !···
    শুনেছিল যে-রহস্যবাণী—তার তরে—
    শরশয্যা রচে কল-উচ্ছল বচনে।···
সাঙ্গ যবে প্রাণ-রঙ্গ, প্রেমপ্রীতি-রাস,
নির্লক্ষ্য উধাও গতি থামে শ্রান্তি-ভরে :
যারে ঠেলেছিল দূরে—সে-মহিমান্বিতে
বন্ধু বলি' লয় বরি' একান্ত নির্ভরে !

দৃষ্টি-বিকাশ

(১)

যতই তোরে বাসব ভালো—হৃদয়তটে জ্বলবে মা তোর আলো,
দেখব : ধীরে আলোর বানে সন্ধ্যার-বাঁধ অলক্ষ্যে মিলালো !
স্বর্ণ-উষার বর্ণ-রাগে
রাঙবে পরাণ প্রেমের ফাগে
নির্ঝরিয়া—সেই প্লাবনে শুভ্র শুচি হবে নিখিল কালো।
অভিমানের আবর্জ্জনা যত
ছুঁয়ে মা তোর পরশমণি—হবে
বরেণ্য হেম,—পুণ্য সে-প্রেম-ব্রত
ধন্য করবে জীবন—মহোৎসবে :
যতই তোরে চিনব—ততই জিনব জটিল কাঁটার কোটি বাধা,
তোর সুরে মা গাইতে যতই শিখব—মিলন কণ্ঠে হবে সাধা।

(২)

যতই কাছে আসব মা তোর—মিথ্যা হ'তে দূরে স'রে যাব,
শরণ-ঢেউয়ে ভাসব যতই—বরণ-বাসর-চুমন-পরশ পাব ;
দংষ্ট্রা-করাল নক্র শত
বজ্রে মা তোর হবেই হত,
সাঁতার ছেড়ে তুলব ভেলায়—বাদলে তোর বন্দরে ভিড়াব।

নিচের ছলী ছায়া-কুটিল টানে
সাড়া তো আর দেব না সেই দিনে,
তোর ও-ধ্রুব গগন-অভিযানে
তুফানে পথ হেলায় লব চিনে :
তোরে যতই সঁপব হিয়া—ততই প্রিয়া বসন্ত-বন্দনা
প্রাণ-বাগানে রটবে—হবে বন্ধ্যা বেদন আনন্দ-মূর্চ্ছনা।

(৩)

গাঁথতে যতই চাইব মালা তোর—অঝোরে ফুটবে পূজার ফুল
প্রশ্ন-মলিন মন-আগুনে,—আকাশবাণী ভাঙবে মাটির ভুল ;
ধূলিকণায় ঝলবে তারা
আর কি হব দিশাহারা ?
পঙ্ক—সে-ও সহায় হবে—ফুটিয়ে নতি-পঙ্কজ দোদুল।
হরষ বরে বুঝব—বরণ করে
বিষাদ-বাধায় কেন অন্ধ প্রাণ,
বুঝব : কেন আত্মপ্রণয় ভরে
গান গেয়ে—তোর মেলে না সন্ধান ;
বুঝব যতই কৃষ্ণা সাথে—শুক্লা মা তোর বল দেবে জীবনে :
করুণা তোর মানব যতই—জানব ভালোবাসতে বিশ্বজনে।

গ্রন্থিমোচন

(১)

গহন চিতে গোপন কত গ্রন্থি যে মন বাঁধিস নিশিদিন !
স্বপ্ত কত ছায়াভিমান···ক্ষুব্ধ কত প্রত্যাশা মলিন !
রত্নেও তাই মেটে না আশ,
স্বপ্ন-ফুলে পাস না স্থবাস,
মেলতে সে চায় দল—তারে তুই বিরসতায় করিস প্রভাহীন !
স্থর-দুলালী প্রশ্নঘন পাকে
বন্দিনী হয় বেস্থর-কারাগারে ;
কুজ্ঝটিকা ঘনায় পথের বাঁকে,—
তবু মাতিস আবছা সে-বিহারে।
প্রেমের লোচন মেলতে না চাস—মঞ্জুলা তাই দেখিস কামনায় :
সেই কামনা গ্রন্থি বাঁধে—ভাবিস নীড়ের শান্তি সেথাই ভায়।

(২)

আপনারে তুই বাঁচিয়ে তো তাই চলিস শত সূক্ষ্ম আঘাত হ'তে,
বিপ্লবেরেই কোমলতা রটাস তোর ঐ বিলাস-বীজন-ব্রতে ;
তাই তো, জ্যোতি নামে যখন
দেখতে নারিস—বাধা কেমন—
ছদ্ম-অরি—বন্ধুসম রয় লুকিয়ে নিত্য সাধন-পথে।

যেথায় যত অশ্রু-আরাম রাজে
তাদের নিয়ে পাতিস রঙীন ঘর,
বুঝিস না যে, বীরের নাহি সাজে
ক্লৈব্য-নিলয় নির্ম্মমতার ভর :
বুঝিস না তুই—মুক্তিকামীর পক্ষে সদা যুক্তি হয়েই আসে
আত্মরতির লাস্য-লীলা—তাই না পরাণ গ্রন্থি ভালোবাসে !

(৩)

মুক্তি চাবার সময় এলো আজ যে রে মন—উদার গগনে,
প্রেমের পাখা মেলতে হবে—ছেড়ে চেনা পৃথ্বী-বরণে।
নামবে তবেই ভূলোক ঝলি'
দ্যুলোক-দুরাশ মন্ত্রবলী :
দেহের প্রতি বাতায়ন আজ খুলতে হবে উর্দ্ধ-শরণে।
প্রেম-সরণী রুধলে কুটিল কাঁটা—
আলোয় চিনে তুলতে হবে তোরে,
এলে অভিসার-জোয়ারে ভাঁটা
চলতে হবে পাল তুলে নির্ভরে :
তুফান-আঁধি ঘূর্ণীতে মন, তাহ'লে তোর ডুববে না সম্বল,—
পাষাণ-বাঁধও বল যোগাবে জাগিয়ে প্রাণে প্রণয়-প্লাবন-ঢল।

দিব্য দৃষ্টি

(১)

কার জগতে আছে চেতন রটাস রে মন, এমন দর্পভরে ?—
দৃষ্টি যাহার অন্তরালের সৃষ্টিধাতায় স্বীকার নাহি করে ?
চূর্ণ ঢেউয়ে চম্‌কে বেড়ায়
যে-সব দ্যুতি ক্ষণ-মেলায়—
"দীক্ষা তারি বক্ষে যে চায়—সে-ই নয়নী"—বলবি চরাচরে ?
যেজন ফুলের পলক-দোলাই জানে,
ফুল-বিধানী অঙ্কুর আছে কি না
প্রশ্ন করে সংশয়ে—না মানে :
বন্ধ্যা ভূমি—মঞ্জরী-বর বিনা,
"সুদূর তপন তরে তরু বৃথাই মেলে বাহু"—যেজন বলে ?
সাধনে যে সিদ্ধি মেনে সিদ্ধিদাতায় ওড়ায় বচন-ছলে ?

(২)

কিম্বা—তারি আছে চেতন—যেজন প্রতি পরাগ-বিকাশ-পথে,
মঞ্জরণের অন্তরালের মন্ত্র গহন প্রার্থে জীবন-ব্রতে ?
পাখীর পাখায় হেরে যেজন
সাঙ্গহারা গগন-কেতন
মিথ্যা চমূর সিংহনাদে সত্য-বাণী শোনায় রণাহতে ?

যেজন প্রতি আঁধার-আঁধির কোলে
বরণ করে তড়িন্মালার চমক,
শোনে যেজন তুফান-রলরোলে
রুদ্র কৃপার মন্দ্র-গাঢ়-গমক—
বাইরে যবে বজ্র হানে—তার মাঝেও পরশ যে পায় প্রাণে
অগ্নিদাহন তলেও সুধার স্নিগ্ধ প্রলেপ দীপ্ত অবদানে?

(৩)

মন রে, তোকে অন্ধই আজ হ'তে হবে—বেচাকেনার পালা
সাঙ্গ ক'রে—হাতে নিয়ে অলখ বঁধুর গন্ধারতির থালা।
স্বপ্ন ভবে স্বপ্ন তো নয়,
জাগরেও তার বরাভয়,
তারেই বরণ করতে হবে—অঞ্জলি' তোর শরণ পরাণঢালা।
নিখিল যদি বলে ব্যঙ্গ হেসে:
"রূপ-আড়ালে কোথায় অরূপ-ভাতি?"
চলতে তবু হবেই নিরুদ্দেশে,
নির্ভরই তোর ধরবে পথে বাতি।
জিনতে যারে হয় প্রেমে—কেউ পারে কি তায় কিনতে রে
দরদামে?
মানবি যবে অন্ধ শরণ—তখনই মন চিনবি প্রাণারামে।

আলোক-লতা

(১)

আকাশ কেন সুনীল মা আজ ? সিন্ধু হেন অনিল-তালে-তালে
গান গেয়ে ধায় কার স্তবনে ?—গভীর দৃষ্টি ঘুচায় অন্তরালে ?
কুসুম দোলে অরুণ-শাখায়,
মিলালো নিষ্করুণ কোথায় ?
হীরক-হাসি টিপ পরালো কার—তারকার দীপে আঁধার-ভালে ?
বিহঙ্গ ঐ সুদূর গগনাশে
স্ফটিক-মুক্তি ফলে পাথায়—কার ?
কুঞ্জে কাঁপে বাসন্তী উচ্ছ্বাসে
রঞ্জিত কার আনন্দ-সম্ভার ?
নিসঙ্গ আজ সঙ্গ পেলো কোন্ একেলার ? কার অনঙ্গ লীলা
ছন্দিল আজ লক্ষলোচন বর্ণ-ঢেউয়ে—হরিৎ স্বর্ণ নীলা ?

(২)

বেদনা লাজ পেয়ে মা আজ মুখ ঢাকে ! কই, ক্ষোভের পরিচয়
পাই না তো আর দাবিদাওয়ায় ? রঙের ঢঙে কোন্ নিরভার জয় ?
সম্বিত আজ আচম্বিতে
উঠল জেগে কী সঙ্গীতে ?
তোর চেতনার দীপ্তি বুঝি তৃপ্তি এত বিছায় বিশ্বময় ?

স্বপ্ন-গহন রূপকলি মোর তাই
সূর্য্যপানে তোর মা মেলি' দল
সূর্য্যমুখী হ'ল ?—তাই কি নাই
যুগান্তরের নিরাশা নিষ্ফল ?
ব্যর্থতা তোর কৃতার্থতার আভাষ পেল ব'লেই মলয় তোর
শীর্ণ সাধের দীর্ণ শাখে স্ফুরন্ গন্ধ সঞ্চারে অঝোর ?

(৩)

মর্ম্মে মা কোন্ নর্ম্ম জাগে—নীলাম্বুধির মন্দ্রে সুগম্ভীর !
কম্বু হ'ল কণ্ঠ তারি ঝঙ্কারে !···আজ পেল বিরাম-নীড়
পথহারা মূক আশাগুলি···
মন-বাতায়ন তুই যে খুলি'
আজ দিলি !—তাই কৃতজ্ঞতায় অশ্রু হ'ল তোরই তীর্থনীর !
সমর্পি' সেই অর্ঘ্য মা তোর পায়
মন্দির হ'ল অন্তর আমার···
আপনমাঝেই আপনারে যে চায়
পরে সে যে তোরই আশীস-হার !
তোর কৃপা বরেণ্য জেনে শূন্য হিয়া হ'ল পুণ্য-ব্রতা···
দেবদ্রোহী তিমির-কাঁটা ধন্য হ'ল হ'য়ে আলোক-লতা !

প্রতিপদ

(১)

তোরে চাওয়ার পথে
কতই যে মা বাধা !
ভ্রান্ত মনোরথে
বেসুর যে হয় সাধা—
আজকে যতই বুঝি—চিনি—ততই যেন হেরি :
কোথায় কাঁটা বেসুর
সুর-ফুলে হয় লয়,
সুছন্দের ঐ নূপুর
প্রণয়-পরিচয়
ফুটিয়ে—ধীরে দেয় ভরসা : "আর বেশি নেই দেরি
চির-স্থিতি পেতে সুরের লোকে—
মিলন-তালে—আনন্দ-অশোকে।"

(২)

দ্বন্দ্ব কি তাই আজ
যায় মা দূরে স'রে ?—
পায় অভিমান লাজ
শরণ-কলস্বরে ?
তাই কি মনে হয় মা আমার বাসর-শিহরণে :

সূর্য্যমুখী

"আকাশ আরো নীল,
গোলাপ রাঙা আরো,
সবুজ এ-নিখিল!
হয় মনে : মা, পারো
তুমিই শুধু রং-প্লাবনে রঞ্জিতে জীবনে?
তাই কি মনে হয় মা ধীরে ধীরে :
"সিন্ধু-সুধা নন্দিবে অচিরে?"

(৩)

সেই শান্তির রোল
কোন্ সে-সুদূর হ'তে
চায় দিতে তোর কোল
বাসন্তিকা-ব্রতে—
প্রাণ-মূলে তোর জাগিয়ে গহীন মূর্চ্ছনা-কল্লোল?
সেই নেপথ্য মিড়ে
নিতুই চিত্তবনে
ঝঙ্কারে প্রাণ-তীরে
অসাঙ্গ-বন্দনে
অচিন পরাগ-নবীন-বাণী—সোহাগ উতরোল!
'প্রতিপদ'-এই যার হেন বিস্ময়—
'পূর্ণিমা' তার স্বনবে মা কী জয়!

দিনে দিনে……

(১)

মনের এ নিকষে
কষব না আর তোরে :
চাইব—যেন খসে
চোখের ঠুলি, ভ'রে
তুলব এ-প্রাণ তোর প্রণতির নম্র শতদলে।
সেই সুবাসে হায়
মানবে নিরাশ-হানা,
গহন-অভিসার—
পথেই হবে জানা।
তোর সনে মা দিনে দিনে…মলয়-ব্রত-বলে
ঘুচবে যত প্রশ্ন-হিমেল আঁধা…
পরাগ-গাথায় দলব বন-বাধা।

(২)

নিতুই…দিনে দিনে
যত অফুট সুর
ফুটবে স্বপন-বীণে—
করবে তারাই দূর
ধূলি-আগর-বেসুর-নিনাদ—অসাঙ্গ সঙ্গীতে।

পাস্থ মা তোর বরে
প্রতি তৃণের দোলেই
সম্ভাষিবে তোরে,
প্রতি গরল-রোলেই
শুনবে মা তোর পীযুষ-বাণী, বসন্ত-ইঙ্গিতে
আভাষ দিবি তুই যে : ধীরে ধীরে
পথহারা ঢেউ কোল পাবে তোর তীরে

(৩)

মেঘলা যত ছায়া
যাবেই দূরে স'রে
ফুটবি মা অকায়া,
কায়ায় কলস্বরে :
গন্ধে স্বরে ছন্দে মিড়ে বর্ণে তোর ঐ ভাতি
চিকিয়ে দিনে দিনে···
চাওয়ার আলোয় হবে
সহজ পাওয়া···চিনে
নেব মহোৎসবে
নির্ভরে তোর কৃপার বাণী—মন পেয়ে সেই সাথী :
চলবে বেয়ে মন-পারেরই তরী
প্রশ্ন-তুফান জিনি'—তারায় বরি'।

দ্যুলোক-দ্যুতি

তোর লহরীর নামবে মা ঢল প্রাণে :
যে-অপ্সরী গানে
মলিন বেসুর রূপান্তরি' গহীন মিড়ে তুলবে স্বরি'
প্রেমের যমুনা··· মা তোর করুণা
আঁধার-ক্ষুব্ধ বীজ হ'তে তোর নৃত্য-কমলগুলি
হিল্লোলিয়া তুলবে যে আজ দুলি'
দীপ্ত মরম মৃণালে··· তোর বরাভয়-নিরালে।

জীবন-হ্রদের অতল-তলে যত
রয় মরণাহত
পঙ্কমুখী শঙ্কাবাধা,— শুনে মা তোর গঙ্গাগাথা
রাঙবে অভয়ে শরণ-প্রণয়ে···
সে-উল্লাসে মিলন-শিখা ফাটবে জীবন-জলে···
বলবে সবাই সবিস্ময়ে : "ফলে
আজও তবে ইন্দ্রজাল দীর্ণ করি' অন্তরাল!"

মন-অতীতের রটিয়ে মা তুই বাণী—
মনের আড়ালখানি
ঘুচিয়ে দিবি চিরতরে··· সেই চেতনের কলস্বরে
জাগর-বিহঙ্গ বাসর-তরঙ্গ
তুলবে উছল—আমার বোবা আশার বিধুর শাখে·
অফুট দুরাশ উচ্ছ্বসি' সেই ডাকে
গাইবে মলয়-পুলকে— রটিয়ে দ্যুতির দ্যুলোকে।

শুভদৃষ্টি

ঢেউয়ের পরে ঢেউরা যেমন আসে
অসাঙ্গ উল্লাসে—
তোর বরে মা তেম্‌নি প্রাণে আসবে জোয়ার-উছল তানে
আবেগ-লহরী— শোণিত শিহরি' :
ছেয়ে যাবে শ্রান্তিহারা সিন্ধু-কলরোলে
বেসুর-ঢাকা গম্ভীর কল্লোলে
গহন হৃদির গমকে : মিলন—তোর ঐ পুলকে।

মলয় যেমন বয় না মধুমাসে ?—
কুসুম-সহবাসে
গন্ধের পর গন্ধ-দোলে বর্ণের পর বর্ণ-বোলে
তেম্‌নি বীজনে তোর মা—জীবনে
বইবে পবন—কুসুম-কাঁপন-প্রগল্‌ভ পল্লবে
বুকের-ব্রজে দুলিয়ে সুখোৎসবে
স্বপ্ন তোরি—জাগরে : বিরহহীন বাসরে।

ঊষায় যেমন জাগে না রূপ-রাগে
দিগন্ত-সোহাগে
রং-ঝর্ণা—ঝরিয়ে ঝুরি চম্‌কে সোনায় সুপ্তিপুরী ?—
তেম্‌নি তোর তপন রাঙিয়ে মোর গগন
জাগাবে তোর শিবির-শঙ্খে ঘুমন্ত প্রাণ-তীরে
কম্প্র শুভদৃষ্টির মঞ্জীরে
আপনহারা অর্চ্চনা : আত্মদানের মূর্চ্ছনা।

অগ্নি-দিশা

জ্বালিয়ে দে মা অগ্নি—যুগের পুঞ্জ তিমির কর্ এসে উজ্জ্বল :
পুড়িয়ে প্রাণের আবর্জ্জনা লুটিয়ে মনের প্রশ্ন-স্বনা
মগ্ন কাঁটাদল !
কান্ত মায়ার ভ্রান্ত ছায়া-ডোরে
আর যেন না গাঁথি নেশার ঘোরে
সহজ ফুলে সহজ মালা আকাশ-অনুচ্ছল :
রূপান্তরি' অন্ধকার আজ অন্তর আমার কর্ এসে উজ্জ্বল !

যদি বা পাই এককণা তোর কাঞ্চনের ঐ সম্পদ অতুল :
বসন্ত-গান গাই কত, হায় ! মন্ত্র জপি' মন্ত্রদাতায়
স্বপিতে হয় ভুল :
সে-বিস্মৃতির অঙ্গারে আমার
পূজারতি সাঙ্গ হয় : আবার
অল্প পেয়ে কল্পি তারেই—তোর সুধা বিপুল :
শিখায় মা তোর অনল্প-আশ জ্বালিয়ে দে—চাই সম্পদ অতুল !

আলোক-বরে কুজ্ঝটিকার লিপ্সালেশও সই না যেন আর :
ধৈর্য্য যেন ছদ্মবেশে সুলভ সুখের রত্নরেশে
আঁধার-মূর্চ্ছনার
শেখায় না তান : কণ্ঠে যেন তোর
দুর্লভেরই আজ সাধি অঝোর
নীল-রাগিণী-আলাপিনী—অম্বুধি-সম্ভার :
একটু পেলে সন্তোষে তার মন্থরতা সই না যেন আর !

অগ্নি-বিবেক

তুচ্ছ কারে ভাবিস রে মন?—সাধনপথে তুচ্ছ কিছুই নয়:
তুচ্ছেরই অরণ্য-পাকে হারাস যে শরণ্য ডাকে!
হয় না পরিচয়
তাই না সরল স্থরের সাথে তোর!
সূত্রও হয় শৃঙ্খল কঠোর
দৈত্যমায়ায়: শত্রু কতই মিত্র-রূপে রয়—
আনতে মোহ ভ্রান্তি-ব্রতে: সাধনপথে তুচ্ছ কিছুই নয়।

চেতনার যে নিম্নকোঠায় থাকিস শীর্ণ!—দৃষ্টি কোথা তার?
আজ যা দেখিস—তারেই জানিস, অলক্ষ্যেরে ব্যঙ্গ হানিস,
জীবন-পারাবার
তাই না তোলে নিত্য তুফান-ঝড়!
ভুলিস—তৃণের বুকেই নিরন্তর
সর্প পাতে শয্যা—নামে বজ্র আঁধিয়ার
বাষ্প-কণা হ'তেই: চেতন দেখে কি?—হায়, দৃষ্টি কোথা তার?

সম্বিতে তোর বহ্নি-বিবেক জ্বললে—ধরা পড়বে নয়নে:
বৃন্দ বিপুল গ্রন্থি বাঁধে উর্ণা-রিপু—তাই না কাঁদে
বন্দী জীবনে
স্বপ্ন-পাখা—সন্ধি ক'রে হায়
সন্ধ্যা-সাথে: তাই না আবিলায়
মুক্ত দিঠির দীপ্ত নিদেশ,—দুরাশ-বরণে
অগ্নি জ্বালা: তুচ্ছের ছল তবেই ধরা পড়বে নয়নে।

অগ্নি-বেদন

তোর পথে মা একলা যবে ধাই
পদে পদেই স্বপ্ন ভাঙে,—তাই
সম্পদ তোর হয় না জমা, মিলন-রাখী লুটায় রমা,
ধূলায়—দেখি পাওয়ার মুখে সঞ্চয়ে হারাই :
শ্রান্তি আসে···অন্ধকারে ভ্রান্তি-আগল-বন্ধ-দ্বারে
কান্তি তোমার
দেয় হানা—আর পথ তবু না পাই :
ক্লান্ত চোখেও ঘুম আসে না—পদে পদেই স্বপ্ন ভাঙে,—তাই।

মনের দুরাশ-ফুল ফোটে যে ধীরে···
শঙ্খারতি গন্ধ-ধূপের তীরে
আকাশ-আলোর আশীষ নামে ঊষার বরে,—ক্ষণিক থামে
সিংহনাদী রাত্রি-চমূ : তবুও আসে ফিরে
সন্ধ্যা-আঁধার-মন্থরতায় মন্দিরেও বিষাদ,—বিছায়
হেমন্ত-ছায়
নিভন্ত-বায় বাদল—আঁখি-নীরে
বসন্তের আনন্দ-বনে—শঙ্খারতি গন্ধ-ধূপের তীরে।

অগ্নিময়ী ! তখন তোর ঐ আলো
বেদন-ঝোরায় লুপ্ত করি' কালো
কুণ্ঠা-অমার গুণ্ঠ খোলে, স্বর্ণ-অরুণ ফুটিয়ে তোলে
মঞ্জুরাসে কুঞ্জবাসে, তাই দেখি মিলালো
অসুন্দরের অন্তহারা শঙ্কা-তিমির, ছন্দহারা
মন্দ আশা
হয় দুরাশা- মন্ত্র—যবে জ্বালো
প্রেম-কমলে হেম-অনলে—ঝলক-ঝোরায় লুপ্ত করি' কালো।

অগ্নি-দুরাশ

দুরাশ-শিখা উঠবে নীলাম্বরে,
যাবে মনের মেঘলা ছায়া স'রে।
ফুলিঙ্গে তোর জ্বলবে আগুন রং-লহরে ঝলবে ফাগুন
নামবে নিথর পুলক-বরুণ—উষর যাবে ম'রে।
ক্ষীণতম মগ্ন আশা, স্বপ্ন-শিহর—পাবে ভাষা
আজ বরে তোর :
ঝরবে অঝোর শক্তি কলস্বরে :
সেই কাকলির কলোচ্ছ্বাসে যাবে মনের মেঘলা ছায়া স'রে।

যাবেই উড়ে নিরাশ-ক্ষুব্ধ ধূলি
অগ্নিসখা অনিলে তোর,—তুলি'
উঠবে নীরব মর্ম্মশাখে নর্ম্ম-ময়ূর—প্রাণের ডাকে
দিশারীভায় উদ্ভাসি' মা উঠবে তোর অঙ্গুলি :
পাথার যদি পথ আগুলায় তোর নিদেশে তরব হেলায়
ছোট্ট নায়ে
প্রেমের বায়ে হেম-আকৃতি গুলি
বৈতরণীর হবে নেয়ে সুখস্মিত অনিলে তোর তুলি'।

বেদন-বোঝা ঢের করেছি জমা,—
অশ্রু-উছাস কতই—করিস ক্ষমা :
কঙ্করে কুঙ্কুম বলেছি, আপ্‌নারে কতই ছলেছি—
রটিয়ে আমার কামনারেই তোর বাণী মা রমা!
আত্মরতির প্ররোচনে উদ্বেলি' স্বপ্‌-আলাপনে
অমৃত হায়
ঠেলেছি পায় : দীপ্তি নিরুপমা
তাই জ্বলেনি—আজ দুরাশে জ্বলবে নভে—তোর বরে মা রমা!

স্মরণ-আরতি

প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে মতি যেন
থাকে মা মোর স্মরণে তোর···রতি যেন
নমে বরণ-ফুলে
চিত্ত ওঠে দুলে'
নিত্য তোর ঐ রূপ-লহরে···তোর বসন্ত বোল
অন্তর আমার করে যেন গন্ধ-উতরোল···
চাইতে যেন পারি মা সব দিয়ে :
সব হারাতে শিখেই যেন সব পাওয়ারে মানি—শরণ নিয়ে।

অরুণ-আঁখি হঠাৎ যেমন চম্‌কে উঠে,
জলে স্থলে—বসুন্ধরার সুপ্তি টুটে :
আমার মানস-পটে
তেম্‌নি যেন রটে
সদাই তোর ও-জাগর গমক, বিহান-বাসর-ব্রতা
ঊষা মা তোর কয় যেন মোর কানে কানে কথা,
শুধু,—না যায় নিভে উদয় বাতি :
অস্ত না যায় স্মরণ-রাঙা পাষাণ-ভাঙা নির্ঝর-সুরসাথী।

স্মৃতিমেলায় আলোয় নামে ছায়া-ধারা,
মুক্তা জপে মুক্তি-সাথেই শুক্তি-কারা
জীবন-যে যায় ভুলে
কূল পেয়ে অকূলে !—
তাই না মরণ দেয় হানা—তোর ব'য়ে অপার বাণী—
আতপ্ত বায় পলে শুকায় মিলন-মালাখানি
মোর ছবিতে জ্বললে স্মরণ-আলো
তোর রবিতে ঘুচবে সন্ধ্যাছায়া মাগো মুছবে বন্ধ্যাকালো।

অন্তর্লীনা

অন্তরে মোর উছল মা তোর গঙ্গা যেন
মুক্তামণি লালন করে শুক্তি-হেন ;
স্বপ্ন যে মোর জ্বলে
নিশ্চেতনার-তলে—
ক্ষণে ক্ষণে দেয় সে আভাষ : বাইরে তারি বরে
চমক ফোটে গমক মিড়ে তোর বীণারি স্বরে,
ঢেউরা ভাঙে লক্ষরঙা—রটে
সখ্য-অঙ্গীকার মা তোরি পঙ্কজিনীর—পঙ্ক-তনু-তটে

গন্ধ ছোটে বসন্ত-অঙ্গনে,
ভৃঙ্গ-দুরাশ গুঞ্জে কুঞ্জবনে,
সঙ্গীত-উষায়
উচ্চকিয়া ধায়
দিগন্তে তোর ছন্দ যত ; রঞ্জিত মঞ্জীরে
বল্লরী পল্লব-তানে বন্দনা-মন্দিরে
নৃত্যারতি জাগে মা তোর সুরে :
মঞ্জরণে ভায় যে মা—তার উৎস যে তোর প্রেমের সুপ্তি-পুরে।

আজকে যাচি বর—যেন মা প্রাণে
তোর অগোচর বীজের অবদানে
কম্প্র পুলক-দোলে
ঘোমটা যেন খোলে
রূপ-রোহিণী গগনমুখী সূর্য্যমুখী যত,
উপ্ত যত দীপ্ত বিকাশ—সাধি' তাদের ব্রত
চাইতে যেন পারি অভিসারে—
গহনহিয়ার রতনমালাই তোর মাগো,—নয় বহিরাভার হারে।

করুণা

দৃষ্টি মোদের ক্ষুণ্ন করে বাসনার ঐ ভ্রান্তি-আবিল সীমা,
অন্তরালের শক্তি যত তৃপ্তিবেশে প্রদীপ্তি-গরিমা-
ছলে আনে ছদ্ম-আঁধার, তাই তো করি সবায় বিচার,
দেখি শুধু সেইটুকু—যা বাইরে ওঠে ভেসে :
মগ্ন শোকের শেল, বেদনার অলক্ষ্য বাণ, গুপ্ত কাঁটার
ক্ষত, সুপ্ত আত্মাভিমান—যারা নিরুদ্দেশে
লুকিয়ে থেকে বিষিয়ে তোলে কান্তির তোর শান্তি-মধুরিমা।
দেখতে তাদের পাই না তো—তাই দোষ দিয়ে চাই আনন্দ-ছন্দিমা।

তুই মা দেখিস যবে—দেখিস প্রেমের আলোয়, দেখিস না তো এমন
বুদ্ধি-ধূমল রং-মশালে, প্রমত্ততার তর্ক-মোহে গহন
দেবত্বেরে ঢাকিস না—তাই চির-দানব তোর কাছে নাই,
দংশে যদি তক্ষকও—তায় ক্ষমি' উছল প্রেমে
দিস কমলার পূজাধিকার, মুমূর্ষুরে তোর করুণার
বিশল্য-করণী দিতেই ধূলায় এলি নেমে :
দেখেও মোরা হই না ক্ষান্ত—দর্পে ভ্রান্ত বিচার-পথে বরণ
করি মনের বন্ধ্যা বাদল, তাই তো নেভে মানস-অতীত তপন !

বুঝব কবে—অন্ধ মানস, অন্ধ পরাণ, অন্ধ প্রতি বিচার
প্রজ্ঞা-প্রেমের দৃষ্টি বিনা ?—না পাই যদি পরশ মা তোর কৃপার—
আভায় দিয়ে প্রণয়-সুবাস মিলায়, অশ্রু হয় যে উছাস,
ফুল ফোটানোর পথেই মা ছায় লক্ষ বাধা কাঁটার :
বুঝব কবে—জীবন-রণে বিন্দু সুধার মঞ্জরণে
সিন্ধু-গরল মন্থি' ওঠে ? উষর হিয়া-রাধার
শ্যামল তরে সইতে যে হয় কত যাতন—কলঙ্ক—ভুল-বোঝার !—
তোর কাছে মা যাব যতই বুঝব ততই মহিমা তোর ক্ষমার।

মায়া-বিলাসী

অমার তরে কতই মা সই—আলোর তরে সইতে শুধু বাজে !
সবার তরে সব সওয়া যায়—সওয়া শুধু তোর তরে না সাজে !
রক্ত-কাঁটা, ঝঞ্ঝা-তুফান, বিয়োগ, অপযশ, অপমান,
বর চেয়ে শাপ পাওয়া—মাগো সংসারে সয় সবই :
স্বপ্ন সেথা ভেঙেও যে হায় ভাঙে না—পথ চলি—কোথায় ?
শুধাই না তো একটিবারও—তমিস্রা-উৎসবী
চলি সে কোন্ অন্ধ টানে ?···কোন্ আলেয়া-ঝিকিমিকির পাছে ?
নিত্য নেভে প্রদীপ—তবু বলি : সেথাই মুক্তি-গোলোক রাজে !

সংসারে বাসনা জ্বালে ধূম-দীপালি রঙ্গ-মদির-বিহার
জোনাকীরই লাস্য সম—দেখাতে যে, পুঞ্জ কত আঁধার।
শপথ ক'রে শপথ ভাঙে, মায়ার রঙে আশা রাঙে,
বিজ্‌লি-বিভায় চম্‌কে করে পথ হায় আরো কালো :
স্বপ্ন-বণিক্ বিলাস-আশী তবু তারই রয় পিপাসী,
কুশ্রী-রূপে যতই হানা দিক্ না দানব—ভালো
বাসে তারেই—বন্ধু সে !—তার পায়েই করে প্রাণের রক্ত উজাড় !—
ঢালতে শুধু দেবীর পায়ে একটি ফোঁটা—কান্না কতই ব্যথার !

ত্যাগ ? হায় মা, কী দিয়ে কী পাই ভাবি না একবারও কি ?—নয়ন
থাকতে যে চায় অন্ধ ! তাই তো বিন্দু-ব্যথাও বহায় সিন্ধু-বেদন !
তোর কাছে প্রাণ কত যে পায়— কত নিগড় মোহ মিলায়—
লুটিয়ে যুগের তিমির-জাঙাল প্রেম-আলো-বান ঢলে ;
যে জীবনে নেই দিশারী— জয়ের পথে নিত্য হারি—
সেই জীবনে জয় এনে তুই দিস শ্রীচরণ-তলে :
কৃতজ্ঞতা দূরের কথা—মানতেও না চায় এ-অবুঝ চেতন,—
মিথ্যা তরে সবই যে সয়—সত্য তরেই সয় না কণা-বেদন !

দীনতা

আমায় যবে বললি মা তুই : বন্ধু আমি তোরই—স্নেহস্বরে,
চরণতলে প্রার্থে যে ঠাঁই—বসালি তায় পাশে—দুহাত ধ'রে,
ধূলায় মা যার ছিল বাসা দিলি তা'রে তারার আশা,
পর্ণকুটীর ভরসা যার—পরীর ভবন তা'রে
দিলি গগন-বদান্যতায়— কেমনে সে কৃতজ্ঞতায়
জানাবে—তার লৌহ-জীবন স্বপন-অভিসারে
স্বর্ণ হ'লে—মঙ্গলা, তোর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শমণির বরে ?—
কন্দরে যার ছিল আসন—স্থান দিলি তায় অনন্ত অম্বরে !

যতদিন মা ভাবতাম : আদরযোগ্য কৃতী তনয় আমি তব,—
ভাবতাম : আমার আপন জোরেই তোর কোলে মোর ঠাঁইটি ক'রে লব,—
যতদিন মা স্বপ্ন রচি' কল্পনা-বসন্তে মজি'
রচতাম আপন উর্ব্বরতার মঞ্জু নিকেতন—
জপি'—"প্রতি তৃণটি হবে আমারি গৌরব-স্তবে
ঝঙ্কারিত—সঙ্গীতে যার শৃঙ্গ-আরোহণ
করব আপন সিদ্ধিবলেই—স্বরগ্রামে গাইব নব নব
আত্মগাথা ছদ্মবেশে—তারেই মন্ত্র ব'লে বিভোর র'ব"—

ততদিন তো পেতাম না মা তোর করুণার কণা—মলয়বাস,
পেতাম শুধু ঝিলিক-রতির ক্ষণিকরাঙা-প্রণতি-উচ্ছ্বাস,
প্রেম ব'লে সেদিন যাহারে বন্দিতাম মা ছন্দ-হারে
তার নামে যে-বন্ধ্যা মালা দুলত কণ্ঠে মোর,—
ছিল সে হার আত্মাদরের, হয় নি তো তাই জয় প্রণয়ের,
প্রিয়-স্বজন-প্রীতি যত ছিল নি-ফুল ডোর :
শক্তি-গরব আজ দূরে যায়—অশ্রুতে তোর রটুল নতি-আশ :
সেই দীনতার মহালোকে—বান্ধবী, তোর উচ্ছলে উল্লাস !

সহযোগ

আজকে আমার অনুযোগের অভিযোগের সাঙ্গ হ'ল পালা
তোর বরে মা কৃপাময়ী! তাই কি মলয়-ফুলে পূজার ডালা
ভরল আমার? তোর চরণে সার্থকিল সব? শরণে
মুঞ্জরিল জীবন? মনে তাই কি উছল আলো?
পুণ্যপরাগ কমল ফুটে হৃৎসরসে!—পুলক ছুটে!
তোর ঢেউয়ে জড় জাঙাল টুটে! যায় ভেসে সব কালো!—
রসনে ঋঙ্মন্ত্র স্বরে—কণ্ঠে দোলে কৃতজ্ঞতার মালা!
সেই সুগন্ধে নির্বসন্তী অনুযোগের সাঙ্গ হ'ল পালা।

দীনতা-সুর বক্ষে জাগে—চক্ষে রাগে পৌর্ণমাসী দ্যুতি:
নগণ্য রূপ সেই জোছনায় তাই তো বিলায় বরেণ্য আকৃতি!
ছোট্ট মিড়ে ঝঙ্কারে আজ বিপুল গমক,—শঙ্কারে লাজ
দেয় যেন কোন্ টঙ্কারে,—বাজ আর তো গুরু গুরু
ডাকে না মোর চিত্তাকাশে, ধূসর মেঘও দীপ্তাভাষে
হাতছানি দেয় রং-সুহাসে! আর তো দুরু দুরু
করে না হৃদ্‌জল্পনা—পায় স্বল্পও তোর অনল্প বিভূতি!
কল্পলোক আজ বক্ষে জাগে—চক্ষে এ কোন্ পৌর্ণমাসী দ্যুতি!

আজ বুঝালি আচম্বিতে: দিলেই দাতা—যায় না সে-দান পাওয়া:
ধ্রুবতারা জ্বলছে ব'লেই হয় না তরী সেই দিশাতে বাওয়া।
কিরণ পড়ে জলে স্থলে: স্ফটিক মুকুর তারে ফলে
সবার চেয়ে, সেথাই ঝলে পূর্ণকান্তি তপন;
আকাশ-আকিঞ্চনেই তো তাই নির্ম্মলতার সাধনে পাই
নীল নিছনি তোর—যবে ধাই করতে তোরে বরণ—
তখনই তোর বিহান ফাটে প্রাণ-দিগন্তে—চাই অনন্ত চাওয়া:
লওয়ার সহযোগেই মেলে: দিলেই দাতা যায় না কিছু পাওয়া।

উদ্দীপন

মন-মালিন্য কাট্‌লে কি সে-শুভ্রতা তোর হয় মা পরশমণি ?—
ছোঁয়াচে যার সব সোনা হয় ?—নিঃস্বও হয় বিশ্বধনে ধনী !
ভায় ধূলিকায় চরণ-চমক, ছায় বেসুরায় গগন-গমক,
শৃঙ্খলও অশঙ্ক পুলক বাজায় সুঝঙ্কার !
ত্বরিৎ প্রীতির হরিৎ হাসি ব্যবধানের মরু নাশি'
কাঁটার পথে কুসুমরাশি ছড়ায় সুসম্ভার !
তৃণের আস্তরণের তলে লুকিয়ে তখন আর থাকে না ফণী :
বিষ ছেড়ে তার চক্রশোভাই সে-লগ্নে তোর বরে পরম গণি।

অশুচি সব পঙ্ক কালি মুহূর্ত্তে হয় নির্মলিন মা তোর
গাঙ্গধারায়,—আসঙ্গদের বীজাণু সব যায় ভেসে অঝোর
সেই গানে—প্রাণ-পুরোভাগে নীল-কাঁপনী তুই সোহাগে
নন্দি' বিছাস ছন্দ-ফাগে গন্ধ-হোলির মেলা :
জাগিয়ে পাণ্ডুমেঘে হিরণ ঊষর শিলায় নিঝর-দীপন,—
অন্ধকারে শঙ্খ-মিলন—দায়িত্বে তোর খেলা !
চেতন-চূড়ায় মা শিহরায় কনক-কেতন—সেই দোলনে ভোর
হয় নীরন্ধ্র নিশা : নয়ন-তীর্থে অর্ঘ্য হয় প্রণতি-লোর !

ভাবতে উঠি রোমাঞ্চি' মা অন্তরে মোর করুণা তোর স্মরি' :
মর্ম্মে নীলিম নর্ম্ম জাগে—কর্ম্মফেরে আর কি ধরা পড়ি ?
পড়ব মা বল্ কেমন ক'রে ? যা-ই করি,—তা-ই ওঠে ভ'রে
উদ্দীপনে তোরই—ঝ'রে যায় অভিমান-কাঁটা
নগণ্যে তাই দেখে আঁখি ধন্য ভাতি, ফুল-বিবাগী
চলি—তোরই সুবাস-রাখী প'রে, বিষাদ-ভাঁটা
উচ্ছলে আজ রূপ-জোয়ারে, কুশ্রী জাঙাল যায় ভেঙে,—মর্ম্মরি'
জাগে নবীন বন্যা-রাগে কন্যা মা তোর : ভকতি-অপ্সরী !

প্রতিচ্ছবি

(স্বরমাত্রিক ছন্দ)

চাঁদের আলো দুলছে কালো জলে…
নীল আঁচলে চুম্‌কি সোনা ফলে…
তারার আঁখি স্বর্ণাকাশে
মুগ্ধ চেয়ে… স্নিগ্ধ হাসে সে…
মৃদু সমীর তরু-পাতায়
তোর তানে মা হিয়া মাতায় যে !

শান্তি ছিল লুকিয়ে কোথা বল্‌ ?
ভ্রান্তি কোথা ?—কান্তি ঝলমল !
আজকে মাগো তোর চরণে
সিন্ধু-আশা নীলশরণে ধায়…
সে-কল্লোলে উছল তালে
তোর গানই কে আজ নিরালে গায় !

চাঁদের আলো কাঁপে বুকের জলে…
তারার আঁখি আঁখিতারায় ফলে…
বাইরে দেখি যারে—
অন্তর-পাথারে
ছন্দ-পরী রচল তারি গান
লুপ্ত হ'ল ক্ষুব্ধ অভিমান !

এ-স্বরমাত্রিক-ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে স্বর ও পাঁচটি ক'রে মাত্রা আছে। তাই একে চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ওরফে পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ক'রে পড়া যায়। প্রতি পর্ব্বে একটি ক'রে যুগ্ম ও তিনটি ক'রে অযুগ্ম ধ্বনি থাকে এই ছন্দে।

গুরুর প্রতি শিষ্য

A la vérité, j'avais une volonté nouvelle
de vous servir avec un amour dés-
intéressé et de jouir de
vous, qui êtes la
seule voie
solide.

St. Augustine

জাগিল দুরাশা নব : অহৈতুকী প্রেমে হে বল্লভ,
করিতে তোমার সেবা ; তব রাস-মিলনে মজিতে ;
চাহিতে তোমারে গুরু !—তুমি ধূলিজীবনে বৈভব
একমাত্র মানি'—তব ধ্রুব-পন্থ-ইঙ্গিতে চলিতে।

সেণ্ট অগষ্টিন

সূ র্য্য মু খী

No beauty ever comes through me
Until He sets to mould it
Using this hand of mine, and I
Can almost see Him hold it.

I still this body to a lamp
And wait for Him to light it :
He writes each poem by its glow
And makes me feel—I write it.

HARINDRANATH

রূপ-বাণী মোর মাঝে যবে মূর্ত্তি লয়—
ঝঙ্কারো যে তা'রে গুরু, তুমিই অঝোর
হৃদি-তন্ত্রে মোর—সত্য, হেন মনে হয় :
নিরখি প্রত্যক্ষ—তুমি ধরো হাত মোর !

তনু-মন করি বিনিষ্কম্প দীপাধার,
পথ চেয়ে—কবে তুমি দিবে দীপদান :
সে-আলোর স্বরে রচো রাগিণী হিয়ার
করায়ে আমারে মনে—আমারি সে-গান।

হারীন্দ্রনাথ

সন্ধান-সাথী

(গুরুভাইবোন)

১

আভাষ

পথ দীর্ঘ ?—তাই সাথে মিলেছি আমরা সাথী এ-পথচলায় :
বান্ধব, বল্লভ, সখা, স্বজন যেমন মেলে উষর বিদেশে ;
প্রবাস—স্ববাস তাই : সহযাত্রী যাত্রিণীরা মিলেছে আশায়,—
তুফানে তাদের লাস্যে বন্দর-আশ্বাস ঝরে : উর্দ্ধে রূপ-রেশে
কে জ্বলো মা জ্যোতির্মালা নক্ষত্রের মণিবালা আশীষ-কেতনী ?
চঞ্চলেরে ডেকে দাও মঙ্গলার কোল, ক্ষুব্ধে—তন্দ্রাস্নিগ্ধ নীড় !
ক্লান্তি ছায়—তাই দিলে সতীর্থ—সমীপে : তা'রা লক্ষ্য-আরাধনী
গন্ধ-ধূপ-মন্ত্রালোকে দীপে অন্ধ সিন্ধু—বাহি' ভরসা-সমীর
হারানো মলয়-মন্ত্র 'চ্ছলে নির্বসন্তে মকরন্দ সমুচ্ছ্বাসি'···
ক্লৈব্যে জাগে দুঃসাহস, কাঞ্চন-রোমাঞ্চে লৌহ-ক্লান্তি যায় দূরে···
তনু উঠে উদ্বেলিয়া অলক্ষ্য কস্তূরী-রাগে—মন্দার উদ্ভাসি' :
নেত্রে ফুটে স্বর্গ-স্বপ্ন, শ্রবণে বৈকুণ্ঠ-সুর—আনন্দ-নূপুরে !
সহসা—অন্তরে বাজে : তারকা তারকা নয়, সেই তো বান্ধবী :
বুকে তারি সঙ্গী-আলো জ্বালে কৃষ্ণা-অপ্রণয়ে শুক্লা-প্রেমচ্ছবি।

২

ভরসা

সে-কৌমুদীভায় দেখি : শুধু তো অন্তরে নহে,—বাহিরেও ভাতে
অচিন বৈদূর্য্য-বিভা নয়নে নয়নে !—সেই অলকা-আলোয়
নব দুরাশার ছটা চ্ছুরে নব-আগমনী—মূর্চ্ছনা-সম্পাতে
উর্ব্বরি' বিধবা হৃদি বল্লভ-পল্লবে, দীপি' নিকষ কালোয়
বর্ণধনু-স্বর্ণরাগ···যদি বয় ঝড়— জাগে নিরবধি-বল
সুহৃদ-সঙ্গিনী-স্তবগানে : "মোরা যার তরে বাহি পূজাতরী
সে-ও যে প্রার্থনা-সাথী হ'ল কর্ণধার, তাই আরতি-নির্ম্মল
ভরসা-মর্ম্মরে ফুটে বন্ধ্যা বৃন্তে অরবিন্দ।" গাহে প্রাণ স্মরি' :
"সে মোদেরে ল'য়ে যাবে—যত দূরে হোক্ বেলা, সে যে অন্ধকার
চিহ্নিত করেছে তার তারা-জ্বালা অন্বেষণে সুধা-সাধনায়,
সে যবে দিয়েছে দেখা—ডঙ্কিবে উষার-কৃপা, নিশার-টঙ্কার
জিনিয়া মিহিরে—প্রতি শিশিরের অন্ধ আঁখি মেলি' নীলিমায়।
প্রতি মুখ প্রতি মুখ পানে চায় : কে আদিত্য নভোনৃত্যসাথী
শিঞ্জিলে বান্ধব-বোল প্রতি সন্ধানীর বুকে—নন্দি' অশ্রু-রাতি !

৩

প্রতীতি

বাঁশরী বিপিনে বাজে শুধু ? কেলিকুঞ্জে ? নহে : শোনো, আলো-তান
বাজে প্রতি কালো ঢেউয়ে, সে-ডাকে হৃদয় ধায় স্পর্দ্ধিতে পাথার !
ধরার অধরে কোন্ অ-ধরা-চুম্বন রাঙে ! রোমাঞ্চে পরাণ !
কে তোমরা এলে সাথী—আত্মার প্রতিভূ সম ?—গাঢ় অন্ধকার
মন্দিরে আরতি সম ? যাত্রান্ত সুদূর—তবু মৌন মনোভূমি
তোমাদের হাসি-রাগে আশা আলাপিনী-ছন্দে নন্দনের তাল
বাজায় কত না নীল নটন-উৎসবে ! তাই প্রণয়ে কুসুমি'
উঠিল দ্যুলোক-পদ্ম ভুলোক-মৃণালে কি গো ? এ কী ইন্দ্রজাল !
পঙ্গু-বুকে হিমাচল-লঙ্ঘনী দুরাশা জাগে কার শৌর্য্যবরে ?—
জেগে ওঠে আঁধা-সিন্ধু-নিরানন্দে ধ্রুবদিশা ? পলকে কুজ্ঝটি'
কেটে যায় !—মিথ্যা-মিতা হয় পর, সত্য-সাথী এসে হাত ধরে !
প্রতি হাসি দেয় বল, দুঃখ লভে সার্থকতা—নিষ্ঠা-ব্রত রটি'।
বুঝেছি অমৃতপন্থী, তব মকরন্দে জাগে বসন্ত-প্রতীতি :
তাই তো আলোক-ভৃঙ্গ মোরা তব মন্ত্র জপি : অনন্ত-অতিথি !

৪
সার্থক্য

নিত্য নব মন্ত্র শুনি যন্ত্রণারও কৃষ্ণ কেন্দ্রে, রবি-শঙ্খ-তানে
প্রতি কণ্ঠে জাগে স্নিগ্ধ মধু মন্দ্রে জয়ধ্বনি : "নাই নাই ভয়!"
ওই দেখ : সিন্ধুচ্ছ্বাসে আলো-স্তম্ভ দেয় দেখা! পরম সন্ধানে
নিষ্ঠায় প্রার্থিলে বর অভয়-প্রতিষ্ঠা মিলে—অসাঙ্গ-সঞ্চয়।"
তাই তো এ অনাত্মীয় কাঁটাবনে বন্ধু-বীথি আসে সবে কাছে
ফুলে ফুলে সে-সুগন্ধে বসন্ত-মঙ্গলা-গুঞ্জা কুহরে শ্রবণে :
"অলখের অভিসারে মিলে যারা—তাহাদের অভীপ্সায় বাজে
প্রেমের অঙ্গুরী-অঙ্গীকার। তাই নিরুদ্দেশে শরণ-স্বপনে
মিলে শান্তি, জ্বলে আশা—পথের-পাথেয়-মণি, তাই দরদিয়া
জ্ঞানী ভক্ত কবি কর্ম্মী মিলন-সভায় মেলে বিরহ-বৈরাগে,
একের ভরসা-স্তবে দুরাশা-দেবিকা-দূতী মূর্ত্তে তরঙ্গিয়া
প্রতি নির্ভরসা-বুকে—যবে দীপদোত্যঢেউ ধূলিধামে লাগে।
গাহিলে কে শিবসিদ্ধি সৌরদূত, কে মা দৈবীদীপ্তি নীহারিকা :
"আরাধিতে নব সত্য—মিলে তপোবনে নিত্য-সাধক-সাধিকা।"

ধন্য নিঃস্বতা

(সনেট)

১

অঙ্গীকার

বল্লভ, তোমারে বলো কী আছে দিবার ?—ধন্য করেছ যে তুমি
    নির্ম্মাল্য আমার নিয়ে নিজ হাতে। প্রতিদানে কী বা পারি দিতে ?
পুলক-কৃতার্থ হয় হৃদি—যবে তুমি লও। তখনই কুসুমি'
    উঠে সে,—নহিলে সে তো বন্ধ্যা ম্লান : সকৃতজ্ঞে তোমারে সঁপিতে
তাই তো সে চায় তার মকরন্দ-মধুডালি। দিয়ে যে সে পায়
    ধূলায় নক্ষত্রপ্রেম, কঙ্করে—পঙ্কজ, দৈন্যে—সৈন্য নারায়ণী,
যারা ভেঙে তমোতন্দ্রা সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিতে শরণ সাধায়
    নিঃশরণ কণ্ঠে, তাই রিক্ততায় তৃপ্তি পায় সম্পদ-স্বপনী।

তবু, এ-বাঞ্ছিত দৈন্য-বর হায় মিলে কই ?—দিতে কত বাধা
    অলঙ্ঘ্য আড়াল হ'য়ে পথ রুধে—সকলই তো জানো অন্তর্যামী !
যে-ঐশ্বর্য্য বাহিরের—সহজ উৎসর্গ তার : সমর্পণ-গাথা
    পূর্ণগ্রাম হয়—যবে অন্তরের অন্তঃপুর হয় সূর্য্যকামী
বৈদূর্য্য-অঙ্গুরী চুমি'। বাহিরের অর্ঘ্য হোক তারই অঙ্গীকার :
    অন্তরে ঈশ্বর করো—নিঃস্ব করি' তার মণিমঞ্জুষা এবার।

২
স্পর্শমণি

নিঃস্ব বলি কারে? ধূলি যার কাছে শুধু ধূলি—কঙ্কর-সম্বলী?
তুমি যবে দাও বর—সে-ধূলায় ফলে ছায়াপথের উদ্ভাস;
নিঃসঙ্গের শূন্য শঙ্কা দুঃসাহসে তরঙ্গিত হয় সমুচ্ছলি';
মুহূর্ত্তে মানস-ব্রজে অমানসী মুরলীর স্বরে সুরোচ্ছ্বাস;
তৃণে বাজে নবীনের নূপুর, নিশায় সাজে উষা স্বপ্নোপমা;
শীর্ণা স্রোতস্বিনী-বুকে মন্দ্রে নিখিশঙ্খ: দিশা মিলে লহমায়;
কৃষ্ণায় পূর্ণিমা-কান্তি শান্তি-দূতী সমা জাগে;—ধ্যানোদ্ভবা রমা
বিরহে বাসর-ভাষা মিলনাশা-মধুরাগে ডাকে: "আয় আয়!"

প্রণয়-শরণে তবু সর্ব্বস্বান্তি ভরে প্রাণ!—তাই তো ভিক্ষুক
হয় বসুন্ধরাপতি: সম্পদ-শিখরে বসি' তবু ধনী নয়:
উঞ্ছজীবী কন্থাখানি দেয় যবে শ্রীচরণে—পলে প্রেমোৎসুক
আশীর্ব্বাদী আঁখি তব ইন্দ্রজালে করে তারে অসাঙ্গ-সঞ্চয়।
নগণ্যও তাই নয় অধন্য তোমার কাছে ওগো স্পর্শমণি!
পরশে তোমার মৌন লৌহবিন্দু হয় স্বর্ণসিন্ধু কলধ্বনি'।

৩

রূপান্তর

হে পরশমণি, তুমি রূপান্তর সাধো প্রতি কুণ্ঠা দানভায়—
মৌনিকণ্ঠ ঝঙ্ক' ধনী মূর্চ্ছনায় : দ্বন্দ্ব দ্বিধা প্রত্যয়ে প্রস্থনি'।
তাই তব ক্ষেম স্পর্শে প্রেম জাগে অপ্রেমীর ঊষর হিয়ায় :
নৈরাশে নীলিমা-স্বপ্ন দ্যুলোক-দুর্লভ-রত্ন-রূপ-জাল বুনি'
নয়নে জাগায় মণিনেশা—সেই মুগ্ধাবেশে প্রাণকাঁটাবন
গোলাপ-দীপালি রাগে হিল্লোলিয়া উঠে; তারই গন্ধব্যথাভারে
নুয়ে পড়ে সুবসন্তে স্তবক-আনম্র শাখা—করিতে বরণ
ফুলরাজ্ঞী বসুন্ধরা—পাতালে যে কোটি-আজ্ঞা নটীরসধারে
মিটায় তরুর পুষ্প-সাধ—নাহি চাহি' তার প্রণতি-সম্ভার :
মেলিতে চাহিয়া শুধু গাছে গাছে বর্ণমেলা আনন্দ-ঝুলনা
ছন্দি' যুগবন্ধ্যা ব্যথা বসন্তী বন্দনা-তালে, করিয়া সঞ্চার
স্তব-পরাঙ্মুখ শাখে মন্দার-মর্ম্মরধ্বনি,—গগনমন্ত্রণা
দিয়ে নভোহারা প্রাণ-অন্ধকূপে। তাই তো সে বাতায়ন খোলে :
অম্বরে অঞ্জলি দিয়ে আপনারে—দীপঙ্করে নিমন্ত্রে ভূতলে।

৪

বাতায়ন

প্রতি দেহ-কারাকোষে বিধবা কামনা কাঁদে ; তাই বাতায়ন
মেলি' ধরে তারে শান্তি-বল্লভ নিষ্কাম পানে—সংশয়-আগল
খুলিয়া নির্ভর-নীল ইন্দ্রজালে। তাই হয় গগন-উন্মন
অপ্রীতির রসাতলও—জপিয়া বরষা-মন্ত্র। তাই সে-বাদল
নামে ফিরে ফিরে ধারা-আশীর্ব্বাদে ধরিত্রীর দাবদগ্ধ বুকে।
অকৃতার্থ নীর চায় মেঘ-রূপান্তর করি' নিবেদন তার
বাষ্প-অর্ঘ্য বিনির্ম্মল নীলাম্বরে : প্রতিদানে লক্ষ বৃষ্টিমুখে
ঝর্ঝরে জলদ-ঝারি হ'তে সে উর্ব্বরবারি—শ্যামলসম্ভার।

যত নিঃস্ব হ'য়ে—চায় নিম্নমুখী উর্দ্ধরাগ, অভিসারে তত
আপনারে সে অঞ্জলি দিয়ে পায় অচঞ্চল নৈবেদ্য-সন্ধান :
সর্ব্বস্বান্তি-প্রেমতীরে সর্ব্বাতীতে পায় ফিরে, তাই দান-ব্রত
যাপে কৃপণেরও হিয়া—আত্মরতি যাচে চরিতার্থ আত্মদান
বিন্দুপ্রভ বাতায়নে তাই সিন্ধুসুধা-আলো নামে শুভঙ্কর :
বরিতে উন্মুক্তি-পাখা স্বপ্নপাখী নাশে তার সুবর্ণ-পিঞ্জর।

নয়নেশ্বর

পূর্ণ আজি সপ্ত বর্ষ···

মনে পড়ে :   সপ্ত বর্ষ আগে

তোমার শরণ জপি' হে সুবর্ণ, স্বর্ণ-অনুরাগে

লভিয়াছিলাম তব আশীষ-আশ্রয়···

পড়ে মনে :

গহীন গহন-স্পর্শে স্নেহাতুরে রাতুল চরণে

দিয়েছিলে ঠাঁই—তারে নাহি চিনি', নাহি জানি'—তার

মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু শুনি' : কোজাগর পূর্ণিমার

অহৈতুকী বরদাত্রী কৃপা তব ডেকে নিল মোরে

মন্দাকিনী মধু-অঙ্কে তার—যেথা ঝরায় অঝোরে

লক্ষ্মী লক্ষভুজা স্নিগ্ধ তীর্থঙ্করী ধারা নির্মলিন

দীপঙ্কর বোলে।

তার পরে গেছে কেটে কত দিন···

ভেঙেছে ভরসা কত···লুটায়েছে ধূলায় কত না

বিধুর স্বপন-কুঁড়ি···নিজদোষে দুরন্ত দাহনা

করেছি লালন কত···কতবা—র দেখায়েছ পথ :

আত্মরতি ছলনায় সে-আলো-বিদায়ে মনোরথ ›

মিলায়েছে কালো-কোলে···কতবা—র ক্ষোভভরে হায়

করেছি ভর্ৎসনা—অনুযোগ-অভিযোগ-মূর্চ্ছনায়

আলাপিয়া অভিমান-রাগমালা···না বরিয়া তব

অসাঙ্গ-ইঙ্গিত তারা—মরীচিকা-মায়াবী বৈভব

অনুসরি' মহোৎসবে—কতবা—র স্বখাত-সলিলে

চেয়েছি ডুবিতে !···

সূ র্য্য মু খী

তুমি ততবার অলকা-অনিলে
নিভায়ে মরুভূ-দাহ হাত ধ'রে উত্তরিলে মোরে
শুক্লা-কূলে তব কৃষ্ণা ঘূর্ণী হ'তে···সান্ত্বনা-নিঝরে
অশান্তের মিটালে পিপাসা···স্বনি' নীলাম্বর-বাণী
করিলে অন্তর মোর কন্দর-বিমুখ···কাছে টানি'
শিখালে—চাহিতে আলো···ক্ষমি' লক্ষ চ্যুতি বারম্বার
দিনান্তে, আসন্ন সাঁঝে, আত্মোৎসর্গ-নিশান্ত-ঝঙ্কার
ঝলকি' তুলিলে—ফলি' সরলের বিরল মহিমা
কুটিল মানসে—তব অবিরল গঙ্গোত্রী-ভঙ্গিমা
তরঙ্গিতে বালুগর্ভে! অন্ধ চোখে অদিগন্ত ভাস
বরষিলে যাদুকর! ইন্দ্রজালে—ছন্দিলে আকাশ
কামনার কারাকেন্দ্রে! এতটুকু প্রাণ-বাতায়নে
মহাগান তারা-তান নূপুরিলে নিরন্ত নিক্কণে!

খুলেছি যেথা-ই আমি আপনারে তব ভানুপানে:
শঙ্কিত কামনা-পঙ্কে ফুটায়েছ অমোঘ সন্ধানে
নিষ্কামনা সূর্য্যমুখী!—যখনই এ-সত্তার কুহেলি
গ্রাথিয়াছে রশ্মিরথ: তখনই ভূচরে পাখা মেলি'
করেছ উধাও ঊর্দ্ধে। হে উদার! মোর আত্মদান
না চাহিয়া—তব দানে মানহীনে করিলে সম্মান
সর্ত্তহীন মিতালি-স্বাক্ষরে!

উথলায় আঁখিকূলে
অশ্রুচ্ছ্বাস—স্মরি' তব অনুকম্পা···হিয়া ওঠে দুলে:

ন য় নে শ্ব র

অকৃতার্থে চরিতার্থ করিতে বল্লভ, অকারণ
এসেছ সহজে কাছে সহজিয়া! অযোগ্যে বরণ-
অঙ্গুরী পরাতে প্রেমে—উপযাচি'! যে ফিরালো মুখ
অনুক্ষণ—তারেও যে দিয়েছ···দিয়েই তব সুখ:
করুণা-বান্ধব তুমি, তাই কি ও-করুণা অহেতু
দেব-দেবদ্রোহী-মাঝে প্রেমে বাঁধে সুধাদীক্ষা-সেতু?
এ-দীক্ষার আছে সার্থকতা। রিক্ত—মর্ত্ত্য দেবালয়,
গন্ধিত আরতি তার শূন্যগর্ভ-জয়ধ্বনিময়:
তাই তো দিশারী ঝলে গ্লানি-যুগে দেহদীপাধারে,
নিশা যাচে উষা-সিদ্ধি গুরু-রবি-পূজা-উপচারে,
ম্লান দৈন্যে অমিতাভ তাই ফুটে সিদ্ধার্থ-তপসে;
কুরুক্ষেত্রে নরোত্তম-দীপ্তি জ্বলে অক্লান্ত ওজসে।
তব পূর্ব্বে হে অপূর্ব্ব, নিরুদ্দেশ তাই পেল দিশা,
তোমারে নেহারি' আঁখি রূপে মজি' হ'ল অনিমিষা:

যে-মাটিতে স্বার্থ-বীজ চিরদিন দেখেছি—ফলায়
পঙ্কজ পরার্থ-রঙে···রেণু-মকরন্দ দিয়ে হায়
সুধা-প্রতিদান খোঁজে···কবি শিল্পী আপন বন্দনা-
সুছন্দ-সুন্দর ঢঙে আঁকি' রাঙে উপমা-আল্পনা···
যে-মাটিতে বন্ধু চায় বান্ধবতা-মুকুরে বিম্বিতে
আপন বদান্য-বিভা—দিয়ে চায় দানেরে ডঙ্কিতে···
যে-মাটিতে বান্ধবীও কান্তা-মধু দিয়ে এতটুক
মোহ-মধুচক্র রচে—গন্ধ দিয়ে চায় আত্মসুখ,
বিনা স্তুতি-উদ্দীপনা ভাঙে বাসন্তিকা-অঙ্গীকার
বন্ধ্যা হিম অভিমানে :—

সূ র্য্য মু খী

সে-মাটিতে ফলে-যে মন্দার
জানিত কি হৃদি কভু—যদি সে না চিনিত তোমায় ?
অজ্ঞাত সর্ব্বজ্ঞ ওগো ! কে জানিত—শুধু দিতে চায়
নরতনুধারী কেহ এ-ভূতলে ?—মিলন-মালিকা
বিনা ডোরে গাঁথে কেহ—নন্দনের বৈজয়ন্তী-টীকা
আঁকি' লাঞ্ছিতের ভালে—নিঃসঙ্গীতে কালিন্দী মুরলি' ?
কে জানিত—হেম কান্তি তমসারে তোলে সমুচ্ছলি' ?

আপনি সাধন-সুর সাধালে-যে আপনি সাধিয়া···
বাসিতে শিখালে ভালো প্রেমতরী আপনি বাহিয়া···
বাহুহীনে দিলে বাহু সর্ব্বসেবা বাহু মেলি' তব···
উষর বৈধব্য উর্ব্বরিয়া সম্মিলনে নব নব
বিরহের ভাঙা ভেলা শিখালে ভিড়াতে অনুকূল
বায় তব হে কাণ্ডারী, ছেঁড়া পালে মলয় দোদুল
লহরি'—বন্দরে তাই অশঙ্কিয়া ধায় সে সমীরে···
নতিহীনে দিলে দীক্ষা দীনতার : তাই তব তীরে
উত্তরে নির্দ্দিশা আশা ধ্রুবলক্ষ্য প্রসন্ন পবনে
সপ্তবর্ষ পরে দেখি : রূপান্তরিত ও-কিরণে
জ্বালা-ক্ষোভ—রস-রাসে।

যাত্রান্ত সুদূর আজো···তবু
তুমি কাছে আছ জেনে হে দিশারী, গায় হিয়া : "কভু
আশা-নভ ছায় যদি মেঘে—তুমি রাত্রি-নাশা ভায়
দাও যারে দীপ—তার নাহি সর্ব্বনাশ ঝটিকায়।"

ন য় নে শ্ব র

কতদি—ন গেছে কেটে···শুধায়েছে উচ্ছ্বসি' অন্তর :
"বৃথা বেলা ব'য়ে যায়—ফলে কই স্বপ্ন শুভঙ্কর ?"
মাতৃস্নেহনীড়ে শিশু বাড়ে—জানে না তো মা-র মন :
অলক্ষ্যে যৌবন-জাদু কোন্ ছন্দে বাল্যের নন্দন
পূর্ণিমা-প্রসূনে ভরে :
আজি দেখি তেমনি—নির্ভর-
মুকুলে ফলেছে স্বপ্নাতীত ফুল-ফল-বিম্বাধর
চুম্বন-উন্মুখ-রাগে—শ্যামলিমা উদ্বেলি' অন্তরে :
পল্লবের প্রগল্‌ভতা কথা কয় মালঞ্চ-মর্ম্মরে !
চেতনার চক্রবাল অদিগন্ত সুরে প্রতিধ্বনি
বিছায় সুবিশালের—দৈনন্দিনে অচিন সুস্বনি'···
মন্থরে স্পন্দন কত আঁখি মেলে শুভদৃষ্টি-যোগে
অঙ্কুরিত হয় কত বধূ-আভা আবীর-আলোকে
বরণের ডালা হাতে !···
সে-আভায় আত্মপরিচয়
হয় আপনার সনে, ভাঙে দর্প—তবু ধ্বনি' জয়
সে-ই তোলে—পরাভবে। দেখি : কোথা ছিল মণি-তলে
গুপ্ত ফণী, বীর্য্য-তলে ক্লৈব্য, সারল্যের তলে হায়
ঠমক সুঠাম, কত অহমিকা বুদ্ধির শিখায়···
উত্তেজনা আনন্দের বেশে, পরমার্থ-ছলে কত
মদালসা স্বার্থরতি, নিষ্ঠা-ভানে প্রতিষ্ঠার ব্রত···
বসন্ত-অঙ্গনে কোথা ঝঞ্ঝনিত অশনি-সেনানী,
আত্মবিসর্জ্জন-সুরভিতা নিপুণিকা মৈত্রী-রাণী
কেমনে লালিত গূঢ় অপ্রণয় কত সঙ্গোপনে···

সূর্য্যমুখী

সবচেয়ে দেখি বন্ধু—সপ্তবর্ষে তোমারে নয়নে
চিনিতে শিখেছি…ছিল যাহা নীহারিকা-ছায়াপারে
সে-আলো এসেছে কাছে…সে-দীপনে দেখেছি তোমারে

হে পার্থসারথি, প্রেম-তুরঙ্গম—তব রঙ্গ হাসি।
প্রেম-বল্গা—তব ব্যঙ্গ নিষেধ। উপমা—প্রেম-বাঁশি।
দীক্ষা—প্রেম-নভোবাণী। প্রেমকর—পথের পাথেয়।
প্রেম-সখ্য—তব লক্ষ্য। প্রেম-শৌর্য্যে হে অপরাজেয়,
ধূলায় নক্ষত্র জ্বালো : প্রেমহীন তাই গর্ব্ব ছাড়ি'
তব প্রেম-ধন্য—কত সম্পদীও প্রেমের ভিখারি!
নিশার্ত্ত বসুন্ধরায় বিরহাস্ত ঝঙ্কতে—তোমার
নয়ন-তপস্যা নমো নয়নেশ্বর—প্রেমাধার!

অগ্রদূত

(কীর্ত্তন—আঁখরসহ)

তুমি

আমারি নটনে রণিলে কাননে নলিনী-নূপুর, সুরশ্যামল !

আমারি গগন-স্বপনে গহন নীলিমা রাঙালে—আলো-উছল !

আমারি হিয়ার বন্দনে বঁধু,

সিঞ্চিলে ব্রজ—সঞ্চিলে মধু :

আমারি ফুলেল গন্ধে—ঘুমেল আঁখি মেলি' হাসে অবনীতল !

(আমারি তালে তালে নাচিলে ডালে ডালে মুরলী-মনোহারী, সুরশ্যামল !

আমারি স্বপনের রঙে-যে গগনের রাঙালে নীলশাড়ি মেঘসজল !)

খুঁজেছি কত না আরতি-দীপনা মনোমন্দিরে—অনির্ব্বাণ !

যেথা-ই গিয়েছি—সন্ধ্যা দিয়েছি : নিভায়েছে দীপ প্রাণতুফান।

তব পরিমলে অন্তরতলে

আজি বসন্ত-ছন্দ উথলে :

হিল্লোলে জাগি' দোলে দুখ-শাখী পল্লব-তালে—সুখসরল !

(উষার বরাভয় হেরিয়া পরাজয় মানিল কালো দুখ আলো-সরল !

মিলিল দীপ-দিশা, পোহালো যুগ-নিশা তোমারে হেরি' সাথী, সুখ-সফল !)

হে নীল অতিথি, সঙ্গীত-তিথি-হিন্দোলে এলে দিনশেষে !

পড়িল কি মনে—তোমার চরণে কে যাচে শরণ—দূরদেশে ?

ভুলে ছিলে প্রিয় ?—না না তুমি নও,

শুনি না—তাই তো কথা নাহি কও :

যে-ই পাতি কান—তুমি গাও গান ধূলায় লীলায়ে প্রেমকমল !

(মায়াবী লীলাভরে এলে কি কঙ্করে ফুটাতে পঙ্কজ রূপ-বিভল !

নূপুর নিক্কণি' এলে কি নীলমণি ধূলায় মূর্চ্ছনি' সুর-কমল !)

THE HERALD

To my dance-thirst answers your lotus-lilt !
Responding to my dreams of Fire you built
Your multi-flamèd million-mooded sky :
Shedding your lambent grace, to earth you fly
To save the heart's young bud from shadow, free—
Invite to wing to immortality !

You cull life'e petalled lore for your song-shrine
Replenishing the stalks with sap divine :
Till every bud reels—drunk with your bloom-hush
And mind's grey clouds thrill to your rainbow-flush !

How oft I voyaged in my lone canoe
Cleaving typhoons your New World's shores to woo
And drink there at your Fount of foamless Wine
Rejuvenating blue-born hopes' starshine,
To win the heart to accept—not to deny,
Belittle, denigrate, revolt, belie
The Seraph Faith that lights dark lanes of life :
How often I yearned to end mind's suicide strife !

Yet by some enigmatic accident
The golden petals dimmed, the gleam
failed—spent—
Of aspiration's dawn : bleak swooped the gust
On laughing glens and smote bloom-cheer with dust ;
Dream-nurslings died, aching anew to sprout ;
Lamps lit with ages' warmth all flickered out ;
Each alley of hope I plunged in—turned out blind :
Sweet odours lured—but flowers were hard to find !

Now, suddenly, your soft shy fragrance, stealing,
Revives the heart-lost hope ! You come, revealing
Your vernal welcome with its gardened laughter :
Despair throws off its slough—to follow after
Your new-born pledge of New Birth ; can it be :
You lead through discords to some symphony
Which baffles mortal guess, teaching the mind
Through labyrinths your summit-realms to find ?
O Guest of the Azure, is it you who flute
Moans into victor-melodies—transmute
The bondaged mire to regal rose in play ?
Have you remembered one, at close of day,
Who prayed through livelong tempests for your sun :
To bask for ever in its gold dream-spun :
Who, singing of its grace, would kiss your feet
As you descend to keep your tryst and meet
Poor nighted tramps who widowed vigils keep—
To nest in your own haven and there to sleep

Crooned by your lullaby's blue-folding bliss?
Have you at last come to imprint your kiss
On lowly brows—to bless each hope high-born
With your lilt's chequered magic of eve and morn :
To make each moment throb with your heart-beat,
You—come to conquer with your starry fleet !

Your call—a freak? But nay, you call us still :
It is we who forget—we, loth to thrill
To your Flute's dreamland, we—who lose ourselves
In festal revels' flaring glints, we—elves :
Ephemeras of heat and foam and dust,
Darlings of clay to elude your sun for must
Of self-created prisons ! If we liefer
Would turn to you, would we not hear your deeper
Silence alive with canticles—you calling,
With clay-brood changed to galaxies, enthralling
The fallow hearts with troth of zephyr moods,
Baptising heathen sobs to Angelhoods !

ছায়া হবে লয়

(জীবের প্রতি অবতার)

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে, প্রিয়োঽসি মে।

(শ্রীকৃষ্ণ—গীতা)

তন্ময়তা মোর তরে সাধিয়ো মানস 'পরে
অনন্য স্মরণে—হৃদে
ভকতি সাধিয়ো।
প্রণিপাতি' যজ্ঞোৎসবে সাধো কর্ম্ম—মোরে তবে
লভিবেই, অঙ্গীকারি :
"তুমি মোর প্রিয়॥"

ছায়া হবে লয়

উদার

(প্রস্বনী ছন্দ—সনেট)

বন্ধহীন ! অম্বর তব চাই মহান্ !
শক্তি দাও—অন্তর তাহে রঞ্জিতে।
ব্যাপ্তিময় ডঙ্কের তব চাই নিশান—
কণ্ঠে মোর মূর্চ্ছন তারি ঝঙ্কৃতে।

গন্ধাধিপ ! উৎপল তব নীল উছল :
বিশ্বমন রংহীন—তারি রূপ-সুবাস
আজ বিছাও···স্পর্শের তব মন্ত্রবল
আজ জাগাক পঙ্গুর বুকে দীপ্তাকাশ

ছন্দরাজ ! শিঞ্জন তব ছন্দিব
তাল শিখাও : নৃত্যের বরে খণ্ডিয়া
শৃঙ্খলের যন্ত্রণ যত—মন্দ্রিব
সিন্ধুলার মন্ত্রণ অভিনন্দিয়া।

স্বর-বিহীন জর্জ্জর তমো-লুপ্তি চাই :
তন্দ্রালীন মন্থর ভ্রমমুক্তি চাই।

বন্ ধ হীন্ | অম্ বর্ ত ব | চাই ম
Flew my thought | self lost in the | vasts of G

ছায়া হবে লয়

(অবতারের প্রতি জীব)

শুনি'—তুমি বাসো ভালো, প্রিয় আমি তব,—আলো
জ্ব'লে ওঠে আজি মোর মন্দিরে-যে প্রিয় !
শুনি' তব রাধা-বাঁশি চিত্তব্রজে রাশি রাশি
ফোটে অভিসার-আশা ঝরায়ে অমিয় !
তব নেত্রে কাঁপে যদি স্নেহদীপ্তি—নিরবধি
হয় মোর সীমাক্ষুণ্ণ কঙ্করী তটিনী
অসাঙ্গ অম্বুধি সম। যদি তুমি নিরুপম,
কল্লোলে তোমার ডাকো—দুরাশা-বাহিনী
ধায় লক্ষ বাধা দলি' সীমন্তে সিন্দূর জ্বলি'
ওঠে নিরাশার—সেই গতি-অভিসারে।
তুমি যবে শঙ্খ তব বাজাও—তরঙ্গোৎসব
বেজে ওঠে ম্লায়মান বিধুর পাথারে।
কাটে তার ছায়া-ব্যথা, কানে কানে কয় কথা
নীলিমার নীলকণ্ঠ ধরি' সখীকায়,
তুমি যবে আসো কাছে : নিমেষে নিরখি—আছে
সবই মোর শূন্য-প্রাণ-মণি-মঞ্জুষায়।
বাজে রক্তে ধূপারতি ডমরু-বন্দনা,—প্রতি
ধমনীতে শ্যাম নৃত্য কুসুম-কিঙ্কিণী।
মন্থর আকাঙ্ক্ষা-জলে দুরাকাঙ্ক্ষী রাগ 'চ্ছলে
সে-সুরের প্রতিবিম্ব কাঁপে বিমোহিনী
রত্ন-রাঙা স্বপ্ন-চূড়ে, জয়-ধ্বজা সেথা উড়ে
নিঃস্ব জাগরণ-বুকে নামে লহমায়

সূর্য্যমুখী

রাঙা মেঘ-ঝিকিমিকি, সে-শিঞ্জনে আলো-শিখী
নাচে—প্রতি কালো-কোলে ফলি' অলকায়।
গান্ধর্ব্ব মূর্চ্ছনে ফোটে স্বরহারা কণ্ঠ, ছোটে
উর্দ্ধে তার অনুকম্প! শিহরি' বিপুল-
পূজারী তোমারে স্মরে— যবে তার রিক্ত করে
তুমি দাও নতিগন্ধ মালঞ্চের ফুল।
সুধা-স্বপ্ন-ভঙ্গ ব্যথা অশান্তি বঞ্চনাহতা
অক্ষতির অঙ্গীকারে উঠি' ঝঙ্কারিয়া
বলে: সে তোমারই রাগে বিদেশে বাসর জাগে
কাঁটাবনে দেবালয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

শরণ-সুন্দর! তব চরণই তো বেছে লব
তারি তো ভিখারি প্রাণ—জানো না কি তুমি?—
জানো না কি—তুমি ঠাঁই দিলে পায়ে—বিশ্বে পাই
শস্পহীন বালুচরও ঝলকে কুসুমি'?
অভিমানী অশ্রু লীন ও-চরণে চিরদিন
উৎসারিয়া অঞ্জলিতে চায় ব্যথা তার।
সেই সমর্পণে পায় বরাভয়—বেদনায়।
তুমি কি জানো না বন্ধু: পঙ্কিল আঁধার
তোমারই মলয়-বরে ফাটে পুণ্য-পদ্মে, স্বরে
নির্ব্বিসস্ত কামনায় আলোক-ওঙ্কার।
নমি' শ্রীচরণ তব ছায় মরুকণ্ঠ নব
মকরন্দ-মূর্চ্ছনায়—অশ্রান্ত-ঝঙ্কার!

ছায়া হবে লয়

জানি না কি ?—জানি আমি : তুমি প্রেমে অন্তর্যামী,
জানি : তুমি প্রতি ব্যথা জানো অনুভবে।
জানো : ভক্ত দীপ্ত প্রাণে আপনারে আত্মদানে
হারায়ে লভিতে চায় সে-কোন্ বৈভবে :
তবু এসে লক্ষ বাধা কেমনে শরণ-গাথা
স্তব্ধ করে—জানো তুমি, তাই ক্ষমা করো—
যবে চেয়ে না লভিয়া অভিমান বিস্ফারিয়া
তীর্থ-পান্থে ভ্রান্ত করে, তাই হাত ধরো
সে-নক্ষত্রহারা ক্ষণে যবে মন্ত্র-ভোলা মনে
আকাশের দীপদীক্ষা ঢাকে মেঘ এসে ;
জানো : জীবনের শ্যামা বাসন্তিকা অভিরামা
কেন ধায় মরণের মরু-নিরুদ্দেশে।

বার বার প্রিয়তম, তোমারে বল্লভসম
মানি—পল্লবিত প্রাণে উর্ব্বর শরণে :
বার বার—বাহিরের ধূমধ্বনি বরণের
সে-পুণ্য আরতি-গীতি ডুবায় সঘনে ;—
তবু জানি : আছ তুমি, তাই জানি—প্রাণভূমি
হয় যদি অপুষ্পল শুষ্ক তমসায়—
তোমার অভ্রান্তি-আলো জিনিবে নিকষ কালো,
শান্ত হবে বিসম্বাদ কান্ত মূর্চ্ছনায়।
বন্ধুর মসৃণ হবে চির-অরি সখ্যোৎসবে
দ্বেষ ভুলি' হাতে হাতে রাখীটি পরাবে :
তোমার দিশারি-আলো নাশিয়া ক্রূরতা কালো
গরলের মাঝে সুধা-সরলে চিনাবে।

সূর্য্যমুখী

মন হবে তোমা-মুখী, হিয়া হবে ভক্তি-সুখী,
প্রাণ তব কর্ম্ম লবে বরি' সেবা তরে,
প্রতিটি চরণ-ধ্বনি তোমার সঙ্গীত রণি'
তোমার বাণীর মণি ঝরাবে নিঝরে।
তোমার ও-অহৈতুকী করুণায় স্বর্ণসুখী
হবে ম্লান আঁখিনীর ফলি' হাসিধনু :
তোমারে আপন জানি' আপন মহিমা মানি'
অনন্ত-আধার হবে প্রতি তনু-অণু।
তুমি যবে দেছ বর— বিষও হবে সুধাক্ষর
ধরণীর কারাবন্দী হবে নীল পাখী।
অশ্রু দেবে মুক্তা বুনি' চুমি' তব সুরধুনী
হিল্লোলিবে ফুল্ল ফুলে প্রেমোল্লাসী শাখী—
যেথায় বরণ-ফল শরণ-সহস্রদল
মঞ্জরিবে তব বরে ওগো চিরঞ্জয়!
যত কেন মায়া-গ্লানি ছলুক এ-কায়া—জানি
"আমি তব প্রিয়" যবে—ছায়া হবে লয়।

কাঁটা—সূর্য্যমুখী

The Avatar is a direct manifestation in humanity by Krishna the Divine Soul of that Divine condition of being to which Arjuna, the human soul, the type of a highest human being, a Vibhuti, is called upon by the Teacher to arise, and to which he can only arise by climbing out of the ignorance and limitation of his ordinary humanity. It is the manifestation from above of that which we have to develop from below; it is the descent of God into that divine birth of the human being into which we mortal creatures must climb.

SRI AUROBINDO

অবতারে এলো নেমে অলকার আলো—প্রেমে
মুঞ্জরিতে অম্বরের
মঞ্জরী মোহিনী :
সে-গন্ধের নিমন্ত্রণে মর্ত্ত্য নরে, ঊর্দ্ধপণে
দিতে দিব্যজন্ম—বাহি'
স্বর্গ-আরোহিণী।

শ্রীঅরবিন্দ

কাঁটা—সূর্য্যমুখী

যুগান্তর

(প্রস্বনী ছন্দ—সনেট)

সুধারত্ন চির-স্বপ্ন চাই শঙ্কর !
সুখ-তন্ত্র বীণা-মন্ত্র-বন্দন নয় ।
আশা-রঙ্গ সীমা-ভঙ্গ-ঢেউ—মন্থর :
চাহি সুপ্তি-হারা মুক্তি—বন্ধন-লয় ।

শিবশান্তি দীপকান্তি চায় আজ প্রাণ ;
কাঁটাপন্থ ছায়ানন্দ-দোল নয় আর ।
নীল-স্বর্ণ-আলো-পর্ণ দাও সন্ধান :
মোহ-মর্ত্ত্য ত্যজি' সত্য-ধ্যান-ওঙ্কার ।

মায়ানর্ম্ম কায়াধর্ম্ম বৈভব ?—ধিক্ !
যুগ-সূর্য্য তব তূর্য্য-স্বন-উচ্ছল ।
গৃহাসক্তি নয়—ভক্তি গৌরব দিক্,
নহে অল্প হে অকল্প, মন বিহ্বল—

তব নৃত্য-রাগ-দীপ্ত অম্বর-ভায় !—
নহে স্বার্থ—পরমার্থ অন্তর চায় ।

সু ধা	রত্ ন	চি র	স্বপ্ ন	চাই শং কর্
In a	fla ming	as of	spa ces	curved like spires

কাঁটা—সুর্য্যমুখী

(অবতারের প্রতি জীব)

আমারে শিখাও তব বন্দনা, হে অভিনব !
হে আসন্ন, অনাগত, অনাদি অশেষ !
তোমার অশ্রুত বাঁশি বাজাও বসন্তভাষী !
হৃদি-বৃন্দাবন-কুঞ্জে প্রণয়-নীলেশ !
হে অতিথি চিরন্তন ! আজিকে আনন্দঘন
মূর্ত্তি তব উদ্ভাসিয়া তোলো পুণ্যপ্রভা !
কৃপা তব রোমে রোমে উৎসারি' নাশুক ভ্রমে
অম্লান অক্ষতি-দীপ জ্বালি'—স্বয়ম্ভবা ।

স্বপনে মুরলী আমি শুনেছিনু তব স্বামী !
আজি তারে জাগরণে পেয়েছি বল্লভ !
তাই কুটিলতা কালো গেছে স'রে,—তাই ভালো
বেসেছি তোমারে—মোর সে-ই তো গৌরব ।
তোমারে বরিয়া প্রাণে জানি : মন-তৃষ্ণা জানে
যা-কিছু জানার আছে—হে জ্ঞান-নিলয় !
তব প্রেমকণা চুমি' নির্বসন্তী চিত্তভূমি
পুষ্পপন্থী হ'ল আজ হে চিরমলয় !
যত আশা-অবমান শৈলাহত অভিযান
লাঞ্ছিত করেছে মোর গর্ব্ব-দুন্দুভিরে—
সে সবারো মাঝে কান্ত, তোমার অম্বুধি শান্ত
নিক্বণি' তুলেছে মর্ম্মে গীতি-কিঙ্কিণিরে—

সূর্য্যমুখী

বালুচরে সৃজি' নদী রেখেছে সে নিরবধি
সুধানিস্যন্দিনী রস-জাহ্নবী বহায়ে :
যত কিছু মায়া-বাঁধ দিবসে আনিত রাত
সে-সবার অন্তরালে দৃষ্টিরে জাগায়ে।
তাই তো তোমার ডাকে লক্ষ দুর্য্যোগেরো পাকে
বাধা-বিপর্য্যয়ে বোল তুলেছি ধ্বনিয়া,
শুনেছি যন্ত্রণামাঝে আশীষ-মৃদঙ্গ বাজে,
বিবাদী সুরেও প্রিয়, তোমারে স্মরিয়া
নব মিলনান্ত গাথা গেয়েছি, হয়েছে সাধা
পরাভব-কেন্দ্র মাঝে নব জয়-সুর,
তাই নিষ্ঠা শত শোকে হয় নি লাঞ্ছিত, চোখে
অশ্রুমাঝে—মুখে হাসি ফুটেছে মধুর,—
কণ্ঠে স্বর, ভালে দীপ্তি, প্রাণে সুরধুনী-তৃপ্তি
অন্তরে প্রসন্ন প্রীতি—মরুরও তরাসে
পাই নি তো ভয় কভু— তুমি কর্ণধার প্রভু
আছ জেনে তুফানেও জপেছি আকাশে।

বন্ধু তুমি হে নির্ম্মল! অনালোক মর্ম্মতল
বৈকুণ্ঠ-সখ্যের অন্ত কেমনে বা পাবে?
তুঙ্গ হিমগিরি-চূড়ে জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্নপুরে
কান্তি তব ঝলে—তারি অশ্রান্ত আরাবে
সানুমূলে জাগে তৃণ, ফোটে ফুল অমলিন,
ধূলায়ো নক্ষত্র জ্বলে তোমারি তো বরে :
কত দূরে প্রিয়, তুমি!··· তবু মনে হয় : চুমি'
তব পদাম্বুজ কাঁপে আলো নীলাম্বরে।

কাঁটা — সূর্য্যমুখী

“ইন্দ্রজাল-যুগ গত”— শুনি মোরা অবিরত,
শুনি নিতি—“মরদেহে নামে না অমরা”,
যুগ-যুগান্তের আঁধি রেখেছে নয়ন বাঁধি’
দীপ্তি তাই চেনে না সে, বলে : “সপ্তস্বরা—
কল্পনা-কাঁপন-ভ্রান্তি, এ-জীবনে কোথা শান্তি ?
আঁধার দেখাতে শুধু জোনাকির বাতি !”
অস্বীকার মাঝে তবু তুমি নামো মর্ত্ত্যে প্রভু :
দুর্গতি-ক্ষালন ওগো ক্ষমাশীল সাথী !
স্ফুলিঙ্গে বিদ্যুৎ জ্বলে, শিশিরে মিহির ঢলে,
শঙ্কা-বুক নেচে ওঠে পিনাক-টঙ্কারে।
মন্ত্রশাস্ত্র হয় নিধি ঝঞ্ঝায়ো গন্ধর্ব্ব-গীতি
মোহে তনু মন প্রাণ অশ্রান্ত ওঙ্কারে !
অমাবস্যা করি’ দীর্ণ হাসে চাঁদ, কোথা চিহ্ন
অশনির ? ফণী লভে মণি-রূপান্তর !
তবুও সংশয়ে হায়, শুধাই : এ-বসুধায়
কৃষ্ণায় কোথায় শুক্লা—বিষে শুভঙ্কর ?

দিনে দিনে তিলে তিলে লভি মোরা এ-নিখিলে
রেণুসত্য—উঞ্ছমতি হায় রে বিচারে !
তুমি ঢালো প্রজ্ঞাময়, সিন্ধু-সত্য-সুধা, ভয়
পায় তাই বুঝি বুক ?—তাই বারে বারে
পেয়েও তোমারে হায় চাহিতে সে নাহি চায়—
মানসের পর্ণশালা সুখ-দুর্গ গণে !
পবন-নিঃশ্বাসে টলে সে-কুটীর ভূমিতলে,
অমৃত-আশ্বাস তবু অন্তর না ভণে !

সূর্য্যমুখী

"তোমার তপস্যা শুধু শূন্য"—তাই বলে—ধূধূ
তব অকল্লোলে শোনে হিল্লোল-সমাধি!
কেমনে সে বাঁধে আঁখি যবে তুমি কাছে ডাকি'
পারিজাত-প্রীতিরাখী দিতে চাও বাঁধি'?

চিনেছি তোমারে আজি, তাই তো গৌরবে সাজি
ভরেছি প্রেমের—রাঙা শরণ-কুসুমে,
জেলেছি তনুর প্রতি অণুমাঝে ধূপারতি,
কৌস্তুভ-দীপালি পুণ্য চন্দনে কুঙ্কুমে।
প্রার্থিয়াছি আত্মদানে তোমারে অতিথি প্রাণে,
রচেছি তোমারি বীথি স্বপন-কাননে,—
জাগরণ-দেবালয়ে বাজায়ে অকুতোভয়ে
তোমারি প্রণয়-শঙ্খ শয়নে স্বপনে।
জেনেছি অলোক-পন্থী, তোমারে—অমৃত-গন্ধী:
পুষ্পলা তাই তো দোলে প্রতি নতি-শাখে,
জেনেছি স্বীকার-মাঝে তোমারে যে সর্ব্বকাজে
কৃষ্ণা তাই শুক্লা হ'ল প্রতি পথ-বাঁকে।

দেহধূলি বলে যত— মাটি তার সদাব্রত
চিত্তে বাজে প্রিয়, তত
তব অঙ্গীকার:
"বিশ্বে রাজে বিশ্বাতীত প্রাণমাঝে প্রাণাতীত
দেহে তারি শুচিস্মিত
সম্ভাষ-বিথার।"

কাঁটা — সূর্য্যমুখী

নামে সে-নির্ঘোষ শুনি' কণ্ঠে স্বর-স্বরধুনী
বোবা হৃদি-তন্ত্রী গুণী,
ওঠে যে কাঁপিয়া !
রসনায় জাগে বাণী, তোমারে ফাল্গুনী জানি'
হিম হিয়া মধু-মানী
হ'ল ঝঙ্কারিয়া !
আঁখিলোর হ'ল নব মুক্তা—নমি' পায়ে তব,
মর্ম্মকূলে গঙ্গাস্তব
ধ্বনিল বিহ্বল,
যেথা ছিল পঙ্ক ক্ষত চুম্বি' তব অনাহত
নীলিমা—নলিনী-ব্রত
হ'ল ঢল ঢল !
বাঁধ-ভাঙা অশ্রুরাশি হ'য়ে স্বর্ণোচ্ছ্বাসী হাসি
ইন্দ্রধনু সমুদ্ভাসি'
তোলে বন্ধ্যা বুকে :
গ্রহণ করেছ মোরে জেনে তনুমন ভরে,
কায়া সেই গাথা স্বরে
কোটি লক্ষ মুখে।

কী কথা বলিব কান্ত ? বলার কী আছে ? ভ্রান্ত
আশা-গ্রহদল শান্ত
তব প্রেমমণি
প্রদক্ষিণ করি'—মম যাহা আছে সর্ব্বোত্তম
পদে তব নিরুপম,
ঢালে সূর্য্যস্বনী।

সূ র্য্য মু খী

পতিত-পাবন হ'য়ে এলে তুমি দিগ্বিজয়ে
"নরতনু"—গণি' রহে
সংশয়ী মানব !
বাসনাবিবশ মর্ত্ত্য তব মন্ত্র গণে ব্যর্থ
তাই কি পরমা-অর্থ
লভে পরাভব ?
যদি তাই হয়—নাথ, লও মোরে তব সাথ !
চিরসঙ্গী, ধরো হাত—
করি অঙ্গীকার :
"যেথা তুমি যাবে—আমি যাব অভিসারে স্বামী,
না রহি' দিবসযামী
রঙীন-সম্ভার :
"করতালি, মাল্য, টীকা, কী হবে ?—জ্বালাও শিখা
দুঃসহ অসমাপ্তিকা
বাসনা-দহন :
"আশা-রাঙা সুখালয় নহে আর, পরাজয়-
সাথী তব যেন হয়
তনু প্রাণ মন।"

কারে বলি পরাজয় ? কার ভবে নাহি ক্ষয় ?
কী পরশে মণিময়
হয় এ-জীবন ?
মুখরতা-বিহরণ অন্ন ভূষা ধান্য ধন
যশো-মান-আভরণ
মায়া-বিলসন ?

কাঁটা — সূর্য্যমুখী

সেথা নয়, সেথা নয়— চিরারামী চিরভয়
নিরাপদ নীড়জয়
নহে নহে আর :
অপাঙ্গ-শিহর-মন্ত্র লুব্ধ কামনার যন্ত্র
আজ বাজে—কাল তন্ত্র
নীরব-ঝঙ্কার :
সে-নিয়তি নাহি চাই ; তোমার আহ্বানে ধাই'
যদি কিছু নাই পাই—
তবু অনুসরি'
তোমারেই—পরাভব প্রিয়তম, বেছে লব
সর্ব্বনাশে সগৌরব
অভীপ্সায় বরি'।
"বিলাসের অভিশাপ যদি না-ই হয় লাভ
করিব না পরিতাপ"—
অশঙ্কিয়া গাই :
"অধ্রুবের পিছে ছুটি' ধ্রুবের নোঙর টুটি'
ঘূর্ণীবায় যদি লুটি—
তবু তারে চাই।"

না না, পরাভব মাঝে বাজিবে—ওই তো বাজে
শঙ্খ তব : "শক্তি আছে,
মেল্ রে নয়ন।"
প্রতি নেত্রে জাগে আলো !— কোথায় তুফান কালো ?
আত্মসুখী দর্পী ভালো
বাসে শ্রীচরণ !

সূর্য্যমুখী

অভ্র আজি তারা হ'ল, স্তূপ হ'ল হিমাচল,
আনন্দ-সহস্রদল
অজস্র—ঊষরে !
যুগের অপরিচয় লঙ্ঘি' ঘোষে বরাভয় :
"জয় বন্ধু তব জয়"—
ডঙ্কে চরাচরে !
রাগমালা নব নব গায় কণ্ঠ নিরুৎসব
ধূসরে সুনীল-স্তব
জাগে হোলিরাগে :
সে-বিজয়ী চতুর্দ্দোলে বিধুর অন্তর-তলে
স্বয়ম্বরণ জ্বলে
শরণ-সোহাগে !
মনের ভাবনা বাঁকা হ'ল যে সরল-পাখা
পলকে—বাদলে রাকা
চলে বরমুখী :
আত্মায় সঙ্গীতপতি ! তোমার মূর্চ্ছনা-জ্যোতি
করে প্রতি নিম্নরতি
কাঁটা—সূর্য্যমুখী !

নরে নারায়ণ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

....

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ—গীতা

হেরি' নরতনু মম স্বল্পদৃষ্টি মূঢ় সম
ক্ষণধ্বংসী গণি' মোরে
ফিরায় আনন।

....

সবার চেতনা-তটে বাণী মোর নাহি রটে:
যোগমায়া-পারে আমি
রহি সুগোপন।

নরে নারায়ণ

সালোক্য

(প্রস্বনী ছন্দ—সনেট)

এলো আজ কে চুপে বিশ্বরূপে—নিঃস্ব-মাঝারে ?
ফোটে তাই কি হেন দীপ্ত প্রীতি—চিত্ত-উছাসে ?
বসুধায় এলো কৃপায় কে—সুর-স্বর্গ-বিথারে ?
ধূলি চায় নীহারিকায় বলি' বির্ভায় সে বিকাশে।

ফুলকান্তি ঋতুশান্তি ঢালি' কণ্টক দলি'
এলো অন্ধ অনালোক-শোকে সে ছন্দ-ঝলকে !
এলো সুপ্তি যে সে ভাঙতে আজি মুক্তি উছলি' !
রূপ-তৃষ্ণা সে মিটায় বিজলি' কৃষ্ণা-অলকে।

সে যে গাইল : "প্রেমে চাইতে হবে দিব্য দিঠি আজ।"
মোরা সইতে পারি কই—আরো বিশুদ্ধি যাচি তাই ;
দ্বিধাকুণ্ঠ ঘনগুণ্ঠ করো ছিন্ন রাজরাজ !
কহে সিন্ধু : "আমি বিন্দুবুকে আপ্‌নারে বিলাই।"

কে সালোক্য আলোবরদানে শিহর ঝরালে—জয় !
দিলে বন্ধনে অনন্ত লীলানন্দ-পরিচয়।

দি লে বন্ ধ | নে অ নন্ ত | লী লা নন্ দ ¦ প রি চয়্
In the fire of the Im mor tal in the sur ges of the sea

নরে নারায়ণ

(অবতারের প্রতি জীব)

(১)

লক্ষ্যহারা ব্যর্থ-ব্রতে চলি মোরা কোনোমতে
এ-আলো-আঁধারী পথে
অশ্রু-হাসি ঢেলে…
কভু সাধ বাসনায়, কভু আধ জোছনায়,
কভু ধূমে—নীলিমায়
কভু পাখা মেলে।
কভু চিত্ত ওঠে দুলে গন্ধে রসে ফলে ফুলে,
অমনি আবার ভুলে
সে-সম্পদ-স্মৃতি :
বাদল ঘনায়ে আসে… রবি শশী হৃদাকাশে
নিভে যায়—নাহি হাসে
আনন্দ-অতিথি।
দিকে দিকে কত ডাকে দিই সাড়া—পড়ি পাকে,
তবু চাই প্রাণ-শাখে
ফুটাতে মঞ্জরী,
চাহি কত অভিমানে জয়োল্লাসী অভিযানে
কীর্ত্তি-স্মিত মণিদানে
দীপিতে শর্ব্বরী।

সূর্য্যমুখী

(২)

তুমি আসো করুণায় হে বহুবাঞ্ছিত ! হায়,
তবু না চিনিতে চায়
তোমারে হৃদয় !
বাসনারে দুরাশার অভ্রপানে বারবার
নিদেশি' হে কর্ণধার,
দাও পরিচয়—
আপনারই দিন দিন নিত্য নব ছন্দে ; বীণ
বাজাও তো অমলিন
মলয়-মঞ্জীরে···
তবু সে-ঝঙ্কার তরি' অপুণ্য আঁধার বরি'
অপ্রেম-রাগিণী স্বরি'
তোমারে অচিরে
ভুলে যায় বসুন্ধরা ; অশ্রান্ত অনন্ত-স্বরা
উছলে বসন্তঝোরা
বাসর-বাঁশরী :
সে-মন্ত্রে তবু না জাগি' নীলাম্বর নাহি মাগি'
রসাতল-অনুরাগী
ধায় দৃপ্ত তরী ।

(৩)

তাই বুঝি আঁধি ছায় নিয়ত কুহেলিকায় ?
মন অন্ধ সম ধায়
অঙ্কুশ-আহত ?—
তারকার অভিসার ডাকে ডাকে অনিবার···
শ্রুতি যাচে বেসুরার
বিলাস নিয়ত ?

নরে নারায়ণ

বাঁশি বাজে কানে—চায় রণিতে মূরছনায়
গহীন গহনতায়
রজনী বিহানে :
বাহিরের মুখরতা ঢাকে সেই নীরবতা,
কত অরি কয় কথা
এসে কানে কানে !
তাই তাল কাটে পায় ? তাই ছলি' কি লুকায়
উদ্ভ্রান্ত বিহারে হায়
কুসুম-সারথি ?
তাই ফুল দিতে গিয়ে আসি ঝরা দল নিয়ে ?—
লভিতে অনর্ঘ্য দিয়ে
সার্থক আরতি ?

(৪)

তুমি তবু আসো—শত অনর্থেরও সহি' ক্ষত
মন শুধু সে-সুব্রত
চাহিতেও ভুলে !
আপনি সে-ক্ষণে সদা মুছিতে তাহার ব্যথা
কাছে এসে কও কথা
আশীর্ব্বাদ-কূলে ;
নিরাশ্রয়ে নিত্য-নীড় মাঝারে টানিয়া—ধীর
স্নিগ্ধচ্ছন্দে সুগভীর
অমিয়-ঝঙ্কার
ধ্বনি' আসো প্রিয়তম, বিশ্বপাশে নিঃস্বসম
বিশ্বাতীত ! নিরুপম
সুষমা-আধার !

সংখ্যাহারা সীমা-গ্লানি   হাসিমুখে লও মানি'
মোরা অন্ধ : শুধু জানি'
সীমা সে-দেহের
শুধাই : "বৈদেহী গীতি   কোথা সে ?—অপরিমিতি
যাচে কভু স্বর-প্রীতি
নশ্বর কণ্ঠের ?"

(৫)

তুমি শুনি স্নেহে নাথ,   হাসো,—চলো সাথে সাথ
অবোধের—দিনরাত,
বলো : "কাছে আয় !
মন তোর অন্ধ যে রে,   তাই তো ঘুরিয়া ফেরে
বিশ্বে—চির-বান্ধবেরে
পেয়েও না পায় !"
বাহিরের চমকন   মানি মোরা—চিরন্তন,
ক্ষণিকের বিলসন
গণি' অবিনাশী :
তুমি এসে ফুল-আঁখি   ফুটাও অমৃতশাখী !
ভূলোকে পরাও রাখী—
দ্যুলোক-সুবাসী ।
তা-ও মোরা বুঝি ভুল,   রটি : "তুমি সমতুল
আমাদেরই,"—তব ফুল
তুলিলে বিহারে,—
ঘোষি : "সে মোদেরই জ্যোতি-   বরে দোলে !" মূঢ়মতি
মোরা গর্ব্বে ধনপতি
ভাবি আপনারে !

(৬)

সে-গরব কুয়াশায় নতি-ফুল ঝ'রে যায়,
রুদ্ধ ক্ষোভে কহি : "হায়,
নিষ্ঠুর বিধান !
করুণা কোথায় জ্বলে ক্লান্ত বসুন্ধরাতলে ?
নির্দিশা তুফান ছলে—
ঢাকে নীল গান !
বুঝি কই হে বল্লভ : তুমি তুফানেই তব
আনো শান্তি-চিরোৎসব
দুয়ারে দুয়ারে ?
তাই তব নরকান্তি জাগরণে ভাঙি' ভ্রান্তি
দূর করে হিমক্লান্তি
বাসন্তী বিহারে।
যত আধফোটা আশা স্বপ্নবুকে বাঁধে বাসা—
সবে তুমি দাও ভাষা
চেতনা-কমলে :
হেন মঞ্জরণ লাগি' বাধা দলি' হে বৈরাগী,
আছ তুমি নিশি জাগি'
তপস্যা-অচলে।

(৭)

মোরা দেখি' তব বাধা কাঁদি : "কোথা শক্তিগাথা ?
দেবতার সুর-সাধা
কোথা এ-জীবনে ?
কোথা শান্তি ওঠা-পড়া মাঝে ?—কোথা সপ্তস্বরা
বেসুরায় ?—আলোভরা
নীলিমা-বিহনে

ফোটে কি কমল—গন্ধে ?— কামনার গাঢ়বন্ধে
জ্বলে কি পরমানন্দে
নিষ্কাম নির্ম্মল ?"
"মোদের নিগড়-রাশি তুমি বন্ধু, পরো হাসি' :
মোরা পুছি—"স্বর্গবাসী-
চরণে শৃঙ্খল ?"
কহি—"যদি সর্ব্বজয় হ'তে তুমি দ্যুতিময় !
রবিরাসে অমার্ত্তয়
করিতে মোচন !"
মায়াবী অভাবনীয়- রূপে তোমা চাহি প্রিয়,
প্রার্থি'—"না চাহিতে দিয়ো
অমৃত্যু মিলন ।"

(৮)

তুমি রচো লীলা তব হে অচিন্ত্য, অভিনব,
আপন আনন্দোৎসব
গাহিতে বিকাশে,
মোরা চাই : ক্রমধ্বনি- প্রগতির আগমনী
নিমেষে সম্পূর্ণস্বনী
হোক অবিনাশে ।
মন-তর্ক-মায়া-জাল- ফাঁদে মোরা চিরকাল
পড়ি ধরা—তব তাল
তাইতো সাধিতে
পাই এত বাধা নাথ, তাই দিনে নামে রাত,
রয়েছ যে ধ'রে হাত—
পাসরি চকিতে ।

নরে নারায়ণ

মানস-অতীত আলো মানস বাসে না ভালো,
চিরাচার-চিরকালো
নীরস বিহারে
চাহে যে সে বিচরিতে, তাই তব বাঁশরীতে
শিহরি' ওঠে না হৃদে
আশা—অভিসারে।

(৯)

আজ যদি তব বরে উঠেছে অন্তর ভ'রে,
পশেছে করুণাস্বরে
আলোরেণু তব,
এই কোরো—যেন তার অঙ্গীকারে অনিবার
প্রাণাঞ্জলি-উপচার
ভকতি-বৈভব
কুণ্ঠাহীন সমর্পণে আত্মহারা বিসর্জ্জনে
দিতে পারি শ্রীচরণে
বাঞ্ছাকল্পতরু !—
কোরো পূর্ণ এই সাধ নিবেদনে বিসম্বাদ
আর না আসুক—হাত
ধরো,—হৃদিমরু
তাহ'লে শ্যামলিমায় হাসিয়া রাতুল পায়
সঁপিবে কোমলতায়—
তার প্রতি ফুল,
বল্লরী, পল্লব, ফল, সমর্পিবে বিনির্ম্মল
প্রেম-অর্ঘ্যে নির্ব্বিচল
শরণ-আকুল।

(১০)

হাসি হবে বরে তব— তোমারি মহানুভব
পরিচয়-সগৌরব-
উজ্জ্বল স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা হবে নতি, অশ্রু হবে শুভব্রতী
অভিষেক-পুণ্যারতি।
দুরাশা-সম্ভার
উৎসারিবে প্রাণে প্রাণে। তব পুষ্প-প্রতিদানে
অনুর্ব্বর অভিমানে
জিনিব বল্লভ!
দূর-হ'তে-দূরতম প্রিয়-হ'তে-প্রিয়তম
চিনি' হেন অনুপম
বাঞ্ছিত বান্ধব
আন্দোলিবে রোমে রোমে, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-স্তোমে—
বরিয়া তোমারে ব্যোমে
স্পর্দ্ধিব পাথার।
"অ-ধরা ধরার দ্বারে আসে যুগ-অবতারে"—
এই বাণী হৃদি-তারে
তুলিবে ঝঙ্কার।

(১১)

আর, এই দিও এই বর— হে সুন্দর, দীপঙ্কর:
"চিনি যেন তব স্বর
রলরোল মাঝ,
জানি: চিরাত্মীয় তুমি,— তব বিভাবসু চুমি'
বন্ধ্যাতম বনভূমি
হয় গন্ধরাজ।"

লিপ্ত হ'য়ে লিপ্ত নও স্বচ্ছন্দে লীলায়—বও
তুচ্ছতম ভার, সও
তার প্রতি বাধা।
তাই তো জীবন তব খণ্ড নয়—পরাভব
মানো—সে-ও সগৌরব
অখণ্ডের গাথা।
রটিতে দুর্দ্দম রণে হিমাদ্রি-সাধনা-পণে,
সুধা-স্বর্গ-আরাধনে
দেখাতে নিষ্ঠায়—
কেমনে কামনা-তটে নিষ্কামনা বাণী রটে
নশ্বর কায়ার পটে
কায়াতীত ভায়।

(১২)

কৃপায় তব সে-আলো নাশে যত ছায়া-কালো
সত্যের বাসিতে ভালো
জীবনে শিখায়ে ;—
ধীরে ধীরে প্রণয়ের শকতির অভয়ের
মুকুলিকা মলয়ের
মর্ম্মরে ফুটায়ে।
অন্তরে আফোটা যত আরতি-মঞ্জরী নত
ম্লান মুখে সন্ধ্যাহত
রাজে অমুঞ্জরি'
তাদের স্বপন-ভ্রান্তি ঘুচায়ে,—জাগরে শান্তি
ঝরাতে কন্দর্প-কান্তি
ভাতে ধরা 'পরি।

শিখালে—উন্মেষ হ'তে কেমনে শরণ-পথে
আশারে দুরাশা-ব্রতে
হয় দীক্ষা দিতে।
তোমার সাধনা-শিষ্য হ'য়ে মোরা শিখি—নিঃস্ব
পারে তার বুকে বিশ্ব-
সম্পদ চিনিতে।

(১৩)

দূরে মুগ্ধ নীলাম্বরে কে উল্কা ঝলকে ঝরে ?—
পাষাণে অনল ক্ষরে
পবন-সঙ্ঘাতে !
ম্লান শিলা দীপ্যমান হ'য়ে রচে তারা-গান
জ্যোতিষ্কের লভে মান
গতির প্রসাদে।
ধূসর অম্বুধি হয় লহমায় লাস্যময় !
অবর্ণে বর্ণের জয়
নির্ঘোষি' নিমেষে !
ডম্বিল উদয়াকাশ করুণায় স্বর্ণরাস
পাণ্ডুরে রঞ্জিত হাস
তাই আসে ভেসে।
তেমনি হে দূরতম, এসেছ বল্লভসম,
প্রিয়তম ! নমো নম—
স্নিগ্ধ-শ্রীচরণ !
অম্বর তেয়াগি' আজ নেমেছ কঙ্কর মাঝ
লও অর্ঘ্য রাজরাজ !—
নরে নারায়ণ !

দুরাশী

ধরা :

ওগো অ-ধরা স্বপন, ছিলে সুগোপন
কোন্ সে-কানন-কূলে ?
কোন্ মিলনী কৃপার পরশে ধরার
রক্তে উঠিলে দুলে ?
তব আশা-পথ চেয়ে গুনিত সে দিন—
মরম-মৃণালে তোমারি অচিন
কমলিনী লাগি' : তবু সে-বিবাগী
কমলায় ছিল ভুলে !
কেন তারি ভোলা মনে চমক-চরণে
এলে হেন ঢেউ তুলে ?

অ-ধরা :

আমি স্বপ্নপুরিকা— কেন নীহারিকা-
নন্দনে গাঁথি মালা ?
তোরি ব্যথার অতিথি তরে আমি নিতি
সাজাই বরণ-ডালা।
তাই দেখাই সন্ধ্যা মণিমন্দিরে
তারি তরে মোর ধ্রুবতারা-তীরে—
অমৃত-নূপুর রণিতে—বিধুর
মাটিরই বিরহ-মূলে :
দুলি' অমরাবতীর ছন্দে—মহীর
অন্তরে—আশা-ফুলে।

আত্ম-সমর্পণ

(লঘুগুরু ছন্দ)

নন্দন-দোলে বন্দন-বোলে
ভেসে চল্ মন, ভেসে।
ভাঙে যদি মন, স্বপ্ন—বিরহবন :
তুই চল্ জপি' মিলনেশে ॥

জীবনপন্থে মোহন মায়া
রঙীন ছন্দে ছলনা-ছায়া
বিরচে যদি মন,— নিশীথ-বন্ধন
দলি' চল্ অরুণ-স্বদেশে ॥

তুই ত' নহিস রে, আপন স্বামী,
বেয়ে শরণ-তরী—দিনযামী
চল্ রে তুই মন, সর্ব্ব-সমর্পণ
করি'—শ্রীচরণ-অশেষে ॥

পরিহরি' কালো—নীলবিবাগে
চল্ রে—আলো-দিশারি ডাকে !
পথের ভাবন পথে বিসর্জ্জন
দে অভিসারী বেশে ॥

অর্দ্ধ-নারীশ্বর

মনে পড়ে : তোমার কথায় উঠত ভ'রে বাল্যে বুক।
চাইত জীবন—অফুরন্ত—তোমার মিলন-মাল্য-সুখ।
যে-লগনে চেতন-নভে স্বপ্ন-তারা ওঠে নি···
প্রাণের মুখরতা ছাপি' নিভৃত মৌন ফোটে নি :
সেই লগনেই বন্ধু, তোমার বংশী উছল বাজল যে !—
ছুটল হৃদয় তারই পানে—তারই তালে নাচল সে !
সেদিন তোমায় চিনি নি তো ওগো অচিন, পরিচয়
হয়েছিল বাঁশির পথেই তোমার সাথে বিশ্বময়।
দীপত আশা কতই রঙে !—চুমকি সোনার জল্পনায়
কাজলিনী বুনত মায়া—কালো আঁখির আল্পনায় !—
তবু তোমায় চেয়েছিলাম,
প্রাণ-গহনে পেয়েছিলাম,
তোমার প্রদীপ জ্বেলেছিলাম
কিশোর জাগর-বাসরে ;
দুলত এ-মন নদীর ঢেউয়ে : চাইত হিয়া সাগরে !

২

ঢেকে যেত, মুরলীধর, কাঁপন তোমার মুখর মোর
জীবন-মেলায়·· রইত শ্রবণ সেই মূরছন-ধ্যান-বিভোর !
চূর্ণ-চমক লহর-লাস্যে নাচত মানস-তরণী :
অন্তরে, হে অন্তর্যামী, তবুও চরণ-শরণী

তৃষ্ণায় লাজ বাসত আমার লিপ্সা-লীলা ললিতা :
কাটত আঁধার—যবে উঁকি দিত তোমার সবিতা।
কল্পনে তার চিকিয়ে চোখে উঠত রাতির পরাজয়,
ফাল্গুনে তার রাঙত করুণ ব্যথায় অরুণ-বরাভয়।
সেই অভয়ে চিরঞ্জয়ী হ'তাম তীর্থ-রত্নাশায় :
অশ্রু-লগন হ'ত হিরণ চতুর্দ্দোলন-স্বপ্নাশায়!
তাই তো হে কাণ্ডারী কৃপার!—
মন্ত্রে তোমার ক্ষুব্ধ পাথার
ক্ষান্ত হ'ত শান্তি-বিথার
বসন্তেরই মোহানায় :
নীল দুরাশা ধরত বাতি ধূম দেয়ালির দোটানায়।

৩

তবুও হে মোর চিরসাথী, সাথী তোমায় জানি নি!
অমানীরেই মানতাম, হায়!—ভুলেও তোমায় মানি নি!
মিড়টি তোমার ডাকত—তবু কান পাতি নি গভীরে-
বহিরঙ্গ ফেন-তরঙ্গ-সঙ্গে মেতে অচিরে!
কিরণ-কলির তৃষ্ণা তাই তো মেলত না দল অন্তরে :
দিশা পেয়েও পাই নি দিশা—চাই নি ব'লে বন্দরে।
সুখের চেয়ে দুখের তিমির-তুফান-নাটেই মজে মন :
তাই চুমিত বিষেই বাতুল—ছেড়ে রাতুল শ্রীচরণ।
জানতাম সব রঙীন আশাই সোনার হরিণ হরিণী—
তোমার আশা না মিটলে : হায়, তবুও তোমায় বরি নি!
মরীচিকায় তাই তো নেচে
উঠত চরণ—নিতাম বেছে

পাণ্ডুরে—তাই ব্যর্থ বেজে
উঠত রজত-রাগিণী :
ছিলাম যে হায় জেগে নিশায়—তাই তো উষায় জাগি নি !

জাগিয়ে দিলে ধীরে আমায়—হে জাগরণ-শিখর মোর !
ভ্রান্তি-গুহায় কান্ত উষায় কাটল ধীরে ঘুম-ঘোর······
বন্ধ প্রাণের অন্তরে সেই ছন্দ-বরেই সূর্য্যভাস
বিছালে হে সর্ব্ব-প্রাপণ, তাই যাচিলাম সর্ব্বনাশ।
সর্ব্ব তখন গর্ব্ব-দীপে জ্বালত যে হায় আলেয়া !
ধ্রুব নোঙর তাই তো কেটে অকূল-বাগে প্রেম-খেয়া
ছুটল প্রশ্ন-তুফান চিরি'—তোমার তারা ঝঙ্কারি'
দীপল দিশা অনির্ণয়ে : নিভল জ্বালা, কাণ্ডারী !
বক্ষ-বেলায় রক্ত দোদুল স্বপ্ন অতুল রাঙালো :
পাংশু পথে অংশুমালীর পাথেয় ভয় ভাঙালো।
তাই তো নতিহারা নাবিক
ক্ষতির ঝড়ে জ্যোতির মাণিক-
মন্ত্র জপি' রত্ন-বণিক
হ'ল স্বর্ণ-সন্ধানে :
পাগল পথিক কাঁটাবনে চলল···অচিন কোন্ টানে !

৫

গান গেয়ে মন উঠল গুণী, শুনে তোমারি মুরলী !
পায়ের রশি পড়ল খসি' ছুটল অপার সুর-অলি—
উধাও পথে : রভস-রথে মলয় হ'ল সারথি,
মেঘ-জড়িমায় ঝল্‌কালো বেগ-বিজ্‌লি-বিভার আরতি।

মন্থর অছন্দ পুরে জাগল গন্ধ-শতদল :
আত্মরতি করল বরণ নম্র নতি সমুচ্ছল।
বাষ্প-ম্লানে হাস্যধনু বাঁকল রাঙি' পলকে,
চাঁদের সিঁথি-মৌর বীথি আঁকল জলদ-অলকে।
নিশ্চেতনে ঢললে চেতন বিষাদ-বেদন যায় মুছে :
প্রেম-মায়াবীর বাসন্তিকায় হিমেল ধন্দ তাই ঘুচে।
নির্ণয়নে যখন জাগে
দৃষ্টি-মেলন সৌর-রাগে—
ক্লৈব্য লাজে আনন ঢাকে
তন্দ্রা ওঠে চঞ্চলি' :
নীরস বেণুও হয় বাঁশি—পাষাণ উলসে সঞ্চলি' !

৬

ডাক দিয়েছ, ডাক দিয়েছ, ডাক দিয়েছ বন্ধু হে !
বিন্দু বলে বিস্ময়ে : "মোর অন্তরে কোন্ সিন্ধু-এ !"
যুগের জাঙাল যায় ভেসে তাই—পঙ্ক ফাটে পঙ্কজে !
নিসঙ্গ আজ সঙ্গী পেল : বাজল সুহৃৎ-শঙ্খ-যে !
তারায় তারায় বাঁধল সেতু ধ্বনির ডোরে মণি-স্তব :
ছাইল গগন গানে গানে, মৌনে রটে স্বরোৎসব !
পাতায় পাতায় হরিৎ স্নেহের তড়িৎ-আঁখি ফুটল যে !
কাচ গ'লে হয় সোনার সুরা : অস্বর্ণ-বাঁধ টুটল যে !
সুপ্তি-পুরে মুক্তি-জোয়ার নামল শ্যামল-সম্মানে :
অশ্যামল আর বন্ধ কারায় বন্দী থাকে কোন্ প্রাণে ?
মুক্তা কাটে শুক্তি-বাঁধন,
নিগড় হ'ল নূপুর-সাধন,

কন্দরও চায় মৌলি-রাধন,
পরল ফণী মণিহার :
ঐন্দ্রজালিক ! বহ্নিকণায় জিনলে যুগের অন্ধকার !

৭

বক্ষে আমার জাগলে যদি—চক্ষেও কি দীপবে না ?
ঊষা যদি করে শপথ—নিশার মায়া নিভবে না ?
ডাক দিয়েছ যদি গভীর !—আরো কাছে ডেকে নাও :
বাসতে আমায় শেখাও ভালো, দিতে—শুধুই দিতে দাও।
আলোর পতি ! কালোর ব্রতী তোমায়ও যে দিতে চায়
এ-ও তো করুণায় তোমারি : নইলে কি সে সাহস পায় ?
যে-ফুল তুমি ফুটিয়ে তোলো—সেই ফুলই বন অঞ্জলি
দেয় চরণে ফুলেশ্বরের···সিন্ধু ওঠে সঙ্কলি'
স'পতে বারি ব্যোম-চরণে—তাই তো গগন উদ্ভাসি'
বিচ্ছুরে তার ঢেউ-মুকুরে—তাই নিধি নীল সন্ন্যাসী।
তাই তো উদার সেথায় ফলে,
চন্দ্র সূর্য্য দোলে গলে,
তরঙ্গে রং-মশাল জ্বলে,
তোমার প্রেমেই রসাতল
মাগে গোলোক-রাখী : জাগে পঙ্গু বুকে তুঙ্গবল।

৮

তাই তো সাথী-রূপে তোমার চাই দিশারি, মিতালি :
আপ্‌নারে স্বর-রিক্ত জেনেও নিত্য রচি গীতালি।
শুধুই আমি চাই না তোমায়—তুমিও-যে আমায় চাও :
সেই চাওয়ারি আকাশ-বাণী জাগিয়ে বুকে তাই ধাওয়াও।
তাই তটিনী লহর-মালার লিপি পাঠায় অম্বরে ;
শঙ্কিতও হয় অশঙ্ক—ধ্যান করি' শিব শঙ্করে।

তাই তো নিঃস্ব চায়, নিখিলেশ, তোমার অমর বরদান :
তুমিই তারে মান দিয়েছ—তাই সে করে অভিমান।
তুমিই গুরু, তাই তো শিষ্য দীক্ষা যাচে বিশ্বময় :
তুমিই আসো মা হ'য়ে মা, তাই তো হ'তে চাই তনয়।
দেব ও দেবী হ'য়ে আজো
স্তবন-সুরে তুমিই বাজো
যুগল-তালে তুমিই নাচো—
তুমিই নটী—নট তুঁমি :
তোমার ছোঁওয়ায় পুণ্য অধর—তাই দোঁহার চরণ চুমি।

৯

তাই তো হেরি' মূর্ত্তি রাসের তনু-মন-প্রাণ ভোলে :
বিরহেও মিলন দোলে—অচিন হিরণ-হিল্লোলে।
মা হ'য়ে যে ডাকলে, গুরুর ছন্দে গাইলে মন্ত্র-জয় :
অস্তে উদয় তাই রাঙে—হয় বন্দী-বুকে শঙ্কা-লয়।
পড়লে—কোলে তোমার তুলে নেও টেনে মা, তাই তো গাই :
"আমার পতন খেলার স্খলন—চির-চ্যুতি কোথাও নাই।"
পুত্র সনে পিতার চেনা : নরের সনে নারায়ণ !
কন্যা-মাতার কথা : নারী-নারায়ণীর আলাপন !
সুখের দুখের মালাবদল হয় তোমাদের কুশলেই :
যুগল এলে একটি রূপে, একটি রূপ—ঐ যুগলেই।
তাই তো লক্ষ হানাহানির
বুকেও মিলন-কানাকানির
স্বর শুনি—মন-জানাজানির
মুকুল ওঠে মঞ্জরি' :
তাই ভীরু হয় দুঃসাহসী—সিন্ধু তরে সন্তরি'।

১০

নয়ন-পুটে অশ্রু ছোটে, প্রেম ভরে আজ বুক—সুধায় !
কৃতজ্ঞ গান কণ্ঠে রটে—অরূপ নামে রূপ-ক্ষুধায় !
সুপ্তি ঢুলে স্নেহ ঢালে ক্লান্তি-ভালে···কী শান্তি !
নির্ভরসায় নিষ্ঠা জাগে···অসুন্দরেও শ্রীকান্তি !
ধূলায় মাথা ঢলে···স্মরি'—ধন্য কৃপার নেই সীমা :
আজ সে পুণ্য রজ—চুমি' দুহুঁর চরণ-দীপ্তিমা ।
নিবেদনের মর্ম্মকোষে জাগে আজ এ-কোন্ চেতন ?
সব দেওয়ার এ-ছলে সে পায় সব পাওয়ারই সঙ্কেতন !
তোমার বিভায় দীক্ষাগুরু, আজ হেরি দেব-প্রতিভায় !
তোমার প্রেমে অপ্সরী মা—মহেশ্বরীর মহিমায় !
বিধুর পঙ্ক পঙ্কজিল !
অছন্দে কে ছন্দ দিল !
দেবদ্রোহী মঞ্জরিল
আত্মদানে পল্লবি' !
উষর-বুকে বাসর-যুগে জাগল কে—ফুল-উৎসবী !

১১

আজ এলে যে সুরেশ্বরের সুরেশ্বরীর স্যন্দনে—
অশোক লোকের অমোঘ আশীষ বুনতে বেদন-নন্দনে !
যুগে যুগে এম্‌নিই হয় : ঘনায় বাদল···দিক্ আঁধার !
পুঞ্জ কালোয় ঝিলিক হেসে সৌদামিনী—যুগ-বাধার
লুপ্তি সাধে এক লহমায় : পরাভবের পরাজয় !
দিগ্বিজয়ীর ইন্দ্রজালে অন্তরালের বরাভয়
নেত্রপথে উদ্ভাসে—হয় মনে : এ-সব অঘটন !
অসম্ভবে তাই না রটে স্বয়ম্ভবার উদ্দীপন !

তনুতে অতনু নামে—দ্যুলোক নামে ভূলোকে :
সুরশ্রী বেসুরে নামে আরাধনার পুলকে ।
তাই না আসে কুসুম কাঁপন !
হয় দূর অশুচির বাঁধন,
যায় থেমে সব ফেনার মাতন
অকল্লোলের কল্লোলে :
তাই তো এলে অন্ধ মোহে মন্দারেরই হিল্লোলে ।

১২

এই শুধু আজ কোরো—যেন সব দিয়ে চাই সর্ব্বেশে :
ফাঁকির যেন না থাকে ফাঁক—আত্মদানের নির্দ্দেশে ;—
পারি যেন বাসতে ভালো আলোর-আলো-বরণে ;—
সঁপতে যেন পারি আমার সব তোমাদের চরণে ;—
স্বত্বলেশের রেশও না রয়—সর্ত্ত যেন পাসরি :—
"তুমিই এলে যুগল-লীলায়"—বাজল যবে বাঁশরী ।
যার জপনে বিশ্ব যাপে স্বপ্ন-ব্রত-বেদনা—
সেই তারণের ডাক এলো যে : এখনো ঝাঁপ দেব না ?
সুখের তরে বুকের চরে কাঁদবে আজ আর কেমনে
কাঙাল ক্ষুধা ?—বিপুল-সুধা-তৃষ্ণা জাগাও চেতনে ।
অল্প-শোভার শিল্প-ফুলে
মন যেন না ওঠে দুলে
সূর্য্যমুখী চায় বিপুলে
ঊর্দ্ধ যুগের মন্ত্রণে :
ফুটবে সে আজ দীপঙ্করী দীপঙ্করের বন্দনে ।

সমাপ্তিকা

পত্রাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

কৃষ্ণপ্রেম

(রোনাল্ড নিক্সন)

মহেন্দ্রনাথ

রাহানা

দিলীপ

APPENDIX

LETTERS

by

SRI AUROBINDO
KRISHNAPREM
(alias RONALD NIXON)
MAHENDRANATH
RAIHANA
DILIP

When, a few years ago, I appended a bunch of letters to my maiden book of verses, Anami, some aesthetic friends—who would have poetry undiluted with philosophy – protested. Nevertheless these were received by many a spiritual seeker with an unmistakable enthusiasm: the cordial reception accorded by him to Anami was not a little attributable to its letters which acted like a commentary as it were to the spiritual philosophy and vision embodied in its poems. Like D. H. Lawrence I am loath to believe in the piecemielism of so-called aestheticism, as I feel that life is one organic whole where philosophy and poetry thrive best in a spontaneous weld of harmony. Harmony, not amputation however deft, is the cry of the modern age. This is the raison d'être of the letters of Anami's successor.

There is another reason besides: to-day true spirituality is often enough, alas, confounded with spurious sectarianism and hidebound conventionalism: mental obscurantism too often muddled with psychic faith. Furthermore, thanks to Western ideology, in winnowing out formalism from the kernel of spirituality we, not unoften, throw away the grain with the chaff. These letters will, I trust, bring this fact into a bold relief. They will exemplify, that is, how in this world of labyrinthine controversies those who tread the "razor-edged path" are yet agreed on essentials—their fundamental differences of nature notwithstanding. For leaving out Sri Aurobindo who is beyond all categories, the correspondents here are very different from one another in point of education, temperament and tradition of mental moral and spiritual culture.

Srimati Raihana, the famous musical daughter of the celebrated Moslem patriot Abbas Tyabji of Baroda, unexpectedly received the grace of Krishna though her own religious culture was different: Krishna's light made her

flower into a remarkable composer and poetess. Her outlook on life and spirituality is, naturally, greatly tinged by her *bhakti,* devotion and artistic temperament.

Sri Krishnaprem alias Ronald Nixon, who was an English Professor of Lucknow, was suddenly called to Krishna: he threw up everything that men value all the world over in order to become a Vaishnava. He is already esteemed by many mystic seekers as one of the rare appraisers of spiritual values in India.

Sri Mohendra Nath Sircar, Professor of Philosophy of the Présidency College, Calcutta, scarcely needs an introduction to our intellegentsia: he has won his eminence of late in Europe where he is regarded as one of the ablest exponents of mysticism and spiritual philosophies of different sadhanas, whose exegeses, "Hindu Mysticism" and "Eastern Lights", have elicited the admiration of a great many Western scholars and seekers after Eastern Wisdom.

Lastly, be it noted that these letters are intended, incidentally, to throw some light on Suryamukhi's poems like those on Guruvada, Avatarvada, etc., as did those of its predecessor, Anami. This I don't say as an apologist. I don't feel that any apology is called for: I do believe that all seekers of Truth who regard spiritual poetry as visioned truth will be glad to know something about the sources of the inspiration in intellectual terminology. I say all this so as to make these letters, if possible, more acceptable to those who, like Sri Aurobindo, look upon poetry as one of the worthiest vehicles *"for spiritual truths and experiences of all kinds"* as well as to present in an informal way the yogic view of life and art, reason and faith, culture and sectarianism, world and other-worldliness.

D. K. R.

Om

Baroda

30.12.35

MY DEAR DILIP BHAI,

I have been reading the books of Dr. Stanley Jones and today I came upon this sentence: "I love and respect Buddha, but I am sorry, I can't respect Krishna. I wish I could." Now, why can't he? I have been thinking and I feel that India is to blame for this, not Dr. Jones. Look at his books! They are appealing, they are challenging, they are powerful. Why? Not only because he is whole-heartedly devoted to Christ, but because he interprets Christ, presents his character, drives home the personality of Christ, with a sanity that must strike any rational person. Add to that the interpreter's devotion which must make its appeal to any sensitive heart. He doesn't merely talk about Christ: he talks about *his* Christ, *your* Christ, *my* Christ. Now why can't we, why *don't* we do the same about Krishna? The Christians talk about the *character* of Christ; we merely rave about the *beauty* of Krishna! The Christians proclaim from the house-tops what Christ has meant to *them*, personally, intimately—in everyday life; we merely indulge in rapturous mysticism! I feel there must be something wrong in *us* if a man can stand up in our market-place and dare to say: "I cannot respect Krishna". It has made me think. Many others have said the same thing: people are always saying it. Why? Is there nothing in Krishna that might win the *consciences* and *minds* as well as the hearts of men? Is He not fit to be an ideal and yet a practical

Guide and Example for men? If He is, then why this universal ignorance about Him? I feel that we are ourselves to blame. A framework of passionate imagery and symbolism has been built up around Him, so that He in His real nature can be hardly seen. From the legends one would think He was merely a cheap magician. True, the writer of it was merely indulging in overimagery or symbolism if you will, but this is an age (don't you think?) that insists on calling a spade a spade. No one has the time to *think out* what the poet meant when he talked of broken pitchers and stolen curd and playing pranks with the Gopis. Look at our *thumri* songs. To judge from them, Krishna did nothing but break pitchers and badger and discomfit poor young girls who were going respectably about their business! And I feel it is because we insist on sticking to this outworn symbolism, when everybody is clamouring for plain speech, that Krishna is so misunderstood and misinterpreted in the world today. Those of us who have come in contact with this altogether Perfect Person, whose lives and natures have been utterly transformed by Him, begin to divine the truth behind the symbolism of those ancient poets and chroniclers. But what about the others? Dr. Jones' books have really taught me much. I see that his appeal lies in just this, that he concentrates wholly on Christ as *Christ*, and refuses to bother about the beauty and grandeur of his *character*. I wish, Oh how I wish, that some scholar-devotee would present Krishna to the world as these people present Christ!—Not as Yogeswar merely, but as Man, as Friend, as Brother, as Son, as Teacher, as Saviour. Not merely as the Krishna of mystic experience, but as a Krishna *Concrete*, approachable by the humblest and

lowliest and most sinful, a real Person who *really* loves each individual in the world and has power to raise and save him. We, who have touched his feet if only in a dream, *know*: but alas, most of us cannot speak, and those who can, won't. *You* could. Sri Krishnaprem could. Christ has thousands of torch-bearers. Why hasn't Krishna? *I* would speak! Wouldn't I just, if I only could! But I can't. I am only a humble *bhajan* singer, and those, who stand up and say unchallenged: "We can't respect Krishna" are scholars to their finger-tips, who have a tremendous amount of solid knowledge to back their emotional appeals. I have seen what huge audiences bow their heads and listen in a shamed silence while an Evangelist like Dr. Jones stands up and challenges them to show him anything like *his* Christ in the whole range of their scriptures and experience. They don't *know*. I have seen crowds surging around him, eager for the waters of life which he claims he can dispense to all if only they will give themselves to Christ. And Christ *appeals*. Christ appeals, undoubtedly and inevitably, because, along with his divinity is presented a humanity so utterly irresistible that no man born of woman could withstand it. It is the method of *presentation* we lack, at least so it seems to me. People can *love* a Man while they can only *adore* a God. Moreover these people have an answer, ready, to the first question every one would and does ask: "Have *you* experienced Christ as you say He can be experienced? "Yes", say the evangelists and proceed to share their experiences with everybody, without cavil or hesitation, which is utterly convincing. No talk of *adhikari* or *anadhikari* (the elect and the uninitiated) with them. Everyone can go and ask for God and everyone can receive Him.

Nothing obscure, nothing mystic. No terrible austerities or *tapascharya,* no effort for lives upon lives. If Christ is allowed to save thus, in the twinkling of an eye, why not Krishna? Why is He locked up within our hearts, like a secret too precious to be shared with the very world He came to save? Why is *He* not held up like a lamp in this all-encompassing darkness that chokes and stifles mankind? Why is *He* not taken into huts and into palaces and into councils and into every nook and cranny of human life? If He is not for everybody then what is the good of Him? He is presented as a rake, like a Don Juan; he is presented as unscrupulous, shifty and a double-dealer, like a politician; he is presented as an advocate of war and butchery, like a militarist. In short, he is presented as Power without any Morality whatever! Hang it all! What has India been doing all these years? The thing makes me crazy. It is intolerable. We have taken His Flute and crammed it full of imaginative rubbish, so that now, when men need a friend and saviour they run helter-skelter to Christ. "Music", they say, "we feel—Krishna's ineffable music". That's all very well, but mere music can't fill hungry souls hungry for something more concrete. We've tampered with His melody and it has lost its charm.

Dilip bhai, why is this? Has He no *bhaktas* or devotees who will stand up for Him and talk in a language that the whole world can and will understand? Is there no loyalty left in us? *What* is it? How has India allowed this to happen? I feel that perhaps we deify our Great Ones so much that all lovable, tender, appealing humanness is—shall we say—*mysticised* away, mysticised out of them? Christ preached to the fishermen of Galilee: Krishna lived

and played among the Gopis. But whereas the Christians insist that the fishermen were quite ordinary men and so glory in the potency of the Spirit they received, we go about saying that the Gopis were predestined, highly advanced souls and so destroy the whole force and significance of the "Gift of the Spirit" they received. If the Gopas and Gopis were not mere ordinary persons but Devas and Devis (gods and goddesses) where is the wonder of their being transformed into love and devotion incarnate? Surrender to Christ, say the evangelists, and you will be made all over new. The Gopis *did* surrender to Krishna and were made all over new, as thousands of Gopis are being made to-day. Only we turn it into a Divine *lila* · something quite supramundane and magical—and leave it at that: whereas it is the most everyday, the most ordinary, the most inevitable affair in the realm of the spirit. This tremendous spiritualisation of the Gopis—was it merely a whim of the Lord? "But, ah! the Gopis!" we say, "*they* were different! How can *we* hope for such mercy?" That is the attitude I have always found among our people. And I am convinced that it is wrong. The Gopis were ordinary folk like ourselves: only they surrendered wholly to the Divine and got Him. So can we. It that is not so, then the Gopis are no good whatever to us. "Surrender to me" says Krishna to Arjuna, "and thou shalt find me". Quite so. And the concrete example of that is the Gopi. So on with everything else. Why can't we just take the facts, unembellished with a legendary imagination and imagery, and see Krishna, so to speak, *naked*? Let us have the Person in Himself: the thing in itself. And *then* let us see whether Krishna compels respect or not. I am not afraid: Krishna does not need an

apology. All He needs is, as Dr. Jones says of Christ, "an introduction".

But I really forgot I was writing to you and simply went on talking to myself: I wrote just as the thoughts came. Tell me what you think. So far I have been content with my Krishna. But now I feel that the world needs Him too. And when I read or hear such blasphemy, and see clearly that we ourselves are to blame for it, it hurts me.

Khuda Hafiz my brother. Love to you and most loving pranams to our revered gurus,

Ever affectionately yours,

RAIHANA

(Kumari Raihana Tyabji is the daughter of the famous Mussalman patriot Abbas Tyabji Sahib of Baroda.)

Om

Sri Aurobindo Yoga-Asram,
Pondicherry.
6.1.36.

MY DEAR SISTER RAIHANA,

Your beautiful letter moved me. Do you know why? Because I felt there my own similar throb for the Beauty of Krishna—my similar sense of loyalty to Him whom I too had learned to love *first* in my childhood through my groping for the Lovable in life's quest. But no, it wasn't that merely: I was moved also because I felt a common bond of deep sympathy with you through the bond of a common love-offering to One who, like a touchstone touches all the alloys of life into gold, because it was

through our music first (the bhajan songs of Krishna) that we both learned to love the Elusive Truant who *preludes* his love by *eluding* as says the song of the Vaishnavas. But doesn't this very fact prove once more, for the millionth time, how Krishna is not for any *one* sect, not to be treasured by any *one* race or coterie? Doesn't this prove once more, for the millionth time, that He, the Supreme Lover reveals Himself to all who seek Him—and for all times? Otherwise how is it that you who have been born to another religion and different traditions of worship have been pierced through with this sense of loyalty as you put it to One who *is* difficult to understand, being essentially unencompassable by the logical-moral intellect which blinds still more through the mists of formalism in religious ardours? Forgive me, if here I am still an unrepentant believer in what you seem somewhat to disapprove: I mean in *adhikari-bheda* or the doctrine of the elect. Even Christ, however, hints about the truth of this doctrine when he says that many are called but few are chosen. Do what you would sister, you could not deny this: you could not, that is, deny that there *is* a distinction between those who have received Divine Grace which "makes the blind see and the mute declaim" and those who have not. In Krishna-worship, too, the same thing: those on whom His grace has descended feel in a moment, as you yourself do, the transforming influence of His Beauty which overpasses all provincial, continental, racial, credal and above all mental and moral conceptions of right and wrong. Those on whom it has not, spot, like Dr. Jones, only shadows and blotches in the unhorizoned vista of His Personality.

If you admit this, as you must being a worshipper of

Krishna, then why this pre-occupation with what others say, especially those who have not had the good fortune to "touch His feet" of Grace, to have their outlook and life "utterly transformed by Him" to quote yourself? Why worry about the outlook on Love of those who have not experienced Krishna as the Wizard of Divine Love manifesting in the human, why try to emulate them even vicariously through other similar champions of Krishna-hood as against Christhood? I would hardly care for such traducers' "blasphemy" (I don't, by the way, believe in the Christian conception of blasphemy) since I feel that Krishna, unlike Dr. Stanley Jones' Christ, needs no such insistent "introduction" at the hands of a neo-Vaishnava missionary, not on such pugnacious lines anyhow with a distinct *parti pris* in favour of man-made mental morality. Besides, since Krishna *is* a "Perfect Person" as you so aptly put it, why mind the imperfect *"blasphemies"* of such Christian protagonists like Dr. Stanley Jones? Why not answer by an amused smile their blind insinuations implied by their pseudo-polite and charmingly liberal "in-ability-to-respect-Krishna"? Can't you see that such people need more pity than refutation just as a physical cripple does? They are mental cripples, being unable to conceive of the Divine except in the forms and patterns of His manifestation to which *they* are habituated. Don't you smile at children who look upon every stranger as an untouchable or at Jingoes who imprecate every foreigner as being inferior, alien and incomprehensible? Don't you realise that these people have distorted the little Illumination that has infiltrated into them in spite of themselves, having spoiled it by the blurs of their mental and moral rigidities?

What? I am too hard on them? I am not. For have they not done far more harm than good the world over by such intolerance in the name of religion? Have they not conceived the Divine in their little human image? Have they not invested Him, the *Avrana,* the Scarless One, with all their little apostolic prejudices in the name of benevolence so as to hug the Resultant as the Immaculate Conception of their taintless Humanity? As if the conception of Perfection of Christ who exhorted us to be "perfect" as the "Father in heaven is perfect" could ever tally with the conception of perfection of His militant missionary sons of the ultra-modern brand! As if the authentic Divine Perfection could possibly so contract itself in order to be harnessed with their trappings of moral and ethical injunctions! What do the respect or disrespect of such limited prophets signify to Krishna or for that matter to any of His humblest devotees? Do they not know what their Beloved said in the Gita?—

"Naham Prakashah sarvasya yogamaya-samavritah." ("I do not reveal myself to all and sundry most people having their vision clouded by maya—illusion").

So they do not need to defend Krishna knowing that such clouds can be lifted only by the Divine Grace and not by a modern proselytising ardour however humanly flamboyant. They care little for the mission of proclaiming that Grace either from the "house-tops" or, which is still more convincing, through the blare of the ubiquitous radio. They know that the Divine loves their love, but not through any predilection for their much-vaunted intellectual championship of His cause. At least not of those self-chosen "torch-bearers" of His who flash their little loves by their great intolerances, who catch His

fugitive rays only to distort them by the broken facets of their cherished mental and moral prisms. You talk of your being but a "poor bhajan-singer"! But believe me, sister, Krishna would far rather incline to such paeans of simple love than to the complex thunders of these scholars' championships armed cap-à-pie to scare people into the folds of Christianity. For Krishna is nothing if not compassionate, all-comprehensive and tolerant. That is why he has said in the Gita: "Ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham" ("I reveal my grace in the different forms and aspects solicited by different seekers"). And should He ever wish any of His devotees to "proclaim Him from the house-tops", rest assured that He would give them that "adesh" (command) not through such twilit mental conceptions of duty and loyalty and militant missionarism, but through a luminous and radiant revelation of love and compassion that cascades from the avalanche of His Grace. So let us not worry about what Dr. Jones and his henchmen say. If we must learn from them, let us learn to avoid the way *they* do good: through their proselytising gush with a blindness that would be irksome if it were not so piteous as a physical chronic ailment is. That is why they think that they can honour the Divine in one form by dishonouring Him in another. That is why they cannot, will not, see the Krishna (to quote Sri Aurobindo) "of the great and boundless and sovereign spiritual knowledge and power of realisation of the Gita", the Krishna "of the emotional force, passion, beauty of the Gopi symbol and all that lies behind it of the Bhagavat", the Krishna of the "many-sided manifestation of the Mahabharata". You say there is something wrong with us when we allow such people

to cry aloud in our market-place that they contemn Krishna. But don't you think that there is something more than wrong with those who consider it heroic to say such things, who persuade themselves that to adore some Godhead tellingly you must revile another, who set so much store by making even the soul's shy sanctuary for worship a hot arena for the exhibition of "challenging" feuds in the demagogic vein? Happily for us, we sit at the feet of a guru, a God-lover who is above such crusading acrimonies and Chauvinistic bigotries. He wrote on reading your letter: "There is no gain in putting Christ and Krishna side by side and trying to weigh them against each other. That is the besetting sin of the Christian mind: they cannot get altogether free from the sectarian narrowness and leave each manifestation to its own inner world for those to follow who have an inner drawing to the one or to the other". That is why he is Sri Aurobindo.

Too true. Why on earth such comparisons with obvious sectarian axes to grind? "Many are the roads which lead to the same goal", said another great God-lover, Sri Ramkrishna, "and the different manifestations and Godheads of the same Divinity appeal differently to different people according to their respective capacities and temperaments". His favourite simile was: "The Mother prescribes different diets for her different children, to one she gives rice, to another curry, to yet another bread and water--each according to his need and with the same love". Therefore why not suffer Dr. Stanley Jones proclaim even in *our* market-place the glories of *his* Christs and St. Francises and St. Theresas and St. Augustines, if he feels such a great call to convert us? Only let us be on our guard: let us not take a leaf out of his book

and say: "But we too, sir, cannot respect your Christ", for we not only respect him but revere and love him even as we revere and love many other prophets and martyrs and saints of every other religion. No, we shall not say that—not even for the pleasure of dogmatic retaliation or the thrill of dialectical pugilism. For we do admire all Christs and Assisis no matter where they are born. Only we would remind their adherents that such ways of winning people over do not even pay in the long run: humanity has outgrown such ways of 'fistical' conversion. For all true conversions are brought about by love and not by combative strident arguments adduced winsomely by scholarship and dialectical skill. These titillate, whereas the soul follows only when a great thirst is slaked and not by the lead or ordinary arguments (or extraordinary either for that matter) flaunted by ordinary humans no matter how super-human and over-awing their scholarship, eloquence or rhetoric.

So why torment yourself over their calling Krishna immoral and shifty and what not? Was not Christ himself denounced as a corrupter of the public by many similar wiseacres in his time? Was not Socrates similarly misunderstood? And doesn't Dr. Stanley Jones himself smile Christianly at such traducers of Jesus of Nazareth if not of Socrates? Let us imitate him there and smile back at him as one similarly ignorant of the A B C of spiritual truth, which all true mystics have known from times immemorial: it is that the laws of the Spirit cannot conform to the laws of the mental and moral man, the former being essentially the vibrations of a superior consciousness, and as such may not adapt itself to the narrower moulds of the latter which is an inferior

consciousness. The supra-intellectual cannot truckle to the dictates of the intellect, any more than intellect can truckle to the laws of the life of blind instinct. And to show that one who has achieved such a consciousness can not only "respect" Krishna but love and adore Him, I will quote to you the magnificent poem "Krishna" written by the great Yogi poet A. E. who, rightly regarded as one of the greatest mystic poets and seers of this age, saw in Krishna what Dr. Jones could alas, never see, because the latter possessed only the rushlight of formalism while the former had (to quote the Upanishadic paradox) "the Light that sees, not merely a light that is seen" :—

KRISHNA

I paused beside the cabin door and saw the King of Kings at play,
Tumbled upon the grass I spied the little heavenly runaway.
The mother laughed upon the child made gay by its ecstatic morn :
And yet the sages spake of it as of the Ancient and Unborn.
I heard the passion breathed amid the honeysuckle-scented glade,
And saw the King pass lightly from the beauty that He had betrayed ;
I saw Him pass from love to love : and yet the pure allowed His claim
To be the purest of the pure, thrice holy, stainless, without blame.
I saw the open tavern door flash on the dusk a ruddy glare,
And saw the King of Kings outcast reel brawling through the star-lit air :
And yet He is the Prince of peace of whom the ancient wisdom tells,
And by their silence men adore the lovely Silence where He dwells.
I saw the King of Kings again a thing to shudder at and fear,
A form so darkened and so marred that childhood fled if it drew near :

And yet He is the Light of Lights whose blossoming is paradise,
That Beauty of the King which dawns upon the seers'
enraptured eyes.
I saw the King of Kings again a miser with a heart grown cold,
And yet He is the prodigal, the spendthrift of the Heavenly gold,
The largesse of whose glory crowns the blazing brows of
cherubim,
And sun and moon and stars and flowers are jewels
scattered forth by Him.
I saw the King of Kings descend the narrow doorway to the dust
With all His fires of morning still—the beauty, bravery and lust:
And yet He is the life within the Ever-living Living ones,
The ancient with eternal youth, the cradle of the infant suns,
The fiery fountain of the stars, and He the golden urn where all
The glittering spray of planets in their myriad beauty fall.

Yet this is but one side of Krishna's multiform greatness: namely, that of his being superior to all human conceptions of right and wrong, of morality and immorality, of His being beyond all human understanding which tries to gauge him but can't—which is so beautifully exemplified by the parable of his foster-mother Yashoda trying vainly to bind the child Krishna with a huge long rope she had at hand. But even this single aspect of Krishna sent the great Irish poet into ecstacies. But I wonder if Dr. Jones will see anything in this poem either! Or rather, *can* he?

With love dear sister, from affectionately yours,

DILIP KUMAR ROY

P. S. One word. You seem to be more browbeaten than impressed, sister, by Dr. Jones' scholarship which you style "convincing", thinking that powers

of persuation carry the day when backed by such wordy missionary ardours. But do they? I wonder. To quote Dr. Jones himself from his popular book "The Christ of the Indian Road": "It is a most significant thing for India and the world that a great people of amazing spiritual capacities is seeing, with remarkable insight, that Christ is the centre of Christianity, that utter commitment to him and catching his mind and spirit, and living his life constitute a Christian". We agree provided there is a life of such "utter" commitment to Christ. But do the Christians live such a life in the West that is so explosive, war-mad, world-exploiting, avaricious, vital, aggressive and clamorous for personal advantages of every conceivable description? Remember the kernel of Christ's sermon on the Mount: "Give all thou hast to the poor and take no thought of the morrow": do Christians in the West live up to it? Is greedy, colonising, gas-warring Europe--so frantically competing for the Charnel-house through the holocausts of all human ideals—showing any faintest signs of willingness to incline to the *"meek"* Christ, the *"non-resisting"* Christ, the *poor* Christ who coveted not? You can't judge of European Christianity by a St. Francis or St. Teresa any more than you can tell a summer by a swallow or two. That is why Sri Aurobindo smiled on this part of your enthusiasm and wrote to me: "But is it a fact that Christ has been strongly and vividly lived by Christians? Only by a very few, it seems to me". Who that knows the rapacious West of to-day and who agrees with Dr. Jones': "As Christ gives all, he claims all" but will smile at his simultaneous naive assurance: "Yet Christ is living today" (ibid). Is he indeed? But where? Surely not

in the West of aggressive materialism with a complacent lip-homage to Sunday Churchianity masquerading as Christianity ; surely not in the West which before setting its own house in order comes out to save others ; surely not in the West whose missionaries—anything but "meek"—proclaim, as does Dr. Jones: "To be accepted as teacher was the goal of my hopes". To people with such an incurable itch to teach and to convert you hope (do you?) to carry the message of Krishna's spirituality, whose first and last word is complete surrender not only of greed and lucre but of all conceptions mental and moral—"sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja" (Abandon all laws of conduct and take refuge in me alone)! No wonder the liberal Doctor of Divinity finds himself unable to "respect" such a Krishna. No wonder he and others of his "proper" type are scandalised by the surrender even of *pudeur* by the Gopis (as exemplified by the parable of Krishna's stealing away the clothes of the bathing Gopis) who, by the way were not ordinary people—women who were equal to this even, for the Divine! That is why Sri Aurobindo wrote: "The Gopis are not ordinary people in the proper sense of the word: they are embodiments of a spiritual passion extraordinary by their extremeness of love, personal devotion and unreserved self-giving. Whoever has that, however humble his or her position in other respects (learning, power of presentation, scholarship, external sanctity etc.) can easily follow after Krishna and reach Him: that seems to me to be the sense of the symbol of the Gopis. There are many other significances of course—that is only one among the many."

But how on earth do you propose to carry this home to the Westerners whose consciousness is focussed on physical well-being and reason which appeals to "good sense" and ministers to "success" through worldly vital life with all its immediately verifiable guerdons and thrills? The truths of such surrenders are not immediately verifiable through pragmatic reason. These *have* to be lived for "lives upon lives" to be realised through a resultant evolution of consciousness. The mystery of Divine Love, whether through Christ or Krishna, cannot be solved by explanations however scholarly or adroit. It is not a problem of "presentation" either: it is a problem of soul-thirst—for Truth, for Love, for Knowledge. He who has it finds Krishna. He who hasn't, is merely bewildered when the nature of Divine Love is revealed to him. That is why Krishna said in the Gita: "Na buddhibhedam janayet ajnanam karmasanginam" ("The Wise will not create confusion among the rank and file of ignorant people attached to unenlightened works"). For Krishna as one of the supreme authors of spiritual wisdom knew that so long as the reign of Ignorance (yogamaya) prevailed, the Message of Knowledge would but make confusion worse confounded. You talk of a quick panacea to age-long evils. Pious wish no doubt, but alas, impossible in this heterodox world of ours, where men are not born with equal capacities for Truth, least of all for the high Supra-moral and Overmental Truth which Krishna came to establish on earth. That is why Krishna said that only one in a thousand was a true seeker of Truth and that it was only after many lives that the Wise might attain to Him. ("Manushyânâm sahasreshu kaschit yatati siddhaye . . .

Bahûnâm janmanâm ante jnanavân mâm prapadyate"). This may hurt Christian missionaries who love to foist on all here and now their easily achievable, limited, mental and moral conception of a Divinity as the essence of the Supreme. But unfortunately it is not the business of Truth to lay unction to our cherished prejudices, but to lift, to purify, which, however, it achieves not in ways like those of parochial championships. And this truth in Jesus would lift us more effectively if the Christians would but let Christ speak to us direct through the still small voice of the gospels in stead of through the loud-speakers of a militant and partisan missionary ardour. When I hear pulpiteers like Dr. Jones I can truly sigh with philosophers like Amiel who said: "On a ôté mon Saveur et je ne sais où on l'a mit". (They have filched me of my Saviour and I know not where they have laid him.) Don't you, sister?

D. K. R.

MY DEAR DILIP BHAI,

Oh! how very badly I seem to have expressed myself, and what a lot of trouble I have given you, making you answer questions which I never dreamt of asking. Forgive me: I never never dreamt of advocating comparisons between Christ and Krishna. To me also all the great ones are manifestations of the same Truth and each one is complete and perfect in himself to be wholeheartedly loved and reverenced. But the fact remains that thousands of hearts *are* asking questions to-day without getting answers because we have turned our spiritual kitchens into close preserves. I still feel, Dilip bhai, that those who are thus barred out are either turning

away despondent, or else going to missionaries, who are giving them a life-giving truth based on a deadly falsehood: that only Christ is real and all others are false. It is this falsehood I object to, that is all. However, let that pass.

I read your letter again and realised, with intense interest, that you and I are looking through the opposite ends of the same telescope, so to speak. You speak of the Gopis: I—of Krishna. You speak of *their* love: I—of *His* lovableness. You speak of *their* adhikar: I—of *His* mercy. You appeal to the *Raasa*: I of the *melody,* irrestibly alluring, with which He drew them to the *Raasa*. Dilip bhai, if I am wrong, blame my experience, not me. For I love Krishna, not because *I* am loving, but because *Krishna* is supremely lovable: how can I help it, He being what He is? I feel, it matters nothing, less than nothing, what *I* am: Krishna being Krishna, I must be a Gopi. I simply can't help myself: If I were a stone, a sword, a tiger, a piece of dried hide, a very ghoul, I must still love Him because He is heart-bewitching, *manamohana,* first, last and every time, all the time. And herein lies for me His greatness: the Gopis are Gopis because Krishna is Krishna. In my own life I have vividly felt this and all thoughts of adhikar and non-adhikar have left me. To *see* Krishna is to become an adhikari: if adhikar means love and adoration and being obsessed by Him. "Yes", you might ask, "but how do you see Him in the first instance if you are not an adhikari?" And here is where Divine Grace comes in. Divine Grace for me has simply meant Krishna's playing the Flute as I lay sleeping (and not dreaming of Him either). I heard, I ran, I saw—and was most completely

and blissfully conquered. More than that I do not know and cannot say . . . . "A. E.'s" poem on Krishna is truly wonderful! Krishna, Krishna everywhere! How can I thank you for troubling to answer my incoherent outpourings? You are a wonderful brother! I love you Dilip bhai, you are such a dear! My most loving, humble and reverent pranams to Sri Aurobindo and Mother, and most hearty love and heartfelt gratitude to you: thinking over your letter has taught me such a lot! . . . . .

Baroda, Your sister,
12.1.36. RAIHANA

TO SRI AUROBINDO,

Help! I feel Raihana's attitude contains a large measure of truth. I as a sadhaka am at a loss to determine how much. I feel thus puzzled because I (being somewhat of a sceptico-realist) can't dismiss the hard fact that the Gopis did respond but not the Brahmana women of Brindaban. To-day too, look, say, at our friend X: does he not fume at bhakti as suspect, whether for Guru or Krishna? While look at Krishnaprem, an Englishman by birth or Raihana a Mussalman by religion, whose love for Krishna would put many a devoted Vaishnava to shame. I admit that the *adhikar-bheda* doctrine has its dangers in that it gives many formalists a swelled head and the sectarian bias, nevertheless it is difficult to maintain that in the world of fact all could respond quickly to Krishna or Buddha if only they would. I find it difficult to deny the hard reality that most people cannot even aspire sincerely for Divine Love

by turning their back on life's lesser loves and desires. Qu'en dites-vous O Guru? Do you really maintain that our age-long idea of *adhikari-bheda* is merely a self-complacent, highbrow contempt of the *anadhikaris*? But then I have known many an *adhikari*, like say Raihana or Krishnaprem who have no such contempt. I feel also that at bottom it is not a question of rationalisation at all but that of recognising an undeniable truth: I mean the truth behind this *adhikari-bheda* doctrine, which can't be so easily dismissed anyway. Can it? Even in ordinary life of culture it holds in that people *are* found to be born with unequal capacities and receptivities. What do you say to that?

DILIP

DILIP,

As to the point that puzzles you, it only arises from a confusion between the feeling of a devotee and the observation of the observer. Of course the devotee loves Krishna because Krishna is lovable and not for any other reason: that is his feeling and his true feeling. He has no time to bother his head about what in himself made him able to love, the fact that he does love is sufficient for him and he does not need to analyse his emotions. The Grace of Krishna consists for him in Krishna's lovableness, in his showing of himself to the devotee, in his call, the cry of his flute. That is enough for the heart, or if there is anything more, it is the yearning that others or all may hear the flute, see the face, feel all the beauty and rapture of this love.

It is not the heart of the devotee but the mind of the observer that questions how it is that the Gopis were

called or responded at once and others—the Brahman women for instance—were not called and did not respond at once. Once the mind puts the question, there are two possible answers: the mere will of Krishna without any reason, what the mind would call his absolute divine choice or his arbitrary divine caprice or else the readiness of the heart that is called: and that amounts to *adhikari bheda*. A third reply would be: circumstances, as for instance the parking off the spiritual ground into *close preserves* as Raihana puts it. But then how can circumstances prevent the Grace from acting? In spite of parking off it works: Christians, Mahomedans have answered to the Grace of Krishna. Tigers, ghouls even must love if they see him, hear his flute? Yes, but why do some hear it and see him, others not? We are thrown back on two alternatives: Krishna's Grace calls whom it wills to call without any determining reason for the choice or the rejection, it is all his mercy; or else he calls the hearts that are ready to vibrate and leap up at his call—and even there he waits till the moment has come. To say that it does not depend on outward merit or appearance of fitness is no doubt true: the something that was ready to wake in spite, it may be, of many hard layers in which it was enclosed, may well be something visible to Krishna and not to us. It was there perhaps long before the flute began to play, but Krishna was busy melting the hard layers so that the heart in its leap might not be pressed back by them when the awakening notes came. The Gopis heard and rushed out into the forest—the others did not or did they think it was only some rustic music or some rude cowherd lover fluting to his sweetheart, not a call that learned and cultured or virtuous ears could

recognise as the call of the Divine? There is something to be said for the *adhikari-bheda.* But of course it must be understood in the large sense: some may have the adhikar for recognising Krishna's flute, some for the call of Christ, some for the dance of Shiva—to each his own way and his nature's answer to the Divine call. Adhikar cannot be stated in rigid mental terms: it is something spiritual and subtle, something mystic and secret between the called and the Caller.

As for the swelled head, the theory of Grace may no doubt contribute to it, though I should imagine that the said head never felt the Grace but only the magnanimity of its own ego. The *swelling* may come equally on the road of personal effort as by the craving for Grace. It is fundamentally not due to either, but to a natural predisposition to this kind of oedema.

SRI AUROBINDO

MY DEAR BROTHER,

You have been very kind to ask me to send you my views on Krishna versus Christ. I have read the interesting correspondence on the subject that you have sent me: it is so illuminating and helpful. The European mind is intellectual and always invites comparisons not only in matters intellectual, but also in matters spiritual: that is very natural, for in the West, precise understanding through certain forms, ethical and metaphysical, has always been insisted upon as the best method of intellectual or spiritual illumination; and this is why many

great writers of the West stumble when they approach the fine things of Indian spirituality. For example, a profound scholar like A.B. Keith utterly fails to understand the Jivanmukta. He characterises him as a tyrant. It is natural, for he cannot get beyond the intellectual determination and ethical valuation of things. He does not dive deep into the *profound secrets of the Spirit.* The Western scholars touch only the fringe of the higher consciousness. Christ has given us many beautiful things, but the Western thinkers seem to lay more emphasis upon his Sermon on the Mount, as the best specimen of ethics, and the Christian scientists emphasise the healing power of the Master. But the deeper Christ of St. John, the Son of God, as identical with the Father is often forgotten and neglected. Why, even St. Paul's Love-Christ does not seem to have been installed properly in the heart of the Westerner! Can *Christ*-Love consistently go with the scenes that are being enacted from day to day in the imperialism of the West? And is it not rather significant that the best part of Christ's ethical teachings has been applied in life for the settlement of national problems by an *Indian*! But this apparent neglect of Christ in Europe to-day does not take away in the least from the divine beauties of that august personality, though it is really a delicate task to indulge in the comparative estimate of such personalities as Krishna and Christ. I do not know of any Indian who would speak of Christ in terms in which Stanley Jones speaks of Krishna without, apparently, knowing anything about him. The Europeans exhibit the wonderful power of either consciously or unconsciously misrepresenting Indian ideas and ideals of spirituality. I was reading a few days ago a book

on the Shâktas, and I was almost wondering how the author could dare to write on a subject which he does not in the least understand! Europe will understand India better if it approaches the latter in the spirit of discipleship.

With his mental habits, it is impossible anyhow for Dr. Jones to understand the transcendental dignity and beauty of Krishna. Why, for that matter even in our own country many intellectual men did not appraise the depth of Sri Krishna's being and the height of his character. Bankim considered the Râs-lilâ as an interpolation in the Srimat Bhâgavat for which he met with a gentle rebuke at the hands of Sri Ram Krishna. Sri Krishna is perhaps the greatest character in the whole world and it is indeed risky to venture anything about him in a short letter, for it could never do justice to him. Sri Krishna is exhibited in literature as a teacher, as a friend, as a liberator, as a spiritual genius and as a divine enchanter. But what attracts me most is his complete *freedom* from all tht *rigid canons* of life, for Krishna is Life itself. That is why he could manifest himself in so many ways without being confined to any of them, for life in its perpetual flow always baffles the norm of ethics and the forms of thinking. Spirit is beyond the reach of the mind and therefore Sri Krishna appears almost as an enigma to the modern intellectual mind. The manifestation of his superb beauty and divine rhythm of life at Vrindavan and his manifestation as cosmic consciousness and Creator to Arjuna in the battle field of Kurukshetra present a contrast which defies intellectual understanding. Sri Chaitanya could feel the essential reality of the blissful Krishna moving in divine fellowship with the Gopis, exhibiting the soul's eternal

quest and movement in Spirit's delight and beatitude. Krishna is the eyes' rest and the heart's haven with the Gopis. The transcendental beauty and sweetness of the divine life were felt with the touch of divine passion and amour by the Gopis—for which they were eminently fit by their spiritual opening through the ecstasy of Love. The artlessness of the Gopis should not lead us to think that they are common women: they are highly developed souls —finely developed and highly strung in being, consciousness and spirituality. It is Sukhadeva, the purest of the pure, who could see the eternity of the divine râsa and describe in such exqisite style and dignity, beauty and grace, the ecstasies of the Gopis in divine fellowship with Krishna. Jiva Goswami thinks that the Gopis represent *spiritual potencies* and spiritual powers that are eternally associated with the Divine: they are the tunes in the divine harmony, they make the spiritual life so rich by their transparent beauty, their spiritual fragrance, their quick adaptation to the complex vibrative chords of spiritual being. They are generally represented as excelling in love and beauty, but love and beauty go with the transcendent divine consciousness. The spiritual passions of the Gopis are in the highest degree delightful, for their life is exhibited in sacredness, radiance, and divine amour at its highest. Even Plato in his conception of love could not rise to this height, for the great Greeks could not go beyond the conception of divine harmony; but love is more than harmony, divine passion, more than wise passiveness. That is why Sri Chaitanya regarded this love of the Gopis as the finest flower of spiritual life: in fact this aspect of the divine life of Sri Krishna attracted him so much that in the evaluation of the spiritual ideals

Sri Chaitanya would place Love above everything and regard the divine amour as the highest of all expressions in love. This attitude of Love-consciousness could hardly be found anywhere else. For although in the Bible the conception of bridegroom is there, still it has not been so finely developed as it has been done in the Srimat Bhagavat with the analysis of the divine ecstasy in Love-consciousness. In the Song of Solomon, indeed, there is something very beautiful, but still it has not been carried to that sublime philosophic height, because like Vaishnavism, Christianity has not attempted the fine psychological analysis of the supramental consciousness of divine Love. Krishna's love for the Gopis and the Gopis' fascination for Krishna could be hardly apprehended by anyone who has not the supramental opening of Sri Chaitanya. Raihana's admiration and affection for Krishna are hurt because she could not find people of this country bearing the same feeling to Krishna as they do in the West to Christ? Naturally, a devotee and lover like herself would wish and expect Krishna installed in every heart. It is natural, but still it is enthusiasm carried too far. Is Christ really installed in the heart of every Christian? Is that our experience everywhtre in Europe or with the Christians? They may proclaim from "the market-place" the superiority of Christ's character, but what meaning is there in it all if they fail to be inspired by the spirit of Christ in their soul? Surely for a spiritual man it is thousand times better to imbibe the formative power of Spirit within his inner being than to preach about the dignity of a particular teacher without following in the least a thousandth part of his teachings. How many do follow in life the Sermon on the Mount? A genuine Christian soul has not

that richness of life. And why ?—is it not because they lose the divinity of Christ in his humanity and the joy of life is lost in the conception of sin and the thought of Redemption alone? Krishna is beyond these contraries. Life in him is fuller, because Love, Bliss, Beauty, Power and Consciousness and not redemption are associated with him. At least that is only a minor point in Vaishnavism, for Love is a higher conception than Redemption. Love unites souls by its integrating power. Love brings God nearer to Man because it places the two on the same footing—giving the sense of identity, whereas Redemption introduces a distance between the two, and makes man utterly helpless. This helplessness of Man as sinner in the Christian conception adds dignity, indeed, to Christ as the Redeemer, but it lacks in spiritual beauty and spiritual freshness that one associates with spiritual life. Christ is the Redeemer: Krishna is Life and Bliss. Christ redeems by sacrifice: Krishna elevates and uplifts by the flashes of his eyes, and absorbs the souls by the flood of music of his flute.

But Krishna is not only joy and love: Krishna is Wisdom (Pragnâ) also and that aspect of his sublime and majestic being is present in the Bhâgavat and the Gita. Yasoda saw, in his mouth the whole world, Arjuna—his Viswarupa. Krishna appears in divine majesty as cosmic power and omniscient being. Krishna-consciousness sometimes produces this feeling of sacredness, majesty, sublimity and power and in a sense, therefore, gives the fuller spiritual experience as it exhibits life in its silence and play and both of them are equally spiritual. In Krishna life gets its fulfillment and all the chords of life vibrate in *divine unison*. When one sees life in this

divine concordance one comes nearer to Krishna in one's being and attains that divinity of Spirit which is one's Self.

Yours in
affection and Love
MAHENDRA NATH SIRCAR

DILIP BHAI,

What a perfect brother you are! You have spread a regular feast before me! Your letter and your poem, and Professor Mahendranath Sircar's letter—it is gorgeous! You send my mind soaring upward like a rocket with your talk of music. And the poem—oh, lovely! It chimed with my mood of the moment as *Kharaj* chimes with *Pancham* on a perfectly tuned tambura. It *sang* itself within me . . . . How can I thank you for singing my Bhajans?

"Surya-mukhi" will be the name of your book! My dear brother! The very word makes me feel like a garden, or the sky at sunset! The sun, blazing in a cloudless heaven, and a glory of blossoming gold on earth! And do you know, Surya-mukhi is a flower that always arouses an admiring and reverential envy within me! . . . . Come to think of it, isn't the world itself a vast field of Surya-mukhi? Some know, are conscious of their own nature, of their divine yearnings some—don't. But they are Surya-mukhis all the same. All of us, knowingly or unknowingly, are worshippers of the Sun, turning our faces to Him perpetually, following His course with our upward-turning eyes . . . .

Professor Sircar's letter not only made my heart sing (*what* is there in the name 'Krishna' to thrill one so?),

but it gave me much food for thought also—thought which was irrelevant, if you will, to the subject under discussion, but which revealed to me very clearly my own attitudes of mind. The very first words, "Krishna versus Christ" made me sit up! Krishna *versus* Christ! Can there be any 'versus' here? Can there, even, be any 'and'? To me it sounded exactly like saying "Krishna versus Krishna" or "Christ versus Christ". But, alas, Krishna-worship versus Christ-worship—well, yes, that might be—unfortunately: in fact *is*, very often. Very much so! And yet—*is* it? The more I adore Krishna the more doubtful I become whether, really, there *can* be any worship at all outside of Krishna-worship, whatever names and forms we may choose to give to its various aspects. He is so *extremely* everywhere! . . . . I have been reading Count Keyserling's "Travel-Diary of a Philosopher". The Indian, he says, is too exclusively spiritual to be of any use in the world of appearances. He can't take us seriously enough. The Westerner, on the other hand, is an utter materialist, pure and simple. So far so good. But his conclusions interested me profoundly. This very materialism—as, happily, he foresees will drive the Westerner to spirituality. He will learn through experience what the Indian apprehends and knows through superior spiritual insight. And then will come a spirituality in the world such as has never been manifested before—a dynamic thing, which will regenerate the humanity—a perfect compound of Work and Knowledge and Love. Thinking of this (and why shouldn't it be so?) I see a picture of the East and West towering to their utmost heights, and mingling and merging into one perfect Third Thing at the apex . . . . a Thing that takes form and

appears, to *me*, as Krishna Himself in human consciousness . . . .

Khuda Hafez, my brother. My most loving humble Pranam to Mother and Sri Aurobindo. Thank God, father gets on splendidly. He is able to sit up now. Yes, it was an anxious time, but, Krishna jaba baitha fir kaon date daradi (When Krishna is there who will shy at pain ?).

Mussourie, Your Sister
3-6-36. RAIHANA

TO SRI AUROBINDO,

I enclose the letter of my friend X wherein he "despairs of our country" since a few in that benighted country still believe in the old-fashioned faith, and *blind* faith at that! Please note that while consigning us to the limbo of archaic irrationalism he discredits our age-long tradition of reverence on the part of seekers of Spiritual Truth so luminously fostered by Krishna in the Gita :

"Tadbiddhi pranipâtena pariprashnena sevayâ
Upadekshyanti te jnânam jnâninah tatwadarshinah."

("Learn the Wisdom of wisdoms : approach the Great Men of Spiritual Knowledge by reverently prostrating at their feet, interrogating them as to Truth and worshipping them in forms of personal service : then only will you receive from them Knowledge of the Verities.") Thus, in effect, he brands all this out of hand as the phantom-gospel of eyeless faith as against the infallible remedies of lynx-eyed intellect. Naturally, therefore, the claims of the former must be held out of court when those of the latter are abroad. But, O Guru, how can any reasonable man pretend that Reason really solves any of the deeper

problems of the soul or that the simple logical intellect ever adjusts the lopsidedness of this perversely complex universe? Are not thoughtful men the world over despairing of the prescriptions of reason as utterly inadequate to the malady of this faithless civilization? An instance in point: only the other day I was reading the eminent novelist Forster's biography of the obstinate rationalist, Lowes Dickinson, who, disillusioned in his maturer wisdom, said: "Nothing *that is important* can be proved by Reason". My friend is, or at least was once, a fervent admirer of this bigoted protagonist of Reason. What, I wonder, would he have to say to his idol's *volte face* now? In fine, I marvel if he would come to suspect later, as did poor old Dickinson, that there might be such a thing as sectarianism in activist Reason ridiculing the starry Personalities of history who all preached the Sun of Faith and not the rushlight of partisan reason! Would he realise that the mental man is at best a lawyer, not a Messiah? I wonder. Don't you?

DILIP

DILIP,

But why on earth does your despairing friend want everybody to agree with him and follow his own preferred line of conduct or belief? That is the never-realised dream of the politician, or realised only by the violent compression of the human mind and life, which is the latest feat of the men of action. The "incarnate Gods", Gurus, spiritual men of whom he so bitterly complains are more modest in their hopes and are satisfied with a handful or, if you like, an Asramful of disciples,—and even these they don't *ask for*: but they come, they come.

So are they not—these denounced Incarnates—nearer to reason and wisdom than the political leaders?—Unless of course one of them makes the mistake of founding a universal religion, but that is not *our* case. Moreover, he upbraids you for losing your reason in blind faith: but what is his own view of things except a reasoned faith? You believe according to *your* faith, which is quite natural, he believes according to *his* opinion, which is natural also, but no better, so far as the likelihood of getting at the true truth of things is in question. His opinion is according to *his* reason? So are the opinions of his political opponents according to *their* reason, yet they affirm the very opposite idea to his. How is *reasoning* to show which is right? The opposite parties can argue till they are blue in the face: they won't be anywhere nearer a decision. In the end he prevails who has the greater force or whom the trend of things favours. But who can look at the world as it is and say that the trend of things is always (or ever) according to right reason—whatever this thing called right reason may be? As a matter of fact there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions, there is only my reason, your reason, X's reason, Y's reason multiplied up to the discordant innumerable. Each reasons according to *his* view of things, *his* opinion, that is, *his* mental constitution and mental preference. So what is the use of running down faith which after all gives something to hold on to amidst the contradictions of an enigmatic universe? If one can get at a knowledge that knows, it is another matter; but so long as we have only an ignorance that argues,—well, there is a place still left for faith—even, faith may be a glint from the know-

ledge that knows, however far off, and meanwhile there is not the slightest doubt that it helps to get things done. There's a bit of reasoning for you! Just like all other reasoning too, convincing to the convinced, but not to the unconvincible, that is, to those who don't accept the ground upon which the reasoning dances. *Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else.* . . .

Your main point is of course quite the right answer: all this insistence upon action is absurd if one has not the light by which to act. "Yoga must include life and not exclude it" does not mean that we are bound to accept life *as it is* with all its stumbling ignorance and misery and the obscure confusion of human will and reason and impulse and instinct which it expresses. The advocates of action think that by human intellect and energy making an always new rush everything can be put right. The present state of the world after a development of the intellect and a stupendous output of energy for which there is no historical parallel is a signal proof of the illusion under which they labour. Yoga takes the stand that it is only by a change of consciousness that the true basis of life can be discovered: from within outward is, indeed, the rule. But *within* does not mean some quarter inch behind the surface. One must go deep and find the Soul, the Self, the Divine Reality within us and only then can life become a true expression of what we can be—instead of a blind and always repeated confused blur of the inadequate and imperfect thing we are. The choice is between remaining in the old jumble and groping about in the hope of stumbling on some discovery or standing back and seeking the Light within till we discover and can build the Godhead within and without us. . . .

Ambition and need to act and lead in the vital, in the mind, a mental idealism—these two things are the great fosterers of illusion. *The spiritual path needs a certain amount of realism ; one has to see the real value of the things that are, which is very little, except as steps in evolution.* Then one can either follow the spiritual static path of rest and release or the spiritual dynamic path of a greater truth to be brought down into life. But otherwise—

SRI AUROBINDO

O GURU,

I enclose a very fine poem of Nishikanto entitled "The Yawning West." The context of the poem is X's activist letter enthusing over the modern *arrivisme* of the West entailing despair of the soul—thrusting sectarian Jonseyan evangelism on the one hand and rationalised self-gratification on the other. Incidentally, I was telling him regretfully about Europe's frantic drive for the charnel-house in a fit of *rationalised lunacy* as Russel puts it in his latest book "In Praise of Idleness" where he laments over the imminent devastation of the coming War with the consequent holocaust of the finest ideals of a handful of dreamers of humanity. Let me quote to you a few passages from this book of his which I wish my activist friend would ponder a little:

After castigating "compulsory military service", "boy scouts" "the dissemination of political passion by the press" etc. by the militant civilization of the West, Russell lashes this leisureless restlessness of pugnacious activism, thus:

"We are all more aware of our fellow-citizens than we used to be, more anxious, if we are virtuous, to do them good, and in any case to make them do us good. We do not like to think of anyone lazily enjoying life, however refined may be the quality of his enjoyment. We feel that everybody ought to be doing something to help on the great cause (whatever it may be), the more so as so many bad men are working against it and ought to be stopped. We have not leisure of mind, therefore, to acquire any knowledge except such as will help us in the fight for whatever it may happen to be that we think important".

O Guru, what, I wonder, will be the rejoinder of my friend X to this sacrasm of Russell directed against his darling activism, which, thanks to its blindness wedded to greedy self-aggrandisement, has made the Juggernaut of exploitation come to stay on the groaning hearts of the vast majority crushing out their delicate soul-aspirations for all that is noble and the beautiful in the heights and depths of life? . . . . . . DILIP

But, DILIP,

You forget that X is a politician and the rationality of politicians has, perforce, to move within limits: if they were to allow themselves to be as clear-minded as Russel, their occupation would be gone! It is not everybody who can be as cynical as a Birkenhead or as philosophical as a C. R. Das and go on with political *reason* or political make-believe in spite of knowing what it all came to—from arrivisme in the one and patriotism in the other case.

SRI AUROBINDO

But no, GURU,

I have not forgotten it any more than I have forgotten the blazing fact that any show of busy enthusiasm is huzzaed and applauded in this gullible age as the worthiest exploitation of our vitality, which makes puppets of us mostly with the pathetic delusion that we are doing service to humanity. What I was driving at was X's falling under the spell of activism for its own sake, to undertake a mountain of labour to produce a mouse, believing, alas, (to quote your own remark on him) that "by human intellect and energy making an always new rush everything can be put right." I wish my friend would try to develop a little more correct vision if only to be delivered from this sad delusion that by blind energy and common logic one could salve the shipwreck of civilizations. The big guns of the West have tried that game for centuries and the result has not been exactly inspiring, to say the least. To quote the stinging Russell:

"When the indemnities were imposed, the allies regarded themselves as consumers: they considered that it would be pleasant to have the Germans work for them as temporary slaves, and to be able themselves to consume, without labour, what the Germans had produced. Then, after the treaty of Versailles had been concluded, they suddenly remembered that they were also producers, and that the influx of German goods which they had been demanding would ruin their industries. They were so puzzled that they started scratching their heads, but that did no good, even when they all did it together and called it an International Conference. The plain fact is that the governing classes of the world are too ignorant and stupid

to be able to think through such a problem and too conceited to ask the advice of those who might help them."

O Guru, how I wish that X would not attach so much value to Reason's inordinate pretensions which often makes people as blind as this! Qu'en dites-vous?

DILIP

You are right, DILIP,

Only you again seem to forget that human reason is a very convenient and accommodating instrument and works only in the circle set for it by interest, partiality and prejudice. The politicians reason wrongly or insincerely and have power to enforce the results of their reasoning so as to make a mess of the world's affairs · the intellectuals reason and show what their minds show them, which is far from being always the truth, for it is generally decided by intellectual preference and the mind's inborn or education-inculcated angle of vision,—but even if they see the truth, they have no power to enforce it. So between blind power and seeing impotence the world moves, achieving destiny through a mental muddle.

SRI AUROBINDO

But O GURU,

Surely I have not forgotten the simple fact that the human reason claims more than it achieves. But I had thought that there were politicians and politicians and that a man like X was not simply a politician addicted to the barren gospel of mere reason which leads the soul nowhere (at best), and drives them to "lunacy" (at worst). What I mean by "lunacy"? Well, listen to Russell's illuminating diagnosis hereanent:

"To simplify our problem", he continues, after the previous paragraph cited, "let us suppose that one of the Allied nations consisted of a single individual, a Robinson Crusoe living on a desert island. The Germans would be obliged, under the Treaty of Versailles, to offer him all the necessaries of life for nothing. But if he behaved as the Powers have behaved, he would say: 'No, do not bring me coal, because it would ruin my wood-gathering industry; do not bring me bread because it will ruin my agriculture and my ingenious though primitive milling apparatus; do not bring me clothes, because I have an infant industry of making clothes out of the skins of beasts. I do not mind if you bring me gold, because that can do me no harm: I will put it in a cave, and make no use of it whatever. But on no account will I accept payment in any form that I can make use of'. If our imaginary Robinson Crusoe said this, we should think that solitude had deprived him of his wits. Yet that is exactly what all the leading nations have said to Germany. When a nation, instead of an individual, is seized with lunacy, it is thought to be displaying remarkable industrial wisdom!"

Alors? Quoi?

DILIP

DILIP,

Seized with lunacy? But this implies that the nation is ordinarily led by reason. Is it so? Or even by common sense? Masses of men act upon their vital push, not according to reason: individuals too do the same. If they call in their reason, it is as a lawyer to plead the vital's cause.

SRI AUROBINDO

সূর্য্যমুখী

THE YAWNING WEST

A darkness masked as light its angry motion hurls,
The lost dark sun shines like a hungry vulture's eye,
A serpent way from horizon to horizon swirls
Its flow of aimless, dreamless travellers. Destiny

In a soul-paralysed wakefulness sets world-life to swim
On a sweet-coloured poison-deep. Demon shades
Recast into dire splendours through human faces gleam
In a flesh-festivalled glory: shimmering flame pervades

From the hard black-fire mouth of mortality and men's gaze
Is blind with burning undelight: Hideously nude,
The body moves, a myriad-mooded carnal blaze
In a death-desiring day, the devil's prostitute.

On the far Western shore the breaking old world roars,
The vampire witch her all-devouring dragon face
Opens where the evening scene of evil floods and pours
The blood of an old sun.

Here a pure crystal grace
Crowns the horizoned east far from that tossing sea;
New evolution here unrolls its tranquil white-
Mooned consciousness.

O embodied fair Infinity,
Mother of a divine creation, touch with heavenly Light,

Release the earth from cruelty of the demon-day.
Thou hast taken up my fate, queen of the radiant throne,
In thy high cradle of star-truth; I laugh and play
And nestle in thy heart's sapphire hyaline. An unknown

Joy hushes now my soul: it carries still sublime
Words, thy celestial necklace jewelling endless Time.

NISHIKANTA

Recast by Sri Aurobindo.

MY DEAR DILIP,

First of all let me confess that though undoubtedly "born of woman" and I hope "rational", Dr. Stanley Jones' books not only have no appeal for me at all—but they actually leave a very bad impression on my mind. He "loves and respects Buddha"—very kind of him I am sure. But he "cannot respect Krishna"? Dear, dear! That is too bad: hadn't we better shut up the Krishna cult altogether?

I have no use whatever for the talk of "experience of Christ" that these people trot out to confound Hindus and others who are too modest to make any such counter-claims. (I don't of course mean that *all* Hindus are too modest—far from it.) Let me relate a little episode that occurred to me. I once got into conversation with an American missionary of just that type. It was on a boat of course—where else should I meet one? He saw me reading some book on Buddhism and promptly started a conversation.

"Have you experienced Nirvana?" he asked me.

"No."

"Well, do you know others who have?"

"Well, I have heard of those who claim to have."

"Oh yes," he replied, "but those of us who have found Christ show it in our lives which bear fruit accordingly."

After that the conversation dropped but it so happened that the same missionary was in my cabin, a four-berth second-class cabin with one fan. I was able to observe exactly what these 'fruits' were. They consisted in

turning the one fan in such a direction that nobody else got any benefit from it at all while on the other hand his luggage was all piled on *our* side of the cabin and three-fourths of the wardrobe was filled with *his* clothes!!

Now if Dr. Jones had really had experience of Christ he would know quite certainly that Christ and Krishna are the same. He would know quite certainly that certain sayings and doings of Krishna are either symbols whose meaning he has not understood, or else interpolations. He would know this for the same reason that I know that certain sayings of Christ as recorded in the Gospels are interpolations or have been misunderstood by those who wrote them down. Do not think I have any prejudice against Christ. The Christ of the Fourth Gospel is the same as Krishna. But it seems to me useless to attempt a *human* biography of Krishna such as can with difficulty be written of Christ or Buddha. Krishna lived perhaps seven thousand or more years ago. All the accounts we have, even the Mahabharata account, are shot through with symbolism and the Bhagabat Krishna is symbolic from beginning to end. It is not possible to write a *human* biography under such circumstances. I do not think it at all feasible to present Krishna's life to modern educated people otherwise than as symbol. I agree some of the old symbolism may profitably be opened up a bit now-a-days but I do not think it possible to dispense with symbolism altogether. By all means let us "call a spade a spade", but since the average man has no conception of what the spade in question really is, it is inevitable that symbolism should be used to suggest it. Sister Raihana objects to "this hocus-pocus of words". She is right. All sincere seekers of Truth would be equally sick of the

"words" that are stifling not only the Krishna cult but all cults. We want the "Thing in itself"—quite so, but we can't get it unless we find that *Thing now*. What Krishna as a man may have done thousands of years ago is not what will give us "the Thing": what He is doing in our hearts *now* is what we must know and that will not be found by concentrating entirely on His human aspect ages ago. If He wasn't in our hearts *now* the *lilas* of ages ago would be quite insignificant.

Why is Christianity tottering so—at least among the educated? Primarily because the Christians have pinned their faith on historical events and a historical Person. Modern knowledge has shown that we cannot be certain of those events or that Person (again I say do not mistake me or suppose that I am sceptical myself) and therefore the bottom is falling out of the whole thing. In my opinion the Gnostic Christ, even the Christ of the Fourth Gospel, is far more important than any historical human figure. The human figure was important just because he manifested that Eternal Christ and so with Krishna.

Certainly I agree that a vivid presentation of the human figure can do much to awaken a love and devotion that may carry the bhakta to what is within and above his self but it will only do so if the devotee is free from sectarianism even of the sympathetic modern sort and makes no distinction between the various "Sons of God". Otherwise it may give a pleasant warmth of feeling, it may even inspire a decent moral life but it will not give that immortality which can only be achieved by the knowledge of the One who "takes without hands, travels without feet, hears without ears and sees without eyes. That One is in all beings—even the very meanest. Knowledge of

Him alone gives immortality. Know Him through Christ, through Krishna or through Buddha, but *know Him somehow or other.*

Love always from yours
KRISHNAPREM

P.S. For heaven's sake don't think I am at all underrating the power and value of sheer human devotion. It is enormously powerful if *guided* and not allowed to degenerate into sectarianism.

DILIP,

Nothing much to comment. What he says—the central thing—is very correct, as always : the position of all who have any notion of spirituality, though the mere religionist seems to find it difficult to get to it. But though Christ and Krishna are the same, they are the same in difference, that is indeed the utility of so many manifestations in stead of there being only *one* as these missionaries would have it. But is it really because the historical Christ has been made too much the foundation-stone of the Faith that Christianity is failing? It may be the sense of something inadequate or incomplete in the religion itself—perhaps in *religion itself*—(for all religions are a little off-colour now)—the need of a larger opening of the soul into the Light is being felt, an opening through which the expanding human mind and heart can follow.

SRI AUROBINDO

Almorah,

23-1-36.

DILIP,

Your letter crossed mine. I explained in my last letter all about Mr.—. He was very rude to me and I don't wish to correspond with him any further.

As for you, my dear Dilip, I couldn't possibly imagine your hurting any one—not deliberately anyhow. It is one of the things I love you for and a quality that I rank very high indeed.

I wrote in my last letter about sister Raihana's letter, but I wonder very much if she will have liked it much.

I don't know that I have anything more to add to what I said. I agree with what you have written to her and also, in a way, with her reply to you. Sri Aurobindo's account of the difference between the point of view of the bhakta *as bhakta* and that of the observer (who may also be a bhakta) strikes me as giving the gist of the matter.

Is the bhakta's attitude (as such) the highest? I don't care to discuss such a question. But I think there is a stage beyond the rapturous adoration of the soul in Krishna. The first rapture is apt to throw the mind out of gear as it were, to produce a wondrous bliss which the soul may love to share with others but which is otherwise unrelated to *the world*. Many bhaktas stop there ; but I think there is a further stage when the Light of Krishna irradiates downwards through the mind

and even senses and makes them more not less capable of ordinary activities. Sri Chaitanya, returning from Gaya, was unable to teach in his school: he was overcome by emotion when anything suggested Krishna. The Vaishnavas will perhaps be deeply shocked if I say it, but I think nevertheless that there *is* a further stage when he would have been able to teach in his school better than ever before. Perhaps he attained this stage later—perhaps not —I do not know. I am not talking of persons but of principles, so the personal question can drop. The first stage is like the Niagra dashing impetuously in glory from the cliff: *the second is the same water flowing through great pipes and mighty turbines which supply a continent with power. No splash and glory but a low vibrating hum of wondrous power in control.*

Why, however, is sister Raihana so frightened of a '*mystical* Krishna? Does she confuse *mystical* with *misty*? *Mystical knowledge* is the *only* knowledge because it is the only *direct* knowledge. No dualistic knowing can be relied on. True knowledge comes from participation in the known and that is what is meant by mystical experience. It *is* because she is a mystic that she has been able to have the great experience she has had. There is no revelation from anything or any person—not even with a capital P—who is outside and separate from one's true self. Neither Guru nor Avatar nor God can save any one except He dwell in the heart. The Salvation that seems to come from without really comes from the utter self-giving which leaves no self but Krishna within. Any Figure who moves our hearts to the utter self-giving can *save* us provided we do not limit him with sectarian walls. If we do that, we may lose ourselves in *Him,* but since that Him is not the

All to us, we cannot gain the true Salvation. We rise to something greater than ourselves but not to the Eternal which is All. The history of many Christian and other sectarian saints will bear this out. For this reason I am loth to strip away the symbolic attitudes that have gathered round the Great Teachers—for it is just these attitudes—however silly they may appear to some—that universalize the Figure and make Him not a person who lived and died, but the Supreme Eternal.

I fully agree with the doctrine of adhikar but that must not be confused with any formal scheme current in society or invented by the mind. It is much more subtle than that. Let sister Raihana try to impart her love for Krishna to others. In some cases she will succeed, in others not and this will be only partially due to her own limitations, because even the greatest, Krishna, Buddha, Christ could only succeed in some cases and in others could produce no effect. This is adhikar-bheda whether you like the word or not, but it has nothing to do with castes, races or creeds. At any given time some will listen to the Flute and some will not—because they are not ready. But why argue? She has found Krishna. He will teach her in her heart whatever she should know.

As for your other friend what is all this pother about? Certainly I don't advocate *blind* faith. True faith is not blind though the interpreting mind may weave a tissue of partial untruths about the vision just as the same mind may weave a tissue of falsehood around the bare datum of a sense perception, e.g., mistaking a post for a man. St. Paul called faith "the evidence of things unseen". *Evidence*, not mere mental belief. As a man gradually purifies his nature so his faith will shine more clearly,

free from the misunderstandings of the mind. A sectarian believes in all sorts of silly things. It is not his faith that is at fault (I am talking of *real* faith, mind you) but his poorly developed mind which misinterprets the data given by his faith. We must purify our minds till they can grasp the object of our faith without covering it up with all sorts of silly superstitions. But if we abandon faith we shall be lost, for faith is just the evidence for a higher level of knowledge. It is a thread let down from that higher level and if we turn our back on it we shall just wander contentedly about on the level at which we are. That is what most so-called *rationalists do.* We must use faith as they do: as a thread in saving men from shipwreck: they fire a rocket across carrying a light thread. That having been grasped it is used to pull over a stout cord, that—a thin rope and that—a stout hawser which will carry men across.

As for Gurus as "incarnate Gods" as your friend ridicules it, well, why not? All men are incarnate Gods for one thing—only they know it not ; for another, if I can see the God in some one man either because he has seen It in himself or because *through* him a Light has shone for me, why should any one else get annoyed? Presumably because *he* has not seen God anywhere himself, is it not?

"Ma" sends her love. She read the Hindi poem you sent of Raihana and your own Bengali translation, and liked them both very much. She says that being a Bengali she liked the Bengali version best.

Love always from yours affectionately

KRISHNAPREM

DILIP,

Of course, Krishnaprem's view about the canalisation of Niagara is my standpoint also. But for the limited human consciousness it is difficult to get across the border between mind and spirit without making a forceful rush or push along one line only and that must be some line of pure experience in which, especially if it is the bhakti way, one gets easily swallowed up in the rapids (did not Chaitanya at last disappear in the waters?) and goes no farther. The first thing is to break into the spiritual consciousness, any part of it anyhow and anywhere, afterwards one can explore the country, to which exploration there can hardly be a limit ; one is always going higher and higher, getting wider and wider. But there is a certain intense ecstasy about the first deep plunge which is extraordinarily seizing. It is not only the bhakta's rapture, but the jnani's plunge into the Brahma-Nirvana or Brahmananda or release into the still eternity of the self that is of that seizing and absorbing character—it does not look at first as if one could or would care or need to get beyond into anything else. One cannot find fault with the Sannyasi lost in his *laya* or the Bhakta lost in his ecstasy : they remain there probably because they are constituted for that and it is the limit of their leap. But all the same it has always appeared to me that it is a stage and not the end : I subscribe fully to the canalisation of the Niagara.

Adhikara is of course a matter of the psychology and the soul and the nature, it has nothing to do with any outer or artificial standards.

Then as to the Avatar and the symbols. There is, it seems to me, a cardinal error in the modern insistence on the biographical and historical, that is to say, the

external factuality of the Avatar, the incidents of his outward life. What matters is the spiritual Reality, the Power, the Influence that came with him or that he brought down by his action and his existence. First of all what matters in a spiritual man's life is not what he did or what he was outside to the view of the men of his time (that is what historicity or biography comes to, does it not?) but what he *was* and did *within* ; it is only that that gives any value to his outer life at all. It is the *inner* life that gives to the *outer* any power it may have, and the inner life of a spiritual man is something vast and full and, at least, in the great figures, so crowded and teeming with significant things that no biographer or historian could ever hope to seize it all or tell it. Whatever is significant in the *outward* life is so because it is symbolical of what has been realised *within* himself and one may go on and say that the inner life also is only significant as an expression, a living representation of the movement of the Divinity behind it. That is why we need not enquire whether the stories about Krishna were transcripts, however loose, of his acts on earth or are symbolic representations of what Krishna was and is for men, of the Divinity expressing itself in the figure of Krishna. Buddha's renunciation, his temptation by Mara, his enlightenment under the Bo-tree are such symbols ; so too the virgin birth, the temptation in the desert, the crucifixion of Christ are such symbols true by what they signify even if they are not scrupulously recorded historical events. The outward facts as related of Christ or Buddha are not much more than what has happened in many other lives—what is it that gives Buddha or Christ their enormous place in the spiritual world? It was because

something manifested through them that was more than any outward event or any teaching. The verifiable historicity gives us very little of that, yet it is that only that matters. So it seems to me that Krishnaprem is fundamentally right in what he says of the symbols. To the phyiscal mind only the words and facts and acts of a man matter: to the inner mind it is the spiritual happenings in him that matter. Even the teachings of Buddha and Christ are spiritually true not as mere mental teachings but as the expression of spiritual states or happenings in them which by their life on earth they made possible (or at any rate more dynamically potential) in others. Also, evidently, sectarian walls are a mistake: an accretion, a mental limiting of the Truth which may serve a mental, but not a spiritual purpose. The Avatar, the Guru have no meaning if they do not stand for the Eternal: it is that that makes them what they are for the worshipper or the disciple.

It is also a fact that nobody can give you any spiritual realisation which does not come from something in your true Self, it is always the Divine who reveals himself and the Divine is within you ; so He who reveals must be felt in your own heart. Your query here simply suggests that this is a truth which can be misinterpreted or misused, but so can every spiritual truth if it is taken hold of in the wrong way—and the human mind has a great penchant for taking Truth by the wrong end and arriving at falsehood. All statements about these things are after all mental statements and at the mercy of any mind that interprets them. There is a snag in every such statement created not by the Truth that it expresses but by the mind's interpretation. The snag

(what you call the slip) lies not in the statement itself which is quite correct, but in the deflected sense in which it may be taken by ignorant or self-sufficient minds enamoured of their ego. Many have put forward the "own-self" gospel without taking the trouble to see whether it is the true Self, have pitted the ignorance of their "own-self"—in fact, their ego—against the knowledge of the Guru or made their ego or something that flattered and fostered it the Ishta Devata. The snag in the worship of Guru or Avatar is a sectarian bias which insists on the Representative or the Manifestation but loses sight of the Manifested; the snag in the emphasis on the other side is the ignoring of the need or belittling of the value of the Representative or Manifestation and the substitution not of the true Self one in all but of one's "own-self" as the guide and light. How many have done that and lost the way through the pull of the magnified ego which is one of the great perils on the road! However that does not lessen the truth of the things said by Krishnaprem. Only, in looking at the many sides of Truth one must put each thing in its place in the harmony of the All which is for us the expression of the Supreme.

9-2-36.

SRI AUROBINDO

TO SRI AUROBINDO,

I was reading a most interesting book: The Letters of the great writer D. H. Lawrence. You know I have always been at one with Aldous Huxley, Middleton Murry, E. M. Forster, Edward Garnet, Bertrand Russell and others who are convinced he was *great*, albeit Lawrence is hated still by most people as an abomination. I agree,

almost instinctively as it were, with Aldous when he says in this book which he edits: "He (Lawrence) might say or write things that were demonstrably incorrect or even, on occasions, absurd. But to a very considerable extent it didn't matter. What mattered was always Lawrence himself, was the fire that burned within him, that glowed with so strange and marvellous a radiance in almost all he wrote". It is not to tell you this, however, that I beat about the bush thus: it is first, to ask you to pronounce first, on some of the mystic things he deals with in these letters which have almost a yogic accent I should say; and secondly, on his modernist theory of poetry, his defence of the so-called rugged poetry which I consider unsound at best, and absurd at worst. So please bear with me if I quote from these letters some passages rather randomly, since my object is but to draw you out, which is impeccably noble and knightly.

It is somewhat significant that Lawrence agrees with Shaw (who says in his latest drama 'Simpleton of the Unexpected Isles': "Nothing human is good enough to be loved") when he says: "My eyes can see nothing human that is good now-a-days". But what is still more remarkable is his belief in the devil and magic, as showing a remarkable occult intuition to say the least. For listen, please, to Lawrence:

"I have been reading another book on *Occultism* . . . . It is very interesting and important—though antipathetic to me. Certainly magic is a reality—not by any means the nonsense Bertie (Bertrand) Russell says it is . . . . I have had a great struggle with the Powers of Darkness lately . . . . don't tell me there is no Devil: there *is* a Prince of Darkness . . . . It is no good now,

thinking that to understand a man from his own point of view is to be happy about him. I can imagine the mind of a rat, as it slithers along in the dark, pointing its sharp nose. But I can never feel happy about it, I must always want to kill it. It contains a principle evil. There *is* a principle of evil. Let us acknowledge it once and for all. I saw it so plainly in X, it made me sick. I am sick with the knowledge of the prevalence of evil, as if it were some insidious disease . . . . "

Lawrence is hated nevertheless, I mean inspite of his abhorrence of evil and love of Truth and Beauty. No wonder: he was too outspoken, you see. "I don't see," he writes to Lady Ottoline, "why there should be monogamy for people who can't have full satisfaction in one person, because they themselves are too split, because they act in themselves separately".

But it is not these things I want to ask you about. Let me rather quote his theory of poetry where I fundamentally disagree, I mean with his championship of "starkness", "bareness" etc. which is synonymous with the modern penchant for ruggedness and (to me, anyway) unloveliness. For I do believe that rhythm is not merely an ornament of verse: it is of the essence of poetry. Hear what Lawrence has to say, however: "The essence of poetry", he writes to Catherine Carswell, "with us in this age of stark and unlovely actualities is a stark directness, without a shadow of a lie, or a shadow of deflection anywhere. Everything can go, but this stark, bare, rocky directness, this alone makes poetry to-day." I would ask you to explain what exactly Lawrence drives at by it all and why on earth he plumps for such an ungainly view of poetry: Lawrence, who is such a master of expression and

au fond, a lover, I am convinced, of Beauty! Listen just to a few more random passages that struck me as refreshing: "I am weary", he writes to Middleton Murry, (who, in his biography, calls him a prophet: he *was* that, in a sense, don't you think?) "I find people ultimately boring . . . . I am weary of humanity and human things. One is happy in the thoughts only that transcend humanity . . . . " Also hear what he has to say of seclusion for an ideal and how beautifully he says it: "I am glad", he writes to Catherine Carswell, "you are beginning to reject people . . . . They *are* a destructive force . . . . And one is so few and so fragile, in one's own small, subtle air of life. *How* one must cherish the frail, precious buds of the unknown life in one's soul. They are the unborn children of one's hope and living happiness, and one is so frail to bring them forth. Shelter yourself above all from the world, save yourself, screen and hide yourself, go subtly in a secret retreat, where no one knows you . . . . hiding like a bird, and living busily the other creative life, like a bird building a nest. Be sure to keep this bush that burns with the presence of God, where you build your nest, this world of worlds, hidden from mankind . . . . " It is not for nothing that Aldous in his admirable introduction to Lawrence styles his letters "beautiful and absorbingly interesting"—adding that Lawrence was "one of the few people I feel real respect for. Of most other eminent people I have met I feel that at any rate I belong to the same species as they do. But this man is something different and superior in kind, not degree. 'Different and superior in kind': I think almost everyone who knew him well must have felt that Lawrence was this . . . . To be with Lawrence was a

kind of adventure, a voyage of discovery into newness and otherness . . . . To be with him was to find oneself transported to one of the frontiers of human consciousness . . . . " But to resume. Here are some more citations from his letters:

"I hope to God the new religious era is starting into being also at other points, and that soon there will be a body of believers in this howling desert of unbelief and sensation . . . . One must put away all ordinary common sense, I think, and work only from the invisible world. The visible world is not true. The invisible world is true and real. One must live and work from that . . . . There must be a new heaven and a new earth, and a new heart and soul, all new: a pure resurrection.

Now like a crocus in the autumn time,
My soul comes naked from the falling night
Of death, a Cyclamen, a crocus flower
Of windy autumn when the winds all sweep
The hosts away to death, where heap on heap
The leaves are smouldering in a funeral wind.

I don't know why on earth I say these things to you. But the conscious life—which you adhere to—is no more than a masquerade of death: there is a living unconscious life. If only we would shut our eyes! If only we were all struck blind and things vanished from our sight—we should marvel that we had fought and lived for shallow, visionary, peripheral nothingnesses! . . . . So vivid a vision, everything so visually poignant, it is like that concentrated moment when a drowning man sees all his past crystalled into one jewel of recollection! . . . . It is the vision of all that I am, all I have become, and ceased to be . . . . There is a morning which dawns like an iridescence on the wings of sleeping darkness, till

the darkness bursts and flies off in glory, dripping with the rose of morning . . . . Why are you so sad about your life, dear Ottoline? Only let go all this will to have things in your control. We must all submit to be helpless and obliterated, quite obliterated, destroyed, cast away into nothingness. There is something will rise out of it, something new, that now is not. This which we are must cease to be, that we may come to pass in another being . . . . I tell this to you, I tell it to myself—to let go, to release from my will everything that my will would hold, to lapse into darkness and unknowing. There must be deep winter before there can be spring . . . . Let me only be still, and know we can force nothing and compel nothing, can only nourish in the darkness the unuttered buds of the new life that shall be . . . . I am laid up . . . and wonder why one should ever trouble to get up, into this filthy world. The war stinks worse and worse! . . . . Did you like the Ajanta frescoes? I loved them: the pure fulfilment—the pure simplicity—the complete, almost perfect relations between the men and the women—the most perfect things I have ever seen. Botticelli is vulgar beside them They are the zenith of a very lovely civilization, the crest of a very perfect wave of human development. I have loved them beyond everything pictorial that I have ever seen—the perfect, perfect intimate relation between the men and the women: so simple and complete, such a perfection of passion, a fulness, a whole blossom. That which we call passion is a very one-sided thing, based chiefly on hatred and *Wille zur Macht* (Will to Power). There is no Will to Power here—it is so lovely—in these frescoes!"

DILIP

DILIP,

One might imagine Lawrence was a Yogi who had missed his way and come into a European body to work out his difficulties. "To lapse back into darkness and unknowing" sounds like the Christian mystic's passage into the "night of God", but I think Lawrence thought of a new efflorescence from the subconscient while the mystic's Night of God was a stage between ordinary consciousness and the Superconscient Light.

The passage you have quoted certainly shows that Lawrence had an idea of the new spiritual birth. What he has written there could be an accurate indication of the process of the change, the putting away of the old consciousness and the emergence of a new from the now invisible Within, not an illusory periphery like the present mental vital physical ignorance but a truth becoming from the true being within us. He speaks of the transition as a darkness created by the rejection of the outer mental light, a darkness intervening before the true light from the Invisible can come. Certain Christian mystics have said the same thing and the Upanishad also speaks of the luminous Being beyond the darkness. But in India the rejection of the mental light, the vital stir, the physical hard narrow concretness leads more often not to a darkness but to a wide emptiness and silence which begins afterwards to fill with the light of a deeper greater truer consciousness, a consciousness full of peace, harmony, joy and freedom. I think Lawrence was held back from realising because he was seeking for the new birth in the subconscient vital and taking that for the Invisible Within —he mistook Life for Spirit, whereas Life can only be an expression of the Spirit. That too perhaps was the reason

for his preoccupation with a vain and baffled sexuality.

His appreciation of the Ajanta paintings must have been due to the same drive that made him seek for a new poetry as well as a new truth from within. He wanted to get rid of the outward forms that for him hide the Invisible and arrive at something that expressed with bare simplicity and directness some reality within. It is what made people begin to prefer the primitives to the developed art of the Renaissance. That is why he depreciates Botticelli as not giving the real thing, but only an outward grace and beauty which he considers vulgar in comparison with the less formal art of old that was satisfied with bringing out the pure emotion from within and nothing else. It is the same thing which makes him want a stark bare rocky directness for modern poetry.

SRI AUROBINDO

DILIP,

To continue about Lawrence's poetry from where I stopped. The idea is to get rid of all over-expression, of language for the sake of language, or form for the sake of form, even of indulgence of poetic emotion for the sake of the emotion, because all that veils the thing in itself, dresses it up, prevents it from coming out in the seizing nudity of its truth, the power of its intrinsic appeal. There is a sort of mysticism here that wants to express the inexpressible, the concealed, the invisible—reduce expression to its barest bareness and you get nearer the inexpressible, suppress as much of the form as may be and you get nearer that behind which is invisible. It is the same impulse, as I have said, as pervaded recent

endeavours in Art. Form hides, not expressing the reality: let us suppress the concealing form and express the reality by its appropriate geometrical figures--and you have cubism. Or since that is too much, suppress exactitude of form-and replace it by more significant forms that indicate rather than conceal the truth--so you have "abstract" paintings. Or, what is within reveals itself in dreams, not in waking phenomena, let us have in poetry or painting the figures, visions, sequences, design of dreams—and you have surrealist art and poetry. The idea of Lawrence is akin; let us get rid of rhyme, metre, artifices which please us for their own sake and draw us away from the thing in itself, the real behind the form. So suppressing these things let us have something bare rocky primally expressive. There is nothing to find fault with in the theory provided it does lead to a new creation which expresses the inner truth in things better and more vividly and directly than with rhyme and metre the old poetry, now condemned as artificial and rhetorical, succeeded in expressing it. But the results do not come up to expectation. Take the four lines of Lawrence:

Just a few of the roses gathered by the Isar
Are fallen, and their bloodred petals on the cloth
Float like boats on a river, waiting
For a fairy wind to wake them from their sloth.

In what do they differ from the old poetry except in having a less sure rhythmical movement, a less seizing perfection of language? It is a fine image and Keats or Thompson would have made out of it something unforgettable. But after reading these lines one has a difficulty in recalling any clear outline of image, any seizing expression, any rhythmic cadence that goes on reverberating within and

preserves the vision for ever. What the modernist metreless verse does is to catch up the movements of prose and try to fit them into varying lengths and variously arranged lengths of verse. Sometimes something which has its own beauty or power is done—though nothing better or even equal to the best that was done before, but for the most part there is either an easy or a strained ineffectiveness. No footsteps hitting the earth! Footsteps on earth can be a walk, can be prose: the beats of poetry can on the contrary be a beat of wings. As for the bird image, well, there is more lapsing than flying in this movement. But where is the bareness, the rocky directness—where is the something more direct and real than any play of outer form can give? The attempt at colour, image, expression is just the same as in the old poetry—whatever is new and deep comes from Lawrence's peculiar vision, but could have been more powerfully expressed in a more close-knit language and metre.

Of course, it does not follow that new and free forms are not to be attempted or that they cannot succeed at all. But if they succeed it will be by bringing the fundamental quality, power, movement of the old poetry—which is the eternal quality of all poetry—into new metrical and rhythmical discoveries and new secrets of poetic expression. It cannot be done by reducing these to skeletonic bareness or suppressing them by subdual and dilution in a vain attempt to unite the free looseness of prose with the gathered and intent paces of poetry.

SRI AUROBINDO

DILIP,

What I have written about modern poetry etc. is too slight and passing and general a comment such as one can hazard in a private leter ; but for a criticism that has to see the light of day something more ample and sufficient would be necessary. Lawrence's poetry, whatever one may think of his theory or technique, has too much importance and significance to be lightly handled and the *modernism* of contemporary poetry is a *fait accompli*. One can refuse to recognise or legitimate the *fait accompli*, whether in Abyssinia or in the realms of literature, but it is too solid to be met with a mere condemnation in principle.

The other day I opened Lawrence's "Pansies" once more at random and came upon this :

"I can stand Willy Wet-leg
Can't stand him at any price.
He's resigned and when you hit him
He lets you hit him twice."

Well, well, this is the bare, rocky, direct poetry? God help us! . . . This is the sort of things to which theories lead a man of genius.

SRI AUROBINDO

DILIP,

No time to read or to write to-night. I must at least read Aldous Huxley's preface to "The Letters of Lawrence" and glance at some letters before venturing on any comments—like the reviewers who frisk about a page here and a page there and then write an ample or devastating review. Anyhow it seems to me Lawrence must have been a difficult man to live with : even for him it must have been difficult to live with himself. His photograph

confirms that view. But a man at war with himself can write excellent poetry if he is a poet: often better poetry than another, just as Shakespeare wrote his best tragedies when he was in a state of chaotic upheaval, at least so his interpreters say. One needs a higher inspiration to write poems of harmony and divine balance than any Lawrence ever had. So I stick to my idea of the evil influence of theories on a man of genius. If he had been contented to write things of beauty instead of bare rockies and dry deserts, he might have done splendidly . . .

All great personalities have a strong ego of one kind or another—for that matter one does not need to be a big personality to be ego-centred: ego-centricity is the very nature of life in the ignorance: even the sattwic man, the philanthropist, the altruist live for and round their ego. Society imposes an effort to restrain and when one cannot restrain—at least to disguise, morality to control, enlarge, refine or sublimate it so that it shall be able to exceed itself or use itself in the service of things bigger than its own primary egoism. But none of these things enable one to escape from it. It is only by finding something deep within or above ourselves and making *laya* of the ego in that it is possible. It is what Lawrence saw and it was his effort to do it that made him *"other"* than those who associated with him—but he could not find out the way. It was a strange mistake to seek it in sex: it was also a great mistake to seek it at the wrong end of the nature.

What you say about the discovery of the defects of human nature is no doubt true. (I wrote that I had found all the great men I had so far met essentially egoistic, only some of them were conscious of their defects while others were blissfully ignorant . . . Dilip) Human nature

is full of defects and cannot be otherwise, but there are other elments and possibilities in it which, although never quite unmixed, have to be seen to get a whole view. But the discovery of the truth about human beings need not lead to cynicism ; it may lead to a calm aloofness or irony which has nothing disappointed or bitter in it ; or it may lead to a large psychic charity which recognises the truth but makes all allowances and is ready to love and to help in spite of all. In the spiritual consciousness one is blind to nothing, but sees also that which is within, behind these coverings, the divine element in all not yet released and it is neither deceived nor repelled and discouraged. That inner greater thing that was in Lawrence and which he sought for is in everybody : he did not find it and they may not have yet released it, but it is there. I do not know about the lovableness : what you say is partly true, but lovableness may exist in spite of ego and all kinds of defects and people may feel it.

It is the nature of vital love not to last, or, if it tries to last, not to satisfy, because it is a passion which Nature has thrown in in order to serve temporary purposes : it is good enough therefore for a temporary purpose and its normal tendency is to wane when it has sufficiently served Nature's purpose. In mankind, [illegible] is a more complex being, she calls in the aid of imagination and idealism to help her push, gives a sense or ardour, of beauty and fire and glory, but all that wanes after a time. It cannot last because it is a borrowed light and power, borrowed in the sense of being a reflection of something beyond and not native to the reflecting vital medium which imagination uses for the purpose. Moreover nothing lasts in the mind and the vital : all is a flux there. The one thing that

endures is the soul, the spirit. Therefore love can last or satisfy only if it bases itself on the soul and spirit, if it has its roots there. But that means living no longer in the vital but in the soul and spirit.

The difficulty of the vital giving up is because the vital is not governed by reason or knowledge, but by instinct and impulse and the desire of pleasure. It draws back because it is disappointed, because it realises that the disappointment will always repeat itself, but it does realise that the whole thing is itself a glamour or if it does, it repines that it should be so. Where the vairagya is sattwic, born not of disappointment but of the sense of greater and truer things to be attained this difficulty does not arise. Lawrence did not realise that he was on a false track, so he could not get on the true one. However, the vital can learn by experience, can learn so much as to turn away from its regret of the beauty of the Will-o'-the-wisp. Its vairagya can become sattwic and decisive.

Lawrence had the psychic push inside towards the Unseen and Beyond at the same time as a push towards the vital life which came in its way. He was trying to find his way between the two and mixing them up together till at the end he got his mental liberation from the tangle though not yet any [illegible] knowledge of the Way. For that, I suppose, he will [illegible] to be born nearer the East or in any case in surroundings which will enable him to get at the Lig[illegible]

SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO'S COMMENTS ON 'SURYAMUKHI'

Re. the poem "Barana-riti" :

Yes, the earth is a conscious being as A.E. has pointed out. The globe is the form in which it manifests. Behind the Cloud and Fire etc. there are Fire and Cloud-spirits, as you have suggested in your poem, of which the action of cloud or fire is a manifestation. This is an ancient knowledge which science had once begun to pooh-pooh, but anyone who passes the physical barrier can find it out for himself . . . Your poem starts as a kind of allegory and merges into the symbol . . . If you intended it for an allegory throughout, I do not think it keeps its character. For an allegory must be intellectually precise in its basis however much adorned with imagery and personal expression; but in your poem the interlocutors express not the play of abstract things or ideas put into imaged form, but the experience one of the earth as consciousness in its blind feeling for something it can not reach and which it yearns after while not even sure of its existence, the other of the seeking Intermediary which seeks and finds and brings down to the earth what the Vedas call the Rain of Heaven. It should therefore be called a symbolic poem rather than an allegorical one. The poem is in its nature a first step between the poetic mental treatment of these mystic subjects and the sheer mystic—a step from thought towards sight. ...It is when the thing seen is lived and gets as it were an independent vivid reality of its own which exceeds any symbolic significance that it is

mystic. In the symbolic poem the mind is more active...In the mystic poem the mind is submerged in the vividness of the reality and any mental explanation falls far short of what is felt and lived in the deeper vital or psychic response to the poem. This is what Housman in his book tries to explain with regard to Blake's poetry though he misses altogether the real nature of the response.

Re. the poem "Kavi and Rishi" :

Full of beauty and vigour! There is only one point : If the mere poet is not a Rishi, the Rishi, after all, can be a poet—the greater can contain the less, even though the less is not the greater. Your contrast of Rishi with the poet is true as well as forcible.

Re. the poems "Banditâ" :

These poems are quite new in manner—simple and precise and penetrating. What you describe is the psychic fire, *agni pâvaka*, which burns in the deeper heart and from there is lighted in the mind, the vital and the physical body. In ordinary life also there is no doubt an action of the psychic—without it man would be only a thinking and planning animal. But its action there is very much veiled, needing always the mental or vital to express it; usually mixed and not dominant, not unerring therefore : it does often the right thing in the wrong way, is moved by the right feeling but errs as to its application, person, place, circumstance. The psychic, except in a few extraordinary natures, does not get its full chance in the ordinary consciousness : it needs some kind of Yoga or sadhana to come by its

own and it is as it emerges more and more *in front* that it gets clear of the mixture. That is to say, its presence becomes directy felt, not only behind and supporting, but filling the frontal consciousness and not dependent on or dominated by its instruments—mind, vital and body, but dominating them and moulding them into luminosity and teaching them their own true action....Esoteric? The experience of the psychic fire and psychic discrimination is an intimate spiritual experience, but it is direct and simple like all psychic things. The poem which expresses it may easily be something deeply inward, esoteric in that sense, but simple, unveiled and clear, not in the more usual sense. I rather think, however, that the term "esoteric poem" is a misnomer and some other pharaseology would be more accurate.

Re. the poem "Chetanâr Rupântar"

I have read the last pages and have no words to praise their perfection of feeling and expression, their restrained power and beauty... I will read the whole over again once more—time or no time.

Re. the poem "Avatârer prati Jiva" :

Exceedingly beautiful...very fine in feeling and harmonious in diction and movement.

Re. the poem "Dhruva Sundara" :

I quite agree with Nalini, Anilbaran and Nishikanta that you have surpassed yourself. For one thing, at one stride you have reached an astonishing architectonic perfection. Most poets can go on writing beautifully and well —they can flow from a beginning to an end—but

few know how to *build* well. To have a beginning, a middle and an end is not enough : all parts must be in their place and the whole and the parts in the whole must be a plan of harmony. Here some builder Muse has come to your help and put everything in its place. There is a remarkable power and beauty in the development of the subject. The dramatic turns are very finely done and the correspondence of the rhythm with the thing it has to express and the felicity of its changes seem to me admirable. The alternation of grave and lyric metres is a very difficult thing to do well—but you have succeeded in putting them together with much skill. Your style and way of expression also, I think, have reached a maturity or let us say a consistent and continuous ripeness which they had not before. I had written to you after reading the first instalment : "If the rest is as fine as this, it will be indeed a magnificent poem." I find the poetry rises to a still higher perfection as it proceeds and the end is surpassingly beautiful. You have found there also, I think for the first time, after much poetry of initial struggle and psychic hope, the feeling and music of Ananda—exaltation you may have sometimes reached before,—but not this deeper spontaneous flute-note of Ananda...

When you write your poetry the psychic being is always behind it—even when you are in the depths of mental and vital despondency, as soon as you write the psychic being intervenes and throws its self-expression into what you write. It is that that has made people with some inner life in them, those who have some touch of the spiritual, feel these poems of your so much.